শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭১ { ১ম সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

সপ্তদশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৮ গোবিন্দ হইতে ৪৭৯ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭১ ফাল্গুন হইতে ১৩৭২ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৫ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৬ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৫.০০ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

—(*)—

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রতাপ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-কর্ত্তৃক নবদ্বীপস্থ
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

# সপ্তদশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

# প্রবন্ধ-সূচী

**প্রবন্ধের নাম** — **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**


১। অনন্তদেব-নারায়ণ-ঋষি-মহিমাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীনারদ-কৃতম্] ১।১
২। অন্নকূট-মহোৎসব—শ্রী [নবদ্বীপ, মথুরা, চুঁচুড়া মঠে] ১০।৩৯৭
৩। আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সার—শ্রীল [কল্যাণপুরে শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠের মন্দির-দ্বারোদ্ঘাটনকালে] ৩।১১০
[কল্যাণপুরে অপরাপর বক্তৃতাবলী] ৫।১৯৩
[শাওড়াবেড়ে জালপাই-এ বক্তৃতা] ৫।১৯৫
৪। আচার্য্যদেবের ভাষণ—শ্রীল [শ্রীজন্মাষ্টমীর প্রদর্শনী উন্মোচনে] ৯।৩৫৬
৫। আত্মদর্শন ৮।৩০১, ৯।৩৩৯
৬। আনন্দপাড়ায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের বক্তৃতা [শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-তিথিতে] ২।৭১
৭। আসামে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [গোলোকগঞ্জ, চড়াইখোলা, ধুবড়ী, বঙ্গাইগাঁও] ৬।২৩৬
৮। উত্তরবঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [মাথাভাঙ্গা ও শীতলকুচি] ৮।৩১৪
৯। উদ্ধারণদত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব—শ্রী [চুঁচুড়া মঠে] ১১।৪৩৮
১০। একাদশী-ব্রত—শ্রীশ্রী ৪।১৪৩
১১। "কবির গর্ব্ব হইল খর্ব্ব" [কবিতা] ৩।১০৩
১২। কর্ম্মী ও ভক্তের পার্থক্য বিচার ৫।১৯০
১৩। কালের গতি ৩।১০৫, ৪।১৩৯
১৪। কৃপা [কবিতা] ৯।৩৩২
১৫। কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব—শ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৯
১৬। কৃষ্ণ-পার্ষদ—শ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৩।৮৬
১৭। কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৮।২৮৬
১৮। কেদার-বদ্রী দর্শন [বিবরণ] ৬।২৩৫
১৯। গুরু-তত্ত্ব—শ্রী ১।২৬, ২।৫৯
২০। গুরুপাদপদ্মের অভিভাষণ—শ্রীল [নবদ্বীপ মঠে শ্রীরাধাষ্টমী-দিবসে] ৯।৩৫৭
২১। গোস্বামিপাদ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৮।৩২৪
২২। গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব—শ্রীল ১০।৪০০
২৩। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী [পরীক্ষার ফলাফল] ১০।৪০০
২৪। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৩।১২০
২৫। গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৭।২৪৭
২৬। গৌড়ীয়ের বেষ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১।৫
২৭। চোর বলে,—"ঐ চোর" ১১।৪২৯
২৮। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীশ্রী [শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসবের বিবরণ] ৬।২৩৯

২৯। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব—শ্রীশ্রী [ পিছলদা ও চুঁচুড়া মঠে ] ৬।২৩৮
৩০। জন্ম-মৃত্যু-রহস্য ৯।৩৪২, ১০।৩৮৩, ১১।৪১৯
৩১। জন্মাষ্টমীর প্রদর্শনী উদ্বোধনে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ — শ্রীল ৯।৩৫৬
৩২। জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [ নবদ্বীপ ও মথুরা মঠে ] ৮।৩১৭
৩৩। জবালা-কথা [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৩।৬৬
৩৪। "জীবে যা চিন্তে, জীবন-প্রান্তে, তেমতি সে দেহ পায়" [কবিতা] ১।১২
৩৫। জীবের নিত্যধর্ম্ম [ কবিতা ] ১০।৩৭৫
৩৬। জৈব-সত্তার অবস্থা-বৈচিত্র্য ৪।১৪১
৩৭। ঝুলনযাত্রা—শ্রী [ নবদ্বীপ, চুঁচুড়া, মথুরা, গোলোকগঞ্জ মঠে ] ৮।৩১৭
৩৮। ঠাকুর হরিদাস [ কবিতা ] ৬।২২৯
৩৯। ত্যক্তগৃহ শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি কি দোষাবহ ? ৪।১৫৩
৪০। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ৭।২৬৮
৪১। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ [ শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী, শ্রীরসিকমোহনদাস ব্রজবাসী ও শ্রীরোহিণীনন্দন দাস ব্রজবাসীর ] ৩।১১৪
৪২। দীক্ষিত [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ১০।৩৬৬
৪৩। দেবানন্দ পণ্ডিত—শ্রী ৫।১৮৫
৪৪। দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-মহোৎসব—শ্রী [নবদ্বীপ মঠে] ১১।৪৩৭
৪৫। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [ বিবরণ ] ২।৭৭
৪৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্—শ্রীশ্রী [ সানুবাদঃ প্রমাণখণ্ডঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ] ২।৪১, ৩।১১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১
৪৭। নবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীধাম [ শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত ] ১।৩১, ২।৫৩, ৩।৯০
৪৮। নবদ্বীপে অন্নকূট-মহোৎসব [ 'যুগান্তর'-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মহোৎসব-বিবরণ ] ১০।৩৯৯
৪৯। নরতনু ভজনের মূল ১।২১
৫০। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-উৎসব—শ্রীল [ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠাদিতে ] ১১।৪৩৮
৫১। নামাপরাধ ৭।২৭০
৫২। নারায়ণঋষি-অনন্তদেব-মহিমাদশকম্—শ্রীশ্রী [ সানুবাদং শ্রীনারদ-কৃতম্ ] ১।১
৫৩। নির্যাণ-সংবাদ [ শ্রীপাদ রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ] ৫।২০০
৫৪। "পণ্ডিত-কুলীন-ধনীর বড় অভিমান" [ কবিতা ] ৭।২৬৮
৫৫। পত্র ও উত্তর [শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী ও শ্রীরত্নাকর দাস বি,এ-র] ২।৬৬
৫৬। পত্রে প্রশ্ন ও তদুত্তর [ শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ ( গ্রাহক নং ৪২৮৯ ) মহাশয়ের প্রশ্ন ] ৬।২৩১, ৭।২৬৩

৫৭। পরলোকে নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সাত্বত শ্রাদ্ধ ৩।১১৩
৫৮। পরলোকে শ্রীযুত মদনমোহন দাসাধিকারী ও তাঁহার সাত্বত শ্রাদ্ধ ১১।৪৩৯
৫৯। পশারী [ কবিতা ] ৫।১৮৯
৬০। পাঠান ধর্ম্মগুরু উদ্ধার [ কবিতা ] ১১।৪২৭
৬১। প্রকৃত ভোক্তা কে ? [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ২।৪৫
৬২। প্রচারকের ডায়েরী [ বর্দ্ধমান-জিলার শশীনাড়া গ্রামের ] ১।৩৩
৬৩। প্রচার-প্রসঙ্গ [ মেদিনীপুরের কল্যাণপুর, জালপাই, খামটি, পিছলদা, খড়্গপুর শ্রীগৌর-বাণীবিনোদ আশ্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব ] ২।৭২
[ কাশীনগরে শ্রীমন্নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতির প্রচার ] ২।৭৫
[ মইপীঠে শ্রীত্রিদণ্ডী মহারাজ প্রভৃতির প্রচার ] ২।৭৫
[ নবদ্বীপে বিভিন্নস্থানে ভাগবত পাঠ ] ৬।২৩৩
[মেদিনীপুর জিলার মহিষাদল-থানান্তর্গত হাঁসগেড়িয়া, কল্যাণচক, টাঠারিবাড়, সুতাহাটা-থানান্তর্গত দেউলপোতা গ্রামে প্রচার] ৬।২৩৩
[ মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসকুল, বাঁশগোড়া, গোসাইচক্, জনকা ও উড়িষ্যার নিশানপুর, দেউলীহাট, খেড়সাহিতে ] ৬।২৩৪
[ ডুমকা-জিলার আসনবনি, সারসাজোল, রাজবন্ধ পলাশী, বারমাসিয়া, ধাদিকা এবং হুগলী জিলার খাজুরদহ প্রভৃতি স্থানে] ৬।২৩৪
৬৪। প্রভুপাদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল [ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠাদিতে, বেহলায় ২৭নং মায়াদাসী রোডে, কলিকাতার ৪৪নং কৈলাসবসু ষ্ট্রীটে ] ১১।৪৩৫
৬৫। প্রভুপাদের আরতি [ শ্রীল আচার্যদেব-বিরচিত আরতি-কীর্ত্তন ] ১১।৪৩৫
৬৬। প্রশ্নোত্তর [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রদত্ত উত্তর—শ্রীকৃষ্ণনাম-তত্ত্ব ] ১।৯, ২।৫০
[ শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ ] ৩।৮৬, [ শক্তি-তত্ত্ব ] ৩।৮৭, ৪।১৩১,[মায়াতত্ত্ব] ৫।১৭২, [জীব-তত্ত্ব] ৫।১৭৪, ৬।২১০, ৭।২৫২, ৮।২৮৮, ৯।৩২৭, [জড়-জগৎ] ১০।৩৭০, [চিজ্জগৎ]১০।৩৭২, [বৈষ্ণবতত্ত্ব] ১১।৪০৯, ১২।৪৫৬
৬৭। প্রাচীন ইতিহাস—মহাভারত [ ভারতীয় ছাত্রাদর্শ ] ১।১৭
৬৮। বর্ণাশ্রম-বিধি ৬।২২৩
৬৯। বিগ্রহ— শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৬।২০৭
৭০। বিষ্ণুনিন্দা ১১।৪২৫
৭১। ব্যাসপূজা—শ্রী [ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ] ২।৭৬
৭২। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী [খামটী ও খড়্গপুরে ] ২।৭৪
৭৩। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র—নবদ্বীপ, চুঁচুড়া, মথুরা, মঠাদিতে, চকগাড়ুপোতা, খামটী, গদামথুরা ৫ম খণ্ডে ] ১১।৪৪০
৭৪। ভক্তিরত্নাকর—শ্রীশ্রী [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ - শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত ] ৪।১৩৬, ৫।১৭৫, ৬।২১৪, ৭।২৫৬, ৮।২৯৪, ১০।৩৯০, ১১।৪১২, ১২।৪৬৫

৭৫। ভারতীয় ছাত্রাদর্শ [ প্রাচীন ইতিহাস— মহাভারত ] ১।১৭
৭৬। মঠের উৎসব [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ১১।৪০৫
৭৭। মথুরামঠ-রক্ষক শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজের পত্র [প্রচার-সংবাদ] ৩।১০৮
৭৮। মনোধর্ম্মী ও সৎসম্প্রদায় ১১।৪২৩
৭৯। যে দিকে বাতাস [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ১২।৪৫২
৮০। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [ উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণপত্র ] ৪।১৫৮
৮১। রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম দর্শন [ বিবরণ—আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, রেমুণা সহ ] ৬।২৩৫
৮২। রাধাষ্টমী-দিবসে শ্রীল গুরুপাদপাদপদ্মের অভিভাষণ—শ্রী ৯।৩৫৭
৮৩। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ [ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের ২।৬ সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্ণাশ্রমবিধি'-প্রবন্ধের ] ৫।১৬৯
৮৪। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৪৩১, ১২।৪৭২
৮৫। ষ্টেটমেণ্ট—[ ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত ] ১।৪০
৮৬। সংগ্রাম ৯।৩৪৯, ১০।৩৯৩
৮৭। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব— শ্রীল ৮।৩২০
৮৮। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব— শ্রীল [ শ্রীউদ্ধারণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ] ৬।২৩৯
৮৯। সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ৩।৯৮
৯০। সন্দর্ভ-সার [ শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ-[১] ১।১৩, [২] ২।৫৫, [৩] ৩।৯৩, [৪] ৪।১৪৯, [৫] ৫।১৮১, [৬] ৬।২২০, [৭] ৭।২৫৯, [৮] ৮।২৯৭, [৯] ৯।৩৩৪, [১০] ১০।৩৭৮, [১১] ১১।৪১৪, [১২] ১২।৪৬০
৯১। সপ্তদশ বর্ষে বিজ্ঞান ১।৩৬
৯২। সমিতির দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ [ শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রীরত্নাকর দাস, বি.এ-র পত্র ও উত্তর ] ২।৬৬
৯৩। সাত্বত-শ্রাদ্ধ [ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ] ৩।১১৩
[ ধুবড়ী নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতদাস অধিকারী মহাশয়ের মাতার ] ৩।১১৪
[ শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী ] ১১।৩৩৯
৯৪। সাধুনিন্দা ৮।৩০৫
৯৫। সাধুসঙ্গ ২।৬২
৯৬। সামাজিক অহিত [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৩।৮৪
৯৭। সিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ভিত্তিস্থাপন—শ্রী ৩।১১৯
৯৮। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৪।১২৬
৯৯। স্মার্ত্তের অশৌচ [ মাথাভাঙ্গা-মহকুমার গোলেনোহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যগৌর দাসাধিকারীর পত্রোত্তর ] ৮।৩০৮

—:::*:::—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৭শ বর্ষ — বাসুদেব, ২৭ গোবিন্দ, ৪৭৮ গৌরাব্দ — রবিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭১ ; ইং ১৪।৩।১৯৬৫ — ১ম সংখ্যা

## সানুবাদং

## শ্রীনারদ-কৃতং "শ্রীশ্রীনারায়ণঋষি-অনন্তদেব-মহিমাদশকম্"

( শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশ-পঞ্চবিংশতিতমেঽধ্যায়ে — ১১-১৫, ৯-১৩ )

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চন-বিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংস-পরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি ॥ ১ ॥

(দেবর্ষি নারদ ভারতবর্ষে তদ্বর্ষবাসী বর্ণাশ্রমধর্ম্মী প্রজাবর্গের সহিত পরমভক্তিভরে ভগবান্ নরনারায়ণের সেবা ও তন্মহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—)

সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নরনারায়ণকে নমস্কার ; তিনি—জিতেন্দ্রিয় নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংস মহাভাগবতদিগের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি ; তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১॥

কর্ত্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ ।

দ্রষ্টুর্ন দৃগ্ যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ২ ॥

যিনি পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা হইয়াও আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য; দেহগত হইয়াও যিনি ক্ষুৎ-পিপাসাদি দৈহিক-ধর্ম্মে অভিভূত হন না, এবং দ্রষ্টা হইলেও দৃশ্যবিষয়ে যাঁহার দৃষ্টি দূষিত হয় না, সেই অনাসক্ত ও প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত, সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগাদ যৎ ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যা দধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥ ৩ ॥

হে যোগেশ্বর, আত্মবিৎ ব্রহ্মা যে যোগনৈপুণ্যের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার ;— "যোগিগণ সংসার-ক্লেশের কারণস্বরূপ দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অন্তিম কালে ভক্তিযোগের দ্বারা নির্গুণ আপনাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিবেন ॥ ৩ ॥

যথৈহিকামুষ্মিক-কামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্ ।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্-
যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ৪ ॥

ঐহিক ও পারত্রিক-ফলভোগপর অজ্ঞ-ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির বিষয়ে চিন্তান্বিত হইয়া এই বিষ্ঠাদিপূর্ণ কুৎসিৎ কলেবর পরিত্যাগ করিতে ভীত হয়, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও যদি সেইরূপ মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস কেবল পরিশ্রমমাত্র হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বন্মায়য়াহং-মমতামধোক্ষজ ।
ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবম্ ॥৫॥

অতএব হে প্রভো, হে অধোক্ষজ, আপনাতে যে চিত্তের স্থৈর্য্য-

লক্ষণ জ্ঞানযোগ বর্ত্তমান, আপনি আমাদিগকে সেই যোগ প্রদান করুন। আপনার মায়াদ্বারা মোহিত আমরা সেই যোগপ্রভাবে এই বিষ্ঠাদিপূর্ণ-দেহে 'আমি' 'আমার'-বুদ্ধি শীঘ্রই ছেদন করিতে সমর্থ; এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়দ্বারা উহার ছেদন সম্ভব নহে ॥৫॥

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াস।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ৬ ॥

(পাতালের তলদেশে অধিষ্ঠিত, সুরাসুর-উরগ-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-মুনিগণ-বন্দিত ভগবানের বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী শেষাখ্য অনন্ত-মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণ-দেবের মহিমা শ্রীনারদ-ঋষি ব্রহ্মার সভায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন,—)

এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, যাঁহার স্বরূপ—অনন্ত এবং অনাদি, যিনি সৎস্বরূপ 'এক' হইয়াও আপনাতেই অর্থাৎ নিজ-দেহের লোমকূপ-প্রদেশে নানা-কার্য্য-রূপ প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, মনুষ্য কিপ্রকারে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন? ॥ ৬ ॥

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥৭॥

যে-ভগবানে কার্য্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ আমাদিগের প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মুর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি— উদার-বীর্য্য অর্থাৎ প্রভূত প্রভাবসম্পন্ন। ভক্তগণের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য যে পরম-পবিত্র লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতি (সিংহ) নিজ জনগণের চিত্ত-বিনোদনার্থ সেই লীলা তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার নাম (সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া কেহ যদি অকস্মাৎ কীর্ত্তন করেন, অথবা আর্ত্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে একবার উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি (ত' নিজে শুদ্ধ হনই, পরন্তু তিনি) সান্নিধ্যমাত্রেই অপর মানবদিগের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হন; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান্ 'শেষ' ব্যতীত আর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন? ৮॥

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলঃ সগিরি-সরিৎ-সমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ হসস্র জিহ্বঃ ॥ ৯ ॥

আনন্ত্যপ্রযুক্ত যাঁহার বিক্রমের ইয়ত্তা করা যায় না, যাঁহার সহস্রমস্তকের মধ্যে একটী মাত্র মস্তকে গিরি, নদী, সাগর ও জন্তুগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সেই বিভু অনন্তদেবের প্রভাব সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-বা বর্ণনা করিতে পারেন? ৯ ॥

এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ১০ ॥

ভগবান্ অনন্তদেবে ঐরূপ প্রভাব বিদ্যমান; তাঁহার বীর্য্যের অন্ত নাই এবং তাঁহার গুণ ও মহত্ত্ব—অতীব বিপুল; তিনি—আপনিই আপনার আধার (অথবা, তিনি—সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র), সেই ভগবান্ অনন্তদেব রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করিয়া পৃথিবী-রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে ধরিত্রীকে ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

# গৌড়ীয়ের বেষ

এক ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বেশ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' কথায় দুইটী শব্দ আছে, তন্মধ্যে আদি শব্দ 'গৌড়ীয়ে' সাধারণতঃ গৌড়দেশবাসীকে বুঝায়। ভারতের উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণে, বিন্ধ্যগিরির উত্তরভাগে দেশকে 'আর্য্যাবর্ত্ত বলে। সেই আর্য্যাবর্ত্তকে প্রাদেশিক নাম হইতে অপর ভাষায় পঞ্চ গৌড় বলে। বিন্ধ্যের দক্ষিণাংশে ভারতবর্ষের ভূমিগুলি পঞ্চদ্রাবিড় দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চগৌড় দেশের অধিবাসিগণ সকলেই আর্য্যাবর্ত্তবাসী বা গৌড়ীয়। মনু বলেন, পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত। গৌড়দেশ বলিতে সাধারণতঃ কান্যকুব্জ, সারস্বত, মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল দেশকে বুঝায়। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশকে কিছুদিন হইতে গৌড়দেশ বলিয়া সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' নামক গৌড়ীয় ভাষার গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ নগরকেই গৌড়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হয়; যদিও কেহ কেহ মাল্‌দহ, কান্‌সুনিয়া প্রভৃতি স্থানকে গৌড় আখ্যা দিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি নবদ্বীপনগরে গৌড়দেশের কেন্দ্রভূমি বলিয়া আদিম বঙ্গীয় সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। শ্রীনবদ্বীপনগরের শ্রীমায়াপুর পল্লীতে সেনবংশীয়গণের সাম্রাজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই শ্রীধাম মায়াপুরেই মৌলানা সিরাজুদ্দিনের গৃহ অর্থাৎ চাঁদ কাজীর বাড়ী ছিল। এই জন্য গৌড়দেশের রাজধানীসূত্রে নবদ্বীপনগরে আবির্ভূত শ্রীগৌরসুন্দরকে গৌড়দেশবাসিগণ তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য বলিয়া জানেন। যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী না হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহারাও আপনাদিগকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অনুগত দাস শ্রীদামোদর স্বরূপকে গৌড়ীয়গণের মালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়' শব্দে সাধারণতঃ শ্রীগৌরহরির আশ্রিত জনগণকেই বুঝায়। এজন্য গৌড়ীয়ের যোগরূঢ় অর্থে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবকেই লক্ষ্য করে। 'পঙ্কজ' বলিলে যেরূপ পদ্মকেই বুঝায়, তদ্রূপ।

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য হরিসেবা। যে-সকল বৈষ্ণব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া হরিসেবা করেন, তাঁহা-দিগকেই বৈষ্ণব বলা হয়, অন্যান্য জীব বৈষ্ণব হইলেও স্বরূপবিস্মৃত বলিয়া তাঁহাদিগের অবৈষ্ণব সংজ্ঞা। পৃথিবীর যাবতীয় জীব বৈষ্ণব। ভারত

পৃথিবীর অন্তর্গত, সেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পারমার্থিকের সহিত গৌড়দেশীয় পারমার্থিকের বিশেষত্ব নির্দ্ধারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সংজ্ঞায় গৌরপদাশ্রিত জনকেই বুঝায়। যে-সকল বৈষ্ণব ভগবৎসেবাবর্জ্জিত হইয়া অপর সংজ্ঞায় পরিচিত, অথবা বৈষ্ণব বলিয়া আপনাকে জানেন না, তাঁহারাই অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব সংজ্ঞা দেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

যেরূপ শৌক্রবিধানদ্বারা সাবিত্র্য সংস্কারের কথা কতিপয় কল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এবং সেই কল্পশাস্ত্রের বিধানমত সংস্কারাদিসম্পন্ন ব্যক্তি সংজ্ঞা লাভ করেন, সেইরূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা অবৈধবিধানে শূদ্রতা ও বৈধবিধানে দ্বিজস্বরূপ বর্ণদ্বয় সিদ্ধ হয়। "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।" কর্ম্মকাণ্ড-প্রসক্ত বেদশাখিগণ শৌক্রপন্থার অবলম্বনে যেরূপভাবে বর্ণ নির্ণয় করেন, তাহা অধিকতর সমীচীন। ভারতবর্ষে বৃত্তগত পরিচয় হইতে অসংখ্য ঋষি উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই ঋষিগণের শৌক্র অধস্তনগণই শৌক্রপদ্ধতিতে পরিচিত বর্ণ। মহাভারত ও ভারতীয় ঐতিহ্য-পুরাণাদি বৃত্তগত বর্ণ-নির্ণয়ের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাদৃশ বৃত্তোৎপন্ন বর্ণবিচার শৌক্র পদ্ধতির মূলে অবস্থিত। শৌক্র-সাবিত্র্য পদ্ধতিমতে প্রস্তাবিত বর্ণ অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে মৌলিক সনাতন ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া ধর্ম্মাভাসে পরিণত, সেখানে তাৎপর্য্যহীন অনভিজ্ঞতা পরিস্ফুট। সাধারণ ব্যক্তির সংখ্যা মহাজনের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। জনসঙ্ঘের অনভিজ্ঞতাজাত ধারণা অনেক সময় বিচার অতিক্রম করে। তাই বলিয়া সত্য চিরদিন আবৃত থাকিবে, এরূপ নয়। কুজ্ঝটিকায় সূর্য্যকিরণ অথবা মেঘের দ্বারা ভাস্করকে আবৃত দেখিলেও বা ভাস্করের কিরণ বাধাপ্রাপ্ত বোধ হইলেও সত্যই উহা বিলুপ্ত হয়না, সেইরূপ সত্যের মর্য্যাদা কলিযুগে অনেকটা ক্ষীণ হইলেও সত্য জগৎ হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ—সুখ-দুঃখের পরিমাণগত ভেদমাত্র। বর্ণের উচ্চাবচ ভাব গুণকর্ম্মের পরিমাণের উপর নির্দ্দিষ্ট হয়।

দৃশ্য জগতে বা কর্ম্মভূমি ভারতে গুণকর্ম্মভেদে যে উচ্চাবচ বর্ণ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা গুণ ও কর্ম্মের পরিমাণানুসারে সিদ্ধ হয়। পরমার্থহীন নিরীশ্বর

জগৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ নিরূপণ করেন। সেশ্বর নীতিপরায়ণ সমাজ গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণনিরূপণের পক্ষপাতী। বিষ্ণুভক্তিরহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির অভাব আছে। হংসজাতির সহিত ভেদবাদী বিষ্ণুবিদ্বেষী জনগণ যে অবৈষ্ণব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে বর্ণবিভাগ আছে। বিষ্ণুর সংজ্ঞান্তর 'ব্রহ্ম' শব্দের বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞগণ আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন করেন। যোগিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতিপক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সান্নিধ্যপ্রয়াসী হইয়া আপনাদিগকে ভক্তিহীন যোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবদ্‌ভক্তগণ তাঁহাদের সহিত বিরোধ না করিয়া তাঁহাদিগকেও প্রাকৃত বিচারযুক্ত মিছা-বৈষ্ণবগণের সহিত সমজ্ঞান করেন। যে কালে বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাৎকালিক ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের সহিত আপনাদিগের পার্থক্যস্থাপন মানসে স্ব-স্ব ভক্তিবিরোধী কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের পরমগুরু শ্রীআলবন্দারু ঋষি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের কুবিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আবার পণ্ডিতবর অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতি অবৈষ্ণব ভট্টগণ যামুনাচার্য্যের প্রতিকূলে নানা কথার প্রজল্পনা করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণবিধান সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ, নারদপঞ্চরাত্র, সাত্বত-সংহিতাসমূহ, 'আগমপ্রামাণ্য,' সংস্কার-চন্দ্রিকা, সংস্কারদীপিকা, বৃদ্ধমনু প্রভৃতি আকর ও আকরানুগ গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে তাহাদিগের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হইয়া দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-বর্ণাবিধানের যাথাত্ম্য উপলব্ধি ঘটিবে। যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেদান্ত-ভাষ্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও জানিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষে মধ্যযুগে নানা প্রকারে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার প্রবল প্রচার হইয়াছিল। বর্ত্তমান শৌক্র-বর্ণবিধান তাদৃশ অনুষ্ঠানের পরিণতি কিনা, তৎপ্রতিকূলে কি কি প্রমাণ আমরা দেখাইতে পারি ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্" অর্থাৎ যে কোনও বর্ণে পরিচিত ব্যক্তি ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন। মহারাজ অম্বরীষ বাহিরে ক্ষত্রধর্ম্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও, দুর্ব্বাসার ন্যায় ঋষি তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে সন্দিহান হইবার ফলস্বরূপ যে বিপদাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে। বাহ্যজগতে অক্ষজজ্ঞানবাদীর

জন্য বর্ণচিহ্ন ও আশ্রম চিহ্নের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। তবে অক্ষজজ্ঞানবাদী চিহ্নমাত্র দেখিয়াই অনেক সময়ে প্রতারিত হন। প্রতারিত হইবার ফলে সিঁদুর মেঘ দেখিলেই যেরূপ গবাদি পশু ভীত হয়, সেইরূপ-ভাবে বৈষ্ণবের বাহ্য চিহ্ন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হন। অন্তরানুধাবন-প্রবৃত্তির অভাবে এরূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরমহংস হইতে পারেন, তখন তাঁহার বেষ দেখিয়া কেহ বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব স্থির করিতে পারেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেষে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন নাই, আবার শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর বেষে পরিধানে কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড দেখা যায়। শ্রীপরমানন্দ পুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির বেষে একদণ্ড ও কাষায় বস্ত্র। ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী বা নির্দণ্ড সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহারা কর্ম্ম-ত্রিদণ্ড, জ্ঞান-ত্রিদণ্ড এবং ভক্তি নির্দণ্ড প্রভৃতি আশ্রমচিহ্ন পরিত্যাগ করিবার বেষ লইতে পারেন। আবার বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাঁহাদের বর্ণচিহ্ন, আশ্রমবেষ রাখিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার তত্তচ্চিহ্ন ধারণ করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইবারও কেহ বাধা দিতে পারেন না। কাষায় বসন-মাহাত্ম্য, ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত আছে। চিহ্নদ্বারা বা বেষগ্রহণ-রীতি দর্শনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব নির্দ্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড বৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপাইতে গিয়া বৈষ্ণবকে কর্ম্মী বা জ্ঞানী মাত্র জানেন, তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবাপরাধী। কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি দেখাইয়া যাঁহারা বৈষ্ণবতাকে বিপন্ন করেন এবং ভজনের সন্ধান না রাখিয়া 'নবমীতে আলাবুভক্ষণ নিষেধ' প্রভৃতি বিধিই বৈষ্ণবাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারমতে ত্রিধাতুক কুণপ লইয়াই প্রমত্ত; সুতরাং বৈষ্ণববেষে স্থির করিতে গিয়া লোকদৃষ্টির অনুগমনে বৈষ্ণব চিনিতে অসমর্থ।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# প্রশ্নোত্তর

## ( শ্রীকৃষ্ণনাম-তত্ত্ব )

১। কৃষ্ণনাম কি বস্তু ?

"শুদ্ধসত্ত্ব-তত্ত্বগত অখণ্ড রস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ-কৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২। বেদে উপদিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

"বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপেক্ষা হরিনাম-উপদেশই শ্রেষ্ঠ।" —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৩। নাম-ভজন একাধারে সাধ্য ও সাধন কিরূপে ?

"পরমেশ্বরের প্রসাদই সর্ব্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয়; কেন না, তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম-সাধনটি সেরূপ নয়। শ্রীনাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; সুতরাং সাধ্য ও উপেয়রূপে সাধন বা উপায়রূপ নাম স্বয়ংই বর্ত্তমান থাকেন।" —'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

৪। ভগবানের নাম কয় প্রকার ? নাম-সম্বন্ধে মুখ্য ও গৌণ বিচার কি ঠিক ?

"ভগবানের নাম দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ; জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে-সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে-সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধী; যথা—'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎপাতা,' 'বিশ্বনিয়ন্তা,' 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম। আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণ নাম মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণ-নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য বর্ত্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য; যথা—'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন,' 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম—এই সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৫। 'কৃষ্ণ' নামের বৈশিষ্ট্য কেন ?

"'কৃষ্ণ'—এই নামটীই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরম সত্তা-বাচক নিত্য নাম।" —ব্রঃ সং ৫।১

৬। কৃষ্ণের প্রথম পরিচয় কি ?

"কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৭। নাম কি আভিধানিক শব্দ নহে ? জড় জিহ্বায় কি নাম উচ্চারণ হয় না ?"

"জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে **অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে** হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তি-পূত জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৮। যুগে যুগে তারকব্রহ্মনামের বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন ?

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাও ভগবদ্ভাবের উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনাপূর্ব্বক তারকব্রহ্মনামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৯। সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে. বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছে, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১০। ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

'রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এইটি ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ

আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১১। দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

এইটী দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই, মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতাই ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন-প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্ম-কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন—ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছেন। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটী একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহি-জন-গণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনই এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার নাই। ইহাতে গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্ব অবলম্বন-পূর্ব্বক এই নাম-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা সারগ্রাহি-জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

( ক্রমশঃ )

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

# "জীবে যা' চিন্তে, জীবন-প্রান্তে, তেমতি সে দেহ পায়"

এক গৃহস্থ বড় দানশীল গুরু-পদে আছে মতি,
বৃদ্ধ বয়সে রহে শুচিবাসে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে নিতি।
একদা গৃহীর হ'ল মহাব্যাধি দারুণ যাতনা পায়,
বৈদ্য কহিল, 'ভেষজ প্রয়োগে এ রোগী বাঁচানো দায়!'
মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে গৃহস্থ ভাবিতেছে মনে মনে,
গুরুর আদেশ পালিতে পারি নি জীবনে তো কোনক্ষণে।

মরণ-সময়ে শ্রীগুরু-আদেশ অবশ্য পালিব এবে,
মরণের কালে হরিনাম নিলে হরি-পদে ঠাঁই হবে।
গীতা-ভাগবত বেদ-উপনিষদ্ সকল শাস্ত্র গায়—
"জীবে যা' চিন্তে জীবন-প্রান্তে, তেমতি সে দেহ পায়।"

কালে সে বৃদ্ধ ত্যজিল জীবন 'রাম কৃষ্ণ হরি' বলি',
ভাবে স্বজনেরা পুণ্যবান্ বুড়া গেলেন বৈকুণ্ঠে চলি'।
কিছুদিন পরে গৃহস্থের ঘরে দেখা দিল প্রেত-ভয়,
সন্ধ্যার পরে বাড়ীর ভিতরে নানান্ শবদ হয়।

কোথা' কিছু নাই, চালাঘরখানি আচম্বিতে নড়ে ওঠে,
বাড়ীটীরে ঘিরে কভু ওঠে ঝড়, বিপদ আসিয়া জোটে।
মনে হয় কভু রাতের আঁধারে গৃহ-অঙ্গন-মাঝে,
কালোছায়া-সম মানুষ-আকারে কে যেন দাঁড়ায়ে আছে।

হেন উপদ্রব দেখিয়া সবার মনেতে জাগিল ত্রাস,
বাড়ীর গৃহিণী জানা'ল ঘটনা গিয়া গুরুজীর পাশ।
সর্ব্বজ্ঞ গুরুজী বুঝিলা তখনি বৃদ্ধ প্রেত-যোনি ধরে,
ঘোরাফেরা করে বাড়ীর ভিতরে উদ্ধার পা'বার তরে।

শুধালেন গুরু বৃদ্ধকে ডাকি, তব প্রেত-যোনি কেন?
নিয়া হরিনাম বরিলে মরণ তবু কষ্ট পাও হেন!
বৃদ্ধ কেঁদে কয়,—"মরণ-সময় নাম নিয়েছিনু সত্য,
কিন্তু সেইক্ষণে ভেবেছিনু মনে নরকের প্রেত-দৃশ্য।

প্রেত-জন্ম তাই পেয়েছি গুরুজী, কি আর কহিব তোমা'
হেন জন্ম হ'তে করহ উদ্ধার সব দোষ করি' ক্ষমা।"
গুরু হাসি' কহে, "শ্রীনাম-ভজন সাধন করনি কভু,
নাম-'শব্দব্রহ্ম'—করনি চিন্তন, শ্রীনাম পরম বিভু।"

—**শ্রীগুরুশরণ দাস,** বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

# সন্দর্ভ-সার

## ( শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ )

এই ভাগবত-সন্দর্ভের তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সম্বন্ধ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। উক্ত সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্— ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে ভগবত্তারই পরম-শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্বন্ধ-বস্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। জীবতত্ত্ব অনাদিকাল হইতে মায়া-সংসর্গে হরি-বিমুখতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের মায়ামুক্তির উপায় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি। তাহাই সম্প্রতি আলোচিত হইতেছে।

আত্মবস্তু সর্ব্বতোভাবে চিন্ময়। অনাত্মবস্তুতে আত্মভ্রম করিয়া অনেকে আত্মবিষয়ের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া পড়েন। পরম কারুণিক শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র তদ্বিষয়ের নিরসন করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে শ্রীহরি সদ্যই অবরুদ্ধ হন; কিন্তু যতদিন পাপে হৃদয় মলিন থাকে ততদিন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের সুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ ও শাস্ত্র-শ্রবণ হইতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমলাভ হয়, যথা—

> যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
> ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥
> অনেক-জন্ম-জনিত-পুণ্যরাশিফলং মহৎ।
> সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥ ( ব্রহ্মবৈবর্ত্তে )

শ্রীপ্রহ্লাদের দৈন্যোক্তিতেও দেখা যায়—

> নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
> সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু-তীব্রম্।
> কামাতুরং হর্ষ-শোক-ভয়ৈষণার্ত্তং
> তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ॥ ( ভাঃ ৭।৯।৩৯ )

হে বৈকুণ্ঠনাথ! তোমার নাম-রূপাদি-কথায় আমার মন সম্যক্ প্রীতিলাভ করে না; তাহার কারণ দুর্ব্বার হর্ষ-শোক-ভয়দ্বারা চালিত হইয়া ধনাদিলাভ-বাসনায় কামাতুর-চিত্ত সর্ব্বদা কাতর তাদৃশ মনে তোমার তত্ত্ব কিরূপে বিচার করিব?

হরিবিমুখ জীবের ভগবন্মায়া-প্রভাবে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় কিম্বা সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্মৃতিভ্রম হয়। অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথক হইয়া দ্বিতীয়বস্তুতে অভিনিবেশক্রমে ভেদবুদ্ধিবশতঃ ভয়ের উৎপত্তি। এ জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়া শুদ্ধভক্তিকে

একমাত্র অভিধেয় জানিলে শ্রীভগবদ্ভজনক্রমে মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ হইবে। হরিবিমুখের মায়া-প্রভাবেই স্বরূপের অপস্মৃতি ঘটে; তৎফলে দেহে আমি-বুদ্ধি হয়। তখন সেই দেহ পাছে নষ্ট হয়, এই ভয় হইয়া থাকে। সেই মায়া হইতে অব্যাহতিলাভের একমাত্র উপায়—শ্রীহরিপাদপদ্মে শরণাগতি, ইহা গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশ,—

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥'
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে—'শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুজিবে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,— কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)

এই প্রকার ভগবদিতর বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ দৃঢ়চিত্তে পরমাত্মার সেবা করা কর্ত্তব্য। জীব ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া নিয়ম করিয়া হরিনাম-গ্রহণ, হরিকথা শ্রবণ, নির্ব্বন্ধসহকারে প্রণামাদি ভজন করিলে সংসার-হেতুরূপা অবিদ্যা-নিবৃত্তি ফল লাভ হয়।

ভজনীয়ত্ব-বিষয়ে ভগবানে এই কারণসকল বর্ত্তমান—তিনি চিত্তে স্বয়ং বর্ত্তমান। তিনি আত্মা বলিয়া প্রিয়। প্রিয়ের সেবা সুখরূপা। তিনি সর্ব্বসদ্‌গুণবিশিষ্ট। ভক্ত ভগবানের অনুভবানন্দে আনন্দমগ্ন হইয়াই ভজন করিবেন। সেই ভজন হইলে সংসারের হেতু অবিদ্যার নাশ হয়। ভক্তিদ্বারা ভজনের কথা উক্ত হওয়ায় কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরস্ত হইতেছে। শ্রীসূতের উক্তিতেও এইরূপ পাওয়া যায়—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

মহাপুরাণারম্ভে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন,—সর্ব্বশাস্ত্রসার এবং জীবমাত্রের ঐকান্তিক মঙ্গলের বিষয় কি? তদুত্তরে শ্রীসূতের উক্তি এই যে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি হয়, তাহাই একান্ত কল্যাণজনক এবং জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম; ভক্তি কিরূপ? অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অর্থাৎ হেতুমূলা নহে; কামনামূলে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সহেতুক হইল। সুতরাং সেই হেতু নিবৃত্তি হইলে উহ ও প্রতিহত অর্থাৎ নিরস্ত হইয়া যাইবে। একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভজন করার কথা উক্ত হওয়ায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আদর হয় নাই; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা সাক্ষাদ্ অবিমিশ্রা ভক্তিদ্বারাই ভজন কর্ত্তব্য—ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে ভোগপর ও ভগবৎপর। জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলের হেতু বলিয়া ভোগপর ধর্ম্মকে 'অপর' এবং ভগবৎপর ধর্ম্মকে 'পর' ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই পরধর্ম্ম অহৈতুকী অর্থাৎ অনাত্ম-দেহ ও মনের কামতৃপ্তিরূপ ফলাভিসন্ধান-রহিত। পরধর্ম্ম অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। পরধর্ম্মের বাধক অভক্তি—ভোগপর প্রবৃত্তিমূলা। ভগবানে অহৈতুকী নিত্যভক্তিরূপ পরধর্ম্ম দ্বারাই আত্মা সুসম্পন্ন হন। তাহাই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম। উহাই পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি অপক্কাবস্থায় সাধনভক্তি, আর প্রপক্কাবস্থায় প্রেমভক্তিবাচ্য। সুষ্ঠুভাবে অপর ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও অধোক্ষজে ভক্তি ব্যতীত ফললাভ ঘটে না; সুতরাং ব্যতিরেক ও অন্বয়ভাবে ভক্তিরূপ পরধর্ম্মই সর্ব্বশাস্ত্রসার এবং ঐকান্তিক মঙ্গলের আকর। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে যদি হরিতোষণ হয় তাহা হইলেই তাদৃশ ধর্ম্মের সংসিদ্ধি অর্থাৎ ফললাভ হয়—এই বাক্যদ্বারা ভগবৎ সন্তোষ-জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। 'পর'-শব্দে

সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়, কেবল নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণবিশিষ্ট নহে। নিবৃত্তিতেও হরি-বিমুখতা থাকিতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীনারদবাক্য,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

কর্ম্মরহিত কেবল-জ্ঞান পর্য্যন্ত যখন বিষ্ণুভক্তিরহিত হইলে শোভা পায় না, তখন সে-স্থলে দুঃখরূপ প্রবৃত্তিপর অভদ্র কর্ম্ম সাধনকালে বা ফলকালে কিরূপে শোভা পাইবে? এমন কি, নিবৃত্তিপর কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে তাহারও সফলতা নাই।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ (ভাঃ ১।২।১৩)

'অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বর্ণাশ্রম বিভাগপূর্ব্বক উত্তমরূপে তাহা পালন করিয়া হরিতোষণরূপ উদ্দেশ্যরহিত ও তুচ্ছফলোদ্দেশ্যযুক্ত হইলে তাহাও অতীব অযুক্ত' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। অতএব তাহাই ঐকান্তিক কল্যাণজনক পরধর্ম্ম। এই শ্লোকদ্বারা ভক্তির তাদৃশ বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্র ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল। সেই ভক্তির স্বরূপ-গুণ বর্ণনে বলিতেছেন,—আপনা হইতে সুখরূপা বলিয়া অহৈতুকী, হরিতোষণ ব্যতীত অপর ফলানুসন্ধানরহিত। অপ্রতিহত-শব্দে তদ্ব্যতীত সুখ-দুঃখ পদার্থের অবস্থান জন্য অন্য কাহারও দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য। রুচিলক্ষণা ভক্তি উপজাত হইলে সেই জাতরুচি ব্যক্তির শ্রবণাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হয়।

জড় জগতের প্রাণীমাত্রের ইন্দ্রিয়গুলিই জ্ঞানলাভের যন্ত্র। ভোগপর জড়ীয় অক্ষ বা ইন্দ্রিয়দ্বারা যে চেতনের ক্রিয়া, তাহা অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জাত ভোগ্য। জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া জড়েন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্যবস্তু আপনাকে ভোক্তা ভগবান মনে করে। কিন্তু ভগবান কখনই অণুচিৎ জীবের ইন্দ্রিয়গম্য বস্তু নহেন। তিনি জড়াতীত অনন্ত জীবের জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। জীবের অক্ষজ জ্ঞান ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগায়তন বস্তুর প্রভুত্ব করিয়া ফেলে। অধোক্ষজ বস্তু কখনই ভোক্তাভিমানী জীবের ভোগ্যবস্তু হইতে পারে না। জীবের ইন্দ্রিয়সকল জড়ের ভোক্তা। জীব ভোগময়ী বাসনা পরিত্যাগ করিলে অধোক্ষজের সেবা করিতে পারে। রুচিমূলা ভগবৎসেবা ব্যতীত প্রভু ভগবানের ও বৈষ্ণবগণের প্রসন্নতার সম্ভাবনা নাই। নিত্য-সেবকের নিত্য-সেবাই পরম-ধর্ম্ম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# প্রাচীন ইতিহাস—মহাভারত

## ভারতীয় ছাত্রাদর্শ

প্রাচীনকালে আয়োদ-ধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তিনটী শিষ্য ছিল। একদিন তিনি শিষ্য আরুণিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে আদেশ করেন। উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে আরুণি ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক উহার আলি বাঁধিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং আলির উপর শয়ন করিয়া জল-নির্গমন প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষি আয়োদ-ধৌম্য আরুণিকে বহুক্ষণ যাবৎ দেখিতে না পাইয়া শিষ্যগণকে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, "ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তথা হইতে সে এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।" ঋষি তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া যে-স্থানে আরুণি রহিয়াছে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—"বৎস আরুণি! কোথায় আছ, শীঘ্র আইস।" উপাধ্যায়ের আহ্বানে তথা হইতে উত্থিত হইয়া প্রফুল্লিতমনে বিনীত-বাক্যে নিবেদন করিল—"গুরো! ক্ষেত্রের জল নিরোধ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হওয়ায়, আমি নিজেই আলির উপর শয়ন করিয়া উহা নিবারণ করিতেছিলাম। এক্ষণে আপনার আহ্বানে সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করি; অতঃপর আমার কি কর্ত্তব্য, কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি করুন। উপাধ্যায় কহিলেন,—"বৎস! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তুমি 'উদ্দালক' নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং আমার আজ্ঞা পালন করায় তোমার পরম-কল্যাণলাভ হইবে। নিখিল বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে। ইহাই তোমার প্রতি আমার বিশেষ স্নেহাশীর্ব্বাদ।"

একদিন আয়োদ-ধৌম্য উপমন্যু নামক শিষ্যকে কহিলেন—"বৎস উপমন্যু! সর্ব্বদা সাবধানে আমার এই গোধন রক্ষা করিবে, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করিলাম।" গুরুর অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণের পরে গোধূলি-সময়ে গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন গুরুদেব তাহাকে কহিলেন,

"তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি বর্ত্তমানে কি আহার গ্রহণ করিয়া থাক ?" "আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি" বলিয়া শিষ্য উত্তর দিলেন। তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন,—"আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।" উপমন্যু তদনুসারে ভিক্ষালব্ধ সকল বস্তুই গুরুকে প্রদান করিতে লাগিলেন। গুরুদেব শিষ্যের নিকট হইতে ভিক্ষাপ্রাপ্ত সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেও তাহার ভক্ষণের নিমিত্ত কিছুই দিতেন না।

এইরূপ উপমন্যু দিবাকালে গোচারণ শেষে গুরুগৃহে আগমনপূর্ব্বক তৎ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কারান্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব তখনও তাহাকে বিশেষ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিয়া বলিলেন,—বৎস ! তোমার সকল ভিক্ষান্নই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখাইতেছে ; এখন তুমি কি আহার করিয়া থাক ?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "গুরো ! প্রথমে ভিক্ষায় যাহা পাই, তাহা আপনাকে প্রদান করি ; দ্বিতীয়-বার তণ্ডুল ভিক্ষার দ্বারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি করি।" উপাধ্যায় জানাইলেন,—"ইহা সমুচিত কর্ম্ম নহে, ইহাতে অন্যের বৃত্তি বাধিত হইতেছে ; ইহাতে গৃহস্থেরও কষ্ট হয়, আর তোমারও ক্রমশঃ লালসা বৃদ্ধি পাইবে।"

গুরুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ নিবারিত হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ শেষে সায়াহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে উপাধ্যায় তাহাকে বলিলেন,—"তুমি যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কর, তাহা সমস্তই আমি লইয়া থাকি এবং দ্বিতীয়বার ভিক্ষা বন্ধ করা সত্ত্বেও তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট মনে হইতেছে ; এক্ষণে তুমি কি আহার কর, বল।" "বর্ত্তমানে আমি গো-দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিতেছি" বলিয়া উপমন্যু প্রত্যুত্তরে জানাইলেন। গুরু কহিলেন,—"আমার বিনা অনুমতিতে তোমার গো-দোহন ও দুগ্ধপান করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। অতএব ইহা হইতে নিবৃত্ত হও।"

উপাধ্যায় কর্ত্তৃক এইরূপ চতুর্থবার নিষিদ্ধ হইয়া উপমন্যু পুনঃ গো রক্ষণান্তে গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গুরুদেব পুনঃ কঠোর নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তুমি বৎসগণের মাতৃস্তন্য পানের পর উদ্গীর্ণ ফেনা ভক্ষণ করিতেছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। শান্ত-স্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ অধিক ফেন উদ্গার করায় তুমি তাহাদের যথেচ্ছ আহারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছ। তুমি আর এইরূপ আচরণ করিও না।"

উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বারবার নিবারিত হইয়া উপমন্যু ভিক্ষান্ন গ্রহণ, দ্বিতীয়-বার ভিক্ষার্থ বহির্গমন, ধেনুর দুগ্ধপান ও দুগ্ধের ফেন ভক্ষণ হইতে বিরত হইলেন। একদিন গোচারণকালে অরণ্যমধ্যে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভোজন করিলেন। ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণরসযুক্ত সেই অর্কপত্র ভক্ষণ করায় চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন এবং ঐ অবস্থায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি করিতে এক অনাচ্ছাদিত পুরাতন কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন।

এদিকে দিবাবসানে উপমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া গুরুদেব অপরাপর শিষ্যগণকে তাহার সংবাদ ও উপস্থিতিতে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—"দেখ, আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার হইতে নিবৃত্ত করিয়াছি; তাহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়া সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব করিতেছে। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হই।"

শিষ্যগণসহ বনে প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে থাকিলে উপমন্যু চিরপরিচিত আচার্য্যের কণ্ঠ শ্রবণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমি অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধপ্রায় হইয়া কূপে নিপতিত হইয়াছি।" তখন উপাধ্যায় কহিলেন,—"তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর; তোমার দৃষ্টিলাভ হইবে।" তদনুসারে বিবিধ ছন্দোবন্দের দ্বারা তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন,—

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে, বর্ত্তমানে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতেছ এবং প্রলয়কালেও তোমাদের ধ্বংস নাই। দেশ, কাল, অবস্থাদ্বারা তোমাদের মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না। এক্ষণে আমি ব্যাধিমুক্ত হইবার জন্য তোমাদের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমরা নির্লিপ্ত, বিকাররহিত ও জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত। মহর্ষিগণ সূর্য্য বিহিত সময়ানুসারে বেদ-প্রতিপাদ্য ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যসকল এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছেন। কর্ম্মফল-দাতা অশ্বিনীকুমারযুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবাদি স্বকীয় কার্য্যসাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনীকুমার! তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশ-বিলম্বিত তুলসী মালিকাকে প্রণাম করি। এক্ষণে তোমরা আমার চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারযুগল তথায় আবির্ভূত হইয়া তাহার ভক্ষণের নিমিত্ত একখানি পিষ্টক প্রদান করিলেন। উপমন্যু বলিলেন,—"আপনাদের আদেশ অবহেলনযোগ্য নহে। কিন্তু আমি গুরু-দেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারি না।" তখন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এ বিষয়ে উপমন্যুর উপাধ্যায়ের পূর্ব্বাচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও তাহার অনুসরণ করিতে উপদেশ করিলে। উপমন্যু তাহাতেও অসম্মত হইয়া অনুনয়পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি গুরুতে অনিবেদিত বস্তু কোনমতেই ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তখন অশ্বিনীকুমার বলিলেন,—"তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম; তোমার দন্তসকল হিরণ্ময় হউক এবং তুমি পুনঃ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হও ও শ্রেয়োলাভ কর।"

অশ্বিনীকুমারের বরে উপমন্যু পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া গুরু-সন্নিধানে গমন ও অভিনন্দন করত আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিলেন। উপাধ্যায় তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন,—"অশ্বিনীতনয়ের বাক্যানুসারে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ বা চরমকল্যাণ লাভ হইবে। সকল বেদ ও নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে।" এইরূপে উপমন্যুর গুরু-ভক্তি পরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

ঋষি আয়োদ-ধৌম্য অপর একদিন বেদ-নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন,—"বৎস বেদ! তুমি কিছুকাল গুরুগৃহে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, তোমার কল্যাণ হইবে।" বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণ করিয়া গুরুসেবায় রত হইয়া বহুকাল যাবৎ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুবাক্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন, কোনও বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইবার পর উপাধ্যায় তাঁহার সেবা-যত্নে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। শিষ্য বেদও গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। প্রাচীন ভারতে গুরু শিষ্য সম্পর্ক কিরূপ মধুর ছিল এবং শিষ্যের কিরূপ উন্নত আদর্শ ছিল, তাহা উপরিউক্ত বিবরণ হইতে আমরা সম্যক্ অবগত হইতে পারি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

# নর-তনু ভজনের মূল

এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহধারী জীবগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবহুল স্ব স্ব-কৃতকর্ম্মফলে যথাক্রমে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি বিবিধ গতিলাভ করিয়া থাকেন; আবার স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভও ঘটে। নিখিল জগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ পরংব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গীতার ১৮।৪৫,৪৬ শ্লোকে জানাইয়াছেন—"মানব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া যে-প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার আরাধনা করিলে মানব অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করে। ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—নিখিল শ্রুতি-বেদ-বেদান্তাদির ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা।"

জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে জীবের যে-কালে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়, তৎকালে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদির মূল যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহা ছিন্ন হয় এবং তৎফলে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। এ জন্য দেবতাবৃন্দও এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে ভগবদ্ভজনোপযোগী মানব-জন্মের প্রশংসাপূর্ব্বক উহা কামনা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

### ভারতবর্ষে ভজনোপযোগী মানব-দেহলাভ-প্রশংসা

"অহো! এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্য-জন্মলাভের জন্য আমরা বাসনামাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ-সেবোনোপযোগী মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে আর কি ফললাভ হইল? স্বর্গে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-স্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় বিষয়ভোগ-হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ; কেননা, ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন ঘটে। মর্ত্ত্যবাসিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনস্বি মানবগণ সেই অল্পকাল মধ্যেই

তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিয়া শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যে-স্থানে ভগবৎ-কথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে সেই বৈষ্ণবী-নদী-তটাশ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুমেধাগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করেন না—

'যেখানে তোমার নাই যশের প্রচার।
যথা নাই বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেখানে তোমার মহামহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
গর্ভবাস দুঃখ, প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু, না ফেলিবা তথা॥'

এই ভারতবর্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সম্পৎপরিপূর্ণ ভজনোপযোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী জ্ঞান-কর্ম্মাদির কষায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পাশবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন কোন প্রকারে ব্যাধ-কর্ত্তৃক একবার পাশমুক্ত হইয়াও, তাহাদেরই নিজকৃত অনবধানতাদোষে সেই বৃক্ষে বিহার করিতে যাইয়া আবার বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ সকল ব্যক্তি ভারতভূমিতে ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্য-জন্মলাভ করিয়াও নিজ-নিজ কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্বিভূতিবুদ্ধিতে বিশ্বরূপোপাসকগণও ধন্য; কেননা স্ব-স্ব-অধিকার-অনুসারে তাহারা ইন্দ্রাদি বিভিন্ন নামে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ তত্তদ্দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিধি-মন্ত্রাদির দ্বারা যে-সকল হবিঃ পরিত্যাগ করেন, সর্ব্বাঙ্গী ভগবান্ শ্রীহরি পৃথক্ পৃথক্ রুদ্র-ইন্দ্রাদি-নামে আহূত হইয়াও কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্য হর্ষ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ-প্রদানে সমর্থ ও স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপ ভগবান্ হইয়াও তাহা উপেক্ষা করেন না। সামান্য কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তও যদি কেহ কৃষ্ণ-ভজনে অগ্রসর হন, তাহা হইলেও তদ্ভক্ত-সঙ্গফলে তাঁহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট বাসনা

দূরীভূত হয়। অজ্ঞ সকাম ভক্তগণ ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু কামনা-উদয়কারী অর্থ তাহাদিগকে কখনও দেন না। যাঁহারা ইতর-কামনাবিনাশী তাঁহার পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন।—

'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এ বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥'
'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥'

অতএব আমরা সম্যক্ প্রকারে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্যফলে অধুনা যে স্বর্গসুখাদি উপভোগ করিতেছি, যদি সেই পুণ্যের (সুকৃতির) কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের হরি-স্মরণোপযোগী মানবজন্ম লাভ হউক—ইহাই প্রার্থনা; কারণ ভগবান্ শ্রীহরি এই ভারতবর্ষে তদ্ভক্তগণের বিশেষভাবে কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন।"

এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে মানব জন্ম লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তজ্জন্য ইহা 'সুদুর্লভ' ও 'পরমার্থদ' বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আত্যন্তিক মঙ্গলের নিমিত্ত আমৃত্যু চেষ্টা ও যত্নই ইহার একমাত্র সফলতা—

এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ (ভাঃ ১০।২২।২৪)
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ (বিঃ ৩।১২।৪২)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য অপনোদনপূর্ব্বক তন্মুখীকরণরূপ নিত্যদয়া প্রদর্শনই দেহধারী জীবগণের জন্ম-সাফল্য।

কায়-মন-বাক্যের দ্বারা ইহ-পরকালে প্রাণিগণের নিমিত্ত ভগবদ্ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করাই বুদ্ধিমান মানুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, ভারতভূমিতে জন্মিয়া মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করাই, আবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানাইয়াছেন—ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

## ভজনবিহীন মানব জীবন্মৃত ও আত্মঘাতী

মনুষ্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়—এই দুইটীর যে কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আমার নিত্য কল্যাণকে শ্রেয়ঃ এবং আপাত-মনোরম পরিণামে বিষবৎ বিষয়াদি সংগ্রহ-পিপাসাকেই প্রেয়ঃ বলা হয়। ধীর ব্যক্তি ধর্ম্মপথেই সর্ব্বদা বিচরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দবুদ্ধি অনিত্য বিষয়-সুখেই মত্ত হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ জন্মের পর এই মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা দুর্লভ—সুদুর্লভ; অনিত্য নশ্বর হইলেও ইহা ভগবদ্ভজনোপযোগী পরমার্থপ্রদ সুদৃঢ় নৌকা-স্বরূপ। সদ্গুরু-কর্ণধার লাভ করিয়াও যে মানব এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি 'আত্মঘাতী' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি; সেই স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় নিত্যবৃত্তিকে স্তব্ধীভূত করাই আত্মহত্যা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবৃত্তিই সেই আত্মহত্যা হইতে জীবকে নিবৃত্তি করিয়া চেতনরাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পরমশান্তি দান করিতে সমর্থ। ফলভোগী ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-কষায়ে আবদ্ধ হইয়া ভক্তির পরমশোভা দর্শনে অসমর্থ।

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে তজ্জন্য কোনস্থলে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ লক্ষ্য করা যায় না। সদ্বৈদ্য ভব-রোগীর নিমিত্ত কখনই কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না। ইহসংসারে মানবগণের কর্ম্মাদি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে—শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত—কৃষ্ণার্থে অখিলভোগ-ত্যাগ উদ্দেশ্যে কৃত না হইলে তাহাদের প্রাণধারণ বৃথা অর্থাৎ শাস্ত্র তাহাদিগকে 'জীবন্মৃত' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিষয়-ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণই জীবের প্রাণধারণের একমাত্র লক্ষ্য নহে; ভগবৎ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন হওয়া উচিত; নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও সেই তত্ত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। স্বভাবতঃ কর্ম্মজড়গণ

বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের আবাহনপূর্ব্বক নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেও, বস্তুতঃ কর্ম্মাগ্রহিতা ভগবদুদ্দেশ্যে প্রদর্শিত না হওয়ায় উহা নিরর্থক হইয়া পড়ে—উহাই বন্ধনের কারণ হয়। জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ; ভক্তগণ কখনই উহাতে বৃথা কালক্ষেপ করেন না। গৃহমেধিগণ তুচ্ছ সংসার-সুখে মগ্ন হইয়া তাহাতে কখনই পরিতৃপ্ত হয় না, তথাপি উহাই তাহাদের একমাত্র কাম্য। একাদশেন্দ্রিয় সব সময়ে ভোগোন্মুখী জীবকে বিষয়ভোগে আকর্ষণ করিয়া বিব্রত করিতেছে। মানবের তাহা হইতে উদ্ধারের কোন-রূপ চেষ্টা-যত্ন বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, বরং সে অধিকতর উৎসাহের সহিত উহাতেই রুচিবিশিষ্ট। এ দুর্লভ মানব-জন্ম বা নর-তনুদ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীভগবানের সেবা বা তন্নাম-রূপ-গুণাদি কীর্ত্তনই ইহার সার্থকতা। যদি ভগবদ্ভজন বা হরিসেবা না হয়, তবে এই শরীর ধারণ বৃথা; ইহাকে ভারবাহী বলীবর্দ্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুবৈষ্ণব-দর্শন ও তাঁহাদের সেবা ব্যতীত মানব-দেহ শবতুল্য। ভগবানের অভয় শ্রীপাদপদ্মে শরণ না লওয়া পর্য্যন্ত মানব দেহমনোধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ভয়-শোকাদিতে অভিভূত হয়। এই জড়াসক্তিই বা পক্ষান্তরে ভগবৎবিস্মৃতিই তাহার সংসার দশার মূল কারণ।—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

পরমপিতা শ্রীভগবানের সেবাই জীবস্বরূপের ধর্ম্ম। 'অমৃতের সন্তান' জীবগণের শ্রীকৃষ্ণভজন ও তাহাতে ভক্তিবিধানই শ্রেষ্ঠ কৃত্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। প্রাকৃত জগতের মাতাপিতার সেবায় অনিত্য পিতৃলোকাদি, দেবতাদির আরাধনার নশ্বর দেবলোক ইত্যাদিই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু ভগবদ্-যাজিগণ নিত্য শাশ্বত স্থানে অধিষ্ঠিত পরাৎপর তত্ত্বকে লাভ করিয়া ধন্য হন।—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়॥"
"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে তারা রৌরবে পড়ি' মজে॥"

এ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনা মনুষ্যের জীবন বিফল এবং সেবা-বঞ্চিত-অবস্থাও নিরয়প্রাপিকা। তজ্জন্য বৈষ্ণব-মহাজন "মনঃশিক্ষা" পদাবলীতে মানবদেহধারী জীবগণের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।—

"এ মন! আর কি মানুষ হবে?
ভারত-ভূমেতে, জনম লভিয়ে, কি কাজ করিলি কবে॥
এ মন! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, 'হরি' না ভজিলি, সে তুই মানুষ কবে॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' নাম॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, শারী-শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত॥
দিবস-রজনী, আবোল-তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি, 'গোবিন্দ' বলিতে নার॥
ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি যাইয়ে॥
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে 'প্রেমানন্দ', তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত দায়॥"

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

---

# শ্রীগুরু-তত্ত্ব

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥ (চৈ, চ, আঃ, ৯।৪১)

এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারততীর্থে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবমাত্রেরই জীবকে নিত্য দয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু মানবমাত্রেই তাহা করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লিখিত বাণী সার্থক করিয়া তুলিবেন কে? এই সংশয় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকোটিকে মুক্তি দিয়া বলিলেন—
"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম, শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম আচারমুখে প্রচার

করিবার একমাত্র অধিকারী। মহাপুরুষগণ জীবকল্যাণের নিমিত্ত বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ জীব শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। সর্ব্বদোষাকর জীবের চারিটি দোষই ইহার মূল কারণ। যথা—

"বিপ্রলিপ্সা প্রমাদশ্চ করণাপাটবং ভ্রমঃ।
মনুষ্যাণাং বিচারেষু স্যাদ্ধি দোষ-চতুষ্টয়ম্ ॥"

অর্থাৎ বিপ্রলিপ্সা, প্রমাদ, করণাপাটব ও ভ্রম—এই কয়টি দোষ মানবমাত্রেরই বিচারে অবশ্য প্রবেশ করে। শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্য বা শাস্ত্রগ্রন্থে নিষ্ঠা ব্যতীত আমরা সেই তত্ত্ববস্তুর সন্ধান লাভ করিতে পারি না। প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তত্ত্ববস্তু হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জড়বিদ্যায় অভিমানী জীবের এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি শব্দব্রহ্ম বা শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে "গুরু কি তত্ত্ব" তাহার আলোচনা প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুরে তত্ত্ব জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষাগুরু বা শ্রবণগুরু ভগবৎপার্ষদগণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে। কারণ শ্রীভগবান সদনুগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণের মারফতেই সুকৃতিশালী জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। এ জন্য সজ্জনগণই শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমান অনুগ্রহ। অতএব শ্রীগুরুতত্ত্ব জানিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণের শ্রীচরণাশ্রয় করিতেই হইবে।

"বৈষ্ণবের বশ শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এই তত্ত্ব জানি' লহ বৈষ্ণব-আশ্রয় ॥"

মহাভাগবত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"আশ্রয় লঞা ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের বাণীতে পাই—

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।"

আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপালাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত কোথাও গতি নাই। শ্রীগুরুদেবই

আশ্রয়-ভগবান, তিনিই সেবা-বিগ্রহ বা প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনিই "বলদেব-নিত্যানন্দ তত্ত্ব"। আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কেহই বিষয়-বিগ্রহের কৃপালাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মা হইতে অদ্যাবধি সেই আম্নায়-ধারাই চলিয়া আসিতেছে। ইহাকেই সদ্‌গুরু-পরম্পরা বা আম্নায়-পরম্পরা বলে। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রগ্রন্থ ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ ভগবানে যেরূপ ভক্তি, সেইরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহার পরাভক্তি বর্ত্তমান, তাহার নিকট শ্রুতির প্রকৃত রহস্যসমূহ প্রকাশিত হয়।

"অন্বপাস্ব অন্বপরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্তু।"
( ব্রঃ সূত্রের শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত-বচন )

অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহগণের ( ভগবদ্ভক্তগণের ) উপাসনা কর, তাঁহাদিগকে সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীগীতোপনিষদ্ বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ( গীতা ৪।৩৫ )

অর্থাৎ, ( হে অর্জ্জুন ! ) তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন।

শ্রীভগবানের "বাচ্য-বাচকস্বরূপ"দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে শ্রীগুরুদেব বা সাধুই একমাত্র দ্বার। বহু সোপান বা মাধ্যমের ( দ্বারের ) প্রয়োজন নাই। বহুসোপান বা মাধ্যম অবলম্বন করিলে সত্যানুসন্ধিৎসুকে সহজেই বিপথে চালিত করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মান্ধকারের আবর্ত্তে ফেলিয়া দিবে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ;" শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমার প্রভু এবং বিষয়-বিগ্রহকে আমার প্রভুর প্রভু অভিমান করাই ভক্তি।

মাধ্যমকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মাধ্যম বা দ্বার স্বীকার করিবার

সময় শাস্ত্র একটী বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—অর্থাৎ ইহা Transparent Medium (স্বচ্ছ মাধ্যম) বা Opaque Medium অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব মাধ্যম) কিনা। কারণ, Opaque Medium বস্তুদর্শনের সহজ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমজাতীয় বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিলে জীবের অবশ্যই মঙ্গললাভ হয়। কারণ এহেন সমচিত্তবিশিষ্ট কোন স্নিগ্ধবৈষ্ণব স্বচ্ছমাধ্যমরূপে ( Transparent Medium ) মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবকে জানাইয়া না দিলে, বদ্ধজীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এরূপভাবে সদ্গুরুর আশ্রয় পাইলেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ "শ্রীব্রজেশ-তনয়" শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ সম্ভব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্য ও ভগবৎপার্ষদবৃন্দের জগতে যে আবির্ভাব, তাহা সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছা-প্রসূত। আমাদের মত তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। আমরা দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি, আর তাঁহারা ভগবল্লীলা-পুষ্টির সহায়ক হইয়া জগজ্জীবকে কৃপা করেন। বাহ্যতঃ বদ্ধজীবের জন্ম ও ভগবৎপার্ষদগণের জন্ম দেখিতে এক, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ পৃথক্। ফলভোগী বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ( ভাঃ ১১।২০।৯ )

অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার ( ভগবানের ) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাবের কারণ—

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥" ( চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯ )

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহচরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

( ভাঃ ৩।৫।৩ )

অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, অধর্ম্মনিরত ও অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

তাঁহাদের এই আবির্ভাব-লীলা ভুবনমঙ্গলবিধায়িনী ও পতিতপাবনী। এখানে "ভুবনমঙ্গল" শব্দকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক নেতাদের 'বিশ্বশান্তি' শব্দের সমতুল্য জ্ঞান করিলে চলিবে না। কারণ রাজনৈতিক নেতাদের যে বিশ্বশান্তি, তাহা দেহ-মনের ভোগসুখ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে। উহাতে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থনা আছে, কিন্তু নিত্যমঙ্গল লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এ জগতে মঙ্গলের নামে অমঙ্গল আনয়নকারী কর্ম্মি-জ্ঞানীর অভাব নাই। তাঁহারাই আজকাল রাষ্ট্রনেতা, দেশনেতা, সমাজনেতা প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া তথাকথিত "বাণী" প্রদান করিয়া জগতে "নিত্য ধর্ম্মের" পরিবর্ত্তে "জুগুপ্সিত ধর্ম্মের" ধারক ও বাহক হইয়াছেন। আজকাল যাহারা জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পূজিত হন, তাহারা সকলেই নশ্বর, ভোগ-বাদী কর্ম্মি-জ্ঞানী। এরূপ বীর বা নায়কের আনুগত্যের দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গললাভ হয় না।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনেঃ॥ (ভাঃ ৬।১৪।৪)

অর্থাৎ কৈবল্য-মুক্তকামী, সিদ্ধিকামী কোটি অপেক্ষা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত দুর্ল্লভ।

শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা বৈষ্ণব তাহাদের মত নশ্বর বস্তু নহেন। তাঁহারা নশ্বর মঙ্গলদান করিতে এ জগতে আসেন না; তাঁহারা ভগবৎ-প্রেরিত নিজজন। তাঁহারা জগজ্জীবকে যে সম্পত্তি দান করেন, তাহা নিত্য, অব্যয় ও পরম মঙ্গলপ্রদ। অতএব, বীরপূজা বা নায়কপূজা হইতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু আচার্য্যের পূজা। প্রকৃত মঙ্গলদাতা, পতিতপাবন কৃষ্ণৈকশরণ গুরু জগতে দুর্ল্লভ।

এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অনুশীলনের ফলে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত সদ্ধর্ম্ম যে প্রকারে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে গুরুপূজা বা আচার্য্যপূজার কথা বলিলে গণতন্ত্র ভারতের গণদেবতারা মানুষপূজা বা নায়কপূজাই বুঝিয়া থাকেন। আজকাল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়দেশের সর্ব্বত্রই এরূপ মানুষপূজা বা নায়কপূজা দৃষ্ট হয়। গুরুপূজা সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত ভোগী জীবকুলের যে বিকৃতধারণা আছে, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি হইতে দু' একটি প্রসঙ্গ এস্থলে উল্লেখ করিলাম। শাস্ত্র বলেন— "আদৌ গুরু-পূজা।"

আচার্য্যদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি। (ছাঃ উঃ ৪।৯।৩)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

ঈশ্বরের পূজা হইতেও ঈশ্বরের ভক্ত গুরু বা আচার্য্যের পূজা বড়। ভগবান্ নিজেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশও তাহাই—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়॥"

গুরুদেবকে দেখিতে মানুষের মত হইলেও তিনি ভগবৎস্বরূপ ; তিনি সর্ব্বদেবময়। অতএব গুরু-পূজা এবং নায়কপূজা বা Hero worship কখনই এক নহে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

# শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা

**[ শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত ]**

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দারণ্য পুরন্দর। মাম্পাহি গৌরগোবিন্দ ভক্তপ্রাণেশ্বর॥
জয় জয় শ্রীগৌর গোবিন্দ। ব্রহ্মাদি আরাধয়ে যাঁর চরণারবিন্দ॥
ভক্তিপ্রিয় পরম উদার। লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ নদীয়ার॥
জয় জয় নিত্যানন্দ হলধর। জয় জয় ভক্তিদাতা অদ্বৈত ঈশ্বর॥
জয় জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়কর॥
প্রিয়গণ লৈয়া গৌর রায়। বিলসয় পরম আনন্দে নদীয়ায়॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতরে। সেই কলিযুগে গৌর প্রকট বিহরে॥
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যৈছে। নবদ্বীপে পরম দুর্ল্লভ লীলা তৈছে॥
লীলাস্থলী যত নদীয়ায়। ব্রহ্মাদি দেবতা তার অন্ত নাহি পায়॥
বৈষ্ণবাজ্ঞা হৈল সে মূর্খেরে। নদীয়ার কিছু লীলাস্থলী বর্ণিবারে॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা বলবান। যে কিছু কহিয়ে তা আস্বাদে ভাগ্যবান॥
নবদ্বীপে প্রশস্ত প্রাকার। পঞ্চম স্কন্ধেতে লিখিয়াছেন টীকাকার॥
জয় জয় নদীয়া নগর। নবদ্বীপে অতি যে বেষ্টিত মনোহর॥
নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়। নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥

যৈছে ছয় তত্ত্বের বিচার। কৃষ্ণ-ক�ৃষ্ণরূপ গুর্ব্বাদিক পঞ্চ আর॥
নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান। যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥
নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত যত। সে সব গ্রামের নাম কি কহিব কত॥
শ্রীসুরধনীর পূর্ব্বতীরে। অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে। কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥
যদ্যপি এ শাস্ত্রে নিরূপয়। তথাপিহ নবদ্বীপ গোপ্য অতিশয়॥
প্রভুর যেরূপ ব্যবহারে। তৈছে তাঁর ধাম অন্যে নারে জানিবারে॥
নদীয়া নির্জ্জনে গৌরহরি। নিজ প্রয়োজন সাধে অতি গোপ্য করি॥
যৈছে কেহ পরম গোপনে। ভুঞ্জে নানা দ্রব্য না দেখায় অন্য জনে॥
নানা রঙ্গাস্বাদে প্রভু তৈছে। কোনজনে লিখিতে না পারে গোপ্য ঐছে
ভক্ত অনুগ্রহ যাঁরে হয়। নবদ্বীপ নদীয়ার নাথে সে জানয়॥
নবদ্বীপ ভক্তের জীবন। নববিধ ভক্তি যাতে দীপ্ত অনুক্ষণ॥
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥
মায়াপুর-মহিমা কে জানে। রহি যেন নবদ্বীপ-বেষ্টিত তাহানে॥
মায়াপুর যোগপীঠ স্থান। দেব-মুনীন্দ্রাদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
ইহার যেদিকে হয় যাহা। বাহুল্যের ভয়ে তেঞি না বর্ণিল তাহা॥
নবদ্বীপ প্রদেশে যে গ্রাম। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে বিভিন্ন নহে নাম॥
কহিতে যদ্যপি বিপর্য্যয়। তথাপি কিঞ্চিৎ তাতে অনুভব হয়॥
কলিতে যে ভক্তে কৃপা কৈল। তাহাতে প্রসঙ্গ অনুসারে নাম হৈল॥
কতক হইল লুপ্তপ্রায়। রহিল কতক স্থান প্রভুর ইচ্ছায়॥
কহি পরিক্রমার প্রকার। এ মণ্ডলাকার যাতে আনন্দ সবার॥
মায়াপুর করিয়া দর্শন। ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ॥
প্রথমে দেখহ অন্তঃপুর। অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তথা। কহিল ব্রহ্মার আগে অন্তরের কথা॥
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম। বিস্তারিবে সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান॥
সিমুলিয়া গ্রাম তার পরে। শ্রীসীমন্ত দ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে যাঁহারে॥
তথা প্রভু-পদে করি নতি। করিলা ধারণ ধূলা সীমন্তে পার্ব্বতী॥

(ক্রমশঃ)

# প্রচারকের ডায়েরী

## ( ৫ )

সুন্দরবনের বনাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া এবার বর্দ্ধমানের জনাকীর্ণ স্থলের দিকে যাত্রা করিলাম। এতদ্দেশে ব্যাঘ্রভীতি নাই এই ভরসায় নিরুদ্বেগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট প্রচারকবরের দাসানুদাস সূত্রে পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়াছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অতর্কিতে এক ব্যাঘ্রের মাসীর দুরন্ত কবলে পতিত হইলাম।

একদা জনৈক গৃহস্থের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, এক বৈষ্ণববেশধারিণী বৃদ্ধা গৃহকর্ম্মে নিরতা। "জয় গৌরহরি" বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া প্রায় বিফলমনোরথ হইলাম; শেষে ধৈর্য্যসহকারে অস্মদীয় প্রচারবার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। তপ্ত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় তিনি যেন মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং পরুষবাক্যরূপ তীক্ষ্ণনখাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন। আমি যতই নম্রভাবে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি, তিনি ততই পঞ্চমে চড়িতে লাগিলেন। আমি বলিলাম,—"শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুর একমাত্র অমল প্রমাণশিরোমণি গ্রন্থরাজ। ইহার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে, তবে তদন্তরস্থিত নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রযত্ন করুন। উহাতে উক্তি আছে,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ।। (ভাঃ ১১।২।৪৭)

অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'কনিষ্ঠ' ভক্ত।

আমি চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুক, মঠবাসী। আমি ভক্ত হইতে পারি নাই, তবে করুণাময় ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হইয়া হরিভজন করিবার মানস করিয়াছি। সেকারণ শ্রীহরির হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সতত কীর্ত্তন করিবার ব্রত লইয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে আপনার গৃহে উপনীত। আমরা আপনাকে উদ্বেগদান করিতে আসি নাই।"

কোথাও কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারি—এই আশায় প্রত্যুদ্গমন করিবার উপক্রম করিলে জনৈক প্রতিবেশী আমাদের সাদর আহ্বান জানাইলেন। সাগ্রহে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তাঁহার সেবা-যত্নের কোনরূপ ত্রুটী ছিল না। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনের আনন্দে দিন অতিবাহিত হইল। তথায় অবস্থান কালে সবিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, যাঁহার গৃহে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি সার্দ্ধবিংশ বৎসরাবধি হরিনামাশ্রিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা বৈষ্ণবীর বেশে বিভূষিতা থাকেন বটে; কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার-ভ্রষ্টা। সহসা বাল্যস্মৃতি উদিত হইল—হিতোপদেশ পুস্তকের 'বিড়াল তপস্বিনীর'

কথা। বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রই মার্জ্জারকে ব্যাঘ্রের মাসী বলিয়াই জানে। আজ বৃদ্ধবয়সে তাহার স্বভাব বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তপস্যা করিলেও কিংবা বৈষ্ণবের বেশ পরিধানেও বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অন্তরে অনন্ত সংশয়-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—বৈষ্ণব কে? বিষ্ণোরপত্যার্থে ষ্ণ-প্রত্যায়াৎ বৈষ্ণবঃ অর্থাৎ বিষ্ণুর সন্তানই বৈষ্ণব। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদুক্ত "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" স্মৃত্যনুসারে সর্ব্বজীবই জন্মগত বৈষ্ণব। ইহার উত্তরে সমাধান এই যে, শৌক্রজাত ব্রাহ্মণ কখনও শাস্ত্রানুমোদিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ, এতৎসম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বৃহদারণ্যকোপনিষদে দৃঢ়স্বরে জানাইয়াছেন "এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ," "ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ।" ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রহ্মতাত্ত্বনভিজ্ঞ হইলে যদি তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য না হন, তবে নরমাত্রই বৈষ্ণবাখ্যা পাইবার যোগ্য নহেন।

হরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণবচন আমাদিগকে 'বৈষ্ণবের সংজ্ঞা' দিয়াছেন,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। পাঞ্চরাত্রিক বা অর্চ্চনমার্গীয় বৈষ্ণব ত্রিবিধ যথা,—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। অন্যত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
'উত্তম,-'মধ্যম'-'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা অনুসারী॥"

মহাজনগণ দৃপ্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

'ফল্গু' আর 'যুক্ত'; 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত', কভু না ভাবিহ একাকার সব।
'কনক-কামিনী', 'প্রতিষ্ঠা বাঘিনী', ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব॥

অতএব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবায় আদর পরিলক্ষিত না হইলে ও তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী-মানদগুণে অলঙ্কৃত হইয়া কীর্ত্তন না করিলে ভগবদ্দাস্য লাভ করা যায় না বা বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'।

সেই স্বরূপের বিভ্রমবশতঃ মনুষ্য অনর্থযুক্ত। বিষ্ণুভজন বা বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থনিবৃত্ত হয় না। যিনি যে পরিমাণে অনর্থমুক্ত হইয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি এইরূপে ক্রমপন্থার অগ্রসর হইলে সাধনাবস্থা হইতে ভাব বা রতি পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারেন ও পরিণামে উৎকর্ষ বৃদ্ধি হেতু প্রেমভক্তিলাভ করিতে পারেন।

মনোমধ্যে এইরূপ বিচার করিতে করিতে সেস্থান হইতে বিদায় লইয়া পরবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামের নাম শশীনাড়া। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মালিক 'গুঁই মহাশয়' অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। পাশ্চাত্য শিক্ষার হলাহলের আস্বাদন না করিলেও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। অতিথি-অভ্যাগতের কিরূপ মর্য্যাদা দান করিতে হয়, তাহার ব্যুৎপত্তি তাঁহার বিশেষভাবেই ছিল। পারমার্থিক রাজ্যের সন্ধান রাখিবার সুকৃতি অর্জ্জনকরেন নাই; সেজন্য সাধারণ গৃহস্থ যেমন গুরুকরণ করে, সেইরূপ একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করেন নাই, তবে চিরকুমার অবস্থায় ভবঘুরের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, নিরামিষাশী বটে কিন্তু সদাচারনিষ্ঠ নহেন। অদ্য মাধবী তিথিসত্ত্বেও তিনি রোটিকা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। আমরা তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যপত্নীর নিকট শ্রীমাধবতিথির মাহাত্ম্য ও উপবাসবিধি কীর্ত্তন করিলাম। আমাদের কথায় তাঁহারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন; এমন কি আমাদের ন্যায় দৃঢ়তা-সহকারে উপবাস পালন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেইদিন তাঁহারা তাঁহাদের এক বিদ্যার্থিনী কন্যার সহিত ফলমূলাদি অনুকল্পদ্বারা সুষ্ঠুভাবে ব্রত পালন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট অনুভব করেন নাই। তদ্দর্শনে আমরা অতীব প্রীত হইয়াছিলাম।

সপ্তাহব্যাপী ভগবৎকথা কীর্ত্তনে গৃহস্বামীর গৃহ যেন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত ছিল। আমরা একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করিতে অসমর্থ-বিধায় বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তখন গুঁই মহাশয় জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসা করায় প্রশ্নোত্তরমুখে বলিলাম,—ভাগবদ্ধর্ম্মই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সুষ্ঠুরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করাই প্রত্যেক গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শ্রীকেশবে ভক্তিহীন হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনে জীবন যাপন করা যায়, তাহা হইলে সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভগবৎ সাক্ষাৎকার একই তাৎপর্য্যপর। ভগবৎ-ভাগবত-সেবা ও শ্রীনাম গ্রহণরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যুগপৎ অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধক জীবের প্রতি বিশেষ উপদেশ—

"গৃহস্থ-বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ, নামবিনা যেন দিন নাহি যায়॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উদ্ধ্বমন্থী মহারাজ

# সপ্তদশ বর্ষে বিজ্ঞান

দেখিতে দেখিতে আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমানে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ষোলকলা ষোড়শ বর্ষে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব-আচার্য্যবর্গের লীলায় আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের দ্বারা সচ্চিদানন্দ-ভক্তিসিদ্ধান্তের ষোলকলা পূর্ণ করিয়াই তাঁহাদিগকে স্বধামে আহ্বান করিয়াছেন। কৃপাময় আচার্য্যবর্গ ষোলকলা পূর্ণের পরিণতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য আরও এক বৎসর প্রকট থাকিয়া বিশ্বের মঙ্গল-পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ সপ্তদশ (১৭শ) বর্ষ পত্রিকা পরিচালনের পর তাঁহারা ভগবদাহ্বানে গোলোক-ভবনে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "সজ্জনতোষণী"-পত্রিকা স্থাপন করিয়া সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবকসূত্রে সম্পাদনা করিয়াছেন। পরে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রচারকার্য্যের ভার তাঁহার সর্ব্বোত্তম অন্বয়াচার্য্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের পার্শ্বে প্রয়াণ করেন। তৎপরে তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন গৌড়ীয়-গগণে উজ্জ্বলতম অপ্রাকৃত ভাস্করশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ভক্তিধর্ম্মের নবপ্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়া পরম-মঙ্গল আনয়নোদ্দেশ্যে অন্যান্য বহু পারমার্থিক পত্রিকার সমভিব্যাহারে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা প্রকাশপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সর্ব্বোত্তম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের ন্যায় কোন উন্নত অত্যুজ্জ্বল মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনিও সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষেই ষোলকলা পূর্ণ করত তাহাতে গৌর-বাণী সেবা-সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের গুহ্যতম প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিয়াছেন।

আমরাও "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করত সপ্তদশ বর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করিলাম। ভগবদিচ্ছা হইলে শ্রীপত্রিকা বর্ত্তমান বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতা বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মজগতের প্রকৃত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

এস্থলে পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন জানাইতেছি যে "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক অজ্ঞানের চিন্তাধারা বিধ্বংস করিয়া প্রথম হইতে ষোড়শ বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত এ যাবৎ যে-সমস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন,

বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

কু-জ্ঞান, অ-জ্ঞান, অ-বিজ্ঞান, হত-জ্ঞান, মূঢ়-জ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান-নামে চালিত হওয়া কলির প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কলি যতই প্রবল হইতে থাকে অজ্ঞান-কুজ্ঞান, মিছাজ্ঞানও ততই প্রবল হইতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর উপর শাসন পরিচালন করিতে উদ্যত হইলে "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"—ন্যায়ানুসারে বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া একটা অবৈধ ধ্বংসমূলক ধুয়া উঠিয়াছে। এই বিজ্ঞানই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে—বিশ্ব-বিনাশী তাহাদের পরিণতি। বিজ্ঞানের ধূয়াকে ধ্বংসের ধুয়া বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে অজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ এখনও অনুসন্ধান ( Research ) করিতে শিক্ষা করেন নাই যে, বিজ্ঞানের অণু-পরমাণু সমস্তই ধ্বংসশীল। আমরা ক্রমশঃ মহাপ্রলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ইহা তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে অক্ষম। কেবলমাত্র পার্থিব বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিলেই বস্তুর অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইল না। যে বস্তুর মূল উপাদান ধ্বংসশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তন-শীলতা অতিক্রম করিয়া সত্তাশূন্যতাযুক্ত, তাহার দ্বারা যাহাই গঠিত হউক না কেন, তাহার পরিণতি অভাব-ধর্ম্মযুক্ত। প্রাগভাব বা ধ্বংসাভাব লইয়া বিশ্বের চিন্তায় অবৈদান্তিক বা অবৈদিক চিন্তাস্রোত প্রভাবান্বিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। পার্থক্যে সাদৃশ্য বা সাম্য দর্শন পরিলক্ষিত হইলেও, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত জ্ঞানময় গোলক তাহা হইতে বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সাম্য ও সাদৃশ্যের সহিত বৈপরীত্যের পার্থক্য অনুধাবন করা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব। মূর্খ বৈজ্ঞানিকগণ বা নাস্তিক ঐতিহাসিকগণ এইরূপ চিন্তায় প্রবেশাধিকার লাভে অক্ষম।

যে বস্তু সুকৃতিসাপেক্ষ, তাহা চেষ্টাসাপেক্ষ নহে। সুকৃতি বলিলে ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তিরূপ বৃত্তিকে লক্ষ্য করে। বেদ বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

এই বৈদিক মন্ত্রের শিক্ষা বৈজ্ঞানিকগণ অনন্তকোটী জন্ম অনুশীলন করিলেও তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন না। বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক পরম মঙ্গল-চিন্তার বিরুদ্ধ। অমঙ্গলের খনি মঙ্গলের আকরের পাদস্পর্শেরও অধিকার পায় না। বিজ্ঞান আমাদিগকে ধ্বংসের পথে অবশ্যই লইয়া যাইবে, ইহা ধ্রুবসত্য। সুতরাং সাধু সাবধান! ফের বলি,—কর অবধান!!

পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মবস্তু কোন পার্থিব অণু পরমাণু (Matter) নহে। পার্থিব Matter প্রত্যক্ষজ্ঞানের অন্তর্গত। শিক্ষা অনুশীলন বা Culture এর দ্বারা যাহা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অনিবার্য্য ধ্বংসশীল। যে রাজ্যে ধ্বংসশীলতার অধিকার নাই সেই রাজ্যে না গিয়া ধ্বংসের স্তূপের মধ্যে নির্ব্বোধের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিব কেন? আত্মহত্যাই বিজ্ঞান-অনুশীলনের নামান্তর। ইহা একাধারে পাপ ও দুর্নীতি অর্থাৎ Sin and crime. বহুকাল হইতেই ইহা দণ্ডবিধি আইনের একটী অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত আছে। জীবমাত্রেরই জীবিত থাকা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই স্বভাবকে রূপান্তরিত করিয়া মৃত্যুই বর্ত্তমানযুগে জীবিত থাকার নামান্তর বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এইরূপ চিন্তাধারার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবে। প্রাণীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করাই উন্নততম চিন্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেই হইল না। শাক্যসিংহ বুদ্ধ এই মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে গৌতমীয় শিক্ষা জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ঋষিবর্গের চিন্তার প্রতিকূল অনুশীলন। ফলে মৃত্যুই তাহ'দের সঙ্গের সাথী হইয়াছে। ভারতীয় ঋষিবর্গের উপজীব্য সনাতন বৈদিক বিচার-বহির্ভূত চিন্তাধারা মনুষ্যজগৎ বা প্রাণিজগৎকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। যমরাজের শাসনদণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভ করার পদ্ধতি শ্রীযমরাজ স্বয়ংই বিধি-বিধান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দুর্ভাগা জীব তাহা অনুশীলন করিতে নারাজ।

আত্মবস্তু কখনও অণু-পরমাণু বা Matter নহে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথচ প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে "বালাগ্র-শতভাগস্য" এই ন্যায়ানুসারে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই আত্মার অস্বীকৃতি বৈজ্ঞানিক বিশ্বে অসম্ভব। এই প্রকার অসৎ চিন্তাও আত্মাবস্থিতির প্রধান প্রমাণ। সেই আত্মবস্তুকে লাভ করিতে হইলে বাক্য-বিন্যাস বা প্রবচন, বক্তৃতার ছড়াছড়ি অথবা পার্থিব বিজ্ঞান চর্চ্চার ছড়াছড়ি, হাটে-ঘাটে পথে-মাঠে যতই আলোচিত

হউক না কেন, আত্মা তাহাদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে ; বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) এর আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে অর্থাৎ Law of Gravitation যেখানে fail করিয়াছে, সেইস্থানেই আত্মার অবস্থিতি। রাষ্ট্রীয় influence (অধিকার) বা তাহাদের আইন-আদালত, চিন্তা-বিচার-ধারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ইহার অনুরূপ প্রমাণ শ্রীল বেদব্যাসের লেখনী হইতে জানিতে পারি, যথা—

"গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরুদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥ ইত্যাদি।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে. স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পরমাত্ম-স্বরূপে তাহার ভুজ অর্থাৎ তেজ বা শক্তির দ্বারা তাঁহার নিজক্ষেত্র দ্বারকাপুরী সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিতেছেন অর্থাৎ ভৌতিক বিশ্বের সম্রাট দক্ষের আইন-আদালত, শাসন-পদ্ধতি কিছুই দ্বারকায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। বিশ্ব-সম্রাটের ক্রিয়াকলাপ ও শাসন-পদ্ধতির Scope (অধিকার) Law of Gravitatoin এর sphere (মাধ্যাকর্ষণের অধিকার) পর্য্যন্ত। ক্ষিতি, অপ্, তেজাদি পাঞ্চভৌতিক ক্ষেত্রের বাহিরে মাধ্যাকর্ষণের কোন অধিকার নাই। এই জন্যই প্রাণীমাত্রের স্থূল শরীরের উপর পার্থিব শক্তি বা মায়াশক্তি স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত। বৃক্ষলতা-কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষী, দেব-দানবাদিরর স্থূল শরীরে হ্রাস-বৃদ্ধি ও জন্ম-মৃত্যুর কারণ হিসাবে বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণকেই স্বীকার করিতে চাহেন। তর্কের খাতিরে ইহা মানিয়া লইলেও জীবাত্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-জগৎ, পরমাত্ম-ক্রিয়াকলাপ, পরমাত্ম-পরিস্থিতি, পরমাত্ম-রীতি-নীতি, ভৌতিক জগৎ বা মাধ্যাকর্ষণিক শক্তির অনন্তকোটি যোজন দূরে অবস্থিত। আত্মাবস্থিতি লাভ করিতে পারিলে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সশরীরেই উন্নত লোকে গতি হইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও পরমমঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈদিকী বাণীই আমাদের একমাত্র অনুশীলনীয়, আলোচনীয় ও গ্রহণীয়। ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত পথই অপথ, কুপথ, বিপথ বলিয়া গণ্য। আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মৌলিক-শিক্ষা শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধার করিয়া শ্রীপত্রিকার সপ্তদশবর্ষের প্রারম্ভিক ভাষণ সমাপন করিতেছি—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

FORM—IV

# STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[ Under Rule 6 of the Registration of Newspapers ( Central ) Rules, 1956 ]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ) W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e., cnce in a month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ) W. B.
4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Sri Shrimad Bhakti Kushal Narasinha Maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ) W. B.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the capital.—Paramahansa-Swami Shri Shrimad Bhakti Projnan Keshab Maharaj, Founder-Acharya & Controller on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

I, Bhakti Vedanta Baman hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

14. 3. 1965. Sd/-BHAKTI VEDANTA BAMAN

Signature of publisher.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭১ { ২য় সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

# শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৭ বিষ্ণু, ৪৭৯ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৭১ ; ইং ১৩।৪।১৯৬৫ | ২য় সংখ্যা


# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নত্বা ব্রজযুবদ্বন্দ্বং তদৈক্যঞ্চ মহাপ্রভুম্।
শ্রূয়তাং ধামমাহাত্ম্যং প্রমাণ-সংগ্রহোদিতম্॥ ক॥

শ্রীনবদ্বীপমুদ্দিশ্য শ্রুতিভির্যৎ প্রকাশিতম্।
তদহং সংগ্রহীষ্যামি বৈষ্ণবানাং সতাং মুদে॥ খ॥

নবদ্বীপং সমুদ্দিশ্য ছান্দোগ্যে কথিতং হি যৎ।
তদাদৌ শ্রূয়তাং সাধো শ্রদ্ধয়া শাঠ্যশূন্যয়া॥ গ॥

অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পুরমদ্ভুতম্॥ ঘ॥

তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরমিতীর্য্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ॥
তস্মিন্ যস্ত্বন্তরাকাশো হ্যন্তর্দ্বীপঃ স উচ্যতে॥ ঙ॥

( হে সাধুগণ, ) আপনারা ব্রজযুবযুগল ( শ্রীরাধাকৃষ্ণ ) এবং তাঁহাদের মিলিত তনুরূপ শ্রীমহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক প্রমাণসংগ্রহ-গ্রন্থে কথিত শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ॥ ক ॥

শ্রীনবদ্বীপধামকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি বৈষ্ণব-সজ্জনগণের প্রীতির জন্য এস্থলে তাহা সংগ্রহ করিতেছি ॥ খ ॥

হে সাধুজন, ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্রীনবদ্বীপধামের উদ্দেশ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, আপনারা নিষ্কপট শ্রদ্ধা-সহকারে তাহাই প্রথমতঃ শ্রবণ করুন ॥ গ ॥

এই শরীরের অভ্যন্তরে 'ব্রহ্মপুর' নামে যে পদ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐ অদ্ভুত-পুর পদ্মাকৃতি এবং অষ্টদলবিশিষ্ট ॥ ঘ ॥

ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ ( মধ্যবর্ত্তী ) "দহর" নামক স্থানই 'মায়াপুর' বলিয়া কথিত ; ঐ স্থানই শ্রীচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার নিবাসক্ষেত্র এবং উহার মধ্যস্থিত আকাশই ( অর্থাৎ অন্তরাকাশ ) অন্তর্দ্বীপ বলিয়া কথিত হয় ॥ ঙ ॥

হরিঃ ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্মপুরে "দহর" পদ্ম নামক যে ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে, ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ আকাশ মধ্যে তাঁহাকে ( পরমাত্মাকে ) অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকে জানিতে ( তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে ) ইচ্ছা করিবে ॥ ১ ॥

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥ ২ ॥

গুরু পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে শিষ্যগণ যদি বলেন যে, এই ব্রহ্মপুর মধ্যে যে দহরপদ্ম এবং তন্মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এমন কি বস্তু রহিয়াছে যাহার অন্বেষণ এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত ? ২ ॥

ব্রূয়াদ্যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্র-

মসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩ ॥

তখন গুরু উত্তরে বলিবেন যে, এই বহির্জগতে যেরূপ আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরেও (অন্তর্জগতেও) বস্তুতঃ তৎসদৃশ আকাশ বর্ত্তমান। তথায়ও এই বহির্জগতের ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য, অগ্নি-বায়ু, চন্দ্র-সূর্য্য, বিদ্যুৎ-নক্ষত্র এবং এই জগতে অন্যান্য যাহা কিছু আছে তাহা এবং এখানে যে-সকল পদার্থের অভাব রহিয়াছে—তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান আছে ॥ ৩ ॥

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

তৎকালে শিষ্যগণ যদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, এই শরীরমধ্যগত ব্রহ্মপুর মধ্যে যদি ভূতগণ এবং সমস্ত কামনা প্রভৃতি নিখিল পদার্থ বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে যৎকালে এই শরীর জরাগ্রস্ত কিম্বা বিনষ্ট হইয়া যায়, সে-সময়ে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ শরীর নষ্ট হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী পদার্থসকলও নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪ ॥

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥ ৫ ॥

তখন গুরু উত্তর করিবেন, এই শরীর জরাগ্রস্ত হইলেও ঐ পদার্থ জীর্ণ হয় না, এই শরীর নষ্ট হইলেও ঐ পদার্থ বিনষ্ট হয় না। এই ব্রহ্মপুর সত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর; এই স্থানেই যাবতীয় কাম অবস্থিত। এই আত্মা পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবশূন্য। তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্পময় অর্থাৎ তাঁহার কামনা বা সঙ্কল্প কুত্রাপি প্রতিহত হয় না।

এ জগতে প্রজাসকলের মধ্যে যিনি যে-বিষয়ের কামনা করেন, তিনি যথানিয়মে গ্রাম বা ক্ষেত্র প্রভৃতি তত্তৎ-বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৫॥

তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো

লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৬ ॥

এ জগতে যেরূপ ভোগের দ্বারা কর্ম্মার্জিত শষ্যাদি-সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ যজ্ঞাদিজনিত পুণ্য-উপার্জ্জিত পারলৌকিক স্বর্গাদি বিষয়েরও ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে।

যাঁহারা আত্মার স্বরূপ এবং তদীয় সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমগ্র পরলোকে কামানুসারে বিচরণ করিতে পারেন না।

আর যাঁহারা ইহলোকে আত্মার স্বরূপ এবং সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমগ্র পরলোকে স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারেন ॥ ৬ ॥

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭ ॥

তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণ-সমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি ঐ পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৮ ॥

যদি তিনি মাতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই মাতৃগণ তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯ ॥

যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই ভ্রাতৃগণ তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি ভ্রাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১০ ॥

যদি তিনি স্বসৃলোক ( ভগিনীলোক ) কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই স্বসৃগণ ( ভগিনীগণ ) তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি স্বসৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১১ ॥

যদি তিনি সখিলোক ( বন্ধুলোক ) কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই সখিগণ ( বন্ধুগণ ) তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি সখিলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

---

# প্রকৃত ভোক্তা কে ?

পদার্থান্তরকে ভোগ করিবার যোগ্যতা যাহাতে বর্ত্তমান তাঁহাকে ভোক্তা বা ভোক্তৃতত্ত্ব এবং অন্যকর্ত্তৃক ভোগার্থে গৃহীত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন পদার্থকে ভোগ্য বা ভোগ্যতত্ত্ব কহে। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক তত্ত্বদ্বয়ের সম্যক্‌জ্ঞান বিকসিত না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞ মানববৃন্দ, মরীচিকায় জলদর্শনের ন্যায়, ভ্রান্তিক্রমে একের গুণ অন্যে অর্থাৎ ভোক্তার ভাব ভোগ্যতত্ত্বে আরোপ করত কৃত্রিম ভোক্তৃগণ ভোগসাধনে তৎপর হইয়া নরকের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। যেরূপ ভ্রান্তির অপগমে মরুভূমিতে জলের পরিবর্ত্তে বালুকারাশি দৃষ্ট হয় এবং জলাশয় ব্যতীত অন্যত্র জলের অবস্থিতি অসম্ভবপর ইত্যাকার জ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ সম্যক্‌জ্ঞানের বিকাশ-ভূমিকায় ভোগ্যতত্ত্বে ভোক্তৃত্বের দর্শন না করিয়া কেবলমাত্র ভোক্তৃতত্ত্বে উহার দর্শন সিদ্ধ হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমরা জন্ম-স্থিতি-লয়-ধর্ম্মাত্মক বাহ্যপদার্থ ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধসূচক লৌকিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু নিত্য সত্যবস্তু ও তৎসম্পর্কীয় অলৌকিকজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত আমাদিগের গত্যন্তর নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপকালে সমাগত লৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিসকল স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি এইবার নিশ্চয়ই ভস্মীভূত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কিন্তু স্বয়ং

প্রহ্লাদ-মহারাজের ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে নাস্তিক-জনোচিত পূর্ব্বোক্ত অমূলক ধারণাটী স্থানাভাবে উৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবন্মুখনিঃসৃত আশ্বাস-বাণী হৃদয়ে জাগরূক থাকায় শেষোক্ত ব্যক্তিসকল শ্রীভগবান্ যে নিশ্চয়ই প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবেন এরূপ দৃঢ় নিশ্চয়সম্পন্ন ছিলেন এবং কি-প্রকারে যে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন সেই লীলা সন্দর্শনার্থ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। অগ্নি যাঁহার নিকট হইতে দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছামাত্রেই উক্ত শক্তিকে অগ্নি হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিজ প্রতিজ্ঞাপালনার্থে তাহাই করিয়াছেন। অগত্যা শক্তিহীন হওয়ায় অগ্নি নিজকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ-মহারাজের একটী কেশ মাত্রকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। লৌকিকজ্ঞানে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি-সকল এই আখ্যায়িকার ইতিবৃত্তে বিশ্বাসস্থাপনে নিতান্ত নারাজ এবং শ্রবণ-মাত্রই ইহা যে মনঃকল্পিত ব্যাপার, এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা ইতিহাস হইতে দেখিতে পাই যে, অনেক লৌকিকজ্ঞান-সম্পন্ন নাস্তিক কালপ্রভাবে সুকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় অবশেষে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং এই প্রকার ভক্তিবৃদ্ধিকরী আখ্যায়িকায় বিশ্বাস-স্থাপন করত ভগবৎসেবোন্মুখতা লাভ করিয়াছিলেন।

লৌকিকজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম হইলে জীবগণ শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানই একমাত্র আদি সত্যপদার্থ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ববিশেষ এবং নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তিনি অন্যান্য পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেরূপ মৃত্তিকা হইতে জাত ঘট-সরাদি পৃথক্ পৃথক্ আকারে উৎপন্ন হইয়াও কারণরূপ মৃত্তিকাকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ সত্তা প্রকাশে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবত্তত্ত্ব-কর্ত্তৃক সৃষ্টপদার্থনিচয় পৃথক্ পৃথক্ভাবে অবস্থিত হইলেও কারণরূপ ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ সত্তা রক্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমরা অমুকের পুত্র ও অমুকদেশে অবস্থিত ইত্যাদি প্রকার লৌকিকজ্ঞাননিষ্ঠ-ধারণাসমূহ শাস্ত্রানুশীলনপ্রভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তৎস্থলে আমরা যে শ্রীভগবানের সৃষ্ট দেহা-ধ্যাসরহিত শুদ্ধজীব এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছি, এবম্প্রকার অলৌকিকজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া থাকে। যেহেতু

লৌকিকজ্ঞান অলৌকিক জ্ঞান-প্রভাবে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য হয়, তন্নিমিত্ত অলৌকিকজ্ঞানের যে হৃৎকর্ণরসায়নতা আছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, আশ্রয়জাতীয় পদার্থের একমাত্র ধর্ম্ম—বিষয়জাতীয় পদার্থের সেবা করা। যেরূপ আশ্রয়জাতীয় স্নিগ্ধজ্যোৎস্না-প্রকাশিকা শক্তি নিজ বিষয়জাতীয় চন্দ্রমার মহিমা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কাহারও মহিমা ব্যক্ত করে না এবং বাহ্যবিষয়-বাসনার পূতিগন্ধযুক্ত হৃদয়রূপ আশ্রয়জাতীয় পদার্থের ধন-জনাদিরূপ অনিত্য বিষয়জাতীয় পদার্থাকারে অব-ভাসিত পদার্থসমূহের সেবা ও তাহাদের নাম-রূপ গুণ-লীলার কীর্ত্তন করা ব্যতীত কৃত্যান্তর নাই, তদ্রূপ আশ্রয়জাতীয় নিখিল-জীবকুলের শুদ্ধ-স্বরূপের স্বভাবে বিষয়জাতীয় শ্রীভগবানের সেবা ও তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাত্মক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাহ্যলৌকিক-জ্ঞানোত্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধিনিষ্ঠ ক্রিয়ার পরিচয় অসম্ভব। ব্রহ্মগায়ত্রীর "ধিয়ো যো নঃ প্রচো-দয়াৎ" পদের অনেকে এরূপ কাল্পনিক অর্থ করেন যে, শ্রীভগবান্ যখন বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরক, তখন কর্ম্মের হেয়োপাদেয়তারূপ বিচার নিরর্থক এবং চিত্তের এরূপ বিচার-প্রবণতাটীকে দমন করণার্থে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের বুদ্ধিপ্রদাতৃরূপে ভগবত্তত্ত্বের চিন্তা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। নিজমত সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই শাস্ত্রবচনটী উদ্ধৃত করিয়া তাহারা পূর্ব্ববৎ ইহার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতার হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য সূর্য্যকিরণের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়া থাকেন যে, কিরণসমূহ যেরূপ অবিচারে পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে আলোক প্রদান করিয়াও পাপ-পুণ্যের ভাগী হয় না এবং অবিচারে আলোক দান করাই তাহার ধর্ম্ম, মানবগণও বিচারশূন্য হইয়া তদ্রূপ সৎ ও অসৎ যে-কোন কর্ম্ম করিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাহাদিগের কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই ; যেহেতু পাপ ও পুণ্য অশ্বডিম্বের ন্যায় অলীক অর্থাৎ বাস্তবসত্তাহীন তত্ত্ববিশেষ। সূর্য্যকিরণ জড়পদার্থ-বিধায় হেয়োপাদেয়রূপ বিচারযোগ্যতাহীন এবং উহা নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। একমাত্র মানবগণই হিতাহিত বিচার করিতে সমর্থ এবং শাস্ত্র-সাহায্যেই তাহা যথাযথরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্রানুশীলনকালে ভগবৎকৃপায় যে দিব্যালোক আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, তদ্দ্বারা আমরা ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি ; যেহেতু ঐ বিশুদ্ধ আলোক ভগবৎসকাশাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত

হইয়া আমাদিগকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করায় ; তন্নিমিত্ত শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে আমাদিগের বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায় ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন —"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" অর্থাৎ যাহাতে মানবগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ক বুদ্ধি তিনি তাহাদিগকে দিয়া থাকেন। অতএব কল্যাণের আকর শ্রীভগবান্ কখনই অসৎ কর্ম্মে আমাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন না এবং অসৎ কর্ম্মকে সৎবুদ্ধিপ্রণোদিত জ্ঞান বলিতে থাকিলে, আমরা যে অবশেষে রৌরব হইতে মহারৌরবে যাইয়া কঠোর যন্ত্রণা পাইতে থাকিব, ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিষয়ভোগে প্রমত্ত নকল ভক্তগণ অন্যের নিকট সাধু সাজিবার অভিপ্রায়ে গায়ত্রীর কূট অর্থ করিতে বাধ্য হন এবং যাহারা তাহাদের ছলনায় প্রতারিত হন তাহাদিগের সঙ্গকেও দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিষয় ও আশ্রয়—পরস্পর স্বতন্ত্র সত্ত্বারূপ প্রতিভাত হইলেও যখন বিষয়ের সেবা করাই আশ্রয়ের ধর্ম্ম বুঝা যাইতেছে, তখন ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সেবার দ্বারা বিষয়-জাতীয় বস্তুটীর তৃপ্তি হইলে আশ্রয় নিজেকে কৃত-কৃতার্থ অনুভব করেন এবং বিষয়ের সুখে আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকেন। নিজ ভোগতৎপরতার স্থান আশ্রয়জাতীয় পদার্থের স্বভাবে না থাকায় আশ্রয় তত্ত্বটী যে বিষয়-তত্ত্বের সহ অভিন্নহৃদয়, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, ভগবান্ লীলারস-আস্বাদনার্থে নিজ মূল স্বরূপটীকে বজায় রাখিয়া স্বাংশ ও বিভিন্নাংশাকারে অন্যান্য বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সেই অন্যান্য রূপগুলির দ্বারা নিজ মূল রূপটীর সেবারূপ অভিনয় করাইতেছেন। মূলরূপে সেবা গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রে সেব্য বা ভোক্তৃ-তত্ত্ব এবং অন্যান্য রূপগুলিকে সেবক বা ভোগ্যতত্ত্ব কহে।

বিষয়াসক্ত মানবগণ যেরূপ অভাবপূরণের জন্য কর্ম্মের আবাহন করেন, পূর্ণানন্দময় শ্রীভগবানের কোনরূপ অভাব না থাকায় কামিগণের ন্যায় তাঁহার প্রবৃত্তির উদ্যম সম্ভবপর নহে। নৃপতিগণ অনায়াসে গৃহে অবস্থান করত অর্থ-দ্বারা ক্রয় করিয়া মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পারেন এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগের মৃগয়ারূপ ব্যাপারকে কেহ মাংসাশী ব্যাধের কার্য্যতুল্য যে ঘৃণিত ব্যাপার, এরূপ মনে করিতে পারেন না। মৃগয়ার অভিনয়টী কেবলমাত্র ইঙ্গিতজ্ঞাপক লীলার দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্যটী লীলাতত্ত্বের পরিস্ফুট-

ভাবোদ্দীপক ব্যাপারবিশেষ অর্থাৎ কোন অবান্তর উদ্দেশ্য ইহার মূলে থাকিতে পারে না। যদি কেহ একটু স্থিরভাবে চিত্তগহ্বরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তিনি অনুভব করিতে পারিবেন যে, নিরস্তকুহক সত্যস্বরূপে কোন একটী বিশেষ তত্ত্ব নিত্যসেব্যরূপে এবং দেহের মধ্যে থাকিয়াও অসংস্পৃষ্টভাবে সদা অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিত্য-কালব্যাপী সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয়-জাতীয় জীবকুল কায়, মন ও বাক্যকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যিনি ভূমা পুরুষ ( অর্থাৎ পূর্ণানন্দের খনিবিশেষ ), তাঁহার সেবাতেই প্রাণিগণ তৃপ্ত হইতে পারে।

ক্ষুদ্র ধন-জনাদির সেবা হইতে ভগবৎসেবানন্দের কণামাত্রও লভ্য নহে। ধন-জনাদি ক্ষুদ্র অর্থাৎ বিভিন্নাংশ পদার্থ বিধায় যখন জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাত-সারে তাহারা জড়সেবানন্দরূপ ইন্দ্রিয়ানন্দের প্রয়াসী, তখন তাহারা নিশ্চয়ই ভিখারী। অতএব ভিখারীর নিকট পরমানন্দের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মানব মাত্রেই কখন কাহারও সেবা করিতে এবং কোন সময়ে কাহারও কর্ত্তৃক সেবিত হইতে চাহে। কে সেবক ও কাহার সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আছে, তদ্বিষয়ের সম্যক্জ্ঞানাভাবে সেবাপ্রবৃত্তির উদয়-কালে মানবগণ সেবকতত্ত্বেরই সেবা সাধিত করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য যথার্থরূপে যিনি সেব্য, তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইয়া থাকে। অন্ধকারাপগমে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি সম্ভবযোগ্য হয় না, তদ্রূপ সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে সেব্য-বস্তুরই সেবা সাধিত হইয়া থাকে, অন্যের নহে। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ তত্ত্বভ্রান্তি যাবৎ না অপনোদিত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানবের জ্ঞানের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য। অতএব যত্নে এই ব্যাধির শান্তি করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষে ছয়খানি দর্শন-শাস্ত্র প্রধান বলিয়া পরিগণিত আছে। তদ্ব্যতীত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শন-শাস্ত্র এদেশে এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎসমুদয়ের মধ্যে বেদান্ত-দর্শনখানি সত্যসিদ্ধান্তমূলক এবং তাহা বুঝিতে হইলে অগ্রেই শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ অত্যাবশ্যকীয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে শ্রীবেদান্ত দর্শনের নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ই একমাত্র সেব্য-তত্ত্ব এবং অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহার সেবক-তত্ত্ব। ইত্যাকার সত্যমূলক তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পরতত্ত্বসম্বন্ধীয় অন্য-কার দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং সৎসিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানা-

গ্নির দ্বারা বিরোধি-সিদ্ধান্তগুলিকে দগ্ধ করিয়া চিত্ত হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। দুগ্ধ ও কলা দিয়া কালসর্প পোষণ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। ভোক্তা সাজিয়া ভুক্তিবাদ আশ্রয় করিলে অথবা ভোগে বিরক্ত হইয়া মুক্তিবাদের অনুসরণ করিলে কোন কালেই সুবিধা হইবার নহে।

আমি যখন বাস্তবপক্ষে শ্রীভগবানের সেবক অর্থাৎ ভোগ্য-তত্ত্ব, তখন নকল ভোক্তা সাজিয়া ভোগে প্রমত্ত হওয়া আমার নিশ্চয়ই অকর্ত্তব্য। আবার মদীয় স্ত্রী-পুত্রাদিরও ভোক্তা সাজা অন্যায় এবং তাহাদিগের ভোগপ্রবণতার সাহায্য করা আমার পক্ষে ততোধিক অন্যায়। সকলেই যদি নিজ নিজ সেবকভাবে ভগবৎ-সেবারত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ ভোগভূমিরূপে দৃষ্ট না হইয়া সত্যই বৈকুণ্ঠস্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকিবে। তৎকালে শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদিকে মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে আস্বাদনদ্বারা দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে অর্থাৎ ডাল-ভাত মনে করিয়া ভোক্তৃবুদ্ধিতে আহার করিতে হইবে না। শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট স্বীকাররূপ কার্য্যটীকে হরিসেবার অঙ্গ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা অনিবেদিত বস্তু ভোজন করেন তাহারা অভক্ত, যেহেতু ভোক্তৃ বুদ্ধিই উক্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যে কিছু ভোগোপযোগী সামগ্রী পৃথিবীতে আছে তৎসমুদয় শ্রীভগবানের ভোগ্য এবং তিনি ভোজনান্তে দয়া করিয়া আমাদের জন্য যাহা পরিত্যাগ করিবেন সেই প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে সেবকগণের অধিকার নাই। অতএব যাঁহারা মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় রত থাকেন তাঁহারা দিন দিন ভক্তিলতার বৃদ্ধিসাধন করিতে সমর্থ হন, অন্যে নহে। হরি ওঁ তৎসৎ।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# প্রশ্নোত্তর

## ( শ্রীকৃষ্ণনাম তত্ত্ব )

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর )

১৩। মুক্তাবস্থায় হরিনামের কি প্রয়োজন আছে? ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে হয়?

"জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থাতে শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। * * অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় লাভ ঘটে না।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

১৪। মহাপ্রভুর উপদেশ কি ?

"জীবনটি কৃষ্ণনাম-ময় করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই সত্যবস্তু নাই।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি ভাবে জীবোদ্ধার করিয়াছেন ?

"কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৬। কিরূপে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ?

"প্রভু-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৭। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অপরাধ কিরূপে বিনষ্ট হয় ?

"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি' ॥"

—ভঃ রঃ 'দ্বিতীয় যাম-সাধন'

১৮। শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলাদি কি জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ?

"জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবেই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১৯। নাম কি ভাবে রূপ প্রকাশ করেন ?

"নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়রূপ বিকশিত হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২০। নাম কিরূপে গুণ প্রকাশ করেন ?

"পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২১। নাম কিরূপে লীলা প্রকাশ করেন ?

"নামকুসুম পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২২। বিরহ ও সম্ভোগ উভয় কালেই কি হরিনাম আস্বাদ্য ?

"বিরহ ও সম্ভোগ, উভয় অবস্থায়ই এইরূপ নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।"

—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৩। গোলোকস্থ ও ভূলোকস্থ কামবীজের পার্থক্য কি ?

"গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি শক্তির কামবীজ।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

২৪। কৃষ্ণের বংশীনাদটি কি ?

"কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময় শব্দবিশেষ; সুতরাং সমস্ত বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান।"

—ব্রঃ সং ৫।২৭

২৫। ষোল নামের অষ্টযুগ কিরূপে অষ্টকাল-লীলায় শিক্ষাষ্টকের সহিত অনুশীলনীয় ?

"হরেকৃষ্ণ ষোল নাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্ট শ্লোক প্রভু কয়॥
আদি **হরেকৃষ্ণ** অর্থে—অবিদ্যা-দমন।
**শ্রদ্ধার** সহিত কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
আর **হরেকৃষ্ণ** নাম—কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি।
**সাধুসঙ্গে** নামাশ্রয়ে **ভজনানুরক্তি**॥
সেইত ভজনক্রমে সর্ব্বানর্থ নাশ।
**অনর্থাপগমে** নামে নিষ্ঠার বিকাশ॥
তৃতীয়ে বিশুদ্ধ ভক্ত চরিত্রের সহ।
**কৃষ্ণ কৃষ্ণ**-নামে **নিষ্ঠা** করে অহরহ॥
চতুর্থেতে অহৈতুকী ভক্তি-উদ্দীপন।
**রুচি** সহ **হরে হরে** নাম-সংকীর্ত্তন॥

পঞ্চমেতে শুদ্ধদাস্য আসক্তি সহিত।
**হরেরাম** সঙ্কীর্ত্তন স্মরণ বিহিত ॥
ষষ্ঠে **ভাবাঙ্কুরে হরেন্নামেতি** কীর্ত্তন।
সংসারে অরুচি, কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ ॥
সপ্তমে **মধুরা**সক্তি রাধাপদাশ্রয়।
**বিপ্রলম্ভে রাম রাম**-নামের উদয় ॥
অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ ॥”

— ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন

২৬। আকর্ষক-বাচক শ্রীকৃষ্ণনামই পরম মুখ্যতম কেন ?

“কোন এক বৃহৎ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তসকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্‌গুণ-বাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জু-বিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীব অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন ; অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ—আকর্ষণ-শব্দ-বাচক ; অতএব উপাসনা-তত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিতই কেবল নিত্য-সম্বন্ধ।”

—তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

**—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

---

# শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা

**[ শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত ]**

শ্রীসীমন্ত দ্বীপ নাম ঐছে। বিস্তারিবে কেহ পার্ব্বতীর কৃপা যৈছে ॥
বামনপুখুরা পুণ্য গ্রাম। ব্রাহ্মণপুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্ব নাম ॥
ব্রাহ্মণের জানি মনঃ কথা। আইলেন আনন্দে পুষ্কর তীর্থ তথা ॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর ॥
গাদিগাছা গ্রাম এবে কয়। **গোদ্রুমদ্বীপ**াখ্যা পূর্ব্বে সুখের আলয় ॥
শ্রীসুরভি রহি বৃক্ষতলে। করিল প্রভুরে স্তুতি ভাসি নেত্রজলে ॥
এ হেতু গোদ্রুম দ্বীপ কয়। বর্ণিবে বিশেষ করি কোন মহাশয় ॥

শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে। পূর্ব্বে **মধ্যদ্বীপ** নাম কহে ঋষি সবে॥
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত। মধ্যাহ্নকালেতে প্রভুর হইল সাক্ষাৎ॥
ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তাঁর। ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হইল বিস্তার॥
তদুপরি হাটডাঙ্গা গ্রাম। উচ্চ হট্ট বলিয়া পূর্ব্বেতে যার নাম॥
ইন্দ্রাদি দেবতা উচ্চ স্থানে। বসাইল হট্ট প্রভু চরিত্র কথনে॥
উচ্চহট্ট নাম যে প্রকারে। সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কার দ্বারে॥
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে **কোলদ্বীপ** পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম॥
প্রভু প্রিয়ভক্ত কোন দ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥
কোলদ্বীপ নাম এই মতে। অত্যন্ত নিগূঢ় কথা আছয়ে ইহাতে॥
'কোল' শব্দে শ্রীবরাহ প্রভু। এমন দয়াল কি হইবে আর কভু॥
**সমুদ্র**গড়ি গ্রামের প্রচার। সমুদ্রগড়ি ও নাম পূর্ব্বেতে ইহার॥
সমুদ্র প্রভুর দরশনে। গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষমনে॥
ইথে অতি কৌতুক প্রচার। বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার॥
চাঁপাহাটী গ্রাম মনোরম। পূর্ব্বনাম চম্পহট্ট খ্যাতি নিরুপম॥
কিনিয়া চম্পক পুষ্প রঙ্গে। বিষ্ণু পূজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে॥
বিপ্র বিষ্ণুপূজায় প্রবীণ। বর্ণিবেন কেহো যৈছে প্রভু প্রেমাধীন॥
রাতপুর গ্রাম মুখ্য হয়। **ঋতুদ্বীপ** নাম পূর্ব্বে কেবা না জানয়॥
বসন্তাদি ঋতু-সেনা বেশে। বাড়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে॥
ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান। ঋতুদ্বীপ লীলা সে বর্ণিবে ভাগ্যবান॥
শ্রীবিদ্যানগর পুণ্যস্থান। বৃহস্পতি আদি যথা কৈল বিদ্যাদান॥
শ্রীবিদ্যার প্রভাবে নানামতে। অবিদ্যা ঘুচয় সে গ্রামের দর্শনেতে॥
তদুপরি নাম জান্নগর। পূর্ব্বে **জহ্নুদ্বীপ** নাম কহে বিজ্ঞবর॥
তথা তপ কৈল জহ্নুমুনি। হইল সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-চিন্তামণি॥
জহ্নুদ্বীপ অতি রম্য স্থান। যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান॥
মামগাছি গ্রাম কেবা না জানে। **মোদদ্রুমদ্বীপ** পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে॥
রামচন্দ্র বনবাস কালে। পাইল পরমামোদ বসি বৃক্ষতলে॥
পূর্ব্বে ছিল রামবট স্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান॥
জানকী-লক্ষ্মণ সহ রাম। যৈছে মোদ পাইলা সে প্রসঙ্গ অনুপম॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠপুর। যে গ্রাম দর্শনে সুখ বাড়য়ে প্রচুর॥
প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে। দিলেন দর্শন প্রিয়ভক্তে লক্ষ্মী-সঙ্গে॥

নারায়ণপীঠ স্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সংক্ষেপে হইল ॥
তাহা যে কৌতুক অতিশয়। বর্ণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময় ॥
এবে মাতাপুর কহে লোক। পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখ শোক ॥
মহৎশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির ॥
মহৎপুর মধ্যে রম্য স্থান। পঞ্চবটী ছিল পূর্ব্বে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই। পাইলা পরমানন্দ বসিয়া তথাই ॥
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর। বিস্তারিবে যাঁরে কৃপা হইবে প্রভুর ॥

(ক্রমশঃ)

---

# সন্দর্ভ-সার

## (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ—২)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, তাঁহাতেই সকল গুণসহ দেবতাগণ বাস করেন—প্রহ্লাদের এই উক্তি অনুসারে জাতরুচি ভক্তের ভগবৎস্বরূপাদি জ্ঞান এবং তদ্দ্বারা বিরূপ-জ্ঞান বিতৃষ্ণা বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ ভক্তিযোগের অনুগামী হয়, তাহার উদাহরণে বলিতেছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ (ভাঃ ১।২।৭)

ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইতে অত্যল্পকালের মধ্যে অল্প শ্রবণফলেই বৈরাগ্য ও উপনিষদ্ জ্ঞান উদিত হয়।

'অহৈতুক'-শব্দে শুষ্কতর্কাদির অগোচর বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান। 'আশু' অর্থাৎ ঈষৎ শ্রবণমাত্রেই তাদৃশ ভক্তিযোগ হইতে ভগবজ্‌জ্ঞান ও ইতর প্রতীতিতে স্বাভাবিকী বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে।

জ্ঞান দ্বিবিধ—অবরোহগত অর্থাৎ গুরু-পারম্পর্য্যলব্ধ ও আরোহপন্থালব্ধ অক্ষজজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগমূলক খণ্ড জ্ঞান। শুষ্কতর্ক অনাত্মপর। আত্ম-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ। ভোগময়ী ধারণাকে আদর্শ করিয়া যে প্রত্যক্ষ-

অনুভূতি, তাহাতে শুষ্কতর্কের অবস্থান। অনাত্ম জগতেই তাহার যোগ্যতা। কাল্পনিক ব্রহ্মজ্ঞান দেহ ও মনের বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত; উহার মূলে অচিদনুভূতি বর্ত্তমান, এজন্য অধোক্ষজ বাস্তববস্তুর কোন জ্ঞানের সন্ধান তাহাতে নাই। যাহারা উপনিষদ্ ব্রহ্মকে প্রাকৃতজ্ঞানে অক্ষজ বিচারের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহারাই প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ( ভাঃ ১।২।৮ )

এখন ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন—ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরিকথায় রতি না জন্মে, তবে উহা কেবল শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। বিষয় ও আশ্রয়কে আলম্বন বলে। বাসুদেব—বিষয় এবং তদ্ভক্ত—আশ্রয়। বিষয়াশ্রয়-সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে যদি হরিকথায় রতি উৎপন্ন না হয়, তবে পরিশ্রমই সার হইল, ফললাভ ঘটিল না। হরিকথায় রুচি সর্ব্বতোভাবে মূল প্রয়োজন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাই কথিত হইল। 'এব'-শব্দ প্রয়োগ থাকায় প্রবৃত্তিলক্ষণা স্বর্গাদি ভোগময় ফলের নশ্বরতা। 'হি' শব্দে কাম্যকর্ম্মসকল অনিত্য ফলপ্রদ। ছান্দোগ্য ( ৮।১।৬ ) বলিতেছেন—"তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ·········" অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কর্ম্মার্জ্জিত ফল যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরলোকে স্বর্গাদিও ধ্বংসশীল—এই উক্তি উপপত্তিযুক্ত বৈদিক প্রমাণস্বরূপ। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফলে মুক্তিলাভ করিলেও তাহা ক্ষয়িষ্ণু। তৎসম্বন্ধে শ্রীনারদ-বাক্য ( ভাঃ ১।৫।১২ )—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।" অচ্যুতভক্তি-রহিত নৈষ্কর্ম্ম্য-রূপ অমল জ্ঞানও শোভা পায় না। আর "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" ( ভাঃ ১০।১৪।৪ ) ব্রহ্মার বাক্যে কল্যাণকর ভক্তিপথ ছাড়িয়া যাহারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ বোধলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের শ্রম অন্তঃশস্যহীন ধান্যের খোসা পেষণ করার ন্যায় কেবল শ্রমমাত্র সার হয়। আবার দেবতাগণের স্তুতিতে "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" বিমুক্তাভিমানী জনগণ বহুক্লেশে 'পরংব্রহ্ম-পদ লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভগবৎপাদপদ্মকে অগ্রাহ্য করার ফলে অধঃপতিত হইয়া থাকে—এসকল বচন-প্রমাণে জ্ঞানেরও যোগ্যতাভাব।

অনেককে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে

যদি কৃষ্ণরতি উৎপন্ন না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আলম্বনের অভাবহেতু প্রাকৃত ফলভোগময় রাজ্যে ভোক্তৃ ভোগ্যভাবে জড়িত হইয়া স্থূল-শরীর ও মনের সাহায্যে নশ্বর সাধনরূপ অভক্তিকে আশ্রয় করার জন্য দেহ-মনের পরিশ্রমই সার হয়, হরি-সান্নিধ্য লাভ হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের আলম্বন-অভাবে হরি স্মরণ-চেষ্টা—প্রাকৃত ভোগ ভূমিকায় ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা মাত্র। উহা হরিলীলা-স্মরণের ব্যাঘাত স্বরূপ। লীলাস্মরণ বলিয়া রাগাত্মিকভাবের কপট-অনুকরণদ্বারা নশ্বর ভোগময় ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না। আলম্বন (সম্বন্ধ) জ্ঞানাভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন বস্তুরূপে কৃষ্ণকে জ্ঞান করিলে ভোগ আসিয়া দেহ মনকে গ্রাস করে, উহা কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

(ভাঃ ১।২।৯-১০)

এ বিষয়ে যে অভক্ত ভোগিগণ মনে করে, ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি, ইন্দ্রিয়প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মার্থ-কাম—ত্রিবর্গই প্রয়োজনীয়, বাস্তবিক তাহা নহে।

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধার্ম্মিকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত- কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। কর্ম্মীদের বিচারে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল পুনরায় ধর্ম্ম; কিন্তু জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের বিচারে ধর্ম্মের ফল যথাক্রমে শম দমাদি, যম নিয়মাদি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। জ্ঞানী ও যোগীর মতে অপবর্গ শব্দে 'মোক্ষ' বুঝায়, কিন্তু ভক্তের মতে প্রেমভক্তিই অপবর্গ। ভাঃ ৫।১৯।১৯ শ্লোক এবং ১।১৮।১৬ শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে অপবর্গ শব্দ হরিভক্তিতেই পর্য্য-বসিত। স্কান্দে রেবাখণ্ডেও নিশ্চলা হরিভক্তিকে অপবর্গ বলিয়াছেন। আপ-বর্গ্য ধর্ম্মের ফল 'অর্থ' নহে। অব্যভিচারী অর্থের ফল কাম বা বিষয়ভোগ নহে এবং বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিও নহে। যে কাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, তৎকালাবধিই ইন্দ্রিয়প্রীতি লাভ করে। জীবের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রসিদ্ধ স্বর্গাদিলাভ কখনই উদ্দেশ্য নহে; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই লাভ।

পঞ্চম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে বর্ণিত আছে—ভারতবর্ষে যে বর্ণের যেরূপ বিধান বা মোক্ষপ্রকার অর্থাৎ বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি বিধান আছে, তাহার অতিক্রম না করিয়া অথবা নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মের অর্পণাদিক্রমে নরমাত্রের অপবর্গ লাভ ঘটে। যেকালে মহাপুরুষ বিষ্ণুর জন অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের সঙ্গ হয়, তখনই অজ্ঞান গ্রন্থির ছেদন দ্বারা অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গই বাসুদেবে অনন্য ভক্তিযোগ।

তত্ত্ব কাহাকে বলে ?

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

( ভাঃ ১।২।১১ )

তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহবা ভগবান্ বলিয়া থাকেন। 'অদ্বয়'-শব্দে অখণ্ডিত ভাব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—প্রত্যেককে অপরটীর সহিত একই বস্তু বলিতে গিয়া তাঁহার শক্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেই ত্রিবিধ আবির্ভাবে 'ব্রহ্ম'-শব্দে শক্তিবর্গলক্ষণ শক্তিধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞান, 'পরমাত্মা'-শব্দে অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর অপ্রাকৃত সচ্চিৎ-শক্তির অংশবিশেষ এবং 'ভগবান্'-শব্দে পরিপূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট প্রকাশভেদ বর্ত্তমান।

ভগবৎ-সন্দর্ভে—"এবঞ্চানন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণাদি বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব ইত্যাগতম্..........ইদং ব্রহ্মাখ্য-কেবল বিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠম্। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রত্বেত্যাদিকং কেবল-বিশেষণনিষ্ঠম্। বিভুং সর্ব্বগতম্ ইত্যাদিকন্তু বিশিষ্টনিষ্ঠম্।"

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মেতর দুই শব্দের পার্থক্য—ব্রহ্ম বৃহৎ, ব্রহ্মেতর অণু ও সগুণ। ব্রহ্ম পালক, ব্রহ্মেতর পাল্য। তাঁহাকে কার্য্যের কারণশক্তি বলিলে ব্রহ্মবস্তু নিষ্ক্রিয় হওয়ায় শক্তিজাত নহে, শক্তিও নহে। সেজন্য ব্রহ্মেতর বস্তুকে শক্তি বলিলে ব্রহ্মকে শক্তিমান্ বলা যায় না। ব্রহ্মেতর ও ব্রহ্মকে একই বস্তু বলিলে শক্তিমান্ ও শক্তির বিচিত্রতা থাকে না এবং শব্দদ্বয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম কেবল বস্তু; তাহা যদি শক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে 'বৃহৎ'-শব্দের পরিমাণগত পার্থক্যের সার্থকতা হয় না। শক্তি তারতম্যে

জগতে বৃহত্ত্ব বা অণুত্ব সিদ্ধ। ব্রহ্ম যদি তাহাই হন, তাহা হইলে শুদ্ধ ব্রহ্ম-বাদের পরিবর্ত্তে মায়াবাদই বেদের স্থাপ্য হইয়া পড়ে। এজন্য বিবর্ত্তবাদিগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিতে বাধ্য হন। নতুবা তাহারা আপনাদিগকে মায়া-বাদী বলিতে বাধ্য হন। তাহাদের মতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-বৈচিত্র্য সকলই মায়ার ক্রিয়া; সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মবাদিগণ তাহা বলেন না।

পরমাত্ম বস্তুতে কেবল-জ্ঞানের সহিত যে অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহা মিশ্র। মায়াশক্তি-পরিণত জগতে ব্যাপকরূপে অন্তর্যামিসূত্রে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। প্রাকৃত জগতে অবস্থিত মায়াবাদী পরমাত্মার মায়াশক্তির কর্ত্তৃকরূপ, ভূমা বা ঈশ্বর দর্শন করেন এবং তাঁহার অস্তিত্বকে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত জানেন। অনন্ত-বিস্তৃত অক্ষজ-জ্ঞানেরই সমষ্টিমাত্র। তদন্তর্গত সূক্ষ্মতায় যে বস্তু-প্রতীতি প্রতিষ্ঠিত এবং স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই পরমাত্মা এবং অসংখ্য ব্যষ্টি আত্মার সমগ্রতা; পরমাত্মার বিশেষণ-নিষ্ঠা প্রবল; নিঃশক্তিক ব্রহ্মে বিশেষ্যনিষ্ঠার প্রাধান্য, আর শ্রীভগবানে বিশিষ্ট-নিষ্ঠা বর্ত্তমান। ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্। তিনি কেবল মায়াশক্তির কারণমাত্র নহেন, পরন্তু নির্ম্মায়া-শক্তিরও কারণ। তিনি অণুচিৎ জীবশক্তির কারণ এবং অচিৎশক্তিরও কারণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

---

# শ্রীগুরুতত্ত্ব

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রকট-লীলা-কালের একটি ঘটনা বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ সহায়তা করিবে মনে করিয়া এখানে সংক্ষেপে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম—অস্মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ব্যাসপূজার আয়োজন হইয়াছে। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব-সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের স্তবস্তুতি, পূজা-বন্দনাদি করেন, যেরূপ আমরা শ্রীগুরুপূজায় বা ব্যাসপূজায় করিয়া থাকি। সেই ব্যাসপূজাবাসরে উপস্থিত-কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার শ্রীল প্রভুপাদকে একজন লৌকিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিজ্ঞানে তাঁহার স্তবস্তুতি-পূজাদি গ্রহণ-কার্য্য দেখিয়া—আপনি কি করে বসে বসে এতগুলি স্তবস্তুতি শুনিলেন?" পরমগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলিলেন—

"শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যদের থেকে পূজা গ্রহণ করেন, তখন তিনি মনে করেন না যে, তিনি গুরু। তিনি নিজেকে একজন নগণ্য ভৃত্যজ্ঞানে গুরু-পূজার সকল উপকরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন। লোককে গুরুপূজা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুদেব নিজে পূজা গ্রহণ করেন, গুরুপূজার মন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতায় অমায়িকভাবে বললেন –

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ( ১৮।৬৬ )

তখন জগতের বহির্ম্মুখ লোক মনে করল—কৃষ্ণ কি স্বার্থপর, কি দাম্ভিক! নিজের পূজা নিজেই চাচ্ছে। আবার কৃষ্ণ বললেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—এতে নিজের পূজা অপরের মধ্য দিয়ে। স্বার্থগতি শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পূজাই যে সর্ব্বজীবের নিত্যমঙ্গলের হেতু ও জীবের স্বার্থ, তা অজ্ঞান জীব মোটেই বুঝতে পারে না।………"

শ্রীল প্রভুপাদের এ সকল উক্তির মধ্যে গুরু বা আচার্য্যের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কত বড়, তাহা গুহ্যভাবে নিহিত আছে। মহাবদান্যের এই অমোঘ-বাণী কি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাকামী লোক বুঝিতে সক্ষম হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ যে কত বড় মহান্ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত বড় মৃদঙ্গ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত ভাষায় তিনি "প্রতি সম্ভাষণে" তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

শ্রীগুরুদেব শ্রীহরির প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি শুশ্রূষু জীবের নিকট শাস্ত্রের গুহ্যতম তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ প্রকাশিত করেন। শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় তাহাও শ্রীগুরুদেবই কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

আজকাল একটা কথা প্রচলিত আছে "যার যার গুরু তার তার কাছে বড়।" ইহার উত্তরে বলা যায় যে, গুরুদেব মানুষের কল্পিত প্রাকৃত বস্তু নহেন। লোকের ভ্রান্ত ধারণা,—শিষ্যের কল্যাণে গুরু বড়। এইরূপ একটা

মনগড়া Ism বা বাদ সমন্বয়বাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ হেন ঘৃণ্য চিন্তাস্রোতের উত্তর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" দিয়াছেন—

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

ভাগবত ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে-সকল কথা বা মতবাদ জগতে প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং দুরভিসন্ধিপূর্ণ।

কতকগুলি অপসম্প্রদায় আবার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের আসনে বসাইয়া পূজার ছলনা করেন। এ সকল তত্ত্বানভিজ্ঞ কর্ত্তাভজা মায়াবাদীর দল জানে না, কোন্‌টি "শক্তিতত্ত্ব" এবং কোন্‌টি "শক্তিমত্তত্ত্ব"। সমাজে আজকাল এমন পাষণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা গুরুদেবকে বিষয়-বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাহার চরণে তুলসী পর্য্যন্ত প্রদান করেন। এ হেন সম্প্রদায়ে শিষ্যের মনঃকল্পিত গুরুর অভাব হয় না। গুরুনামধারী ভোগি-গোস্বামিব্রুবের বর্ত্তমানকালে অভাব নাই; তাহারাই তাহাদের অসদাচার-কদাচার দ্বারা সমাজকে ধর্ম্মের নামে পঙ্কিলতার আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছে। গুরু কখনই গণ-গড্ডলিকার নিন্দা বন্দনার কোন অপেক্ষা রাখেন না। তিনি সত্যই "গুরুতত্ত্ব", লঘু নহেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সত্যের নির্ভীক বক্তা।

গুরুতত্ত্ব জানিতে হইলে বা বিচার করিতে হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সাবধান বাণী স্মরণ করিতে হইবে—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

অর্থাৎ সৎ-সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে আলস্য করিলে চলিবে না। আলস্য বা জাড্যই সকল দোষের আকর।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের একটি বাণী উল্লেখ করিয়া এস্থলে আমি শ্রীগুরু-মহিমা-কীর্ত্তন শেষ করিতেছি। তিনি বলিতেন—"বৈষ্ণবকে চোখ দিয়ে দেখতে হয় না। তাঁকে কান দিয়ে দেখতে হয়। বাণীর দ্বারাই বৈষ্ণবের দর্শন পাওয়া যায়। দিব্যজ্ঞান দ্বারাই অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন হয়।"

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর বাণীর মন্দাকিনী ধারা সমগ্র পৃথিবীতে প্রবাহিত করিয়া পতিতপাবন বৈষ্ণব-গুরুর লীলা প্রচার করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব পর-দুঃখদুঃখী। জীবে দয়া

তাঁহার নিত্য স্বভাব। সরলতা বা নিষ্কপটতা ও সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা—এই দুইটিই শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা আশ্রয়-বিগ্রহগণের নিকট উপনীত হইবার যোগ্যতা—

"কল্পে কল্পে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
ভক্তিযোগ বিনে কেহো সংসার না তরে॥
ভক্তিযোগ নহে কভু গুরুকৃপা-বিনে।
তে কারণে গুরুসেবা কহে শ্রুতিগণে॥"

( কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী )

শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যপাদপদ্মে প্রার্থনা, যেন অকপটে তাঁহার এবং তাঁহার স্নিগ্ধপার্ষদগণের কৃপাকণার কাঙ্গাল হইতে পারি। তাঁহারা যেন তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন—আত্মসাৎ করেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুকৃপাকণাপ্রার্থী—
—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

---

# সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ( চৈঃ চঃ )

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

( ভাঃ ১।১৮।১৩ )

ভগবদ্ভক্তের অত্যল্পকাল সঙ্গও যখন স্বর্গ বা মোক্ষের সহিত তুল্য হয় না, তখন মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ ধন-জন-রাজ্যাদি সুখ-সম্পদের সহিত সাধুসঙ্গের কি আর তুলনা হইতে পারে?

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই নিত্য-পরিচয় ভুলিয়া গিয়া নিত্য-অপরাধী বদ্ধজীব, অনিত্য এই জড়-দেহটাকেই 'আমি' জ্ঞানে দেহ-সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজন, গৃহ-সম্পত্তি ইত্যাদিকে আমার মনে করিয়া নিজেই ভোগের সর্ব্বময় কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছে। ইহারা জড়মায়ায় মোহিত হইয়া বুঝিতেছে না যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা বা প্রভু এবং

জীব তাঁহার দাস বা সেবক। বিভুচৈতন্য ভগবানই নিখিল বিশ্বের ভোক্তা, আর তদিতর সমস্তই তাঁহার ভোগ্য বস্তু। এই মূলপরিচয় বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত হইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইলে সৎসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণব ও সৎশাস্ত্রের সঙ্গ সেই কৃপালাভের একমাত্র সহায়ক। সাধু গুরুসঙ্গ ব্যতীত এই দুঃখপূর্ণ দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবৎ-কৃপালাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

"নলিনীদলগত-জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

পদ্মপত্রস্থিত জল যেরূপ অতিশয় চঞ্চল, জীবনও সেইরূপ অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষণিক। তাই ক্ষণকালের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাহাই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র নৌকা-স্বরূপ।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ত্রিতাপক্লিষ্ট এই মায়ার জগতে বিষ্ণুজন-শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবঠাকুরই বদ্ধজীবের প্রতি পরম কৃপালু। তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ ভাগ্যক্রমে লাভ হইলে জীব কৃতকৃত্য হয়; মুহূর্ত্তকালও গ্রাম্যকথায় বা বৃথা প্রজল্পে তাঁহার সময় ব্যয়িত হয় না; হরিকথায় সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণ তৃপ্তিলাভ করে—প্রাণ শীতল হয়। বৈষ্ণব-সজ্জনের নিকট অসার গ্রাম্য প্রজল্প স্থান পায় না। আমরা যতই শোক দুঃখাদি ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হই না কেন, তাঁহার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-তত্ত্বকথা শুনিয়া আমাদের অবিদ্যাজনিত সকল ক্লেশ ভুলিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণসেবানন্দ অনুভব করিতে পারি। বৈষ্ণব-সঙ্গে বাসই তীর্থবাস—"তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।"

অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক বা দাস—এই নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান সদ্‌গুরু কৃপা ব্যতীত লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। গুরুকৃপায় দীনহীন দুর্ব্বলচিত্ত জীবও সুদুস্তর ভবসাগরের পরপারে গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর পদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? গুরুদেবই অজ্ঞানান্ধ জীবকুলকে বাস্তব সত্যালোকের সন্ধান প্রদানে সমর্থ। তিনি তাঁহার বিশেষ কৃপাবলে শিষ্যের সকল অযোগ্যতা নাশ করিয়া তাহাকে দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শিষ্যের যথাসর্ব্বস্ব ও একমাত্র আশ্রয়।

"যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

দশ অপরাধ ত্যজ মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম ॥”

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে ? সাধুর সঙ্গে দুই-চারিটি কথা বলিলেই সাধুসঙ্গ হয় না! ‘সঙ্গ’-শব্দের অর্থ—প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভু তাঁহার “উপদেশামৃতে” এইরূপ জানাইয়াছেন—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী কোনও দ্রব্য সাধুকে দেওয়া সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোনও দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণভজন-বিষয়ক গুপ্ত বিষয় সাধুকে বলা ও তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা, সাধুর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করান—এই ছয় প্রকারে সাধুসঙ্গ হয়। ফলকথা এই যে, জড়দেহ সম্বন্ধিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি জড়াসক্তি বা প্রাকৃত মায়া-মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধ সাধুকেই প্রাণপ্রিয় আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহার সহিত কৃষ্ণসম্বন্ধী আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারাদি করিলেই সাধুসঙ্গ করা হয়। নতুবা সাধুর নিকট গিয়া হরিকথা আলোচনার পরিবর্ত্তে ইতর গ্রাম্যকথা কহিলে তাহাকে সাধুসঙ্গ বলা হয় না। সাধুর নিকট গিয়া ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেবা করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করাই সাধুসঙ্গের মুখ্য তাৎপর্য্য। শ্রীভগবানে ভক্তিবিধানই সকল প্রকার অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে করিতেই সাধক জীবের জড়বিষয়ে ক্রমশঃ অরুচি জন্মে। যে কথাদ্বারা ভগবানের স্মরণ হয়, তাহাই কৃষ্ণ-কথা, আর যাহাতে ভগবৎস্মৃতি বিলুপ্ত হয়, তাহাই বিষয় কথা। এজন্য বিষয় হইতে দূরে অবস্থানের নিমিত্ত ভাগবতের সঙ্গ—ভগবদ্ভক্তের-সঙ্গ ও শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গ অর্থাৎ আলোচনার উপদেশ আছে। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত-সঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। এই দুই বস্তুই ভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

“মুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তারে নাশো ভালমতে ॥”

সুতরাং সদ্‌গুরু-সজ্জন-বৈষ্ণব ও সাত্বত শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র বান্ধব। ইঁহাদের সহিত নিত্য সম্পর্ক-স্থাপনই সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ আলোচনাকালে অসাধুসঙ্গ স্বতঃই আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। কেননা আলোচনা অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখেই হইয়া থাকে। স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত-উপদিষ্ট মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না, তজ্জন্য পুনরায় শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনের আচরিত শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। নামাপরাধী বৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি হরিকথার ন্যায় মনে হইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। ঐরূপ নামাপরাধ শ্রবণে মঙ্গল হওয়া দূরের কথা, উহাতে জীবের বিষম অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে জীবের যাবতীয় অনর্থরাশি দূরীভূত হয়—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিচাশী পলায়॥"

শ্রীনাম-পরায়ণ সাধক-জীবকে লক্ষ্য করিয়া মহাজন গাহিয়াছেন—

অসাধুসঙ্গেতে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই' কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে শাস্ত্র একমাত্র সাধুসঙ্গেরই উপদেশ দিয়াছেন। এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গই কল্পতরুসদৃশ। সাধু-সঙ্গের অপার মহিমা বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ভজন এবং ইহাতেই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মের সার্থকথা।

—ডাঃ অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

# পত্র ও উত্তর

## সমিতির দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ

### ( রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী ( ওরফে রত্নাকর দাস B. A. )-র পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধাদিকা,

সাঁওতাল পরগণা ( বিহার )

২২।৩।'৬৫

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীলগুরুদেব শ্রীচরণসরোজে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্,

পরমার্চ্চনীয় প্রভুপাদ !

আপনার শ্রীচরণকৃপা-ধূলিকণা গ্রহণ করিয়া নিরাপদে বাটী পৌঁছাইয়াছি। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিবামাত্রই প্রত্যেক ভাইই এমন কি গ্রামের সমস্ত লোক একদিকে দাঁড়াইয়া আমাদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরিতে উদ্যত হয়। যে ভাইগুলি আমার পক্ষে ছিল এখন তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরিতে দ্বিধাবোধ করে না। শুধু বাড়ীর লোকেরাই নয়—গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একস্বরে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিয়াছে। তাহাদের মতে—আমি নাকি বংশের মান-মর্য্যাদা সকলই ধূলিসাৎ করিয়া দিলাম। আমার তথাকথিত বড় ভাই সন্ধ্যার সময় মদ্য সেবন করিয়া আসে এবং গ্রামস্থ অন্যান্য তথাকথিত বৃদ্ধ ভদ্র-মহোদয়গণের পরামর্শে যদৃচ্ছাভাবে গালাগালি করে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে একটা মায়িক জাগতিক সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাও ভুলিয়া গিয়া নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। ছোট ভগিনী ও দিদিকে ( উভয়েই সমিতির শিষ্য ) অসংখ্য কটূক্তির মধ্য দিয়া লাঠি লইয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু আপনার কৃপায় কোন প্রকারে দুয়ারের কপাট বন্ধ করিয়া প্রাণরক্ষা করে।

আমার অগ্রজ মহাশয় আমাদের বৈষ্ণবচিহ্নগুলি ছিঁড়িয়া পায়খানার মধ্যে ফেলিয়া দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

এখন আমরা কি করি! আপনি ব্যতীত আমাদের ত্রাণকর্ত্তা অন্য কে হইতে পারে? মনের মধ্যে কোনরূপ শান্তি পাইতেছি না। যদি মঠে চলিয়া যাই তাহা হইলে ভগিনী দুইজনের কষ্টের সীমা থাকিবে না। অদ্যই তাহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে।

আপনি এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে শীঘ্রই পত্রোত্তরদানে কৃপা করিবেন, নচেৎ এক মুহূর্ত্তও বাস করা দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে। আপনার নির্দ্দেশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম আপনি আমার সংখ্যাতীত দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

পুনঃ লিখি যে উহাদের সমস্ত ক্রোধ বনমালী প্রভুর (সমিতির গৃহস্থ শিষ্য) উপরই। তিনিই নাকি আমাকে এ সমস্ত করাইয়াছেন। ইতি—

শ্রীগুরুকৃপালেশাকাঙ্ক্ষী

**রসিকরঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী**

# উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
নবদ্বীপ ( নদীয়া )
৩১।৩।'৬৫

স্নেহাস্পদেষু,

রসিকরঞ্জন! তোমার ২২।৩।৬৫ তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। কলির প্রভাবেই সংসারে দুর্নীতি প্রচলিত হয়। যে সমাজে দুর্নীতি অত্যন্ত প্রবল সেই সমাজে সাধুবৃত্তির কোন প্রশংসা নাই। আমার একটী সংবাদের কথা মনে পড়িতেছে। তাহা এই :—

কোন এক গেঁজেলের গ্রামে এক প্রসিদ্ধ গাঁজাখোর পরিবারে একটী ছেলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ বড় হইয়া সে পাঠশালায় পড়িতে যাইত। সে কখনও গাঁজা খাইত না। তজ্জন্য তাহার পিতামাতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জোরপূর্ব্বক গঞ্জিকাসেবনের জন্য চেষ্টা করিত। তাহাতেও গাঁজাখোর পিতামাতা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গ্রামের একজন গেঁজেল ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে দেখাইল। পিতামাতা মনে করিল, ছেলে যখন গাঁজা খায় না বা খাইতে চাহে না তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন অসুখ হইয়াছে। সুতরাং গেঁজেল ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে এই ব্যারাম ভাল হইবে। এইরূপ উদাহরণ যখন কলির রাজত্বে দেখিতে পাওয়া যায় তখন তোমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

আমার আর একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করা আছে। কোন একটী সদ্যোজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর ৭।৮ দিন যাবৎ কান্না বা রোদন করে নাই। তাহাতে শিশুর পিতামাতা, ধাত্রী প্রভৃতি পালক অভিভাবকগণ ডাক্তারের নিকট আবেদন করেন, ছেলেটী কান্না করিতেছে না কেন? আপনি ঔষধ দিন যাহাতে ছেলে কান্না করে। ইহাও পূর্ব্বলিখিত উদাহরণের অনুরূপ আর একটি। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর দুর্দ্দশা দূর করাই উন্নত চরিত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবনে পর-উপকার ব্রত যতপ্রকার জগতে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পারমার্থিক পরোপকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তোমার ন্যায় শিক্ষিত উপযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বোন্নত পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলে তোমাদের গ্রামের, দেশের ও দশের সকলেরই উপকার হইবে।

তোমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা মদ্যপায়ী। সুতরাং তাহার বিচার—হরিনাম না করাই ভাল; আর যদি নিতান্তই হরিনাম করিতেই হয় তবে মদ খাইয়া হরিনাম করিতে হইবে। তুমি শিক্ষিত; সুতরাং প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্য লেখক D. L. Roy একটী গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা তোমাকে না জানাইয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। যথা—"**আহা কিবা মানিয়েছে রে মদের সঙ্গে হরিনাম।**" তোমার দাদা প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে D. L. Royর এই কবিতাটী শিখাইয়া দিবে।

কলির প্রভাব হইলেও দুর্নীতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। ভগবান আছেন। তিনি তাঁহার সেবকগণকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি খুব প্রবল প্রতাপের সহিত অসৎ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ, আচার-যুদ্ধ ও ব্যবহার -যুদ্ধ করিবে। নৃসিংহদেব তোমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রচুর বল দান করিবেন। তুমি কোনক্রমেই পরাভব স্বীকার করিবে না। আজকাল Congress Mottoতেও সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে—সত্যমেব জয়তি। সুতরাং সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

কংস যখন দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল তখন দেবগণ কৃষ্ণের নিকট তাহার দমনের ও সংশোধনের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন দেবগণকে আত্মগোপন করিয়া কালাতিপাত করিতে উপদেশ করেন এবং বলেন, আমি শীঘ্রই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তোমরা আমার জন্মকাল পর্য্যন্ত যে কোন উপায়েই আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবে। তদনুসারে দেবগণ অসুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য বনে-জঙ্গলে, পর্ব্বত-গুহায় সুদূরদেশে আত্মগোপন করিয়া ধর্ম্ম ও জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অসুবিধা বোধ করিলে অন্যত্র ঘরভাড়া করিয়া থাকিতে পার।

ভগবদ্ভক্তিতে প্রগাঢ় নিষ্ঠাই সাধক-জীবনকে রক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সাধকের নিষ্ঠার প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই প্রকার ক্ষেত্র উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। পরীক্ষার প্রশ্ন যতই কঠিন হউক না কেন, উত্তম অধীত ছাত্র তাহাতে কখনও অকৃতকার্য্য হইবে না। আমার বিশ্বাস, তুমি এই ভগবৎ পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। বিপদই সম্পদের প্রধান ভিত্তি। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি বিপদকে অশুভ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইবার বা উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে। সবল ব্যক্তি বিপদ আসিলেই তাহা মঙ্গলের কারণ বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করিবে এবং তাহা দৃঢ়তার সহিত আলিঙ্গন করিয়া জয় করিবে।

পার্থিব, জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই—নরম হইয়া থাকিলেই দুষ্ট প্রকৃতির লোকগণ প্রবলতা প্রকাশ করে। সুতরাং তাহাদের প্রতি কখনও নরম ভাব প্রকাশ করিবে না। তাহারা এক কথা বলিলে তুমি খুব জোরের সহিত দশ কথা শুনাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে রাজকীয় পুলিশ প্রভৃতির সাহায্যও লইলে কোন বাধা নাই। ধর্ম্মরক্ষা জীবনরক্ষা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমাদের দেশে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ-ত্যাগের উদাহরণের কোন অভাব নাই। অধিক কি, তোমার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি। এদিকে নানাপ্রকার Constitutional কার্য্যের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত থাকায় সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য মনে কিছু করিও না। বর্ত্তমান পরিস্থিতি কি প্রকার পত্রপাঠ আমাকে নবদ্বীপের ঠিকানায় জানাইবে। বনমালী প্রভু, তুমি ও উরুক্রম প্রভু প্রত্যহ একস্থানে বসিয়া জোরের সহিত পাঠ, কীর্ত্তন, করিবে এবং সত্যবিরোধী পক্ষের দমন-চেষ্টা করিবে। তমোগুণ প্রভাবে অসুরগণ বিক্রম প্রকাশ করিলেও বিশুদ্ধ সত্ত্বের সেবকগণ তাহাতে ভীত না হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত নির্ভীকভাবে পালন করিয়া থাকে। তুমি কখনও বিচলিত হইবে না। ইতি

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
**—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব**

# শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-তিথিতে আনন্দপাড়ায় শ্রী শ্রীল গুরুদেবের বক্তৃতা

অনেকে আমাকে এই মহাপুরুষের বন্ধু বলতেন। কিন্তু সেটা আমার কৃতিত্ব নয়। তিনি আমাকে বন্ধু মনে করতেন—এটা তাঁরই মহত্ত্ব। আমি তাঁকে বন্ধু মনে করলে আমার অপরাধ হবে। আমার মত দুর্দ্দান্ত, কঠোর, অসমসাহসী, যে দুনিয়াকে মোটেই গ্রাহ্য করে না তার পক্ষে সেটা অপরাধই।

এঁর উপাধি ছিল সেবাবিগ্রহ। তিনি সেবা-অবয়বী পুরুষ। প্রত্যেকটা অঙ্গই তাঁর সেবা। তাঁর প্রত্যেকটী অবয়বই সেবায় ব্যস্ত। আমাকে সাজা দেবার জন্যই তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন। দাঁত থাকলে দাঁতের মর্য্যদা বোঝা যায় না। এখন আমি কিছুটা বুঝতে পারি।

ইনি একজন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। মহাপুরুষ কাকে বলে সে সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন, "ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে" অর্থাৎ শ্রীহরির কোনও সেবার জন্য সর্ব্বদাই দেহ-মন ও বাক্যের দ্বারা যিনি চেষ্টাপরায়ণ তিনি যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন সকল অবস্থা-ই তাঁর জীবন্মুক্ত অবস্থা। সেবাব্যতীত ইনি এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করতেন না। হরিসেবাই তাঁর প্রাণ ছিল। আজকাল আমরা অনেককে মুক্ত না বলে সোজা ভগবানই খাড়া করে দেই, কিন্তু তাদের সাথে এঁর তুলনা বালুকণার সহিত পৃথিবীর তুলনায়ও শেষ হয় না। এঁর জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করলে আপনারা এই মহাপুরুষের অলৌকিকত্বের কিছুটা ধারণা করতে পারবেন।

একবার এঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। স্নান, আহার ইত্যাদির দিকে কোন নজর দিতেন না। শেষে এমন হ'ল যে কোন কিছু খেলে হজম হ'ত না, এমন কি জল পর্য্যন্তও পান করলে তৎক্ষণাৎ সেটা বেরিয়ে আসত। আমি বহু অনুরোধ করলাম ডাক্তার দেখাবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই এঁকে রাজী করাতে পারিনি। এঁর কথাই ছিল—না হয় সেবা করতে করতেই মরব, বিনা সেবায় জীবন কাটিয়ে লাভ কি? অবশেষে আমি নিরুপায় হ'য়ে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা বলি 'তুমি বোধ হয় জগতে একটা আদর্শ বা কীর্ত্তি স্থাপনের-চেষ্টা

করছ।' অতঃপর ইনি আমার কথায় রাজী হয়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিরাজ দ্বারিক সেনের নিকট (বরিশাল জেলায় বানারীপাড়া গ্রামে) গমন করেন। তাঁর চিকিৎসায় ক্রমশঃ সুস্থ হ'য়ে উঠেন। এঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি বানারীপাড়ায় যাই। যেদিন সেখান থেকে শ্রীমায়াপুর যাত্রা করব সেদিন দুজনে মিলে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট দেখা করতে যাই। ধর্ম্মপ্রাণ কবিরাজ মহাশয় সকল রোগীকে ছেড়ে দিয়ে 'একটু পরকালের কাজ করি' বলে ঠাকুর মশায়ের পদধূলি মস্তকে ধারণ করেন। ঠাকুর মশাই তৎকৃত উপকারের প্রতিদান হিসাবে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করেন। অকস্মাৎ কবিরাজ মহাশয় শয্যাগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া যায়। উপকারীর প্রতি যাঁর এরূপ কৃপা তিনি কি প্রাকৃত জগতের কোন মনুষ্য হ'তে পারেন? জীবনে তাঁকে আমি কোনদিন রাগ্‌তে দেখিনি। মঠে তখন বহুলোক বাস করতেন। অনেক ছোট ছোট ছেলেও মঠে থাকত। তাঁদের প্রত্যেকের সুখ-সুবিধা ঠাকুর মশায় দেখাশুনা করতেন। প্রত্যেকের দেখাশুনা করার পর তবে তিনি প্রতিদিন রাত্রে বিশ্রাম করতে যেতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 'ঠাকুর মহাশয়' নামে বিখ্যাত ইনিও তদ্রূপ সমগ্র গৌড়ীয় মিশনে 'ঠাকুর মশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি অজাতশত্রু। মঠের প্রতিটী লোক, প্রতিটী প্রাণীর (গো-মহিষাদি) প্রতি তাঁর কিরূপ ভালবাসা ছিল, সেটা প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। ইনি সমগ্র গৌড়ীয় মিশনের মা। আরও কত ঘটনা আছে সব বলতে পারি না। আপনারা মহা-সৌভাগ্যবান যে, ঠাকুর মশায়ের মত একজন মহাপুরুষের বিরহ-সভায় যোগদান করতে পেরেছেন।

একটা আনন্দের কথা, আপনারা অনেকেই মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। আপনারা ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য মুসলমান হবার ভয়ে ভারতে চলে এসেছেন; কিন্তু এখানকার অবস্থাটা "Out of the frying pan into the fire" অর্থাৎ গরম কড়াই থেকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া অবস্থার ন্যায়। ওখানে যা-বা ধর্ম্ম ছিল, এখানে সেটুকুও নেই। সব ধর্ম্ম এখানে সমান। তাই যদি হয় তবে মুসলমান, খৃষ্টান হ'তে বাধা কি? শূয়োর, গরু সব ত সেখানে খাওয়া চলে! আমি সভায় প্রতিজ্ঞা করে বলছি, যদি কেহ আমাকে হিন্দুধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে কোন ধর্ম্মকে

বোঝাতে পারে আমি তার শিষ্য হ'য়ে হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে দিতে রাজী আছি।

হিন্দুধর্ম্মকে উড়িয়ে দিতে সকলে লেগেছে। যাদের 'বনমানুষ' বলতাম, মানব জাতির ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভারতীয় লেখকরা বলছে, ঐ 'পাশ্চাত্ত্য-দেশবাসীরাই পূর্ব্বে মানুষ হ'য়ে এসেছিল। ওরাই এখন ভারতে আগমন করেছে; সুতরাং মানবের আগমন ! ভারতে হয় নি।' উঃ, দেশের ও জাতির কত বড় অধঃপতন—যে দেশের (ভারতের) সাহিত্য 'অপৌরুষেয়' সেই দেশের মানবজাতির জন্মের ইতিহাস সম্পর্কীয় তথ্যাদি নাস্তিকরা পেল কোথায় ? জাতির এমন অধঃ-পতনের জন্য দায়ী কে বা কারা ? আমি Challenge করে বলতে পারি যে পাশ্চাত্ত্যরা উলঙ্গ, অসভ্য, বর্ব্বর ও নোংরা। তা'রা বিজ্ঞান শিখল কোথায় ? ভারতে আসার পর তা'রা বিজ্ঞান শিখেছে। তা'রা ভারতে এসেছে ত পালতোলা জাহাজে। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম; সুতরাং বিজ্ঞানীরা আমাকে পাশ কাটাতে পারবে না।

আপনারা সকলেই সভা-সমাপন হ'লে শ্রীল ঠাকুর মশায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে গৃহে যাবেন। তা হ'লেই এই ধর্ম্ম-অরাজকতার দিনেরও পরম সুকৃতি লাভ করতে পারবেন।

---

# প্রচার প্রসঙ্গ

## মেদিনীপুর জিলার বিভিন্নস্থানে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভবিজয়

### কল্যাণপুর

কল্যাণপুর গ্রামে শ্রীল গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠে নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দির-প্রদাতা শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মকে সভাপতির আসন অলঙ্করণে তথায় শুভ-বিজয় করিতে প্রার্থনা জানান। তদনুসারে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কয়েকজন মঠস্থ ব্রহ্মচারী সহ ১লা ফাল্গুন ১৩৭১,১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ শনিবার কৃপাপূর্ব্বক ঐ গ্রামে শুভগমন করেন। এই সংবাদ পাইয়া ঐ অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে প্রচার-রত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণ

কল্যাণপুরে সমাগত হন। সর্ব্বমোট আমরা প্রায় ৬০।৭০ জন হইয়াছিলাম। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বৈভব দর্শনে গ্রামবাসিগণ বলেন, "উৎসব বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবেরই হইতেছে।" ঐ গ্রামে সমিতির বিশেষ অনুগত গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভুর বাটীতে আমাদের বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

২রা ফাল্গুন শ্রীল গুরুদেব শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই দিবস সন্ধ্যায় আহূত এক বিরাট জনসভায় তিনি ভাষণ প্রদান করেন। ৩রা ফাল্গুন সন্ধ্যায় মহিষাদল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তমলুক মহকুমার কতিপয় উচ্চপদস্থ অফিসারাদি সভায় যোগদান করেন। ঐ সভায় সভাপতি মহোদয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে এক সুগভীর দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে তমলুকের Second Officer Mr. Sen ( M. A. Econ. ) এতই আকৃষ্ট হন যে বক্তৃতান্তে তিনি বলেন, "বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের নিকট আমাকে একবার যেতেই হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সেন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রগাঢ় আস্থাশীল। সভায় প্রতিদিনই ২০০০ হাজারের ও অধিক শ্রোতার সমাগম হয়।

## জালপাই

৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার সকালে শ্রীল আচার্য্যদেব কল্যাণপুরের অধিবাসিবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এই স্থান হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে শাওড়াবেড়ে জালপাই-এ হরেকৃষ্ণ ভক্তা ও নিমাই ভক্তার একান্ত আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে প্রায় ৬ মাইলের মাথায় দয়ালদাসী গ্রামে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ আদক মহাশয় বৈষ্ণববৃন্দ-সহ শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার গৃহে লইয়া কিছু দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করেন। ইনি সমিতির আশ্রিত না হইলেও সমিতির প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আস্থাবান্ হইয়া সমিতির সেবায় সহায়তা করেন। অতঃপর বেলা ১১-৩০ মিঃ আমরা শাওড়াবেড়ে গ্রামে পৌঁছাই। গ্রামে পৌঁছিবামাত্রই গ্রামস্থ সকল লোক শঙ্খ ঘণ্টা ইত্যাদি লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে গ্রামের মধ্যে লইয়া যান। এই দিবস রাত্রে শ্রীল গুরুদেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম্মসভা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামাঞ্চল হইতেও বহু লোক সভায় যোগদান করে। সভায় সহস্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতি হয়।

এই দিবস শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ ভক্তা ও শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ ভক্তা দুইবেলা

শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনে উৎসব প্রদান করেন। তাহাতে সমাগত কয়েকশত ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

## খামটীতে শ্রীব্যাসপূজা

অতঃপর ৫ই ফাল্গুন জালপাই হইতে বেলা ১১-৩০ টায় শ্রীল গুরু-পাদপদ্ম সহ আমরা খামটী যাত্রা করি। গ্রামটী এস্থান হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামে সমিতির শিষ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ জানা মহোদয়ের অত্যন্ত আকর্ষণই প্রচারার্থ তথায় গমনের একমাত্র কারণ। পরদিবস ৬ই ফাল্গুন অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভ আবির্ভাব তিথি (মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া) উপলক্ষে এখানে বিরাট সমারোহের সহিত শ্রীল গুরুপাদপদ্মের পৌরোহিত্যে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ব্যাসপূজা পদ্ধতি-অনুসারে ব্যাসপূজা করা হয়।

বর্ত্তমান জগতে ব্যাসশিক্ষার একান্ত অভাব দেখিয়া জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম গৌড়ীয় সমাজে ব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই ব্যাসপূজা দেখিবার জন্ত বহু দূর স্থান হইতেও দর্শকের আগমন হয়। এতদঞ্চলে এই ব্যাসপূজা লইয়া তুমুল সাড়া পড়িয়া যায়। দর্শকগণের ভাষায়—"এইরূপ বিরাট ব্যাপার আমরা কোনদিন দেখি নাই। এই অপূর্ব্ব শিক্ষার বিষয় আমাদের সমাজ বা শিক্ষকগণ শিক্ষা দেয় না—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।" ব্যাসপূজায় শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকি আচার্য্যপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীসনকাদিপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চক-আদির যথাবিহিত পূজান্তে শ্রীশ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। তৎপরে সমবেত ২ সহস্রাধিক দর্শককে রাজেন বাবু প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করেন। জগতে ব্যাসপূজা প্রচারে তাঁহার এই উৎসাহ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে।

## পিছলদা

৭ই ফাল্গুন শুক্রবার ব্যাপূজার পরদিন খামটী হইতে ২ মাইল পূর্ব্বে পিছলদায় সমিতির শাখামঠে যাত্রা করা হয়। এস্থানে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া শিষ্যমণ্ডলীসহ শ্রী শ্রীল গুরুপাদপদ্ম খড়গপুরে শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের মঠে শুভপদার্পণ করেন।

## খড়গপুরে শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ মঠে ব্যাসপূজায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যের সভাপতিত্ব

শনিবার ৮ই ফাল্গুন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ কর্ত্তৃক আয়োজিত ব্যাসপূজায় শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম পৌরোহিত্য করেন। সন্ধ্যায় এতদুদ্দেশ্যে আহূত এক মহতী সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতিত্ব

করেন। সভাপতি মহোদয়ের ভাষণে জোরাল ভাষায় তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতীব বিস্মিত করে। বক্তৃতা পরে মুদ্রিত হইবে।

অতঃপর ৯ই ফাল্গুন বেলা ১১টায় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সদলবলে নবদ্বীপে সমিতির আকরমঠে বিজয় উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ জনার্দ্দন মহারাজের নিকট শুভ-বিদায় গ্রহণ করেন।

**কাশীনগরে :**—২৪ পরগণা জিলার কাশীনগরে শ্রীসনাতন হালদার মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে গত ৩০শে মার্চ্চ সমিতির মথুরা-মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সহ একাদশ মূর্ত্তি মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তাঁহার বাসস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। ৫দিন ঐ গ্রামে বৈষ্ণববৃন্দের অবস্থিতি হয়। এই প্রচারে ঐ অঞ্চলের পাষণ্ড মত ইত্যাদি বিপুলভাবে নিরাকৃত হয়। এতদুদ্দেশ্যে ৩দিন ঐ গ্রামে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রতিদিনই সভাপতিত্ব করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভৃতিও সভায় বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জ্জি মহাশয় প্রথম দিবস সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার ভাষণে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রচারিত শুদ্ধ শাস্ত্রীয় মতের কিছু গর্হণ লক্ষিত হইলে পর সভাপতি মহোদয় শাস্ত্রীয় সুযুক্তিমূলে সেগুলি খণ্ডন করেন। ইহাতে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে দারুণ হর্ষের সঞ্চার হয়। অনন্তর প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিনীত চিত্তে সভাপতি মহোদয়ের নিকট বলেন "আপনাদের ন্যায় পণ্ডিতবৃন্দের সভায় প্রধান অতিথি হইবার যোগ্যতা আমার নাই। এবার প্রতিদিন সাধারণ শ্রোতার ন্যায় সভায় এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ চমৎকার বক্তৃতা শ্রবণে আসিব কিন্তু আপনাদের সহিত সমান আসনে আর বসিব না।" প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবার হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার কথা প্রচার করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই প্রচুর আত্মকল্যাণ লাভ করিবেন।

সভার অন্য দুই দিবস স্থানীয় খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী বৈদ্য মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রতি-দিনই তিন সহস্রাধিক শ্রোতার সমাবেশ হয়।

**মইপীঠে :**—কাশীনগরে প্রচারান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামিদ্বয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ এইস্থান হইতে আরও দক্ষিণে মইপীঠ অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশুদ্ধ ধারায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। **—নিজস্ব সংবাদ**

# সমিতি-সমাচার

## ব্যাসপূজা

বিগত ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসকুল-মুকুটমণি ওঁবিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের** অজ্ঞানতমোবিনাশী-আবির্ভাব তিথি দিবস হইতে ৮ই ফাল্গুন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** শুভ-আবির্ভাব তিথি পর্য্যন্ত তিন দিন-ব্যাপী সমিতিতে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব সম্পাদিত হয়। এই মহোৎসব উপলক্ষে সমিতির সকল মঠেই প্রত্যহ সকাল হইতে শ্রীব্যাসদেব-বিরচিত অমূল্য গ্রন্থরাজি হইতে মহমূল্য আদেশ, উপদেশ, অনুদেশ ইত্যাদি অতীব যত্ন সহকারে পঠিত হয়।

নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ৬ই ফাল্গুন বৈকালে অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে লিখিত সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় গীতি ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। মথুরা মঠের শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীযুত হরিদাস ব্রজবাসী প্রেরিত ২টী Telegram (টেলিগ্রাম) অঞ্জলিও বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। এই দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিশেষ ভোগ-রাগ ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের পর উপস্থিত প্রায় ৫০০ লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আহূত এক মহতী সভায় সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ "শ্রীগুরুদেব ও ব্যাসতত্ত্ব" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ বিস্ময়ান্বিত করেন।

৮ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের মহিমাসূচক অন্যান্য কীর্ত্তনাদির সহিত শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত "দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব" কীর্ত্তনটী গীত হয়। তৎপর পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" কীর্ত্তন হয়। দুপুরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

এই দিবস বৈকালে সমিতির চুঁচুড়াস্থিত শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়মঠে আহূত একটী সভায় শ্রীব্যাসদেবের বিবিধ শিক্ষার বিশেষ পর্য্যালোচনান্তে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উদ্দেশ্যে বিরচিত সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে "শ্রীব্যাসমহিমা" আলোচনা করেন। তাঁহার এই আলোচনা বহু দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করে।

—**শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী**

# শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর পার হইয়া গেল। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা গত ফাল্গুন হইতে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যে শুভ তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা নববর্ষে প্রবেশ-উৎসবে মগ্ন থাকেন সেই পরম বিঘ্নহা দিবসই প্রতিবৎসর ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস। এই বৎসর এই দিবসটী ২৫ গোবিন্দ, ২৮ ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবারকে আশ্রয় করিয়া ধরাধামে প্রকট হইয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান বর্ষে আহার-নিদ্রাদি যাবতীয় শৌক্র চিন্তায় কাল্পনিক শান্তি রাজ্যে বিচরণ-চিকীর্ষু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ভীষণ অবস্থার ইঙ্গিতই প্রকাশ পাইয়াছে।

## প্রথম ইঙ্গিত

এবৎসর এই দিবস যখন আমরা বৈকুণ্ঠ রাজ্যের গড় সুরধুনী স্পর্শান্তে (অতিক্রম করিয়া) তদ্‌রাজ্যের কনিষ্ঠ সেবক শ্রীসুরভির নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তরক্ষক শ্রীনৃসিংহদেবাভিমুখে গমন করি তখন অপরাধমুমুক্ষু-সুরপতির ভক্তরক্ষামানসে অস্ত্র-সঞ্চালনে (অর্থাৎ মেঘের আবরণে) সূর্য্যদেব নিস্তেজ হইয়া যান। পবনদেবের ভক্তগণের শ্রীঅঙ্গোপরি মৃদুমন্দ শীতল ব্যজন, ও ধরিত্রীদেবীর শীতলতায় ভক্তগণের পদতলের সুশীতল-প্রাপ্তি এই বৎসর পরিক্রমায়ই সর্ব্বপ্রথম লক্ষিত হয়।

## ২য় ইঙ্গিত—বিপুল জনসমাগম

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য-কেশরীর অসুরবিনাশী ভূসুরপাবন ভুবনভেদী হুঙ্কারে এবার হিরণ্যকশিপুর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মায়া-বিস্তারিণী স্বর্ণ-সুশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠ সহস্রাধিক যাত্রী এই বৎসর পরিক্রমায় যোগদান করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় তাঁহাদের স্নান-প্রসাদ সেবন-বাসস্থানাদির সুব্যবস্থা, কীর্ত্তনমুখে সমগ্র নবদ্বীপ-ধামমণ্ডলী পরিদর্শন করানো, অসুখ হইলে তন্নিরোধে সুচিকিৎসক ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিশেষ বিস্ময়ের সঞ্চার করে। শ্রীশ্রীগৌরহরির অশেষ করুণায় অবশ্য কোন যাত্রীও পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। কোন বারিবর্ষণ না হওয়ায় সাধারণ যাত্রী কোন দুর্ভোগ ভোগ করেন নাই।

২৭শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় ধামপরিক্রমার অধিবাস বাসরে শ্রীধাম পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। শ্রী শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ সময় একটী বক্তৃতার মাধ্যমে ধামপরিক্রমার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরিক্রমা আরম্ভের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীর সমাগম হইতে থাকে। এই অভূতপূর্ব্ব যাত্রী-সমাবেশ ৮।৯ দিন যাবৎ স্থায়ী হয়। এই বৎসর যাত্রীর সমাবেশ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় দুই সহস্র অধিক।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-বৈশিষ্ট্য যে কিরূপ অভিনব ও উন্নত ধরণের এবং জগতকে তাহা কি পরিমাণ উন্নত জীবন-যাপনের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে, এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকারী বিপুল জনসমাবেশই তাহার একমাত্র প্রমাণ-স্বরূপে সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে অনাদিকাল বিরাজিত থাকিবে। নিশাকালে নিদ্রাসময় ব্যতীত সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় মুখরতাই এই পরিক্রমার একটী প্রধান অঙ্গ। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শুদ্ধধর্ম্ম-বক্তা গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও সঙ্কীর্ত্তন-গায়কগণ এই উৎসবে আগমন করেন। পরিক্রমাকালীন ও তদন্তে বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণ—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ ও মঠস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দ অভিনব উপায়ে অভিনব বক্তৃতার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের অভিনবত্বই অধিক, ইহাই সর্ব্বতোভাবে নিখিল শ্রুতিরত্নের সাহায্যে প্রমাণিত করেন। কীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রাগ-ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী (কুমড়াবাদ, সাঁওতাল পরগণা) এবং মৃদঙ্গবাদনে শ্রীযুক্ত সত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী মহাশয়গণের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

## পরিক্রমাকালীন দৃশ্য ও কৌতূহলী পথিক

তাঞ্জামস্থিত ভক্ত-স্কন্ধারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ ও ত্রিদণ্ডধৃক্ সন্ন্যাসিগণ পুরঃসরঃ এই অশ্রুতপূর্ব্ব বিপুল জনসমাগম যখন শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীধাম পরিক্রমণে বাহির হইতেন তখন সেই শোভা প্রত্যক্ষদর্শীকেও 'তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে'—এইরূপ মনে করিতে বাধ্য করিয়াছে। যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী এইরূপ বিভ্রান্তে পতিত সেক্ষেত্রে অন্যের আর কথা কি? আমরা জানি—জাগতিক নশ্বর বাস্তববাদীর দর্শনে এইরূপ ভ্রম অর্থাৎ সত্য বস্তুকে গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য স্বাভাবিক। এইজন্য বিশুদ্ধ শ্রৌতপন্থায় আস্থাশীল মহাপুরুষগণের আপ্তবাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা বারংবার প্রতিভাত হইয়াছে। সুবিশাল রাজপথ দিয়া গমনকালে আধুনিক বিজ্ঞান-চালিত মোটর যানগুলি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পতাকার মধ্যতল দিয়া অতিক্রম করিত। ইহাতে প্রাচীনকালে ইউরোপের রোড-সাইপ্রাসের সেই বিশাল পিতল মূর্ত্তির কথা স্মরণে পড়ে যাহার তলদেশ দিয়া অর্ণবপোত চলাচল করিত; ইহাতে মনে হইত সমগ্র বিশ্বই বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই সকল আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিয়া পথিকের কৌতূহল কেন না বৃদ্ধি হইবে? কতকগুলি ধর্ম্মোন্মাদ ও ধর্ম্মধ্বজী কপটের দল যখন "কলিকালে ধর্ম্ম নাই, ভগবান্ নাই সুতরাং

ভগবৎসেবাও নাই; অতএব মুর্গীচাষ করিয়া মানুষ-জীবের সেবা (?) করাই ভগবৎ-সেবা"—এই আদর্শ স্থাপন করিতে চাহে তখন বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মের যাজক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুধু একটী মাত্র আহ্বানেই এত সহস্র ভক্ত-সমাবেশ কি নিতান্ত নাস্তিকেও ভগবদ্বিশ্বাস আনয়নে সক্ষম নহে? মায়া-বিমোহিনী বিবিধ কীর্ত্তনের ২।১টি পংক্তি সমস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে পরিক্রমা দলের ধাম-দর্শন যাত্রা চতুষ্পার্শ্বস্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গাদি প্রাণীমাত্রকেই আকর্ষণ করিত। আর যাহাই হউক্, কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়াকেও ভগবল্লীলা জ্ঞানকারীর সাধারণ অজ্ঞলোককে বিপথে পরিচালনে এবং ধর্ম্ম-মতিচ্ছন্নগণের নাস্তিকতা-বিষাক্ত বীজের বপনে দেশে যে ধর্ম্ম-দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে শ্রীবেদান্ত সমিতির এই মহান্ আয়োজনে তাহার প্রতিকার হইয়াছে এবং হইবেও—ইহাই এই মহান্ উৎসব-দর্শীমাত্রেরই উক্তি।

## চাতকমাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ

এই উৎসবে আহুত, অনাহুত, রবাহুত জনমাত্রই মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ পাইত। শ্রীনৃসিংহদেবপল্লী, মামগাছি ও শ্রীমায়াপুরে জয়দেবের পাট—এই তিন স্থানে ৩দিবস মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবনের বন্দোবস্ত হয়। প্রতিবৎসরই এই সকলস্থানে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে উৎসব নির্দ্দিষ্ট থাকে জানিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও প্রসাদ গ্রহণে বহুদূর দেশ হইতে লোকজন উৎসবস্থলে আগমন করে। সমিতির পক্ষ হইতে প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতুষ্ট করা হয়। জয়দেবের পাটে অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌর-জন্মতিথির পরাহে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের উৎসব দিবসে সকাল ৮ টার মধ্যে ভোগরাগ সমাপন হয়। ঐ সময় হইতে রাত্রি ৮।৯ টা পর্য্যন্ত আগন্তুকমাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমগ্র নবদ্বীপবাসী সেদিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের উৎসবে যোগদান করিতে ধাবমান হইয়াছিল। কত সহস্র লোক যে সেদিন প্রসাদ পাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যক্ষদর্শীদের কেহ বলেন ইহা চল্লিশসহস্র হইবে, কাহারও মতে ইহা পঞ্চাশ সহস্র, কাহারও মতে আরও অধিক।

এই মহোৎসবের কয় দিবস শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ভোগ-রন্ধনশালার সুবিশাল কটাহসমূহ হইতে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অহরহ যে বিচিত্র ভোগরন্ধন-বহ্নি ধুমায়িত হইয়া উঠিত, শুধু নবদ্বীপ ও তাহার সুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহে কেন সমগ্র পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। সর্ব্বক্ষণদর্শিগণের সকলে মনে করেন এই কয়দিনের মধ্যেই সওয়ালক্ষ হইতে দেড়লক্ষ লোক মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন।

## উৎসব তৎপরতা

পূর্ব্ব হইতেই এই বিরাট জনসমাবেশের সংবাদ সমিতি-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইলে মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে বিশাল হরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরের

চতুষ্পার্শ্বস্থ ছয় হস্ত পরিমিত বারান্দা ও নাট্য মন্দিরের ছাদে উঠিবার ধাপ নির্ম্মিত হয়।

## কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্নস্থানে সমিতির সংগৃহীত চাউল নবদ্বীপে আনিবার অনুমতি দেওয়ায় সমিতি তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তিনি বাংলাদেশকে একটী ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করুন যেখানে অধর্ম্মের পরাজয়ে দেশের জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে—সমিতি ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করেন।

স্থানীয় লোকজন এই উৎসবকে প্রাচীন ভারতের রাজসূয় যজ্ঞকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে মনে করিয়া ইহাকে "মহারাজসূয় যজ্ঞ" আখ্যা দিয়াছেন। এই উৎসবে তাঁহারা গৃহকক্ষাদি দান এবং অন্যান্য সহায়তা করিয়া সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে যাত্রিগণ বন্ধুবান্ধবসহ প্রতিবৎসরই এই উৎসবে যোগদান করিয়া সমিতির আনন্দ বর্দ্ধন করুন—ইহাই প্রার্থনা।

বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে এই বৎসর সমিতির আচার্য্যপাদপদ্ম **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী চিদ্বিলাস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের** নিকট হইতে সমিতির পাঁচজন সেবক কায়, মন ও বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সমিতির একনিষ্ঠ সেবক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অদ্যাপি শ্রীবেদান্ত সমিতি হইতে যতজন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে এত অধিক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গৃহীত হয় নাই। নবীন সন্ন্যাসিনিচয়ের প্রত্যেকের পূর্ব্ব-নাম ও সন্ন্যাস-গ্রহনান্তর নাম প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীচিদ্বনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ
শ্রীরসিকমোহন দাস ব্রজবাসী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
শ্রীহরিদাস দাস ব্রজবাসী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ
শ্রীরোহিণীনন্দন দাস ব্রজবাসী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ
শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দণ্ডী মহারাজ।

প্রতিমূর্ত্তি সহ ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনী পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

জয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জিউ কি জয়!

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭২ { ৩য় সংখ্যা

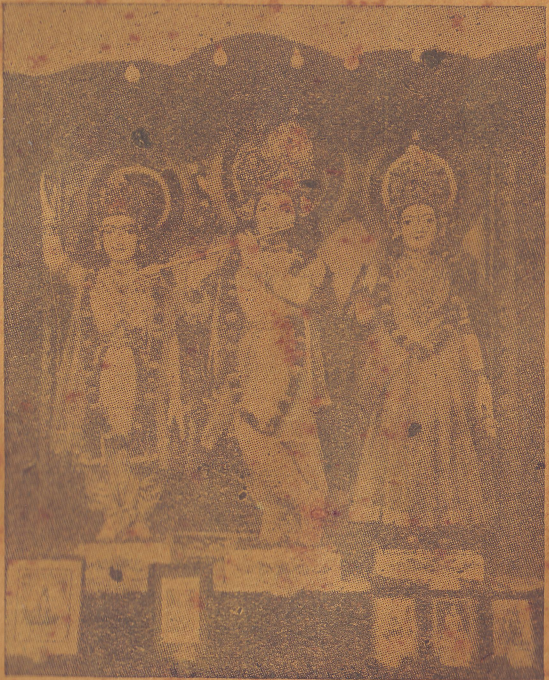

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ } গর্ভোদশায়ী, ২৯ মধুসূদন, ৪৭৯ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৭২; ইং ১৪|৫|১৯৬৫ { ৩য় সংখ্যা

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ১২॥

যদি তিনি গন্ধমাল্যলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই তৎসমীপে গন্ধমাল্য উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ গন্ধমাল্যলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন॥ ১২॥

অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠ-তস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ ১৩॥

যদি তিনি অন্ন-পানীয়লোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই তৎসমীপে ( বিবিধ সুস্বাদু ) অন্ন-পানীয় উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ অন্ন-পানলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন॥ ১৩॥

**অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৪ ॥**

যদি তিনি গীতবাদ্যলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই তৎসমীপে গীতবাদ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ গীতবাদ্যসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

**অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৫ ॥**

যদি তিনি স্ত্রীলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই ( দিব্য ) স্ত্রীগণ তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি ঐ স্ত্রীলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

**যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১৬ ॥**

তিনি যে যে বিষয় কামনাযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ যাহা কামনা করেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার নিকট সঙ্কল্পমাত্র উপস্থিত হয় এবং তিনি তৎসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

**ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥ ১৭ ॥ ***

ঐ সমস্ত সত্যকাম অনৃত অর্থাৎ অসত্যদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অসত্যই ঐ সকল বিদ্যমান সত্যপদার্থের আচ্ছাদক। ( এই জন্যই ) এই লোক হইতে যে-সকল জীব প্রস্থান করে, তাহাদিগকে আর কেহ এ স্থানে দেখিতে পায় না ॥ ১৭ ॥

**অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্রহ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যেত্র এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥ ১৮ ॥**

এই লোকে যে-সকল জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে ও এ স্থান হইতে যাহারা প্রস্থান করিয়াছে এবং ইহলোকে কামনা দ্বারাও যাহা লাভ করা যায় না

তৎসমুদয়ই এই স্থানে ( ব্রহ্মপুরে ) লাভ করা যায়। ইহলোকে আত্মার সত্যকাম-গুণ অসত্য দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। যেমন—যাহারা ক্ষেত্রের ( সুবর্ণাদি ধাতুর আকরভূমির গুণ অবগত নহে, তাহারা নিরন্তর তদুপরি বিচরণ করিয়াও তন্মধ্যস্থিত সুবর্ণের সন্ধান পায় না, সেইরূপ ( আত্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ) এই প্রজাসকলও অসত্যদ্বারা আবৃত থাকিয়া প্রতিদিন এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ১৯ ॥

এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন। "হৃদি" অর্থাৎ হৃদয়ে "অয়ম্" অর্থাৎ এই আত্মা অবস্থান করেন বলিয়াই ঐ স্থানও "হৃদয়" নামে পরিচিত। যিনি নিরন্তর এ সমস্ত বিষয় জানিতেছেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ২০ ॥

এই শরীর হইতে যে সম্প্রদায় ( জীব ) ঊর্দ্ধদিকে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি আত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি অমর অভয় ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ তিনিই "সত্য" নামে পরিচিত ॥ ২০ ॥

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যন্তন্তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ২১ ॥

তদীয় "সত্য" এই নামের অভ্যন্তরে "সৎ", "ই", "য" এই তিনটী অক্ষর বর্ত্তমান। তন্মধ্যে "সৎ" অর্থ অমৃত, "ই" অর্থ মর্ত্ত্য, এবং ঐ উভয় মিলিয়া "য" নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি নিরন্তর ইহা অবগত হন, তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ২১ ॥

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং

সর্ব্বে পাপ্মানোহতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্নন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভি-নিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২২ ॥

এই আত্মা সেতুস্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত লোক যাহাতে যথাযথভাবে স্বকীয় মর্য্যাদা-অনুসারে অবস্থান করিতে পারে, সেইভাবে তিনিই ইহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন। দিন-রাত্রি ( অর্থাৎ সূর্য্য-চন্দ্র ) কিম্বা জরা, মৃত্যু শোক, সৎকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম কেহই এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে ( অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২২ ॥

---

# সামাজিক অহিত

৫ই পৌষের হিতবাদীতে 'ধর্ম্মের বাণিজ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী কথায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা ও হিতবাদীর হিতকথা বলিবার রীতি রক্ষিত হইয়াছে, আর কতকগুলি অহিত কথা কুসম্প্রদায়ের অনুরোধে কেন হিতবাদীর স্তম্ভে স্থান পাইল তাহা বুঝা যায় না। ধরুন্—শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া ৩০০ বৎসর পরে যদি কেহ বলেন যে, তিনি শূদ্র সন্তান হইয়া নিজে নিজে উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইলেন কি প্রকারে? তিনি কিছুতেই জাতিগত ব্রাহ্মণতাকে স্বীকার করিলেন না এবং পতিতগণকে ব্রাহ্মণ বলিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছেন এবং জাতি গোস্বামীগণের বংশ-পারম্পর্য্য স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তিনি সমাজের শত্রু। এইরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া কি হিতবাদীর স্তম্ভ কলঙ্কিত হওয়া উচিত? শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের শিষ্য পারম্পর্য্যে যে সকল শাসন-ব্রাহ্মণ অবস্থিত, তাঁহারা কি এই অহিতকথার প্রতিবাদ করিবেন না? শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসজাত ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভজাত সন্তান নহেন। 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত' এই শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া যে কল্পশাস্ত্রে বিধানানুসারে গৃহ্যসূত্রাদি লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ-সমাজ স্থাপনের উদ্দেশে। প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণগণ কল্পবিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি পাতিত্য আনয়ন করেন, তাহা হইলে কি কল্পশাস্ত্র তাহা সমর্থন করিবেন? যদি কেহ শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণেতর আচার ব্যবহারকে ব্রাহ্মণের আচার বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ তাহাই ব্রাহ্মণতা

বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে সমাজের হিতবাদিগণ তাহার প্রতিকূলে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সদাচার প্রবর্ত্তন করিলে তাহা সমাজকে আক্রমণ করা হইয়াছে এইরূপ ধারণা করিতে হইবে না। শাস্ত্রে জন্মের ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভার্গবীয় মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে,

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

অর্থাৎ মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম হয়। মৌঞ্জিবন্ধনে দ্বিতীয় জন্ম এবং যজ্ঞদীক্ষাকালে দ্বিজের তৃতীয় জন্ম হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং অর্থাৎ পিতার ঔরসে মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করায় জাতব্যক্তির যে পাপের উদয় হয়, সংস্কার-প্রভাবে সেই পাপ প্রশমিত হয়, এজন্য সংস্কারসমূহ অবশ্য কর্ত্তব্য। মৌঞ্জিবন্ধন সংস্কারের অন্যতম। সেই সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। আর তাদৃশ দ্বিজ যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তিনি ত্রিজ হইতে পারেন। কৃতযুগে জীবের পাপ ছিল না। কৃতান্তে একপাদ পাপ প্রবল হওয়ায় সেইকালে ত্রিপাদ সত্যের অধিষ্ঠান ছিল। দ্বাপরপ্রারম্ভে দ্বিপাদ পাপ প্রবল হওয়ায় সত্যার্দ্ধ অবস্থিত ছিল সেইজন্য দ্বাপরের পরিমাণ সত্যযুগের পরিমাণের অর্দ্ধ। অর্থাৎ ৮৬৪০০০ সৌরবর্ষ। কলি প্রারম্ভে ত্রিপাদ পাপের প্রাবল্যে বীজগর্ভ সমুত্থিত পাপ ত্রিগুণিত হইয়াছে। এজন্য শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ও বেদজ্ঞ ঋষিগণ কলির শেষ পর্য্যন্ত কেবল পাপের প্রাবল্য লক্ষ্য করেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের শ্রীরসিকানন্দদেবের অধস্তন স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসোক্ত যামলবচনকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপনের নিদর্শন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতবর্ত্মনা॥

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া যে স্মৃতিপ্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহাতেও অনভিজ্ঞ জনগণ উক্ত পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়ের বিরোধী হইয়াছেন। শুদ্ধ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কতিপয় সমাজবিরোধী যে সকল অসৎকথা প্রচার

করিতেছেন, তাহার প্রতিকূলে কোন শাস্ত্রীয় বিচার প্রদর্শন করিতে গেলে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের বাণিজ্যে আঘাত পড়ে। এই কথায় সহ্য করিতে না পারিয়া যে সকল ব্যক্তিকে অসৎ সামাজিক কুচেষ্টাকে রক্ষা করিয়া সত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাহারা শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন বলিয়া জগতে সজ্জন সমাজ তাহা স্বীকার করিবেন না। শ্রদ্ধার পাত্র জ্ঞানে যদি সামাজিক কুসংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া শাস্ত্রীয় বিচারের যদি কেহ অমর্য্যাদা স্থাপন করেন তাহা হইলে তাহাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। সত্যাপলাপকারী সমাজ বিরোধী কখনই হিতবাদী সম্পাদকের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না। যাহারা শাস্ত্রীয় বিচার অনুধাবন না করিয়া নিজ নিজ অব্রাহ্মণোচিত স্বার্থের দাস হইয়াছেন, তাহারা কখনই সত্যের অপলাপকারী ব্যক্তিকে বন্ধুত্বে স্বীকার করিতে পারেন না। অহিত-বাদ প্রচার করা যাহাদের অস্থিমজ্জাগত এরূপ বেদবিরোধী ব্যক্তিকে কখনই হিতবাদী সম্পাদক বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

---

# প্রশ্নোত্তর

## ( শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ )

১। বৈকুণ্ঠে ভক্তগণের কি কি বিচিত্রিতা আছে ?

"বৈকুণ্ঠে পঞ্চপ্রকার ভক্ত নিত্য বর্ত্তমান—(১) জ্ঞানভক্ত, (২) শুদ্ধভক্ত, (৩) প্রেমভক্ত, (৪) প্রেমপরভক্ত, (৫) প্রেমাতুর ভক্ত। মুক্তিতে তুচ্ছ-বুদ্ধির সহিত ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি মহিমাদি-জ্ঞানমিশ্র নববিধ সেবা-ভক্তিবিশিষ্ট ভরতাদিই জ্ঞানভক্ত। কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যশূন্য কেবলভক্তিকাম অম্বরীষাদিই শুদ্ধভক্ত। প্রীতির সহিত সেবামাত্র-বাসনাযুক্ত শ্রীহনূমানাদিই প্রেম-ভক্ত। ভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ প্রেমোৎপাদিত তদ্দর্শনোৎকণ্ঠ নর্ম্মসখ্য সৌহৃদাদি-শৃঙ্খলবদ্ধ অর্জ্জুনাদিই প্রেমপর ভক্ত। সর্ব্বদা প্রেমসম্পত্তিবিহ্বল বিচিত্র প্রেম-সম্বন্ধাকৃষ্টাশয় শ্রীউদ্ধবাদিই প্রেমাতুর ভক্ত।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

২। বৈকুণ্ঠে কি নারায়ণের মাতা-পিতা আছেন ?

"বৈকুণ্ঠে নিত্য মাতা-পিতার সম্ভাবনা নাই ; কেন না, তাহা বৈকুণ্ঠের

ঐশ্বর্য্য-বিরুদ্ধ ; অথচ নন্দ-যশোদাদির প্রেমাতুর গতি মনে করিলে ভক্তগণের শরীর শিহরিয়া উঠে।”

বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৩। শুদ্ধব্রজানুগত ও নবদ্বীপানুগত ভক্তগণের অবস্থিতি কোথায় ?

“রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধ-নবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্য-সেবাগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন।”

— ব্রঃ সং ৫।৫

৪। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ কি ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ হন ?

“চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে সর্ব্বদা এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়া-ভাবগতা নয়।

—বৃঃ সং ৪।১৪

## শক্তিতত্ত্ব

১। শক্তি ও শক্তিমান্ কি পৃথক্ ?

“পৃথক্ হইয়াও বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্ ; পার্থক্য ও অপার্থক্য-যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক স্বভাব।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৫র্থ পঃ

২। শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্তত্ব কিরূপে যুক্তিযুক্ত ?

নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ-গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটী ভাবের উদয় হয়, স্বীকার করিতে হইবে। গঠন সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাবসকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র ; অতএব **শক্তির অদ্বয়ত্ব** ও **আনন্ত্য**-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।”

—তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৩। ‘শক্তি’ কেন স্ত্রীরূপা ?

“শক্তি পরাধীনা, এ প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্যভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনা ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ একই পরম-তত্ত্ব।”

—তঃ সূঃ, ৭ সূঃ

৪। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির স্বরূপ ও কার্য্য কি ?

"ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তি, ছায়া-প্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তি ক্রমে জৈবজগৎ। মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি কিংবা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ সম্বন্ধ।"

—'সূচনা', শ্রীভাঃ মাঃ ১।১

৫। শক্তির কি কি বিশেষ বিক্রম ?

"শক্তির বিশেষরূপ বিক্রম ত্রিবিধ—সন্ধিনী-বিক্রম, সম্বিদ্-বিক্রম ও হ্লাদিনী-বিক্রম। সন্ধিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত সত্তা, শরীরসত্তা, শেষসত্তা, কালসত্তা, সঙ্গসত্তা, উপকরণসত্তা প্রভৃতি সমুদায় সত্তাই সন্ধিনী নির্ম্মিত (প্রকটিত)। **সম্বিদ্-বিক্রম হইতে সমস্ত সম্বন্ধ জাতের ভাব**। হ্লাদিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত রস। **সত্তা ও সম্বন্ধ-ভাব-সকলের** শেষ প্রয়োজনই 'রস'। যাঁহারা বিশেষ মানেন না অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহারা অরসিক। বিশেষই রসের জীবন।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৬। স্বরূপ-শক্তিকে বেদ কি নামে অভিহিত করেন ?

"শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপ শক্তির নাম—শবল।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৭। সন্ধিনী শক্তির কার্য্য কি ?

"সা শক্তিঃ সন্ধিনী ভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তাস্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী ॥
কৃষ্ণাদ্যাখ্যাভিধা সত্তা রূপসত্তা কলেবরম্।
রাধাদ্যা সঙ্গিনী-সত্তা সর্ব্বসত্তা তু সন্ধিনী ॥
সন্ধিনীশক্তিসম্ভূতাঃ সম্বন্ধা বিবিধা মতাঃ।
সর্ব্বাধারস্বরূপেয়ং সর্ব্বাকারা সদংশকা ॥

অর্থাৎ সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদিত হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা, রূপসত্তা, সঙ্গিনীসত্তা, সম্বন্ধসত্তা, আধারসত্তা ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনী-সম্ভূতা। সেই পরা শক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিৎপ্রভাব। চিৎপ্রভাবটী স্বগত এবং জীব ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন-তত্ত্বগত। শক্তির প্রভাবানুসারে ভাবসকলের ভিন্ন-

ভিন্ন বিচার করা যাইতেছে। চিৎ-প্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনী-ভাবগত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ ; তাঁহার অভিধা-সত্তা হইতে কৃষ্ণাদি নাম ; রূপ-সত্তা হইতে কৃষ্ণ-কলেবর, সন্ধিনী ও রূপ সত্তার মিশ্রভাব হইতে শ্রীরাধাদি প্রেয়সী ; সন্ধিনী শক্তি হইতে সমস্ত সম্বন্ধের উদয় হয় ; সদংশ-স্বরূপ সন্ধিনীই সর্ব্বাধার সর্ব্বাকার স্বরূপা। —কৃঃ সং ২।৩-৫

৮। সম্বিৎ-শক্তির কার্য্য কি ?

"সম্বিদ্ভূতা পরা শক্তির্জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপিণী।
সন্ধিনীনির্ম্মিতে সত্ত্বে ভাবসংযোজিনী সতী॥
ভাবাভাবে চ সত্তায়াং ন কিঞ্চিদপি লক্ষ্যতে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভাবানাং সম্বিদেব প্রকাশিনী॥
সন্ধিনীকৃতসত্ত্বেষু সম্বন্ধ-ভাবযোজিকা।
সম্বিদ্রূপা মহাদেবী কার্য্যাকার্য্যবিধায়িনী॥
বিশেষাভাবতঃ সম্বিৎ কার্য্যাকার্য্যবিধায়িনী।
বিশেষসংযুতা সা তু ভগবদ্ভক্তিদায়িনী॥"

অর্থাৎ সম্বিদ্ভাবগতা পরা শক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান-রূপিণী। তদ্দ্বারা সন্ধিনী-নির্ম্মিত সত্ত্বসকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয়। ভাবসকল না থাকিলে সত্তার অবস্থান জানা যাইত না। অতএব সম্বিৎ কর্ত্তৃক সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ হয়। চিৎপ্রভাবগত সম্বিৎ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে। কার্য্যাকার্য্য বিধানকর্ত্রী সম্বিদ্দেবীই বৈকুণ্ঠস্থ সকল সম্বন্ধভাব যোজনা করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি রস ও ঐ সকল রসগত সাত্ত্বিক কার্য্য-সমুদয় সম্বিৎকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে সম্বিদ্দেবী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং তৎকালে জীবগত সম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল বৈকুণ্ঠের নির্ব্বিশেষ আলোচনামাত্র। বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয়ে সম্বিদ্দেবী ভগবদ্ভাবকে প্রকাশ করেন। তৎকালে জীবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে।"

—কৃঃ সং ২।৬-৯

৯। হ্লাদিনী শক্তির কার্য্য কি ?

"হ্লাদিনীনাম-সংপ্রাপ্তা সৈব শক্তিঃ পরাখ্যিকা।
মহাভাবাদিষু স্থিত্বা পরমানন্দদায়িনী॥

সর্ব্বোর্দ্ধ-ভাবসম্পন্না কৃষ্ণার্দ্ধরূপধারিণী।
রাধিকাসত্ত্বরূপেণ কৃষ্ণানন্দময়ী কিল॥
মহাভাবস্বরূপেয়ং রাধা কৃষ্ণবিনোদিনী।
সখ্যঃ অষ্টবিধা ভাবা হ্লাদিন্যা রসপোষিকাঃ॥
তত্তদ্ভাবগতা জীবা নিত্যানন্দপরায়ণাঃ।
সর্ব্বদা জীবসত্তায়াং ভাবানাং বিমলা স্থিতিঃ॥

অর্থাৎ চিৎপ্রভাবগত পরশক্তি যখন হ্লাদিনীভাব সংপ্রাপ্ত হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ-বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দদায়িনী হন। সেই হ্লাদিনী সর্ব্বোর্দ্ধ-ভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদর্দ্ধরূপিণী রাধিকা-সত্তাগত অচিন্ত্য কৃষ্ণানন্দরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ব্যাপ্তি করেন। সেই কৃষ্ণবিনোদিনী রাধা মহাভাবস্বরূপা হয়েন, সেই হ্লাদিনীর রস-পোষিকারূপ অষ্টবিধ ভাব আছে, তাঁহারাই রাধিকার অষ্ট সখী। জীবগত হ্লাদিনীশক্তি যখন জীবসত্তায় কার্য্য করেন, তখন সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণ-কৃপাবলে যদি চিদ্গত হ্লাদিনী-কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়, তবে তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবসকল নিত্যানন্দ পরায়ণ হইয়া উঠে এবং জীবসত্তাতেই বিমল-ভাবের নিত্যস্থিতি ঘটে।"

—কৃঃ সং ২।১০-১৩

( ক্রমশঃ )

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

# শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা

[ শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত ]

গঙ্গা পূর্ব্বধারে রুদ্রপুর। রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্ব্বে মহিমা প্রচুর॥
মহারুদ্র নিজগণ-সনে। করিলা নর্ত্তন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে॥
রুদ্রদ্বীপ কৌতুক অপার। কেহ বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার॥
তার পরে আছে পুণ্যগ্রাম। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে বিল্বপক্ষ নাম॥
এক পক্ষ পূজি বিল্বদলে। প্রভুপ্রিয়া হৈলা বিপ্র শিব কৃপাবলে॥
যৈছে কৈল শিবের অর্চ্চন। যৈছে প্রভু প্রিয় হৈল হইবে বর্ণন॥
সুবর্ণ বিহার যেই হয়। পশ্চাৎ কহিব যৈছে হেথা বিলসয়॥
সুবর্ণ বিহার নাম যার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥

গৌরচন্দ্র দেখি সবে কয়। সুবর্ণ প্রতিমা কি কীর্ত্তনে বিহরয় ॥
সুবর্ণবিহার নাম ঐছে। কেহ বিস্তারিবে প্রভু বিহারয় যৈছে ॥
ঐছে নানা স্থান সর্ব্বোপরি। আপনা মানহ ধন্য পরিক্রমা করি ॥
অন্তর্দ্বীপ হৈয়া মায়াপুরে। প্রবেশহ জগন্নাথ-মিশ্রের মন্দিরে ॥
মায়াপুর প্রভাব অপার। বিবিধ প্রকারে প্রচারিল গ্রন্থকার ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে স্থান যত। এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত ॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান ॥
যৈছে গৌর-শিরোমণি। তৈছে তাঁর নাম মহামহিমা বাখানি ॥
যৈছে গৌর-কৃষ্ণে নাহি ভেদ। তৈছে নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে কহে বেদ ॥
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ বুদ্ধি যার। ধামদ্বয়ে ভেদ বুদ্ধি করয় সে ছার ॥
নবদ্বীপে কেহ কিছু-কয়। যে যাহা কহয় তাহা অন্যথা না হয় ॥
গোলোক, মথুরা কহে কেহ। পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপ কহে সত্য সেহ ॥
সকল সম্ভবে হেথা ঐছে। সর্ব্ব অবতারময় গৌরচন্দ্র যৈছে ॥
নিত্যধাম নদীয়া-নগর। যথা প্রেমভক্তি নিত্য নিত্য পরিকর ॥
প্রকটাপ্রকট দুই রূপে। বিহরয় ভাগ্যবন্ত দেখে নবদ্বীপে ॥
অষ্টক্রোশ নদীয়া প্রমাণ। শোভার অবধি বিধি করিল নির্ম্মাণ ॥
বাপী, বহু তড়াগ সুন্দর। নির্ম্মল শীতল জলে পূর্ণ সরোবর ॥
জাহ্নবীর তট মনোরম। বারকোণা ঘাট তাতে অতি অনুপম ॥
শোভে পূর্ব্বে পঞ্চ শিবালয়। পার্ব্বতী-গণেশ-আদি ক্ষেত্রপালোদয় ॥
জাহ্নবী-পুলিন-শোভা অতি। বন-উপবন, বৃক্ষ-লতা নানা জাতি ॥
বিবিধ প্রকার পশু-পক্ষ। নানা পুষ্পে ভ্রময়ে ভ্রমর লক্ষ লক্ষ ॥
পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীত। কভুতো সঙ্কীর্ণ, কভু হন বিস্তারিত ॥
দূরে রহি কোন কোন ভক্ত। প্রভুকে দেখিতে চলে, চলিতে অশক্ত ॥
সে-সময়ে শ্রীধাম আনন্দে। হয়েন সঙ্কীর্ণ শীঘ্র দেখে গৌরচন্দ্রে ॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনাদি সময়েতে। হয়েন বিস্তার লোক অসংখ্য যাহাতে ॥
সঙ্কীর্ত্তন বিস্তার যৈছে হয়। বুঝিবে কি অন্য একরূপ নিরিখয় ॥
শ্রীধামের অচিন্ত্য প্রভাব। ধামকৃপা হৈলে সে সকল হয় লাভ ॥
হেন দিন হবে কি আমার। দেখিব প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার ॥
অতি উচ্চ কল্পতরু-তলে। বিলসিব দিব্য-সিংহাসনে কুতূহলে ॥
ভুবনমোহন বেশ তায়। জগত করিবে আলো রূপের ছটায় ॥

প্রভুর দক্ষিণে নিত্যানন্দ। বামে গদাধর, আগে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত চারিপাশে। প্রভু-মুখচন্দ্রে নেত্র দেখিবে উল্লাসে ॥
শোভে পুষ্পভূষণে ভূষিত। সবার অঙ্গেতে চারু চন্দন শোভিত ॥
নানা সেবা করিব সকলে। মোরে কি চামর-সেবা দিবে সেই কালে ॥
প্রভু ঐছে রঙ্গ প্রকাশিবে। সহাস্য-বদনে সর্ব্বসম্মুখে রহিবে ॥
এহেন কৌতুক নবদ্বীপে। দেখিয়া জুড়ায় আঁখি রহিয়া সমীপে ॥
ওহে পদ্মাবতীর তনয়। তোমার করুণা হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
ওহে প্রভু অদ্বৈত-ঈশ্বর। নবদ্বীপে বাস মোরে দেহ নিরন্তর ॥
ওহে গদাধর-শ্রীবাসাদি। এই কর নদীয়া ধেয়াই নিরবধি ॥
কি বলিব ওহে বন্ধুগণ। সদা নবদ্বীপে যেন করিয়ে ভ্রমণ ॥
নবদ্বীপে অনুরাগ যাঁর। জন্মে জন্মে তাঁর সঙ্গ হউক আমার ॥
নদীয়া-বিমুখ যে পামর। তার সঙ্গ নহে যেন জন্ম-জন্মান্তর ॥
নদীয়া-ভ্রমিতে যেবা কহে। তার সহ বিচ্ছেদ কখন যেন নহে ॥
নবদ্বীপ—ধামশ্রেষ্ঠ অতি। যাঁর যৈছে সাধ্য সে ভ্রময় নিতি নিতি ॥
কেহ অষ্টক্রোশ পর্য্যটয়। কেহবা ষোড়শ ক্রোশ আনন্দে ভ্রময় ॥
কেহ পঞ্চ যোজন ভ্রমণে। পায় মহানন্দ লীলাস্থলী দরশনে ॥
কেহ ভ্রমে দ্বাদশ যোজন। বিংশত যোজন কেহ করয় ভ্রমণ ॥
যার যৈছে ইচ্ছা নাহি পার। চিন্তামণি ভূমি গৌড়মণ্ডল বিস্তার ॥
গণসহ শ্রীশচীতনয়। যাঁরে কৃপা করেন তাঁর ইথে নিষ্ঠা হয় ॥
ইহাতে বিশ্বাস নাহি যার। সে পাপীর কোন কালে নাহিক নিস্তার ॥
করুণা করহ গৌরহরি। অতি দীন হৈয়া যেন পরিক্রমা করি।
যথা যথা ভক্তের আলয়। দেখিতে সে-স্থান যেন মহা আর্ত্তি হয় ॥
মহাপ্রভুর ভক্তের গমন। মহানন্দে করি যেন সে-সব দর্শন ॥
কিবা নিবেদিব প্রভু পায়। নিবেদিতে না জানিয়া উপজে হিয়ায় ॥
তোমার ভক্তের শ্রীচরণে। বিকাইয়া রহি যেন জীবনে মরণে ॥
এই কৃপা কর জীব-প্রতি। নবদ্বীপ ধামেতে হউক গাঢ় রতি ॥
নরহরি কহে বার বার। সদা যেন গাই পরিক্রমা নদীয়ার ॥

# সন্দর্ভ-সার

## ( ভক্তিসন্দর্ভ-৩ )

মায়ার পরিচয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥ (২।৯।৩৩)

স্বরূপতত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। তাহা হইতে ইতর তত্ত্বের নাম মায়া। স্বরূপ-তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতর তত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে আভাস বলে। সূর্য্যের প্রভাব যে দিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎস্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসস্বরূপ মায়াবৈভব আভাসের উদাহরণ। চিৎতত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার মায়াবৈভব দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুইপ্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ—আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতর স্বরূপ ও আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানস্বরূপ। এই দুইটী জীব ও মায়ার স্বরূপ।

শ্রীভগবানের পরিচয়ে ভাগবতের উক্তি—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ (২।৯।৩২)

সৃষ্টির প্রথমে আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী অবস্থা, এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয় সম্বন্ধ—এই দুই ক্রিয়া যাহা সৃষ্টিতে উদিত হইয়াছে তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্য্যের যেমন কিরণ, সর্ব্বভূতে আমার সেইরূপ শক্তি-পরিণাম। আমি পরিণত হই না, কিন্তু আমার অপরশক্তি চিন্তামণির স্বর্ণ-প্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকত্ব হইলেও আমি সর্ব্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্য শক্তির ভেদাভেদ পরিচয়। আবার প্রলয়ে এক আমিই অবশিষ্ট থাকি।

ভগবান্ সম্যক্ প্রকাশ বস্তু, ব্রহ্ম অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র। আর পরমাত্মা মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট জ্ঞান। সেই ত্রিবিধ তত্ত্ব ভক্তিদ্বারাই অনুভূত হয়। ঐ তত্ত্ব সকলের অনুভবেচ্ছু মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিবলেই শ্রীগুরুমুখ হইতে আম্নায়-বাক্য শ্রবণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে স্বরূপ জীব ও মায়া নাম-শক্তিত্রয়ের আশ্রয় পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। ভক্তির পুত্রস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ভক্তি বিনা তাহাদের দর্শনে যোগ্যতা নাই। জ্ঞানিগণ 'তৎ'পদার্থ ঈশ্বরে 'ত্বং'পদার্থ জীবের দর্শন করেন। যোগিগণ অন্তর্হৃদয়ে অন্তর্যামীকে অবলোকন করেন, আর ভক্তগণ বাহ্যাভ্যন্তরে প্রেম-চক্ষুতে ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করেন।

'তৎ' সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ (১।২।১২)

পুনশ্চ—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেৎ॥ (২।২।৩৪)

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমস্ত বেদশাস্ত্র বারত্রয় বিচার করিয়া শ্রীহরিতে কিরূপে রতি হইতে পারে, তাহা নিজ বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এইপ্রকার যদি মনন ও অভিনিবেশ বিপরীত ভাবনা পরিহার করে, তাহা হইলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপাসনা দ্বারা সেই ভক্তি লাভ করিতে পারেন।

ভোগময় প্রাপঞ্চিক দর্শনে জড়াহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মবিরক্তিকে ভক্তির প্রসূতি বলিয়া ভ্রান্ত হন। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটীর ভক্তি হইতেই জন্ম।

গীতায় বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

ভোজনকারী ব্যক্তি প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরভরণ ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ

কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ শরণাগতের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবৎস্বরূপের স্ফূর্ত্তি এবং ইতরবিষয়ে বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত ব্যক্তিই সদ্‌গুরু। বেদে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠকে সদ্‌গুরু বলিয়াছেন। নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে অভিব্যক্ত হন, ব্রহ্মা তাহা নারদকে প্রদান করেন। দেবর্ষি উহাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়াছিলেন। শ্রীব্যাস তাহা তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীআনন্দ-তীর্থকে উপদেশ করেন। ইঁহার অষ্টাদশ আধস্তনিক পরিচয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। ইহাই অবরোহবাদ বা শিষ্যপরম্পরা। যেখানে ইহার বিপরীতক্রমে গুরু নির্ণীত হইয়াছে সেই স্থলে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবের প্রতি অসূয়া লক্ষিত হয়। যেখানে গুরুর প্রসাদেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, সেখানেই ভক্তিলতাবীজ দৃষ্ট হয়। আরোহবাদীর সম্বল প্রত্যক্ষ অনুমানাদি। আরোহবাদী বাস্তব সত্য নিরূপণ করিতে গিয়া গুরুদ্রোহী হন। যেখানে কাপট্য বা কুহক বর্ত্তমান, তথায় গুরুশিষ্যের অভিনয় অধিরোহবাদাশ্রিত, তথায় বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। আরোহ-বাদীর ইন্দ্রিয়সকল ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষে দুষ্ট। শ্রীগুরুমুখে কীর্ত্তন শ্রবণকারীর বাস্তববস্তুর ধারণায় ঐ সকল নাই। যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে—ইহাই সদ্‌গুরুপদাশ্রয়। নিজ ভ্রমাদি দোষ সম্বল করিয়া ভাগবত পড়িতে গেলে কোন ফলই হয় না।

ভাগবতবিরোধী কৃত্রিম শারীরক ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ জড়াভিনিবেশ-ক্রমে যে সকল সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করিয়া ভগবদ্ভক্তগণকে বিপথগামী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা কুহকাবৃত সত্য নামে পরিচিত হইয়া প্রাকৃত ভোগী ও ত্যাগীর উপযোগী মন্ত্র। অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুমায়াপ্রতারিত হইয়া ভজনীয় বস্তু বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তিকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন। আত্ম-বিদের সেরূপ দুঃসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি নাই।

দুর্লভা ভক্তি হরিতোষণ-তাৎপর্য্যময় স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে লাভ করা যায়। তজ্জন্য হরিতোষণই ধর্ম্মের পরম ফল বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা—

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্‌॥ ( ১।২।১৩ )

ভক্তিবলেই আত্মদর্শন সম্ভব। ভক্তিজাত জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অভীষ্টফল প্রদানে অসমর্থ। হে মুনিগণ, সেই কারণে মনুষ্যগণ বর্ণাশ্রমবিভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া যথাবিহিত যে ধর্ম্মের আচরণ করেন, শ্রীহরির সন্তোষই তাহার মুখ্য ফল। স্বর্গাদি ভোগময় রাজ্যলাভের উদ্দেশে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিতান্ত অযুক্ত, স্বর্গাদি নশ্বর ফল অনাত্মপ্রতীতির ভোগমাত্র। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া সেবার অযোগ্য হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম আচরণদ্বয়কে আত্মপ্রতীতিতে গ্রহণ করে। এইরূপ অজ্ঞানময় চেষ্টাকে হরিবিমুখতা বলে। দেহের পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করিলে যেমন উদরস্থ কৃমিসকল সেই খাদ্যে পুষ্টিলাভ করে এবং তৎফলে দেহের পুষ্টি হয় না, তদ্রূপ নশ্বর স্বর্গাদি সুখ নিত্য আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তির উদ্দীপনের পরিবর্ত্তে ভোগের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। আত্মসুখের উদ্দীপনায় নশ্বর স্বর্গাদি সুখ মলিন ও অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

শ্রবণাদি রুচিলক্ষণা ভক্তিই যদি হরিসন্তোষ-উৎপাদক ধর্ম্মের ফল হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই কর্ত্তব্য, তজ্জন্যই পর শ্লোকের অবতারণা—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ (১।২।১৪)

শ্রবণাদি রুচিরহিত ভক্তিহীন ধর্ম্ম কেবল শ্রম বলিয়া একাগ্রমনে ভক্তবৎসল ভগবানের নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজাদি নিত্য কর্ত্তব্য।

একশব্দদ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির আগ্রহরাহিত্য জানিতে হইবে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণশব্দে উদ্দিষ্ট। কীর্ত্তন শব্দেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে ভক্তির অন্তিম ভূমিকা পর্য্যন্ত সরলভাবে সঙ্কেতে বলিবার জন্য ধর্ম্মার্থকামের ক্লেশাপেক্ষারহিত হইয়া যুক্তিমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক হরিকথা রুচিরূপা ভূমিকা প্রকট করাইবার জন্য বলিতেছেন—

(১।২।১৫)

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্ ॥
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥

সংযতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তিগণ যে শ্রীহরির চিন্তারূপ অসিদ্বারা দেহের অহঙ্কার বন্ধনরূপ কর্ম্মছেদন করেন, সেই হরির কথায় কে না রতি করিবে ?

অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরই তাহা কর্ত্তব্য। জীব ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভোগী মনে করে এবং তজ্জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্ম্মই গ্রন্থিস্বরূপ হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে আবদ্ধ করে। তখন আত্মধর্ম্ম হইতে বিপথগামী হইয়া নিজ ফলভোগ-তাৎপর্য্যে আবদ্ধ হয়।

হতভাগ্যগণের এবম্বিধ হরিকথায় রুচি হয় না বলিয়া তাহার সুগম উপায় বলিতেছেন—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥

ভগবদ্ধামের সেবাফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহৎকৃপাজনিত মহতের সেবা হয়। তৎফলে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সদ্‌গুরুচরণ আশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণফলেই বাসুদেবের কথায় রুচি জন্মে। নিরহঙ্কার মুনিগণ গুরুপদেশক্রমে তত্ত্ব ও সারাসার বিবেক অবগত হইয়া সকল বিষয় পরিহার করত মহৎসঙ্গে তত্ত্বকথা জানিবার উদ্দেশে পুণ্যতীর্থাদি পর্য্যটন করেন। শ্রীস্বামিপাদের টীকানুসারে—পুণ্যতীর্থনিষেবণক্রমে যথেচ্ছাপ্রাপ্ত মহৎসেবা হইতে বাসুদেবকথায় রুচি হয়। কেহ অন্য কার্য্যে তীর্থভ্রমণ করিলেও তাহার তীর্থভ্রমণকারী বা তীর্থবাসকারী সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদি লক্ষণযুক্তা সেবা স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রভাবে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হয়। সাধুগণের পরস্পরের হরিকথা কর্ণে প্রবেশ করিলে শ্রবণকারীরও হরিকথায় রুচি জন্মে। মহতের নিকট তাহা শ্রুত হইলে অল্পকাল মধ্যে উহা কার্য্যকরী হয়। তজ্জন্য ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে কৃষ্ণেতর অনর্থনাশিনী কথা হয় সেই হৃৎকর্ণ-রসায়নী কথা প্রীতির সহিত আস্বাদন করিতে করিতে শ্রদ্ধা, ভজনে আগ্রহ, রতি, (ভাবভক্তি) এবং প্রেমভক্তি উদিত হয়।

শৃণ্বতঃ স্বকথা কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥

বাসুদেবকথায় রুচি হইলে সাধুগণের সুহৃৎ হরিকথাশ্রবণকারীর প্রকৃতিপ্রদ কৃষ্ণ শ্রবণকারীর হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাহার হৃদয়ের অসৎ বাসনাদি নাশ করিয়া দেন। তৎফলে ভগবান স্মরণীয় বস্তুরূপে উদিত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

জড় জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে সদ্য প্রসূত শিশু, কাল সে প্রফুল্ল-বদন বালক, পরে সে বীর্য্যবান্ যুবক, ক্রমে সে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়, শেষে সে পলিতকেশ, গলিতদন্ত বৃদ্ধ। স্নিগ্ধ প্রভাত কিরণ দেখিতে দেখিতে প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। আজ যেখানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান, কাল তথায় গভীরতম সমুদ্র অবস্থিত দেখিতে পাই। সাগর শুকাইয়া যাইতেছে, মরুভূমি জলপ্লাবিত হইতেছে। বহু জনাকীর্ণ রাজধানী কালে শ্মশানে পরিণত হইতেছে, শ্মশান নন্দনকাননে পরিণত হইতেছে। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহজগতে হেয়তা ও অনুপাদেয়তা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। প্রাণাধিক পুত্র স্বহস্তে বৃদ্ধ পিতাকে বিষপান করাইয়া রাজ্য লাভ করিতেছে, প্রিয়তমা পত্নী উপপতির সাহায্যে স্বামীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতেছে, সহোদর ভ্রাতা ভ্রাতার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। নির্দ্দোষ দণ্ড পাইতেছে, খুনী আসামী বেকসুর খালাস হইতেছে। ইহা আমরা প্রতিনিয়তই দর্শন করিতেছি। এ রঙ্গমঞ্চে নিত্য ও নির্ম্মল আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব। বেশ আছি, কোনও অভাব নাই,—সুন্দর রূপ বহুগুণে গুণী, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য বুদ্ধি অতুল ঐশ্বর্য্য, সুবৃহৎ অট্টালিকা, পতিপ্রাণা পত্নী, সোণার চাঁদের মত পুত্র কন্যা, সবই আছে। হঠাৎ কোথা হইতে এক ভবদাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তমধ্যে সবই ভস্মীভূত হইয়া গেল। পণ্ডিত মূর্খ হইতেছে। জ্ঞানী অজ্ঞানী হইতেছে, অজ্ঞানী জ্ঞানী হইতেছে, ধনবান্ দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্র ধনবান্ হইতেছে। বলবান দুর্ব্বল হইতেছে, দুর্ব্বল বলবান্ হইতেছে। এ প্রহেলিকার মধ্যে নিত্য সত্য বস্তুর সংবাদ কি পাওয়া যায়?

রোম গ্রীস ও চীনের মনীষিবৃন্দের এবং ভারতীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের জড়-বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কালে তাহার ধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কামক্রোধহত ব্যক্তির ধারণা প্রকৃতিস্থ হইলে অন্য আকার ধারণ করে। আমাদের নিজেদের জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, সময়ে সময়ে আমাদের ধারণাসমূহ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্ত্তে, আমাদের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। তবে কি নিত্য, সত্য, উপাদেয়, নির্ম্মল আনন্দ লাভের আশা নাই?

সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সনাতন ধর্ম্ম বিচার করিলে উক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। সনাতন ধর্ম্ম কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহার ধর্ম্ম? সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? এবং কিরূপেই বা তাহা লাভ করা যায়?—এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। অনিত্য ও নশ্বর বস্তুতে সনাতন ধর্ম্মের অভাব আছে সত্য, কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য বস্তুতে সনাতন ধর্ম্ম নিত্যকালই বর্ত্তমান। নিত্যানন্দের উৎস এখানেই বিরাজমান।

গীতা বলেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম্ ও মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার ভগবানের অপরাপ্রকৃতি-প্রসূত অর্থাৎ প্রাকৃত। সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও মন প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তুমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, তাহাদের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনযোগ্য। সুতরাং দেহের ধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম সনাতন নহে। ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীব অপরাপ্রকৃতি হইতে জাত নহে। ভগবান্ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন, তিনি —অপ্রাকৃত। জীব বলিলে দেহ ও মনকে বুঝায় না, চিৎকণ আত্মাকে নির্দ্দেশ করে।

অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা আত্মহা, তাহারা আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানান্ধ-কারাবৃতচিত্তে নানা প্রকার প্রলাপ দেখিয়া থাকে। আত্মার সন্ধান পাইলেই বিকার কাটিয়া যায়। আত্মা নিত্য, তাহার ধর্ম্মও নিত্য অর্থাৎ সনাতন। আত্মার নিত্যবৃত্তি শুদ্ধভক্তিই সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পরপারে পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎ-প্রেমাই প্রয়োজন বা ফল। জীবের স্বরূপ ভগবদ্দাস। আত্মবৃত্তি ভগবদ্দাস্যের আস্বাদন পাইলেই জীব বলিয়া উঠেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎ-পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

তখন জাগতিক কোনও অসুবিধা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। অপ্রাকৃত জীব বন্ধনাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক উপাধিদ্বয়ে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকা-কালে অপ্রাকৃততত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। জড়দেহের গুণসকল আলোচনা করিতে করিতে মনের ভাবসকল উদয় হয়, একারণ মানবগণের কল্পনা-বিভাবনারূপ সমুদয় চিন্তা ও ধারণা প্রকৃতিমূলক, সুতরাং অপ্রাকৃত

হইতে পারে না। সনাতন ধর্ম্ম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। এই সত্য বস্তু অবরোহ-পন্থায় শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এবং ব্যাস হইতে আম্নায় পরম্পরায় বৈয়াসিক সম্প্রদায় সেই সমুদয় বস্তু লাভ করিয়াছেন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরপি গুপ্ত নিত্য-ধর্ম্মের উদয়॥"

সূর্য্য যেরূপ মেঘোদয়ে আবৃত হয়, সনাতন ধর্ম্মও সেইরূপ কাল-প্রভাবে আবৃত হইলেও নিত্যকাল বর্ত্তমান। সনাতন ধর্ম্ম অপ্রকাশিত হইলে ভগবান্ কখনও স্বয়ং অবতার হন, কখনও বা পার্ষদ-ভক্তদিগকে ভক্তাবতার-রূপে প্রেরণ করেন। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত কখনও মায়াদ্বারা অভিভূত হন না। তিনি বদ্ধজীবের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার না করিয়া নিত্যকাল সনাতন ধর্ম্মে অবস্থিত থাকেন। প্রাকৃত ধারণাময়চিত্ত অপ্রাকৃতবস্তু ধারণ করিবার যোগ্য নয়। কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ও তদীয় হরিজনের দাসত্বে অবস্থিত হইবার পূর্ব্বে সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের আস্বাদন হইতে পারে না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, নিত্য ও অনিত্য, আত্ম ও অনাত্ম, ভক্তি ও ভুক্তি— ইহাদের পার্থক্য সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞাত না হইয়া পরমার্থের সহিত শারীরিক, মানসিক, লৌকিক, ব্যবহারিক, নৈতিক ও সামাজিক ইতর ভাবসমূহের গোঁজামিল দিয়া যে অভিনব তত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়, তাহা সনাতন নহে। দেহ ও মনের মঙ্গলবিধাতা প্রচারকবৃন্দ অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হইয়া পরমার্থ-স্মৃতির সহিত ইতর স্মৃতির সমন্বয় করিবার প্রয়াস পা য়া যে কর্ম্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শুদ্ধভক্ত তাহার আদর করেন না। কিন্তু সরলপ্রাণ নিরীহ ব্যক্তিগণ তাহাতে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। কেন না, বদ্ধাবস্থায় ভোগপ্রবণতানিবন্ধন বদ্ধচিত্তের অনুকূলে উহাকেই সনাতন ধর্ম্ম মনে করিয়া বিষমভ্রমে অন্ধ হইতেছেন—শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে। দুগ্ধে ঘৃত আছে বলিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত নিষ্কাষিত করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তিই আত্মধর্ম্মবিকাশের অনুকূল, বিদ্ধভক্তি তাহার প্রতিকূল। শুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তিকেই সনাতন ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম বলে। ভগবান্ নিত্য, ভক্ত নিত্য ও ভক্তি নিত্য।

এই তিন বস্তুই আনন্দময়। তথায় অনিত্যতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তার স্থান নাই।

আমরা যখন ভোগের অনিত্যতা, মায়াবাদীর ঈশবিমুখতা এবং দেহ ও মনের পরিবর্দ্ধনশীলতা উপলব্ধি করিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে সদ্ধর্ম্মাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই, তখনই ইহা বুঝিবার অবসর হয় যে, আমরা চিদ্বস্তু এবং বৃন্দাবনেই আমাদের নিত্যবাস। মায়া-প্রসূত এই সংসার-বৃক্ষের কোটরে পক্ষীর ন্যায় কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছি মাত্র। জড়মিশ্রিত বুদ্ধিতে ভোক্তার সজ্জায় নশ্বর জড়ের ভোগ অঙ্গীকার করিয়া অনাত্ম দেহ ও মনকে আত্মবস্তুভ্রমে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

যাহা নিত্যকাল অবস্থিত তাহাই 'সৎ'। 'অসৎ' পরিবর্ত্তন-ধ্বংসশীল। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা, সৎসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে অনর্থের অপগমে যাবতীয় অসত্য ধারণা অন্তর্হিত হয়। তখনই নিত্যতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। তখনই "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘের অপগমে সৌভাগ্য-সূর্য্যের রশ্মি তখনই দেখা যায়—চক্ষু ফুটিয়া উঠে এবং বধিরতা নষ্ট হয়। তখনই আমরা শ্রীগুরুদেবের "কোটীচন্দ্র-সুশীতল" পদকমল দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারি। স্বীয় কার্পণ্য ও ভগবৎপ্রীতিহীনতা উপলব্ধি করিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়।

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ি। সেই অপ্রাকৃত-চরণাশ্রয়ে হৃৎকর্ণরসায়না হরিকথা শুনিতে শুনিতে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ, মনের সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া যায়—মানব-জীবন সার্থক হয়।

সচ্ছাস্ত্র ও অসচ্ছাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ, আসল ও নকল—সকলই ধরাধামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটু অসতর্ক হইলেই অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, দেহকে দেহী বলিয়া মনে হয়, অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বা অভক্তকে ভক্ত বলিয়া মনে হয়, নশ্বর জগৎকে নিত্য-বাসোপযোগী স্থান বলিয়া মহাকর্ম্ম-রাজ্যে জীব আবদ্ধ হইয়া যায়—দুর্ল্লভ মানবজন্মটী বৃথাই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাই স্বভাবতঃ করুণাময় মহাজনগণ বদ্ধজীবের বদ্ধদশা দূরীভূত করিবার জন্য—তাহাদের

মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া আত্মধর্ম্মের কথা শুনাইবার জন্য "প্রচার"—কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন--

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥"

আমরা কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা পরিচালিত হইয়া ক্ষণেক্ষণে নিজ নিজ সত্যপ্রতীতিকে বহুমানন করিয়া পরস্পর কলহ করিতেছি, স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রব্যাখ্যাবাদে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নতরস্থিত জীবগণের পরমার্থ-চেষ্টার পথ কণ্টকিত করিতেছি এবং আত্মম্ভরিতার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছি। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব আমাদের চিত্তে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত করিতেছে, মায়ার তাণ্ডবনৃত্যেপ্রতি-মুহূর্ত্তে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি! যথেচ্ছাচারের আশ্রয়ে মনবিমানে আরোহণ করিয়া কতই সুখের কল্পনায় মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি! বার বার ঠকিতেছি, হতাশ হইতেছি, ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছি, কিন্তু তথাপি আশার বিরাম নাই—নিত্য নব নব উদ্যমে পুনরায় বুক বাঁধিয়া, ছুটিতেছি! কখনও বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আশায় কার্য্যনিপুণ হইয়া পুণ্যবান হওয়াই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেছি, আবার কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায় অহং-গ্রহোপাসক মায়াবাদী হইয়া ঈশবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেছি! স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া অক্ষজ জ্ঞানের দাস হইয়া দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি—স্বরূপ বিভ্রম হওয়ায় কি ভয়ানক কুৎসিত অবস্থার ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া পড়িয়াছি! হায় হায়! আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কে আমাদিগকে মায়ার কুহক হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের নিত্য পরম আত্মীয় শ্রীভগবানের নিকট লইয়া যাইবে? কবে আমরা শ্রীহরিকে পরম সত্য বলিয়া জানিতে পারিব? কবে আমরা প্রাকৃত জগতের অন্তরালে বৈকুণ্ঠ-ধামের সংবাদ পাইব? কবে আমরা জড়ান্ধ যুক্তিকে তাহার নিজ অধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া আত্মপ্রত্যয়রূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ হইব? কবে আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা ও পাষণ্ডতা উপলব্ধি করিয়া যাবতীয় প্রাকৃত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কপটচিত্তে হরিজনের শরণাপন্ন হইতে পারিব? হায়, হায়! কবে আমরা আত্মপ্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় অনিত্য কামনার বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইব? হরি, হরি! কবে আমাদের জড়সম্বন্ধ শিথিল হইয়া চিৎসম্বন্ধ প্রবল হইবে? কবে আমাদের সত্ত্বাগত ভগবদ্দাস্যরূপ স্বধর্ম্মটি ফুটিয়া উঠিবে? কবে আমরা ভক্তিকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জানিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত কামদেবের উপাসনায় নির্ম্মলানন্দের আস্বাদন পাইব!

—শ্রীসনাতন দাস অধিকারী

# "কবির গর্ব্ব হইল খর্ব্ব"

( ১ )

জ্যোৎস্না নিশীথে সুরধুনী তটে
একদা কি শুভক্ষণে,
শাস্ত্রাদি-প্রসঙ্গ বর্ণিতে গৌরাঙ্গ
উপবিষ্ট শিষ্যসনে।

( ২ )

মহান্ পণ্ডিত হ'ল উপনীত
খ্যাতি দিগ্বিজয়ী নাম,
কহিল প্রভুরে,— 'শুনি চারিধারে
তুমি জ্ঞানে গরীয়ান্।'

( ৩ )

কহে গোর মণি, 'কিছু নাহি জানি,
বুঝি না কি কহ মোরে,
আত্ম-অভিমানে পড়ি ব্যাকরণে
—শিখাইতে নারি কারে'।

( ৪ )

গঙ্গার বর্ণন কহে সে ব্রাহ্মণ
গরবি' আপন মনে,
শুনি' সে-কবিত্ব প্রভু হর্ষ-চিত,
তা'রে বড় করি' মানে।

( ৫ )

শ্লোকের ব্যাখ্যান কহিল ব্রাহ্মণ,
প্রভু তা'র ভুল ধরে ;—
শত শ্লোক ছাড়ি' এক শ্লোক পড়ি'
অর্থ জিজ্ঞাসিলা তারে।

( ৬ )

হইয়া বিস্মিত কহিল পণ্ডিত,
'কেমনে এ শ্লোক কহ',
প্রভু কহে তবে, 'তুমি কবি এবে'
শ্রুতিধর ঐছে কেহ।'

( ৭ )

সূর্য্যোদয়ে যথা নিস্প্রভা চন্দ্রমা
তথা প্রভু বিদ্যমানে,
বিজয়ী কবিত্ব হয় না স্ফুরিত।
দেখি' হাসে ভক্তগণে।

( ৮ )

ব্যাখ্যায় কবির রহে অলঙ্কার
তবু দোষে অবিমল,
যথা শ্বিত্র-রোগে দেহ যার ভোগে
শ্রীহীন সে চিরকাল।

( ৯ )

প্রভু অতঃপর করিয়া বিচার
দেখাইলা গুণ দোষ,
বিপ্র ম্লান মুখে ভাবে মনোদুখে
বাণী বুঝি করে রোষ।

( ১০ )

সেই রাতে কবি বাণী মা'রে পূজি'
কহে নিজ পরাজয়,—
ব্যাকরণী গোরা অলঙ্কার দ্বারা
কেমনে অর্থ করয়!

( ১১ )

কহে দেবী বাণী উপদেশ দানি',—
'সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইনি',
প্রাতে প্রভু আগে পদাশ্রয় মাগে,
মহাকবি শিরোমণি।

( ১২ )

ফণী কি গরজে সাপুড়িয়া পাশে?
কপোতে কি জিনে শ্যেনে?
কবির গর্ব্ব হইল খর্ব্ব
গৌরাঙ্গ-মহিমাগুণে।

—শ্রীচিত্ত রঞ্জন মণ্ডল

# কালের গতি

শ্রীগৌরসুন্দর ৪৭৮ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়া প্রপঞ্চের জীবগণকে নিজ ভজন উপদেশ করিয়াছিলেন। এই প্রপঞ্চস্থিত দুর্ভাগা জীব কিরূপভাবে বৈষ্ণবজীবন লাভ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করিবেন, এবং ভজনবিরোধী কুসঙ্গ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাও উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ নিজজনগণ তাঁহার প্রকটকালের পরও প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণে ভজনের পথ কণ্টকহীন করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে চৈতন্যচন্দ্রের চরণানুসরণ করিলেন, তাঁহারা জগতে অতুলনীয় কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কালপ্রভাবে নিষ্কপটতার প্রতি লক্ষ্য হ্রাস হইলে ভোগী জীবগণ হরিবিমুখ ভাবকেই ভজন বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজে চালাইতে আরম্ভ করেন।

তাহাদের অযোগ্যতাই ক্রমে ক্রমে বিপরীত ফল প্রসব করিল। যেমন পাটীগণিতে বহুসংখ্যা যোগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই ভুল করিলে সমস্ত গণনা অশুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অশুদ্ধ হইলে সেই অশুদ্ধ ফল দ্বারা কার্য্যকালে বিপত্তি উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব হইতে ভজনের বাধাগুলি ভজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পরিশেষে জীবকে বিপথগামী করে। বিপথগামী জীবকে আদর্শ জানিয়া তদনুগমন করিলে পরিণামে সুফল উৎপন্ন হয় না। প্রভুর সময়ে যেরূপভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ দাসগণ হরিভজনে নিযুক্ত ছিলেন, পরবর্ত্তিকালে ক্রমে ক্রমে সেই জীবন্ত আদর্শের অভাবে হীন আদর্শকে প্রভুর ভক্তজ্ঞানে ক্রমশঃই আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। এইরূপে ভ্রষ্টাচারকে আদর্শ জানিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে বিষময় ফল সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে অনর্থক আদর করিতে গিয়া আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই। আবার ভগবৎ-বৈমুখ্যকে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ জানিয়া অঘ, বক, পূতনার অনুগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের নামে আর কিছু করিয়া বসি; ভজন-নিপুণ হরিভজন দেখিলেও তাঁহাতে শ্রদ্ধা করি না। কাল আমাদিগকে শোধন করার পরিবর্ত্তে বিভ্রান্তির পথে লইয়া যায়। মহাজন দেখিতে গিয়া দুর্জ্জনকেই মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সেইজন্য প্রভুর সমকালীয় মহাজনগণের আচরণ ও ব্যবহার আমাদের ভজনের নির্দ্দেশ হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ ভিন্ন-ভিন্নভাবে ভজনের আদর্শ

দেখাইয়াছেন; তাহা হইলেও সকলেই ভজন করিয়াছেন। আর যিনি ভজন করেন নাই, তিনি শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন। আজকালকার দিনে কোনও ভজননিপুণ ব্যক্তি ভজনের অন্তরায় জানিয়া যদি কোনও ভোগিব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ভজনবিরোধী ব্যক্তিকে পতিত জানিবার পরিবর্ত্তে সাহায্য দান করিয়া ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানব না বুঝিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হ'ন! সুতরাং সেকাল ও একাল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেকগুলি বিচিত্রতা সন্দর্শন করি।

ভজন বিষয়ে শ্রীগৌরহরি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যে উপদেশ লাভ করিয়া নির্ব্যলীক শ্রীরূপানুগসম্প্রদায় শ্রীভগবানের ভজন করিতেন, তাহা বর্ত্তমানকালে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে একটী কথা জানাইতে চাই যে, প্রপঞ্চস্থিত জীবের ভোগময় কর্ম্মের সহিত তাঁহারা ভক্তির অনুষ্ঠান সমান-শ্রেণীভুক্ত না করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুর সময়ে বাষ্পীয় যান ছিল না, সম্প্রতি বাষ্পীয় যানের সাহায্য গ্রহণ করা কর: প্রভুর পথ পরিহার করার সহিত তুল্য—ইহা কর্ম্মীর ধারণা। বলা বাহুল্য, ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া জীবের সেবাপ্রবৃত্তিমূলা ভক্তি অবস্থিত, তাহাতে ভগবানে প্রেমা উৎপন্ন হয়; কিন্তু কর্ম্মিগণ ভক্তিকে নিজ ভোগ-পর অনুষ্ঠানতুল্য মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির ক্রিয়াকলাপকে ভোগীর কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত করেন। ভক্তির ক্রিয়াকলাপগুলি কর্ম্মফলভোগীর কার্য্যের সহিত কখনই তুল্য নহে। যাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই বলেন—বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তের অধীনে সর্ব্বতোভাবে করণীয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভ কর্ম্মফল পরিহার করাই ভক্তির অনুষ্ঠান। কেহ এইরূপ মনে না করেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন হস্তলিখিত ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থই সমধিক আদরণীয়। 'আমাদিগের বংশে চিরদিন তুলসীমালিকা ধারণ ও মৎস্য-ভোজন, উভয় কার্য্যই চলিয়া আসিতেছে, আজ সেই সনাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না',—এইরূপ কার্য্যে ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, নিরীশ্বর অভক্তের শুদ্ধাশুদ্ধের বিচারটী আসিয়া ভক্তির বিলোপ সাধন করিতেছে।

প্রভুর সময়ে গুরুর লক্ষণ বা গুরুর আদর্শ যেরূপভাবে প্রচলিত ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মনঃকল্পিত গুরু-নির্ব্বাচন প্রথা যাহা কিছু দিন হইতে চলিতেছে, তাহার আদর করিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, মনে করি। এই কথাটী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখি, প্রভুর সময়ে বংশ-পরম্পরা যোগ্যাযোগ্য-বিচার-রহিত হইয়া গুরুগ্রহণের প্রথা ছিল না, আর বর্ত্তমান কালে কুলগুরুপ্রথা অন্যায়ভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর শ্রীমুখবাণী অনাদর করিয়া আজকাল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে কুলপ্রথা অন্যায়ভাবে অবলম্বিত হইতেছে। গুরু-নির্ব্বাচনে বৃত্তপন্থাকে শাস্ত্রীয় জানিবার পরিবর্ত্তে সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় শৌক্রপন্থাকে অবলম্বন করিয়া যোগ্যপাত্রের অনাদরে অযোগ্যতার আদর বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহারা নিজে ভজন করেন না, যাঁহাদের যে সম্পত্তি নিজের নাই, তাহাদিগের নিকট হইতে সেইগুলি আশা করা আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমরা বর্ত্তমানকালে বণিকের নিকট হইতে যে প্রকার জড়দ্রব্য খরিদ করি, তাদৃশ ভোগপর দ্রব্যজ্ঞানে মন্ত্র খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি! প্রভুর সময়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে ভাগবতপাঠ করিতেন না। **বর্ত্তমান সময়ে কথক-ব্যবসার অনুকরণে গৌর-বাণী সেবকাভিমানী, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জীবন্ত বৈভববিদ্বেষী বর্ত্তমানকালের কোন কোন আচার্য্য (ব্রুব) পণ্ডিত ও ভবিষ্যৎ কালের আচার্য্যত্ব-লোলুপ, আত্মোপলব্ধিজন্য নির্জ্জন ভজনস্পৃহ দুঃসাহসিক ভক্তব্রুবের দল ভাগবত পাঠ বিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া 'বড় গুরু সেবক' সাজিতে চাহেন।** শ্রোতৃবর্গ ভৃতজ্ঞানে মাসিক দৈনিক বা এককালীন ঠিকা ফুরণ করিয়া ভাগবত পড়াইতেছেন! বর্ত্তমানকালে এই প্রকার ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ভাগবতগণকে অসম্মান করিতে শিখিতেছেন, সুতরাং ভাগবতপাঠ-ফলের বৈপরীত্য ব্যতীত অন্য কিছু ফলরূপে দৃষ্ট হইতেছে না। (ক্রমশঃ)

—কাল সমীক্ষক

# মথুরামঠ-রক্ষক শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজের পত্র

## ( পত্রে প্রচার সংবাদ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
পোঃ মথুরা ( উঃ প্রঃ )
১৪।৪।৬৫

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবের অভয়পাদপদ্মে অনন্তকোটি
সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

দেব !

আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৫।৪।৬৫ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলাম এবং তথায় রাত্রিবাস করিয়া পরদিন ব্যাণ্ডেল হইতে বেনারস এক্সপ্রেসে কুঞ্জবিহারী, মাধব ও গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। কুঞ্জবিহারী ও মাধব সকাল বেলা হাওড়ায় গিয়া সেখান হইতে ৪ জনের সিট্ দখল করিয়া ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, সেইজন্য বেশ আরামেই বক্সার পর্য্যন্ত আসিলাম। সকাল ৮টায় বক্সার ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। বহুলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে পূর্ব্বাশ্রমের পিতা, ভ্রাতা ও গ্রামের বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য এবং বৃদ্ধ লোক ছিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে বাসযোগে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বাশ্রমের তিওয়ারীপুর গ্রামে আমাকে লইয়া গেলেন। সেখানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের হাইস্কুল, আপার এবং লোয়ার স্কুলগুলি বন্ধ হইয়া গেল, শিক্ষকগণ ও যাবতীয় ছাত্রগণ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে যেখানে ছিলেন, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং তথায় প্রায় সকলেই করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—সে কি এক অদ্ভুত করুণ দৃশ্য! কিছুক্ষণ পরে আমি সংক্ষেপে একটি ভাষণ প্রদান করিয়া সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিলাম এবং অবশেষে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরতঃ হরিভজনের আবশ্যকতা ও একমাত্র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ বিবৃত করিলাম। বিকালে আমার পূর্ব্বাশ্রমের যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই বহুদূরদেশ হইতে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা ৭টায় উৎসাহিত জনবহুল শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করিলাম।

পরদিন সকাল ১০টার সময় হাইস্কুলপ্রাঙ্গণে এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হইল। সভার প্রারম্ভে স্থানীয় স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহোদয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন ও অতিশয় দৈন্য ও নম্রতাসহকারে সেই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে অনুরোধ জানান। আমি প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ সুন্দরভাব ভাষণের মাধ্যমে তাঁহাদের সকল প্রশ্নের সমাধান করিলাম। প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইলেন। ঈদৃশ ধর্ম্মালোচনাপ্রভাবে কলিকাতানিবাসী চাকুরীজীবি ২।১ জন প্রবীণ ও শিক্ষিত ব্যক্তি সাতিশয় ক্রোধবশতঃ রামকৃষ্ণমিশনের মতবাদ ও ভোগবাদের সমর্থন করেন। আমার শাস্ত্রীয়বচন-প্রমাণকর্ত্তৃক তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি-তর্ক বিখণ্ডিত হওয়ায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ করতালিদ্বারা সেই ব্যক্তিগণকে অপমানিত করিতে উদ্যত হইলে আমি সকলকে শান্ত করিলাম।

পরদিবস ৯।৪।৬৫ তারিখে প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া বক্সার (Boxar) হইতে মোগলসরাই এবং তথা হইতে রাত্রি ৮টার সময় আসানসোল-বেরিলী প্যাসেঞ্জারযোগে দিবা ১০টার সময় লক্ষ্ণৌ পন্থজীর ভবনে উপস্থিত হইলাম।

পন্থজী আমাদিগকে সবিশেষ আদর যত্নদ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। ১১।৪।৬৫ তারিখে সকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পন্থজীর মাতাকে আপনার জপমালা প্রদান করা হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রবধু শিক্ষিতা এবং শ্রদ্ধাশীলা। আপনার লক্ষ্ণৌয়ের দিকে কখনও শুভপদার্পণ হইলে তাঁহারা দীক্ষাদি গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। আমি ১২।৪।৬৫ তারিখে রাত্রি ১০টার সময় লক্ষ্ণৌ-আগ্রা-এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া বেশ আরামের সহিত বসিয়া শুইয়া ১৩।৪।৬৫ তারিখে দিবা ১০টার সময় এখানে পৌঁছিয়াছি। আমরা মঠে বর্ত্তমান ১২ জন লোক আছি।

যাহা হউক আপনার শ্রীচরণের কৃপায় তিওয়ারীপুর গ্রামে, লক্ষ্ণৌ এবং কাশীনগরে বেশ ভালভাবে প্রচার হইয়াছে। লক্ষ্ণৌতেও পন্থজীরগৃহে কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার আসিয়াছিলেন। তাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে মথুরার মাষ্টার ও মাষ্টারনীর জন্য যে মালা জপিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা বাধ্য হইয়া লক্ষ্ণৌতে দিতে হইল। এমত অবস্থায় নূতন ছেলেটির ও মাষ্টারের জন্য ২টি হরিনামের মালা জপ করিয়া পাঠাইতে

প্রার্থনা। এখানে শ্রীপাদ মুনি মহারাজ, ভিক্ষু মহারাজ সকলেই কুশলে আছেন।

সিমেণ্ট আনা হইয়াছে কিনা এবং বর্ত্তমানে নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে কিনা জানাইতে প্রার্থনা। পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ কোথায় আছেন? আসিবার সময় সজ্জন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রচুর কৃপা করিতে প্রার্থনা। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিয়াছি এবং পত্র দিতে বলিয়াছি। অধিক কি লিখিব, আমরা মঠবাসী সকলেই আপনার শ্রীশ্রীঅভয়পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিতেছি—ইতি।

আপনার শ্রীচরণের কৃপালেশপ্রার্থী
দাসাভিমানী নারায়ণ

---

# ম দিনীপুর জিলায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সার

## কল্যাণপুরে শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন সময়ে বক্তৃতা

ভগবানের মন্দির উন্মোচনের আদেশ রাসবিহারী আমাকে দিয়েছে। নির্ম্মলা ভক্তির দ্বারা রাসবিহারী ইতোমধ্যে মন্দিরে বসে গেছেন। এ সম্পর্কে একটি শাস্ত্রবাক্য আমার মনে পড়ছে,—

"বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতনন্তু নির্গুণম্॥"

একজন আমাকে বলেছিল, "সন্ন্যাসীরা বনে থাকবেন, আপনি সন্ন্যাসী হ'য়ে শহরে থাকেন কেন?" আমি উত্তর দিই, "এই যে চুঁচুড়া শহরে বাস করছি, এখানে তা'র চেয়েও হিংস্র জন্তু বাস করছে।" সন্ন্যাসিগণ ভগবৎ-সান্নিধ্যে বাস করেন। ভগবান্ সাত্ত্বিক স্থানেও থাকেন না। নির্গুণস্থানে ভগবান্ বাস করেন। "বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো"। নির্গুণ বস্তুতেই, নির্গুণ স্থানেই তাঁর আবাস। সাধুগণের আবাসও তদ্রূপ। তিনটী গুণই মায়িক। "আমার নিকেতন কিন্তু কোন গুণের মধ্যে নয়। সেটা নির্গুণ স্থান"। সগুণ ক্রিয়া সেখানে দেখা গেলেও সেটা সগুণ ক্ষেত্র নয়। উদাহরণ-স্বরূপ একজন ভদ্রলোকেরও একটী গাঁটকাটার রেলের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের কথা বলা

যেতে পারে। বাহ্যতঃ উভয়কেই একই প্রকার দেখাইলেও সেখানে স্বর্গ নরক তফাৎ। চোর ও সাধুর তারতম্য যে ব্যক্তি বুঝতে পারে, সেই ব্যক্তিই নিরপেক্ষ। এটী নিগুর্ণ স্থান। এখানে ভগবান্ বাস করছেন। বাহ্য দর্শনে আমরা Mosaic ইত্যাদি যে দর্শন করি সেটা আমাদের ব্যক্তিগত দোষ। তজ্জন্য এই স্থানকে সগুণ বলা যেতে পারে। বস্তুর কোন দোষ নেই, আমাদের দর্শনে যে দোষ তা'তে আমাদের অধঃপতন হবে। এজন্য ভগবান্ নিগুর্ণ স্থান তৈরী করেছেন।

নির্গুণও একটা গুণ—এর অপর নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। এর বাহ্যিক দর্শনে লোকে সাত্ত্বিক ক্ষেত্র বলতে পারে। ভগবান্‌ও নিগুর্ণ। নিগু'ণ বলতে নিরাকার ইত্যাদি নয়। নিরাকার বলি যখন তাঁতে কোন পার্থিব আকার Applied (যুক্ত) হয় না। গণিত শাস্ত্রে গোণার অক্ষমতায় Infinity (অনন্ত) হ'য়েছে, অর্থাৎ সেখানে 'অভাবটা' 'পূর্ণ' হ'য়েছে। এটা Wrong conception (ভ্রান্ত ধারণা)। মন্দিরের নিগুর্ণত্বও তদ্রূপ অর্থাৎ পার্থিব গুণ সেখানে Applied হ'তে পারে না, যেহেতু মন্দিরটী পার্থিব জগতের কোন বস্তুই নয়। নিগুর্ণচিত্ত ব্যতীত কেহ ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ করতে পারে না। আপনারা সকলেই এখানে আসবেন এবং হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঠাকুরকে জানাবেন।

## কল্যাণপুরে অন্যান্য বক্তৃতাবলী

আমি এতগুলি লোককে এখানে পেয়ে আনন্দ অনুভব করছি। এই ধর্ম্ম-ভাবটা যেন নষ্ট না হ'য়ে যায়। আজকাল শিক্ষার যা পরিস্থিতি বিশেষতঃ বাংলা-দেশে যে প্রকার লক্ষ্য করছি তাতে এ প্রকার শিক্ষা কতদিন থাকবে তা বিবেচ্য; আজকাল স্কুলে ছাত্রদের কাছে ধর্ম্ম করা একটা বিপজ্জনক কথা। এখানে এসে দেখছি তার উল্টো। অনেকেই দেখছি ধর্ম্মসভায় যোগ-দান করেছেন। ধর্ম্ম কি, কী শুনলে নিজের মঙ্গল হবে সেইটা বিচার করার কথা। আজ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি। তিনি বীরভূমের একচাকা গ্রামে আবিভূর্ত হ'য়ে সমগ্র দেশকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়েছেন। 'নিতাই-এর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।' রাধা-কৃষ্ণ কি বস্তু সেটা জানাবার জন্য নিত্যা-নন্দ প্রভুর প্রয়োজন। মহাপ্রভুর এই ধর্ম্ম আপনারা জানবেন, শুনবেন ও প্রচার করবেন। এই ধর্ম্ম কলির প্রাবল্যে লুপ্ত হবার প্রায়। সেজন্য আপনাদের দেশের কবিরাজ রাসবিহারীপ্রভু নির্ম্মলা ভক্তি শিক্ষার জন্য এই কেন্দ্র

স্থাপন করেছেন। নির্ম্মলা ভক্তির নিকট M. A. ইত্যাদি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষকে নিম্নগামী করে দেয়। তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষায় ঈশ্বর বিশ্বাস তাদের থাকছে না। তারা বলে, 'ঈশ্বর মেনে লাভ কি? ঈশ্বর কি আমাদের খেতে দেবে?'

কিছুদিন পূর্ব্বে জগতে একটী ধর্ম্মবক্তার প্রাদুর্ভাব হ'য়েছিল। উক্ত ধর্ম্ম প্রচারক আমেরিকা ঘুরে এসে ধর্ম্মবক্তা বলে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর কথাগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ। তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডের কথা তিনি প্রচার করেছেন। গোস্বামী মহারাজ এই প্রকার শিক্ষার আচার্য্য ন'ন। উক্ত ধর্ম্মবক্তার, মত—যিনি আমাকে খেতে দিবেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঈশ্বর।' আজকাল শিক্ষার মূলমন্ত্রই হ'ল 'খাও দাও থাকো। এর অতিরিক্ত কোন চিন্তা ক'রো না।' অতিরিক্ত চিন্তা তাঁ'রা করতেও দেবেপ না। পূর্ব্বমতে যি'নি আমাকে চাকুরী দেন, তিনিও আমাদের ঈশ্বর—শিক্ষাবিভাগ এইসব কথা আমাদের পড়াচ্ছে, শেখাচ্ছে কিন্তু ভগবানের ক্রিয়া-লীলাবিলাসাদি শিক্ষা দেয় না। দেশের কর্ম্মকর্তারা উঠে পড়ে লেগেছেন ধর্ম্ম তুলে দেবার জন্য। আমরা বলি, সে-সব পাষণ্ড কোন দিন আমাদের দেশ থেকে ধর্ম্ম তুলতে পারবে না। গোস্বামী মহারাজ এই মহাপ্রভুর কথা প্রচার করে বিশ্ব তোলপাড় করে দিয়েছেন। লণ্ডনে গিয়ে তিনি প্রমাণ ক'রেছেন ঈশ্বর আছেন, কৃষ্ণ আছেন।

আপনারা বহু অভিভাবক এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন। তাঁরা তাঁদের ছেলেদের বইগুলি পড়ে দেখবেন তাতে ঈশ্বরের কোন কথা নেই। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে তা'রা এমন ভাবে বলেছে, যাতে তাঁরা সামান্য মানুষ ব'লে প্রতিভাত হ'য়েছেন। আপনারা ঐতিহাসিকগণকে মহাপাষণ্ড বলে জানবেন। তাদের আমরা হেয় জ্ঞান করি। দুঃখের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এইসব পাষণ্ডদের বই প্রকাশিত হচ্ছে। আপনারা বদ্ধ পরিকর হ'য়ে পড়ুন, বলুন "ঈশ্বর বিরোধী কোন কথা শুনব না। আগে ভগবানের কথা বল, তারপর অন্য কথা।" আপনারা ত্যাজ্য পুত্রের কথা শুনেছেন। শাস্ত্র আলোচনা করুন। প্রতিজ্ঞা করুন,—প্রিয়তম পুত্র, প্রিয়তমা ভার্য্যার কথা শুনব না, তাদের সঙ্গ করব না যদি তাদের সঙ্গ ঈশবিমুখ করায়।

শিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তেমনি ধর্ম্মলাভের জন্য গুরু-পাদপদ্মাশ্রয় প্রয়োজন। ভগবান একটা গাছের ফল নয়, একটা লাল

কাপড়ধারীও নয়, একটা রামা-শ্যামা যদো মধো নয়। যে-ও সে ভগবান্ নয়। যা'কে তা'কে ভগবান্ বলা যায় না। যারা বলবে, 'আমরা ঈশ্বর' তাদের একঘরে ক'রে দিন। তাদের Prosecute করুন। 'যত মত তত পথ'-আসুরিক চিত্তবৃত্তি থেকে উত্থিত। যদি কোন কথা বাংলা দেশকে নষ্ট করে থাকে তবে সেগুলো এই ধরণের উক্তি। এগুলি আসুর মনোভাবের পরিচয়। ধর্ম্মধ্বজীর সমন্বয়বাদ মানব না। আমরা সব কাজের বেলায় বুদ্ধি দেখাব আর ধর্ম্মের বেলায় ন্যাকাবোকা সাজব—এটা কি ধরণের কথা। কেবল একটা ধুয়ো চলছে, "বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"। একথাটী সত্য; কিন্তু বিশ্বাস কি, তর্ক কাকে বলে সেটা জানতে হবে। গোস্বামী মহারাজ বৈকুণ্ঠ থেকে নিশ্চয় প্রচুর আশীর্ব্বাদ করছেন। তিনি সেখান থেকে এই নির্গুণ স্থান লক্ষ্য করছেন। এটা খাওয়া দাওয়া থাকার আড্ডাখানা নয়। একটা ঢেঁকি হল ভগবান্—দরিদ্র খেতে পায় না সে-ও একটা ভগবান্—এই যদি ঈশ্বরের বিচার হয় তবে আর কেউ ভগবানকে মানবে?

( ক্রমশঃ )

—সংগ্রাহক শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী B. E. (Cal)

# পরলোকে শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সাত্বত শ্রাদ্ধ

বিগত ১৩৭১ সনের ১০ই চৈত্র ইং ২৪শে মার্চ্চ বুধবার তারিখে সমিতির আশ্রিত ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত বনগাঁ শিয়ালদহ লাইনে ঠাকুরনগর ষ্টেশনের সন্নিকট ঘড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত নিত্যগোপাল (মুখোপাধ্যায়) প্রভু শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। সমিতি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, বৈষ্ণবতা ও সেবা প্রবৃত্তি প্রভৃতি মহদ্ গুণসমূহ স্মরণ করিয়া একজন বিশিষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাববোধে বিরহে বিহ্বল হইয়াছেন।

নিত্যগোপাল প্রভু শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণতাপেক্ষা বৈষ্ণবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী ও সন্তানগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া যেন কোন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত না হয়। সেকারণ তদীয় স্ত্রী ও পুত্রগণের প্রার্থনায় এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পর্যটক মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণ তীর্থ আদি ষষ্ঠমূর্ত্তি ঘড়াগ্রামে উপস্থিত হন, এবং ৩রা এপ্রিল, ২০শে চৈত্র, শনিবার

বিশুদ্ধ-সাত্বত-স্মৃতি শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে সাত্বত-শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন।

শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে 'শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ' প্রসঙ্গ পাঠমুখে বলেন— 'শ্রদ্ধা' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'শ্রাদ্ধ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ 'এতে প্রেততর্পণকালে ভবন্তিহ' উক্তি করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাতে মৎস্যাদি সংযোগে প্রেতকে পিণ্ডাদি দান করা হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্রাহ্মব্রুবের ধারণা যে, দেহ রাখিলেই সব প্রেতত্ব লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। বৈষ্ণবগণ সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোক পরিত্যাগ করিলে প্রেতত্ব লাভ করেন না, বরঞ্চ তাঁহাদের স্মরণ করিলে নরগণ পাপমুক্ত হইয়া প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণকে প্রেত মনে করিয়া যদি মৎস্য সহ পিণ্ডাদি দান করা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধাই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে ও তাঁহাদের শ্রীচরণে ভীষণ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। কারণ বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। সুতরাং বৈষ্ণবকে মহাপ্রসাদ দ্বারাই পিণ্ডদান করিতে হয়—ইহাই সাত্বত শাস্ত্র-সম্মত। এমন কি অবৈষ্ণবকেও মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড দিলে সে পাপ-মুক্ত হয় ও তাহার প্রেতত্ব ঘুচিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দ্বারাই শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্বামীজি মহারাজ নিত্যগোপাল প্রভুর পুত্রগণ, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের উদ্দেশে বলেন—"নিত্যগোপাল প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তখনই সুষ্ঠুরূপে হইবে যখন আমরা সকলে তাঁহার আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া শ্রীসদ্গুরু চরণাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিব"।

বলা বাহুল্য, এই শ্রাদ্ধবাসরে সমিতির আশ্রিত নিত্যগোপাল প্রভুর ভক্তিমতী স্ত্রী ও পুত্রগণ আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় অর্দ্ধ সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করেন। —শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী

# সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ৫ই চৈত্র, ইং ১৯শে মার্চ্চ, শুক্রবার সমিতির আশ্রিত আসামপ্রদেশস্থ ধুবড়ী নিবাসী শ্রীযুত অদ্বৈতদাস দাসাধিকারী প্রভু শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত সাত্বত স্মৃতি শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকানুসারে সমিতির শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার মাতার পারলৌকিক-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধবাসরে অর্দ্ধসহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়। — নিজস্ব সংবাদ

# সমিতি-সমাচার

বিগত গৌর পূর্ণিমায় যাঁহারা শ্রীবেদান্ত সমিতি হইতে শাস্ত্র বিহিত অষ্টোত্তরশত নামান্তর্গত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসীর বেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের স্বল্প জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত দণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ।

## ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

বাঁকুড়া জেলার পাইড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশে ভক্তিমান জনকের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। তখন ইঁহার নাম ছিল শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী। পূর্ব্ব নিবাসের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধা-বাঁকাবিহারী জীউএর প্রাচীন শ্রীমন্দির অদ্যাপি তাঁহাদের গৃহ প্রাঙ্গণে বর্ত্তমান আছে। ঐ জিলারই ব্রজরাজপুরে মাতুলালয়ে ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। বাঁকুড়া জিলার সুবিখ্যাত এই গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দির বিরাজিত থাকায় গ্রামটী 'শ্যামের গাঁ' নামে পরিচিত। স্বগ্রামের শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে পরে মেদিনীপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন।

বাল্যকাল হইতেই প্রবল ধর্ম্মভাব ইঁহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্ম্মভাব সুদৃঢ় হইতে থাকে। বাল্যকালের প্রতিটী

কর্ম্মের মধ্যে এঁর ভগবদ্ভাব লক্ষ্য করিয়া ইঁহার আত্মীয়-স্বজন বিস্মিত হইতেন। তাঁহার নিজের ভাষায় "শ্যামসুন্দরের মন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর দুগ্ধ-চিড়া প্রসাদ বিতরণ করা হইত। আমিও বাল্যকালে সেইলোভে মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত লোকজনদের সাথে কীর্ত্তন ধরিতাম ও মন্দির পরিক্রমা করিতাম। তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠকালে সম্পূর্ণ কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ অধ্যয়ন করি। কলেজে অধ্যয়নকালে প্রত্যহ গীতাপাঠ, গীতাপূজা ও তুলসীতে জলদান করিতাম।" তাঁহার এই সকল ভাব লক্ষ্য করিয়া পিতা একদিন অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "এবয়সে কি ধর্ম্ম হয়?" তিনি তদুত্তরে বলেন, "বয়স পক্ক হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ভগবানকে ডাকিব কি করিয়া?" পিতার এই অন্যায় আচরণেও তিনি এসকল কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়া চরম দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

ভগবৎ প্রাপ্তির দুর্ণিবার আকর্ষণ শীঘ্রই তাঁহাকে গৃহের মায়া ত্যাগ করাইল। দৈবযোগে কোন একটী পুস্তকে "সিংহ যেমন দুর্ল্লঙ্ঘ্য নদী-নালার কথা চিন্তা না করিয়াই আহার্য্য প্রাণীর প্রতি লম্ফ প্রদান করে ভগবৎ অনুসন্ধানেও তদ্রূপ করিতে হইবে"—বাক্যটী দেখা মাত্রই মাত্র ২৲ টাকা লইয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবন ধামের উদ্দেশে বহির্গত হন। পথিমধ্যে আশ্চর্য্যজনকভাবে একজন তাঁহাকে মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া দিয়া মথুরায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা করেন। ভগবদিচ্ছায় মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হন এবং শ্রীবেদান্ত সমিতিতেই থাকিবার বাসনা প্রকাশ করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল গুরুদেবের নিকট একসঙ্গে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার Personal Assistant রূপে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শীঘ্রই তাঁহার বিবিধ গুণাবলীর প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তনে অতীব উৎসাহ, নির্দাম্ভিক বিনয়-নম্র ব্যবহার, বৈষ্ণব-অভিমানশূন্যতা ও সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যে অত্যুৎসাহ তাঁহাকে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভ সেবক পর্য্যায়ে উন্নীত করিল। "শ্রীল গুরুদেবের ভৌম জগতে প্রকটাবস্থায় তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ভজনে ও প্রচারে বিশেষ উন্নতি ও সহায়ক হইবে"—বিচার করিয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন। সেবাকার্য্যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার

প্রার্থনানুযায়ী শ্রীশ্রীল গুরুদেব বিগত গৌর পূর্ণিমায় কলিকালে শাস্ত্রবিহিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদানান্তর অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত **পর্য্যটক** মহারাজ নামে পরিচিত করেন। ইঁহার বয়স মাত্র ২৬½ বৎসর। বেদান্ত, গোস্বামিবৃন্দ-রচিত বিবিধ সুদুরূহ দার্শনিক গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে অত্যদ্ভুত বিচার সম্বলিত বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

## ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দণ্ডী মহারাজ

ইনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স ৩৬ বৎসর। অতি বাল্যকাল হইতেই ইঁহার মধ্যে ধর্ম্মপ্রবণতা লক্ষিত হয়। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আশ্রমে যোগদান করেন। তথায় তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ঐ সম্প্রদায়ে থাকা-কালীন তাঁহার বহু শিষ্য-সামন্ত হয়। হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব, ভিলাই, জব্বল-পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে ইঁহার খ্যাতি আছে। বৃন্দাবনে থাকাকালীন ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রতি আকৃষ্ট হন, যদিও নিম্বার্কী ছিলেন। শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর কীর্ত্তন তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার করিত। অতঃপর সমিতির শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে (মথুরা) যাতায়াত করিতে থাকেন। তথায় শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজের সহিত বিচারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিচার নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বিচার অপেক্ষা অনেক উন্নত জানিয়া ৭।৮ মাস পূর্ব্বে শ্রীবেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীগুরুশরণ দাস। দীক্ষান্তে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নাম প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন। তাঁহার আর্ত্তি ও একাগ্রতা দেখিয়া গত গৌর পূর্ণিমায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে কলিকালে শাস্ত্রবিহিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত **দণ্ডী** মহারাজ নামে পরিচিত করেন।

## ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ

বাল্যকাল হইতেই ইনি সদ্ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। জনক-জননীর প্রেরণায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহাদি দ্বারা ইনি সংসারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। ঈশ্বরানুসন্ধানে সংসার ত্যাগের বাসনা কিন্তু ইঁহার

হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। অনন্তর সুযোগ উপস্থিত হইল। ভগবদনুগ্রহে বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এই সময়ে কর্ম্মোপলক্ষে ইনি মথুরায় অবস্থান করিতেন। মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের ধর্ম্মজগতে অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সময়ে তিনি উক্ত মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। ঐ স্থানে শ্রীগুরু-মুখপদ্মবাক্য শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত হয় এবং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সমিতিতে যোগদান করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে মথুরা মঠে বিবিধ সেবার ভার অর্পণ করেন। তদবধি ইনি একনিষ্ঠভাবে শ্রীগুর্ব্বাদেশ পালন করিতে থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী রতির জন্য ইনি বিগত গৌর পূর্ণিমায় কলিকালে শাস্ত্রবিহিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ প্রাপ্ত হন। দীক্ষিতাবস্থার নাম ছিল শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী। সন্ন্যাসান্তে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম তাঁহাকে অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত **ভিক্ষু** মহারাজ নামে পরিচিত করেন। ইনি অবাঙ্গালী, বয়ক্রম ৩২ বৎসর, অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় প্রচুর আগ্রহী। হিন্দী ভাষায় ধর্ম্মসম্বন্ধে ইনি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন।

### ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

২৪ পরগণা জিলার মথুরাপুর অঞ্চলে ইঁহার জন্মস্থান। জন্ম হইতেই ইনি ধর্ম্মভীরু এবং সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেন। গৃহে থাকাকালীন ইনি সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বাশ্রমের পত্নী ও মাতা ইঁহার হরিভজনের পথে অত্যন্ত বাধার সৃষ্টি করিলে 'ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র কাম্য, ভজন প্রতিকূল স্থান পরিত্যাগই বিধেয়'—এইরূপ সদ্বিচার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবামানসে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ৪বৎসর পূর্ব্বে মঠে যোগদান করেন। অতঃপর মঠের বিবিধ আচার ও প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া একটী প্রচার-সঙ্ঘ সহ বাংলা ও বাংলার বাহিরে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতে থাকেন। 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন'—এই বিশ্বাসই তাঁহাকে হরি সেবায় অটুট রাখিয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর, প্রচারকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী, লোকপ্রিয়, বিশেষতঃ মেদিনীপুর অঞ্চলে ইঁহার খ্যাতি আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ভক্তিবিরোধী যাবতীয় অসৎ, প্রতিকূল চিন্তা

হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে বিগত গৌর পূর্ণিমায় কলিকালে শাস্ত্রবিহিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদানান্তর শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত **ত্রিদণ্ডী** মহারাজ নামে পরিচিত করেন। তেজস্বিনী ভাষায় নিছক সত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসা আছে।

## ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ

ইনি বালেশ্বর জিলায় এক প্রসিদ্ধ ওড়িয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ভগবদনুশীলনের পথে ঘোর বিরোধিতা করিলে 'পিতা ন স স্যাৎ'—এই ভাগবতবাণী স্মরণপূর্ব্বক ২০।২২ বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীহরি-নাম ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের সেবক হিসাবে অবস্থান করিতেন। তথায় প্রায় ২০ বৎসর সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন। কোন কারণবশতঃ তথায় চিত্ত সংযত করিতে না পারিয়া গত ১৩৭০ সনের গৌর পূর্ণিমা উৎসব-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর। অনন্তর অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও অন্যান্য বৈষ্ণব-সমক্ষে কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন। বিবিধ সেবাকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল গুরুদেব তাঁহার প্রার্থনানুসারে বিগত গৌর পূর্ণিমায় কলিকালে শাস্ত্রবিহিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদানান্তর দীক্ষাকালীন নাম শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রজবাসী পরিবর্ত্তন করিয়া অষ্টোত্তর-শতনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত **পরমাদ্বৈতী** মহারাজ নামে পরিচিত করেন। ইনি সুকীর্ত্তন-গায়ক এবং মিষ্টস্বরে কীর্ত্তনের মাধ্যমে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে দক্ষ। বিবিধ সাজসজ্জা ও কাষ্ঠশিল্পে ইহাঁর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

**—নিজস্ব সংবাদ**

## শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ভিত্তি স্থাপন

বিগত ১৩ই বৈশাখ শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম কয়েক মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সহ শ্রীসিদ্ধবাটী মঠোদ্দেশে তথায় শুভবিজয় করেন। অতঃপর

১৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে মাহেন্দ্রযোগে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এস্থানে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীমন্দিরটী প্রস্তর-নির্ম্মিত হইতেছে। মন্দির কক্ষের পরিমাপ ১৪´×১৪´ এবং বারান্দাসহ পরিমাপ ৩০´×৩২´। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ঐকান্তিক বিশ্রম্ভ সেবক শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন প্রভুর নির্য্যাণে তৎস্মৃতিরক্ষার্থে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ এই প্রস্তাব করেন। এতদিন পর সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ায় সমিতির সেকবগণ ইহা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা জানিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছেন। —প্রচার সম্পাদক

## অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

বিগত ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পূর্ণধর্ম্মের অভিব্যক্তি যে যুগে হইয়াছিল সেই সত্যযুগের উৎপত্তি এই অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি। সুতরাং তৃতীয়া তিথির ইহাই একটী বৈশিষ্ট্য'—ইহাতে ধর্ম্মের কখনও ক্ষয় হয় না; তজ্জন্যই অক্ষয়া তৃতীয়া।

অকৃত্রিম সত্য-স্থাপক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত ভাষ্য অক্ষর বস্তুর আলোচনা করেন, অলীক মায়াবাদের প্রশ্রয় আদৌ দেন না। এই সকল দৈব কারণে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বেদান্তের অক্ষরাত্মক সবিশেষত্ব প্রতিপাদনার্থে এই অক্ষয়া তৃতীয়া তিথি-সমাশ্রয়ে জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড জীবের নিখিল, সার্ব্বকালিকী অক্ষরা হিতচিন্তায় রত আছেন। এই সার্ব্বকালিকী চিন্তা হইল—জীবকে তাহার স্বরূপ-বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য মঙ্গলের আকর ভগবদ্ধামে প্রধাবিত করা। এই প্রকার চিন্তা ও এরূপ অমূল্য দানের মহত্ত্ব, অক্ষরত্ব ও অব্যয়ত্ব বিচারের ক্ষমতা আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ভোগের প্রাচুর্য্যে নিত্য সুখান্বেষী ভ্রান্ত কর্ম্মীর নাই। সমিতি-কর্ত্তৃপক্ষ এই জন্যই প্রতি বৎসরই নিত্যধর্ম্ম-জনক এই অক্ষয়া তিথিকে বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া নিখিল বিশ্বে সেই চিন্ময় শাশ্বত ধর্ম্মের বার্ত্তা বিঘোষিত করেন। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য শাখা মঠসমূহে মধ্যাহ্নে ভোগরাগের সময়ে উপস্থিত সকলকেই এইদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। —নিজস্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয় পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
# গৌড়ীয়-পত্রিকা
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১ বামন, ৪৭৯ গৌরাব্দ | ৪র্থ সংখ্যা
মঙ্গলবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২; ইং ১৫।৬।১৯৬৫

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### প্রথমোঽধ্যায়ঃ

তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ ২৩॥

পাপসকল তাহার নিকট হইতে নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মলোক সমস্ত পাপ-নাশক; সেইজন্য এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে (লাভ করিতে পারিলে) অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে, বিদ্ধ (সংসার-দুঃখাদি-গ্রস্ত) অবিদ্ধ (তদ্দুঃখশূন্য) হইয়া থাকে; সন্তাপযুক্ত ব্যক্তি সন্তাপহীন হইয়া থাকে এবং এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে রাত্রিও দিবসরূপে পরিণত হইতে পারে; যেহেতু এই ব্রহ্মলোক নিরন্তর প্রকাশমান রহিয়াছে। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যবলে এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মলোক

তাঁহাদিগেরই মনোরথ পূরণ করিয়া থাকে। সমস্ত লোকেই তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে পারেন ॥ ২৩ ॥

অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥ ২৪ ॥

ইহলোকে "যজ্ঞ" নামে যাহা পরিচিত, ব্রহ্মচর্য্যই (বস্তুতঃ) ঐ "যজ্ঞ"; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যবলেই তাঁহার জ্ঞান এবং লাভ হইয়া থাকে।

ইহলোকে "ইষ্ট" নামে যাহা কথিত, ব্রহ্মচর্য্যই (বস্তুতঃ ঐ "ইষ্ট"। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যবলেই উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায় ॥ ২৪ ॥

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে ॥ ২৫ ॥

ইহলোকে "সত্রায়ণ" নামে যাহা খ্যাত, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "সত্রায়ণ"। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই জীব "সৎ" অর্থাৎ আত্মার "ত্রায়ণ" অর্থাৎ ত্রাণ (উদ্ধার) অবগত হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহা "মৌন" নামে প্রসিদ্ধ, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "মৌন"। কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে অবগত হইয়া তদ্‌বিষয়ে মনন (অর্থাৎ বিচার) করা যায় ॥ ২৫ ॥

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতেঽথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি তদৈরমদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইহলোকে "অনাশকায়ন" নামে যাহা কীর্ত্তিত হয়, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "অনাশকায়ন"। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে আত্মার অবগতি হইয়াছে, ঐ আত্মা কখনও বিনষ্ট (অধোগতি বা সংসারবন্ধনযুক্ত) হয় না।

ইহলোকে "অরণ্যায়ন" নামে যাহা বিদিত, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "অরণ্যায়ন"। "অর" এবং "ণ্য" নামে প্রসিদ্ধ সমুদ্রদ্বয় ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ তৃতীয় স্বর্গে অবস্থিত। যে-স্থলে ঐ রমদীয় (মনোরম অন্নময়) সরোবর

সোমসবন নামক অশ্বত্থ বৃক্ষ, অপরাজিতা পুরী, ব্রহ্মার প্রভুত্বযুক্ত হিরণ্ময় স্থান বর্ত্তমান আছে ॥ ২৬ ॥

তদ্ য এবৈতাবরং চ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ২৭ ॥

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যবলে ব্রহ্মলোকস্থিত "অর", "ণ্য" অর্থাৎ অর্ণবকে অবগত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বত্র যথেচ্ছভাবে বিহার করিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ২৮ ॥

এই আদিত্যের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ (তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা) দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু (স্বর্ণময় শ্মশ্রুযুক্ত,) হিরণ্যকেশ (সুবর্ণময় কেশযুক্ত) এবং তাঁহার নখ হইতে সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণময় ॥ ২৮ ॥

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ২৯ ॥

তাঁহার নয়নযুগল সূর্য্যকর-বিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি "উদিতি" নামে খ্যাত। তিনি সর্ব্বপাপ অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থিত। যিনি ইঁহাকে এরূপভাবে জানেন, তিনিও সর্ব্বপাপ অতিক্রম করেন ॥ ২৯ ॥

মুণ্ডকে কথিতং যত্তু ব্রহ্মধাম হিরণ্ময়ম্।
মায়াপুরগতং তদ্ধিযোগপীঠং সুনির্ম্মলম্ ॥
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ৩০ ॥

মুণ্ডক-উপনিষদে যে হিরণ্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে, মায়াপুরস্থিত সুনির্ম্মল যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম।

হিরণ্ময় পরম কোষাভ্যন্তরে রজোগুণ-সংসর্গরহিত শুদ্ধসত্ত্বময় জ্যোতিষ্ক-গণের পরম জ্যোতিঃস্বরূপ (অর্থাৎ বিশ্বপ্রকাশক) যে নিষ্কল (অখণ্ড ব্রহ্ম) অবস্থিত, আত্মতত্ত্বজ্ঞগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। যে-সকল নিষ্কাম বুধজন পরমপুরুষের উপাসক, তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্ব গুণময় পদার্থবিভূষিত

পরমব্রহ্মধামকে অবগত হইতে পারেন এবং এই সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ৩০ ॥

চৈতন্যোপনিষদ্বাক্যং শৃণু সাধো প্রযত্নতঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং যেন সাক্ষাৎ সমীরিতম্ ॥

স তথা ভূত্বা ভূয় এনমুপসত্যাহ ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্ন-প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি। কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রূহীতি ॥ ৩১ ॥

হে সাধুজন, আপনারা চৈতন্য-উপনিষদ্-বাক্য মনোযোগে শ্রবণ করুন। তথায় সাক্ষাৎভাবে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বর্ণিত রহিয়াছে।

তিনি সেরূপভাবে পুনরায় তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্, কলিযুগের পাপাচ্ছন্নমতি লোকসকল কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারে? কলিযুগে দেবতাই বা কে এবং উপাসনা-মন্ত্রই বা কি, তাহা বলুন ॥৩১॥

স হোবাচ,—রহস্যং তে বদিষ্যামি। জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ, সর্ব্বাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি ॥ ৩২ ॥

তিনি ( উত্তরে ) বলিলেন,—তোমার নিকট গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিতেছি ( শ্রবণ কর )। গঙ্গাতীরে গোলোক-সংজ্ঞক নবদ্বীপ-ধামে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ গোবিন্দ দ্বিভুজ, গৌরকান্তি, মহাত্মা, মহাযোগী, মায়িক-গুণত্রয়-রহিত, শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তির প্রচার করিবেন। এ বিষয়ে এ সমস্ত প্রমাণশ্লোক রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

## দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অনন্তসংহিতায়াং যদীশেন বর্ণিতং পুরা।
তদাদৌ সংগ্রহীষ্যামি বিদ্বচ্চিত্ত-সুখাবহম্ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ,—

কো বা স কৃষ্ণচৈতন্যো কিম্বা তচ্চরিতং শুভম্।
অনন্তসংহিতা কা বা কথং কেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

অনন্ত-সংহিতায় মহাদেব পূর্ব্বে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, বুধজনের চিত্তসুখকর সেই বিষয় প্রথমেই এস্থলে বর্ণন করিব।

শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—( হে প্রাণনাথ, ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে ? তাঁহার পুণ্যচরিতই বা কিরূপ ? অনন্তসংহিতা কি এবং কি-জন্য কে প্রকাশিত করিয়াছেন ? ১ ॥

বিষ্ণোর্বিবিধনামানি শ্রুতানি তব বক্ত্রতঃ।
গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণচৈতন্যৌ ন কদাপি প্রকাশিতৌ ॥ ২ ॥

আপনার মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অনেক নাম শুনিয়াছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এই নামদ্বয় কোনদিনই প্রকাশ করেন নাই ॥ ২ ॥

দধারোর্দ্ধ্বমুখে কস্মান্নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্।
সংহিতাঞ্চ শুভাধারাং প্রাণনাথ বদস্ব তৎ ॥ ৩ ॥

( হে প্রাণনাথ, ) আপনি কি জন্য এই সর্ব্বমঙ্গলময় নাম এবং পুণ্যসংহিতা ঊর্দ্ধমুখে ধারণ করিয়াছেন তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

অহোতি ভাগ্যং তব শৈলপুত্রি, রাধাসমাং ত্বাং হি জগাদ বিষ্ণুঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথাসু কান্তে, যোগ্যাসি কৃষ্ণার্পিতদেহ-বুদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—অহো, হে পার্ব্বতি, তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী ; ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে শ্রীরাধিকার সমান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তোমার দেহ ও বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব হে কান্তে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-শ্রবণে তোমার যথার্থই অধিকার রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ব্রজরাজপুত্রে, শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াম্।
তস্যাস্তি চৈতন্য-কথাধিকারো, হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ ॥ ৫ ॥

কারণ শ্রীকৃষ্ণে এবং হরিতুল্য শ্রীরাধিকায় যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই চৈতন্যদেবের কথা-শ্রবণাদিতে অধিকার রহিয়াছে ; কিন্তু হরিভক্তিহীন জনের সে-বিষয়ে কখনও অধিকার নাই ॥ ৫ ॥

য আদিদেবোঽখিললোকনাথো, যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা।
লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে, তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে ॥ ৬ ॥

হে প্রিয়ে, যিনি সমস্তের আদিভূত, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, যাঁহা হইতে এই সমুদয় চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি পরমাত্মস্বরূপ এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে সমস্তের লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

# স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব

জীব যখন দেহে ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকামী হইয়া নানাবিধ কর্ম্মের আবাহন করিয়া থাকে, তখন সে স্মার্ত্ত নামে অভিহিত। যে-সকল জীব ভগবানে শরণাপন্ন নহেন বা সাধুজনে প্রপন্ন নহেন, কেবলমাত্র নিজ নিজ দৈহিক চেষ্টাতেই ব্যাপৃত, তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য স্মৃত্যুক্ত বিধানসমূহ রচিত হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থলাভের জন্য মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্যে লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগের ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি সঙ্কোচিত করিবার জন্য স্মৃতির কঠোর আদেশ। সুতরাং স্মৃত্যুক্ত কার্য্যসমূহ নিত্য নহে—নৈমিত্তিক-মাত্র অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-কার্য্যসমূহ নিত্য। কারণ, সেখানে কার্য্যের ফলভোক্তা ভগবান্ এবং উহা একমাত্র ভগবদুদ্দেশ্যেই কৃত হয় এবং পরেও নিত্যকাল কৃত হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বোল্লিখিত 'দায়ভাগ', 'সংস্কার', 'শুদ্ধিনির্ণয়', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'শ্রাদ্ধ' প্রভৃতি কার্য্য মানবের শতবর্ষ পরমায়ুকালের জন্য, আবার সেখানেও ফলভোক্তা ঐ মানবই। সেখানে জীবের সৎস্বরূপের কোন কৃত্যের উল্লেখ নাই। দুর্গোৎসব-একাদশ্যাদি নির্ণয়, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্যও ভুক্তি-মুক্তিমূলক। সুতরাং উহারা নৈমিত্তিক। কিন্তু ভগবানে শরণাপন্ন বৈষ্ণবগণের নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন নাই। তাহারা সর্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভগবানকেই একমাত্র সর্ব্বফলভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত পাদ্মবচনম্)

অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বদা স্মরণীয়—এইটীই একমাত্র বিধি, আর বিষ্ণুকে কখনও বিস্মৃত হইবে না—এইটীই নিষেধ। এই দুইটী বিধি ও নিষেধ-বাক্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধ বিধানসমূহ জন্মিয়াছে অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান সর্ব্বদা স্মরণপথে আসেন, তাহাই বিধি। যে কার্য্যদ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয়, তাহাই নিষেধ।

বৈষ্ণবগণ ভগবানে শরণাগত, সুতরাং তাহাদের যাবতীয় কর্ম্মই

ভগবানের সেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর ও নির্ব্ব্যলীক, কারণ ভগবানের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত। জগতে বড় হইবেন, অপরকে ছোট করিবেন অথবা বহু যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, জপ, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বহুতীর্থে ভ্রমণ, দুর্গোৎসবে বহু বহু বলি প্রদান করিয়া জগতে সুনাম ও পরলোকে স্বর্গাদি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নাই। কিংবা তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া মুক্তিসুখ ভোগ করিবেন—এরূপ আকাঙ্ক্ষাও করেন না। কোটী কোটী জন্ম, এমনকি নরক-বাসেও যদি আরাধ্যদেবের সেবা লাভ হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রার্থিতব্য-বিষয়। ভগবৎপ্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে দেখা যায়, পুরাকালে অজামিলকে লইয়া হরিজনের সহিত প্রকৃতিজনের বিচার হইয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গে যমরাজ প্রকৃতিজনগণকে ( যমদূতগণকে ) বলিয়াছিলেন—অন্যের কা কথা, জৈমিন্যাদি বা মন্বাদি কর্ম্মকাণ্ডৈকবুদ্ধি মহাজনগণও হরিজনের স্বভাব সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কারণ তাহাদের বুদ্ধি ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহদ্বারা বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বিবেকশক্তি দৈবীমায়াদ্বারা বিমোহিত। এই জন্য বহু বিস্তারশীল, ঘটাপরিপূর্ণ স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মসমূহকেই তাহারা বহুমানন করেন। তাহারা দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ( অর্থাৎ কামুকগণ জগতের সর্ব্বত্রই কামিনীময় দর্শন করে ) এই ন্যায়ানুসারে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ভক্তিচেষ্টাতেও নানাবিধ দোষারোপ করিয়া থাকে, তাহারা পাদোদকে জল বুদ্ধি করে, শ্রীনারায়ণ শূদ্রস্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেলে আবার পঞ্চগব্যাদি দ্বারা শোধনযোগ্য মনে করে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানেও স্পর্শদোষ সম্ভব এবং গোময়াদি ভগবানকেও পবিত্র করিতে পারে—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, ভগবৎপ্রসাদকে সামান্য ডালভাত মনে করিয়া তাহা স্পর্শ-দোষে দুষ্ট হয় এরূপ জ্ঞান করে, শিষ্যের পক্ক অন্ন গুরু গ্রহণ করিলে বা ভগবানে নিবেদন করিলে গুরুর ও ভগবানের জাতি যাইবে এইরূপ বুদ্ধি করে, আতপ অন্ন ভোজন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, পথ ডিঙ্গাইয়া চলা, গরদের ধুতি পরিধান প্রভৃতি কার্য্য মধ্যেই ভগবদ্ভক্তি বিরাজিত বলিয়া মনে করে, বৈষ্ণবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীব মনে করে, আসুর বর্ণাশ্রমের উদ্দিষ্ট কার্য্য না করিলে প্রত্যবায় হইবে বিবেচনা করে, ধর্ম্মকে

সমাজের অধীন জ্ঞান করে, ভগবদ্‌বিরোধী সমাজকে বহুমানন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণ-শিরোমণি সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতায় ভগবান স্বমুখে বলিয়াছেন —

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে যে-সকল পাপ হইবে তাহা হইতে মুক্ত করিব।

তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন,—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ।।

যে-সকল সাধুব্যক্তি ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন তাঁহারাই কর্ম্মমার্গীয় পঞ্চসূনাদিকৃত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা নিজে ভোক্তা সাজিয়া নিজের ভোগের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে বা তাহা ভোগ করে, তাহারা পাপ ভোজন করিয়া থাকে। শ্রীগীতায় ভগবান আরও বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"

যজ্ঞ অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর জন্যই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, নতুবা কর্ম্ম বন্ধনের কারণমাত্র। বিষ্ণুর জন্য কর্ম্মই ভক্তি, তাহাই ক্রমে পরাভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরাভবেদিতি॥

অন্যত্র,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

যিনি ভক্তি ইচ্ছা করেন তিনি লৌকিকীই হউক বা বৈদিকীই হউক, যে কিছু কার্য্যই করেন না কেন হরিসেবার অনুকূলেই করিবেন। সুতরাং ভক্তের যাবতীয় কার্য্যই হরিসেবামূলক বলিয়া সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত ও নির্গুণ পরাভক্তি লাভের সহায়ক এবং অভক্ত স্মার্ত্তের যাবতীয় কার্য্যই নিজের ভোগতাৎপর্য্যে কৃত বলিয়া পাপযুক্ত। স্মার্ত্তের বিচারের সৎকার্য্যগুলিও সম্পূর্ণ পাপ-নির্ম্মুক্ত নহে। যেমন সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন একটী সৎকার্য্য, কিন্তু কর্ম্মমার্গীয়গণ যে সাত্ত্বিক দ্রব্য গ্রহণ করে তাহা দ্বারাও জীবহিংসা হয়।

কারণ ফল-মূল ও জীব তাহাদিগকে কাটিয়া ভক্ষণ করিলেও জীবহিংসা-পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায় নাই। কিন্তু শরণাগত ভক্ত যথাশাস্ত্র হরির উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে, ফল-মূল-জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, ভগবান্ তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং ঐ ভক্ত যখন নির্গুণ ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন, তখন তাহাতে কোনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধোক্ত বচন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

ভগবদ্ভজন ব্যতীত, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিলেও, তাহাকে পাপভোগ করিতে হয়। কারণ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টাই ভোগমূলা, সুতরাং পাপসংযুক্ত। একমাত্র ভগবৎসেবামূলক কার্য্যই সম্পূর্ণ পাপনির্ম্মুক্ত।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥"

( ভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত পাদ্মবচন )

আমার জন্য কৃত পাপও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। আর আমাকে অনাদর করিয়া যদি ধর্ম্মও করা হয়, তাহাও আমার প্রভাবে পাপরূপে পরিণত হয়। আমরা রামানুজশাখার উর্দ্ধতন কোনও মহাপুরুষের চরিত্র হইতে এ বিষয়টী প্রমাণ করিব। শ্রীজীবপাদ শ্রীভাগবতের টীকায় এই আখ্যায়িকাটীর উল্লেখ করিয়াছেন,—পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তিরুমঙ্গই নামে একজন শ্রীবিষ্ণুভক্ত ছিলেন। যুবাকাল হইতেই তিনি ভগবানের সেবোদ্দেশে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তীর্থপর্য্যটনকালে চারিজন সিদ্ধপুরুষ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রথম শিষ্যের নাম "তর্কচূড়ামণি", দ্বিতীয় শিষ্যের নাম "দ্বার উন্মোচক", তৃতীয় শিষ্যের নাম "ছায়াগ্রহ" অর্থাৎ যে কেহ ছায়া স্পর্শ করিবামাত্র তাহার গতিরোধ হইয়া যাইত, চতুর্থ শিষ্যের নাম "জলোপরিচর" অর্থাৎ তিনি জলের উপরও পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। উক্ত চারিজন শিষ্যসহ তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে

একদা তিরুমঙ্গই শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মন্দির ভগ্নপ্রায়—অতি ক্ষুদ্র পরিসর এবং চর্ম্মচটীকুলের নিবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিবৃত ; ব্যাঘ্র-শিবা প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত সেবকগণ দিনের বেলায় একবার মাত্র আসিয়া শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চন সমাধা করিয়া যান। ইহা দেখিয়া তিরুমঙ্গই আলোয়ারের প্রাণে যুগপৎ দুঃখ ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বিষয়িভোগিগণ সুরম্যপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভোগ্যকামিনীর সহ নানা ক্রীড়ারসে বিভোর আছে, আর যিনি বিশ্বেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, সেই প্রাণের দেবতাকে তাহারা ক্ষুদ্র, ভগ্নপ্রায় মন্দিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আজ কৃষ্ণের সংসার অসুরে লুটিয়া খাইতেছে। তিনি নিজে কপর্দ্দকহীন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি চারিজন শিষ্যসহ যেখানেই কোন ধনীর নাম শুনিতে পাইতেন সেই স্থানেই ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ধন-দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অর্থ দান করা দূরে থাকুক, চোর-তস্কর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া, কেহ বা 'সাধুর আবার অর্থের দরকার কি?' ইত্যাদি ব্যঙ্গ বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিরুমঙ্গই কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি যখন দেখিলেন ধনিগণ ভগবানের অর্থ অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছে এবং নিজদিগকে ধনবান্ মনে করিতেছে, তখন ঐ সকল ভগবানের বিত্তাপহারী তস্কর ধনিগণের নিকট হইতে যে কোনও উপায়ে হউক ভগবানের অর্থ ভগবানের সেবাকার্য্যে লাগাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিরুমঙ্গই শিষ্যগণ সহ একটী দস্যুর দল বাঁধিলেন। তাঁহার "তর্কচূড়ামণি" নামক শিষ্য বিষয়িগণকে তর্কজালে বিজড়িত করিত, "দ্বারউন্মোচক" নামক শিষ্য ধনাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন, "ছায়াগ্রহ" গতিশক্তি রোধ করিতেন এবং "জলোপরিচর" নামক শিষ্য পরিখাবেষ্টিত রাজপুরীতে প্রবেশ লাভ করিয়া সমস্ত ধনরাজি লুণ্ঠন করিয়া আনিতে লাগিলেন।

অতঃপর বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইলে তিরুমঙ্গই নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র শিল্পী আনয়ন করাইয়া সপ্ত প্রাকারবিশিষ্ট পরম রমণীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। কিন্তু তিরুমঙ্গই নিজে দিনান্তে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া বিষ্ণু-নিবেদিত অন্ন একবারমাত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি ভগবানের

শরণাগত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং শিষ্যবর্গকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতেন। তিনি ঊর্দ্ধ্বরেতা জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী ছিলেন।

একজন নৈতিক বা স্মার্ত্তের চক্ষে দেখিতে গেলে, তিরুমঙ্গই আলোয়ারের উপরি উক্ত কার্য্যটি একটী দস্যুর কার্য্য, কিন্তু তিরুমঙ্গই নিজে এইরূপ দস্যুদলের নেতা হইয়া শিষ্যগণের দ্বারা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে এই কার্য্যটী করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্রও ভোগ বা প্রতিষ্ঠার আশা ছিল না। তিনি দেখিলেন, যাবতীয় ধনই শ্রীপতি নারায়ণের। কেবল মোহবশতঃ ধনিগণ ভগবানের সেবার অর্থদ্বারা নিজ নিজ ভোগতৃপ্তি সাধন করিতেছে। অতএব উহারাই প্রকৃত দস্যু-পদবাচ্য। সুতরাং ঐসকল দস্যুগণের নিকট হইতে যখন সোজা কথায় ধন ফিরিয়া পাওয়া গেল না, তখন ভগবানের সেবার জন্য যে কোনও উপায়ে উহা গ্রহণ করাই উচিত। তিরুমঙ্গইর এই দস্যুচিত কার্য্যটিই হরিজনগণের বিচারে ভগবদ্ভক্তি ও তৃণাদপি সুনীচতা। যেমন—হনুমানের লঙ্কা-দহনই ভগবদ্ভক্তি ও গুরুসেবা এবং তৃণাদপি সুনীচতার পরিচয়। কারণ এই কার্য্যে তাঁহাদের নিজ ভুক্তি-মুক্তির গন্ধমাত্রও নাই। আর ভুক্তি-মুক্তিমূলক যে-সকল কার্য্য জগতের চক্ষে অতি সৎকার্য্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাও অসৎ, কারণ তাহা একমাত্র সদ্বস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই। অতএব শ্রীভাগবতের উপদেশ এই যে—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ ( ভাঃ ৩।২৩।৫২ )

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

---

# প্রশ্নোত্তর

( শক্তিতত্ত্ব )

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর )

১০। হ্লাদিনীর স্বরূপ কি ?

""হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধিকা সেই হ্লাদিনীসারভাব।" —জৈঃ ধঃ ৩৫শ অঃ

১১। হ্লাদিনী-শক্তির বিক্রম কি ?

"হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা ব্যতীত জীব প্রেমরূপ-প্রয়োজন-লাভে রঅধিকারী

হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর কার্য্য কি কি ?

"তিন শক্তির প্রভাব-দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। **চিচ্ছক্তিতে** যে **সন্ধিনী বৃত্তি**, তাহার **কার্য্যরূপে** চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার **চিদ্বৈভবের উদয়** হইয়াছে; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনীর কার্য্য। **চিচ্ছক্তির** যে **সম্বিদ্বৃত্তি**, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত **চিন্তামণি ভাবের উদয়** হইয়াছে। **চিচ্ছক্তির** যে **হ্লাদিনী বৃত্তি**, তাহার **কার্য্যস্বরূপ** সমস্ত **প্রেমানন্দের অনুশীলন** হইতেছে। **জীবশক্তিতে** যে **সন্ধিনী**, তাহার **কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান** সমুদিত হইয়াছে; যাহাতে যে **সম্বিৎ-শক্তি**, তাহার **কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয়** হয়; তাহাতে যে **হ্লাদিনী**, তৎকার্য্যস্বরূপ **ব্রহ্মানন্দ** ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গযোগ-গত সমাধি-সুখ বা **কৈবল্য-সুখও** তাহার কার্য্য-বিশেষ। **মায়া-শক্তিতে** যে **সন্ধিনীবৃত্তি** আছে, তাহার **কার্য্যস্বরূপ** চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত **জড় বিশ্ব**, বদ্ধজীবের **জড় ও** লিঙ্গ শরীরদ্বয়, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। **বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম**, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় **গুণ** ও **জড়ীয় কার্য্য**—সমুদায়ই তদুদ্ভূত। **মায়াতে** যে **সম্বিদ্বৃত্তি**, তদ্দ্বারা **জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা কল্পনা** ও **বিচার**-সমুদায় উদিত হয়। **মায়াতে** যে **হ্লাদিনী বৃত্তি**, তদ্দ্বারা **স্থূল জড়ানন্দ** ও **স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম জড়ানন্দ** উদিত হইয়াছে।" —শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৩। চিন্ময় দেশ কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ?

"ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্বপু ও জীব-শরীর এবং এতদুভয়ের অবস্থানভাবরূপ চিন্ময়-দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন। —প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

১৪। তটস্থা শক্তি কাহাকে বলে ?

"যে শক্তি চিদচিৎ উভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম—তটস্থা।" —শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

১৫। 'যোগনিদ্রা' কি ?

"স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা'।" —ব্রং সং ৫।১২

১৬। যোগমায়া কি তত্ত্ব ? তিনি কি করেন ?

"চিচ্ছক্তির অন্য নাম—যোগমায়া। তিনিই কৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন, যাহা দেখিয়া জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টৃগণের চক্ষে অদ্ভুতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিত্যপ্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

১৭। কোন্ গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রে কৃষ্ণোপাসনা হয় ?

"কামগায়ত্রী—২৪॥ অক্ষরে একটি বেদতন্ত্রমন্ত্র-বিশেষ এবং কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয়, তাহাই কামবীজ।" —অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৩৭-১৩৮

১৮। কামগায়ত্রীর স্বরূপ কি ?

বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন্মে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া 'কামগায়ত্রী' হন। নিত্যসিদ্ধাগণ সম্বন্ধে যে মায়া-কল্পিত ব্রজ-ব্যাপার, তাহা নির্দ্দোষ। কেন না, সে মায়া জড়-মায়া নয়। যোগমায়া চিচ্ছক্তি এই ব্রজ-ব্যাপার কৃষ্ণেচ্ছায় বিধান করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধাগণের সহিত সালোক্য লাভ করত ঐ সকল উপনিষৎ, গায়ত্রী ও দেবীগণও পরকীয়াভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

১৯। জড়গতে পূজিতা দুর্গার কার্য্য কি ?

"চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—'দুর্গা'; তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপ-দমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; ষড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্ম্মরূপ বিংশতিঅস্ত্র-ধারিণী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী; এই সকল আকার-বিশিষ্টা দুর্গা—দুর্গ-বিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে—কারাগৃহ; তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কর্ম্মচক্রই তথায় 'দণ্ড'; বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ

শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ-ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ মহাবিদ্যা-রূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা' বিস্তার করেন।" —ব্রঃ সং ৫।৪৪

২০। মহামায়া, দুর্গা, কালী প্রভৃতি কি চিচ্ছক্তি? তাঁহাদের কার্য্য কি?

"জগতে মায়াদেবীকে 'দুর্গা', 'কালী' নামে পূজা করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের স্বরূপগত শক্তি। মায়া তাঁহারই ছায়া। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা—অর্থাৎ নিষ্কপট-কৃপা ও সকপট-কৃপা। যে-স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন, সেখানে স্বীয় বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যে-স্থলে সকপট কৃপা, সে-স্থলে জড়ীয় অনিত্যসুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যে-স্থলে নিতান্ত অননুগ্রহ, সে-স্থলে ব্রহ্মনির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন, তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ।" —'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হঃ চিঃ

২১। শ্রীকৃষ্ণের পীঠাবরণস্থ দুর্গা ও ভুবন-পূজিতা দুর্গার মধ্যে পার্থক্য কি?

"ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী; ছায়া-দুর্গা তাঁহারই দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২২। ভৌম-গোকুলে ও ভৌম-নবদ্বীপে যোগমায়া কি কার্য্য করেন?

"যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি সেইরূপ যোগমায়া-বলেই শ্রীগৌর-স্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মাদি লীলা হইয়া থাকে; ইহা স্বাধীন চিদ্‌বিজ্ঞান-তত্ত্ব,—মায়াধীন-চিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয়।" —ব্রঃ সং ৫।৫

২৩। গোলোকস্থ দুর্গার কার্য্য কি?

"চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ শক্তি।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

২৪। শুদ্ধশাক্ত ও শুদ্ধবৈষ্ণবে কি ভেদ?

"শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। * * * শক্তি দুই ন'ন, **একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি।** বিষ্ণুমায়া **নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি** এবং **সগুণ-অবস্থায়** জড়শক্তি।

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২৫। পরমেশ্বর বা তাঁহার শক্তি মানিব কেন?

"ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর অগ্নি-সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এই সকলই ভগবানের ঈক্ষণ-জনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ-গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতৃ-স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধি-মাত্র; অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পুর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।" —তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

২৬। ভগবানে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়?

" 'বিরুদ্ধধর্ম্মসামঞ্জস্যং তদচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ' ।

অর্থাৎ সেই তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি-প্রযুক্ত সবিশেষ-নির্ব্বিশেষরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয় সমঞ্জসরূপে বর্ত্তমান।" —'শক্তিমতত্ত্বপ্রকরণ', আঃ সূঃ ৬

২৭। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে কিরূপে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব হয়?

"সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে **অবিচিন্ত্য বিরোধ ভঞ্জিকা** একটী **শক্তি** আছে। সেই শক্তি-**বলেই তাঁহাতে পরস্পর বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান।** স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্ত-কৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণের সুন্দররূপে আপন-আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিরন্তর নিযুক্ত আছে।

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

**—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

## শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর—(দ্বাদশ তরঙ্গ)

### [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি গৌরচন্দ্র। জয় বসু-জাহ্নবীর জীবন নিত্যানন্দ॥
জয় শ্রীসীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর। জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর॥
জয় জয় দাস-গদাধর, নরহরি। জয় বক্রেশ্বর, জয় শ্রীগুপ্ত-মুরারি॥
জয় জগদীশ, শ্রীস্বরূপ-দামোদর। জয় হরিদাস, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রেমময়। জয় বাসুদেব ঘোষ, মুকুন্দ, সঞ্জয়॥
জয় রায়-রামানন্দ সর্ব্বগুণে আর্য্য। জয় বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য॥
জয় জগন্নাথ মিশ্র, বিদ্যাবাচস্পতি। জয় শ্রীবিজয়, বনমালী বিজ্ঞ অতি॥
জয় কাশীমিশ্র, শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ। জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত॥
জয় গদাধর শ্রীপণ্ডিত, ধনঞ্জয়। জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময়॥
জয় সনাতন-রূপ রসিকশেখর। জয় শ্রীগোপালভট্ট গুণের সাগর॥
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ দীনবন্ধু। জয় রঘুনাথ, রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর। জয় জয় শ্রীহৃদয়চৈতন্য-ঠাকুর॥
জয় জয় শ্রীজীব, শ্রীদাস-বৃন্দাবন। জয় কৃষ্ণদাস, শ্রীগোপাল, নারায়ণ॥
জয় জয় প্রভুগণ-প্রিয় শ্রীনিবাস। জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তমদাস॥
জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র। জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী খড়দহ গেলে। কহিয়ে কিঞ্চিৎ যৈছে ব্যাকুল সকলে॥
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুর। এসব সংবাদ পাঠাইল বিষ্ণুপুর॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে। শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে॥
সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা। নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা॥
নৃপতি হাম্বীর বনবিষ্ণুপুর হৈতে। আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে॥
শ্রীআচার্য্য ঐছে কত কহি' শিষ্যগণে। যাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে॥
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা। নবদ্বীপ-গমন সঙ্গ জানাইলা॥
তেঁহ স্নেহে শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে। নাজানি কি কহি সিক্ত হৈল নেত্রজলে॥
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিয়ায়। শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায়॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। নবদ্বীপে চলে মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন। নবদ্বীপ-পানে চাহে সজলনয়ন॥

বহুনেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে। আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে ॥
নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময়ে বার বার। নিবারিতে নারে, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
নবদ্বীপে গঙ্গা-শোভা করিয়া দর্শন। করয়ে ভারতবর্ষ-সৌভাগ্য বর্ণন ॥
গঙ্গা-আদি মহানদী ভারতবর্ষেতে। ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে ॥
ভারতবর্ষ-ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরণে,—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥
নাগদ্বীপস্তথা সোম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্ভৃতঃ ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥

"সাগর-সম্ভৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী" ইতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যা।
নবমস্যাস্য পৃথঙ্‌নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে ॥

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার। সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্ব হুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্য-মহিমা ॥

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি নববিধা ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির আরম্ভেতে। নহিল সে নামের ব্যত্যয় কোনমতে ॥
যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়। তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥
ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণ লীলানুসারেতে ॥
কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রামনাম লোকে অস্তব্যস্ত কৈল
তৈছে নবদ্বীপ-অন্তর্ভূত যত গ্রাম। প্রভুভক্ত-লীলামতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥

কথো অন্তব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে। কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥
দ্বীপ-নাম শ্রবণে সকল দুঃখক্ষয়। গঙ্গা-পূর্ব্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয় ॥

**নয়টী দ্বীপ কি কি?**

পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়। গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ—এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়। প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায়

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি-নবধা-দ্বীপদিব্যন্মনোহরম্ ॥
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্ ॥

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার। নবদ্বীপ লোক যত সংখ্যা নাই তার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

মধুপুরীপ্রায় যেন নবদ্বীপপুরী। এক জাতি লক্ষলক্ষ কহিতে না পারি ॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥
মহান্তঃ কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-পারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্-শূদ্র-বণিগ্‌জনাঃ ॥
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥

তথাহি গীতে—

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম।
অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম,
যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥
অষ্টসিদ্ধি নববিধি, আদি প্রতি
মন্দিরে নিরত ফিরত যনু দাস।
ধর্ম্ম, অর্থ, অরু কাম-মোক্ষগণে,
গণতন কোউ করত উপহাস ॥ (ক্রমশঃ)

# কালের গতি

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৭ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরু কোনও একটী নির্দ্দিষ্টবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ব্যবসা করিতে গিয়া শিষ্য করিতেন না, কিন্তু আজকাল নিজ উদর ভরণের জন্য কিছু জানুন্ আর না জানুন্, আপনাকে কুলগুরু বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক শিষ্যের নিকট স্বীয় অর্ব্বাচীনতার মূল্যস্বরূপ অর্থ-দ্রবিণ প্রভৃতি আদায় করিয়া লইতেছেন। ভক্তের শৌক্রবংশে জন্ম, ঈশ্বরের শৌক্রবংশে জন্ম প্রভৃতি সামাজিক পরিচয় গুরুপদ লাভ করিবার একমাত্র উপকরণ হইয়াছে। পরমার্থধর্ম্মকে সমাজাধীন করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত। পরমার্থ-ধর্ম্মের অধীনে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। তাঁহারা সকল পরমার্থ সমাজের অনুরোধে জলাঞ্জলি দিতে পারেন, কিন্তু পরমার্থের অধীনরূপে সমাজকে চালনা করিতে নারাজ।

শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামিগণ নিজ শিষ্যের দ্বারা ভগবৎসেবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সেবাকে নিজের জীবিকার বৃত্তি করেন নাই, কিন্তু আজকালের শ্রীবিগ্রহগণ ভোক্তা-সেবকের পণ্যরূপে অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে নিযুক্ত আছেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তের প্রদত্ত অর্থ গ্রাস করিয়া উদরভরণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ, ভোগময় সংসার-পোষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে অর্চ্চন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রভুর সময়ে গৃহস্থসকল গৃহে অভিনিবিষ্ট হইবার প্রতিকূলে শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপন করিতেন এবং আত্মীয়স্বজনকে শ্রীবিগ্রহের সেবকরূপে পরিণত করিতেন, কিন্তু আজ সেবকবংশ শ্রীবিগ্রহগণকে বাস্তবিক তাঁহাদিগের জীবিকোপায় বিলাসসহচর জ্ঞানে সেবা না করিয়া কলঙ্কিত করিতেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ভট্টগোস্বামী, পণ্ডিত গোস্বামিপ্রমুখ ভাগবত-উপদেশক-গণ তপোবেশজীবীর কদর্য্য আচার গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তাম্রকূটসেবা, নস্যগ্রহণ, চুরট ও বিড়ির প্রচলন ছিল না। বর্ত্তমানকালের পাঠক, কুলগুরুবংশ, বিগ্রহসেবী অধস্তনগণ এইগুলি ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে ভাগবত-অধ্যয়ন, দীক্ষা-গ্রহণ সদাচার-শিক্ষা প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানই আদর করেন না। কেবল সামাজিক বংশগৌরব লইয়াই ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ভক্তির স্বরূপজ্ঞান প্রভৃতি সমৃদ্ধিগুলিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া অভক্ত কর্ম্মীর ন্যায় কতকগুলি বাজে শুদ্ধাশুদ্ধি

বিচারে পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং বৈষ্ণব-অপরাধ করাকেই তাঁহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া জানেন। প্রভুর সময়ে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বিষয়-ভোগস্পৃহার বোঝা মাথায় চাপাইয়া ওতঃপ্রোতভাবে সংসার-সুখভোগ-বাসনায় প্রবল আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া ভজনানন্দীর অনুকরণ করেন। শ্রীরাসলীলা-পঠন-পাঠন, রসগান-কীর্ত্তন-শ্রবণ, অষ্টকালীয় লীলা স্মরণমূলে অপাত্রে কীর্ত্তন-প্রভৃতি ভজনবিরোধি-আচরণগুলিকে জড়ভোগপর বিষয়বিশেষ মনে করিয়া তাহাতেই প্রমত্ত। উহাই মহাজনের সদাচার বলিয়া আস্ফালনে ত্রুটি করেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা পরবর্ত্তী প্রকৃত শুদ্ধভক্তগণ এরূপ অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের কোনদিনই আদর করেন নাই।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রাদ্ধপাত্র শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রদান করেন, আর সম্প্রতি শ্রাদ্ধপাত্র শৌক্রবিচার অবলম্বন করিয়া অপাত্রকে পাংক্তেয় জ্ঞানে অবাধে বিতরণ হইতেছে।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, মদনী ও কৃষ্ণদাস হোড়্ প্রভৃতি নিত্যানন্দ-শাখাগণ শৌক্র-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করায় দীক্ষাকালে সংস্কার গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হইতেন, আর একালে বামুন-ঠাকুর শিষ্য রুইদাসকে রুইদাস রাখিয়া নিজেকে অধঃপাতিত করিতেছেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ দেবকে যথাশাস্ত্র মহাজনপথে উপনয়নসংস্কার প্রদান করিয়া শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের ভার দিলেন, আর বর্ত্তমানকালে গৃহস্থ গোসাঞী নিজে বামুন থাকিয়া বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়া তাঁহার অশুক্লবিত্তে নিজের অন্ন-বস্ত্রের যোগাড় করিয়া লইতেছেন। শুধু তাই নয়, যাঁহারা প্রাচীন সদাচার দীক্ষার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন না। গোসাঞিজীরা কেবল গৃহস্থলীতেই মনোযোগ দেওয়ায় 'জল-অচল জাতিকে' প্রসাদ, এমন কি চরণামৃত স্পর্শ করিতে দিতেও নারাজ। এখন ঐরূপ করিলে তাঁহাদের জাতিপাত হয়। পূর্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুর জাতি কেহ নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনই বা তাঁহার প্রাকৃত সন্তানাভিমানিগণের মধ্যে সেরূপ জাতিনাশের আশঙ্কা হইয়া উঠিল কেন?

—কাল-সমীক্ষক

# জৈব-সত্তার অবস্থা-বৈচিত্র্য

জীবগণ অনন্ত ও সূক্ষ্মস্বরূপ। বেদে গাহিয়াছেন, কেশের অগ্রভাগকে শতাংশ করিলে তাহার শতাংশের যে পরিমাণ, জীবের সেইরূপ সূক্ষ্ম স্বরূপ। জীব অণুচৈতন্য ও অসংখ্য। এই তত্ত্ব বেদমন্ত্র ও উপনিষৎ-সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদগণ ভগবৎ-স্তোত্রে বলিতেছেন যে, দেহধারি-জীবগণ যদি অপরিমিত, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে তাহাদের ভগবানের শাসনাধীন থাকার নিয়ম ( বেদ-সম্মত ) থাকিত না। জীব ও ভগবানকে যাঁহারা এক করিয়া জানে, তাঁহাদর মত দূষিত।

এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বদ্ধজীব চতুরশীতি লক্ষ যোনি আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে বৃক্ষ-প্রস্তরাদি আচ্ছাদিত-চেতন স্থাবররূপে বিংশতি লক্ষ জন্ম লাভ হয়, আর জঙ্গমগণের মধ্যে একাদশ লক্ষ জন্ম কৃমিরূপে, নবলক্ষ জন্ম জলচররূপে, দশ লক্ষ জন্ম পক্ষিরূপে এবং ত্রিশলক্ষ জন্ম পশুভাবে ব্যয়িত হয়। এই সকল অবস্থায় জীব সংকোচিত-চেতন। আর, মাত্র চতুর্লক্ষ জন্ম মনুষ্য-যোনিতে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বেদবিরোধী নীতিশূন্য ( ম্লেচ্ছ-পুলিন্দাদী ) বেদবিরোধী নিরীশ্বর-নীতিপরায়ণ, এবং বেদানুগত্যে কল্পিত সেশ্বর-জীবনে জীব মুকুলিত-চেতন। যথার্থ বেদানুগত ঈশ্বর-বিশ্বাসী জীবই বিকচিত-চেতন। যাঁহারা প্রেমভক্তি-রাজ্যে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারাই পূর্ণবিকচিত-চেতন জীব।

বেদনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকাংশ মুখে বেদ স্বীকার করিয়া বেদ-বিরুদ্ধাচারী যথেচ্ছাচার, কুকর্ম্মী, অধার্ম্মিক। আর, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজ ভোগকামনাময় পুণ্যার্জ্জন-তৎপর কর্ম্মনিষ্ঠ। অসংখ্য কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিমধ্যে একজন আত্মার নির্ম্মলতা-সাধনশীল জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট হইতে পারেন। এইরূপ অনেক জ্ঞানীর মধ্যে জড়বুদ্ধিরহিত মুক্ত পুরুষ একজন। যথার্থ কৃষ্ণভক্ত বহু মুক্তপুরুষ মধ্যেও বিরল। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া তিনি প্রশান্তচিত্ত। তাঁহার মনে স্বর্গাদি-ভুক্তিরূপ কামগন্ধ নাই, নির্ব্বাণাদি মোক্ষবাঞ্ছা নাই, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি-লাভের বাসনা নাই। সুতরাং স্বল্প কামনার অপ্রাপ্তি-জনিত অথবা প্রাপ্ত হইলেও তত্তৎকালের অনিত্যত্ব ও অনুপাদেয়ত্ব-প্রযুক্ত অশান্তি তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না।

আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন জীবের ভক্তি-জন্মোপযোগী সুকৃতির উদয় হয় অর্থাৎ অজ্ঞান-ক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা সাধিত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া চৈত্যগুরুরূপে তাঁহার হৃদয়ে পাপমুক্ত ও ভুক্তিমুক্তি-সাধনোপায় কর্ম্মজ্ঞানাবরণশূন্য শুদ্ধভক্তির কথা ক্রমশঃ শ্রবণহেতু শ্রদ্ধার উদয় করান এবং মহান্তগুরুরূপে নিজ প্রিয়তম জনকে প্রেরণপূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে স্ব-প্রসাদরূপ সাধুগুরু-সঙ্গে কৃষ্ণসেবা-সাধনে যোগ্যতা অর্পণ করেন।

ভক্তিকে লতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাকে ভক্তিলতাবীজ বলা হইয়াছে এবং ভক্তি-সাধককে মালীর সহিত উপমা করা হইয়াছে। দক্ষ মালী যেমন বীজ বপন করিয়া তাহাতে জলসেক করে, গো-মহিষ প্রভৃতির উপদ্রব হইতে লতার রক্ষা-কল্পে বেষ্টনী বা বেড়া দেয়, সেইরূপ সাধকও শুদ্ধহরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবাপরাধ, নানাপরাধ প্রভৃতি নিরাকরণ জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে ভক্তিলতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মধ্যে যেমন লতার উপরে পরগাছা প্রভৃতি উপশাখা জন্মিয়া মূল কাণ্ডের পুষ্টিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, সেইরূপ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, কপটতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক ভক্তি-লতাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে। এই উপশাখাগুলির ছেদনদ্বারা উৎসাদন না করিলে ভক্তিলতার বৃদ্ধি হইবে না, বরং উহা নষ্ট হইয়া যাইবে।

এই সকল উৎপাত বন্ধ করিয়া যদি অপরাধশূন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেক করা যায়, তাহা হইলে ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেহাত্মাভিমান অতিক্রম করিয়া, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষ ধারণার অবস্থা পার হইয়া দাস্য-প্রেমের গৌরবানুভূতির পরবর্ত্তী অবস্থা নির্ম্মল বিশ্রম্ভ-সেবাপরবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিরাশঙ্ক হয়। আর তাহার নাশের সম্ভাবনা থাকে না। জীবের ইহাই চরমকল্যাণের অবস্থা।

—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী

# শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রত

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের প্রায় প্রত্যেক পুরাণই ব্যবস্থা দিতেছেন যে "একাদশী ব্রত" সকল মানবেরই কর্ত্তব্য। সকল পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার যাঁহাদের অবকাশ নাই, তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র ভক্তিশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত মহাভাগবত শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের রচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বাদশ বিলাস পাঠ করিলেই বিশেষভাবে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী মৎস্যমাংস-ভোজী কলিসম্ভব অশুদ্ধ শূদ্রকল্প গ্রামযাজী—

"পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।।"

—এই শাস্ত্রীয় প্রমাণটীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণের নিকট নিজেদের জাত্যভিমান-জনিত তুচ্ছ পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য আষাঢ় মাসের কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় অলীক চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকেন, "পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীলোকেরা কখনও একাদশীব্রত করিবে না। যে রমণী এই ব্রত করিবেন, তিনি স্বামীর পরমায়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করিবেন।" এ স্থলে উপরের লিখিত মূল শ্লোকের "ব্রতঞ্চরেৎ" শব্দের অর্থে কেবলমাত্র একাদশী ব্রতভিন্ন অবৈষ্ণবপর অন্যান্য ব্রত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

একাদশীব্রতং যৈস্তু কৃতং ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
তৈশ্চ যজ্ঞা কৃতা সর্ব্বে ব্রতানি সফলানি চ।।

*( পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ২২ অঃ ৬৩ শ্লোক )*

ভক্তিসহকারে একাদশীব্রত করিলেই সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রতের ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব একাদশী নামক এই মহাব্রতের সহিত কখনও অন্যান্য ব্রত কিম্বা কোন পুণ্য কর্ম্মেরই তুলনা হইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক হইতে ২২শ শ্লোক আলোচ্য।

ব্রহ্মপুরাণের ২২৮ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসারের ২২শ ও ১৩শ অধ্যায়, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ২১শ অধ্যায়ে একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য এবং ভবিষ্য

পুরাণের উত্তর খণ্ডে উহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত আছে। একাদশীব্রত যে, সকল মানবেরই কর্ত্তব্য, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে, ভক্ত-পাঠকবৃন্দ স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

দেবপুরাধিপতি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার হস্তীশালার সর্ব্বপ্রধান হস্তীপৃষ্ঠে পটহ স্থাপন করিয়া তন্নিনাদ-সহকারে তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র এইরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—

অষ্টাবর্ষোঽধিকো মর্ত্তোহ্শীতি নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশ্যামুপোষণম্ ॥
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

( শ্রীনারদীয় পুরাণ )

যাহার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক অথবা অশীতি বর্ষের ন্যূন, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজত্ব মধ্যে একাদশীর দিন অন্ন ভক্ষণ করে, তবে সে আমার বধ্য, তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করিবে। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

ভূয়ো ভূয়ো দৃঢ়া বাণী শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং জনাঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং হরের্দ্দিনে ॥

( পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১৪ অঃ ৫৩ শ্লোক )

আমি বারংবার দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হে জনগণ! তোমরা শ্রবণ কর, যেন শ্রীহরিবাসরে কদাচ অন্ন ভক্ষণ করিও না।

ন শৈব ন চ সৌরোঽসৌ ন শাক্তো গণসেবকঃ।
যো ভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোর্জ্ঞেয়ঃ পশ্বাধিকো হি সঃ ॥

( পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ৩৭ অঃ ৬০ শ্লোক )

শৈব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি কেহই একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না, যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৮ শ্লোক )

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় **উৎকট** পাপই একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, এজন্য **একাদশীতে** অন্ন-ভক্ষণকারীর **কখনও পাপ** হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥
( শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২ বিঃ ১৫ শ্লোক )

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, **বানপ্রস্থ কিম্বা** যতি প্রভৃতি যে আশ্রমীই হউক না কেন, একাদশীতে অন্ন ভক্ষণ করিলে তাহার গো-মাংস ভক্ষণ করা হয়।

মাতৃহাঃ পিতৃহাশ্চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাস্তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥
( **স্কন্দপুরাণ**, শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বি, ১৩ শ্লোক )

একাদশীতে অন্ন-ভোজনে **মাতা**, পিতা, ভ্রাতা ও গুরু হত্যার পাপ হয়, এজন্য ভোজনকারী ব্যক্তি ( **অন্যান্য** পুণ্য করিলেও ) শ্রীবিষ্ণু-লোকে **গমন** করিতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীনারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন :—

সত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সন্ত্যেবৌদনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে॥
ভুঙ্‌ক্তে তানি চ সর্ব্বাণি যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র মন্দধীঃ।
ইহাতিপাতকী সোঽপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্॥
একাদশী-প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গলিত-ব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তসু জন্মসু।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥
( শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬ অঃ ২৪-২৬ শ্লোক )

একাদশীতে সকল প্রকার **মহাপাপই অন্নাশ্রিত** থাকে। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন **করে, সে ইহলোক** মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মরণান্তে একাদশী-পরিমিত যুগ-পরিমাণে কুম্ভীপাক নামক নরকে অবস্থান করত চণ্ডাল-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত গলিত-কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে, ইহা কমলযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

ব্রহ্মহত্যাদি পাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৯ শ্লোক)

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহা মহা পাপ হইতেও কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজনকারী ব্যক্তির কখনও নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

একাদশীর উপবাসে মানবগণের সকল প্রকার পাপই বিনাশ হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে "দেবদূত-কুণ্ডল' সংবাদে লিখিত আছে :—

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্পাপং যৎকৃতং বৈশ্য মানবৈঃ।
একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ ॥

হে বৈশ্য! মানবগণ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক, পাণি, পাদ, গুহ্য, উপস্থ ও মনদ্বারা যে-সকল পাপ করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই একাদশীর উপবাস দ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। অতএব—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি যতিস্তথা।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥
(অগ্নিপুরাণ, শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৩০ শ্লোক)

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, আহিতাগ্নি ও যতি ইহাঁরা কেহই (শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই) উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না।

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥
(বিষ্ণুসংহিতা)

বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
(গরুড় পুরাণ, শ্রী হ, ভ, বি, ২০ শ্লোক)

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীই সমান, ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভেদ জ্ঞান করে, তাহার পিতৃ-হত্যার পাপ হয়।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি। (বিষ্ণুসংহিতা)

স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলেও একাদশীতে ভোজন করিবে না।

শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—

বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চৈব স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥
(পদ্মপুরাণ উত্তর খ

**হে পার্ব্বতি! সকল বর্ণের, সকল আশ্রমের এবং সকল স্ত্রীলোকেরই একাদশী করা কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।**

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—

একদিন মাতৃপদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—মাতঃ, মোরে দেহ এক দান॥
মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু বলে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে,—না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥
( চৈঃ চঃ আঃ ১৫।৮-১০ )

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ( বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর খণ্ড )

স্বীয় পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তি-সহকারে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥
( বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক )

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ—ইহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরম প্রিয় একাদশী-ব্রত করিলে মোক্ষ ( বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ—পদ্মপুরাণ ) অর্থাৎ শ্রীহরির দাস্য লাভ করিতে পারেন।

একাদশ্যুপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্থিতঃ॥
( হঃ ভঃ বিঃ ১২ বি, ১২।৭১-ধৃত অগ্নিপুরাণ বচন )

যে ব্যক্তি সদা একাদশীর উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত, তথায় গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা।
স বিষ্ণুলোকং ব্রজতি যাতি বিষ্ণু-স্বরূপতাম্॥ (গরুড় পুরাণ)

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একাদশীর ব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ লাভ করত শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্॥
( ভাঃ ১০।২৮।১ শ্লোকের সিদ্ধান্ত-প্রদীপ-টীকা )

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক একাদশী ব্রত করেন, স্বয়ং শ্রীহরি তথায় অবস্থিত হন। তিনি সেই পরম দুর্লভ গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন।

একাদশী নামক যে মহাব্রত পালনের ফলে মানবগণ নির্বিঘ্নে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, পবন, যম, হুতাশন এবং শিব-শিবানীর চিরবাঞ্ছিত পরম রমণীয় অতি সুদুর্ল্লভ নিত্যানন্দময় নিত্যধাম গোলোকে গিয়া শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত এই মর্ত্ত্যভবনে আর কি আছে? এইজন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

একাদশী-ব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।
গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবজনাঃ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। অতএব তার্কিক শৃগালের সহিত 'ফেউ ফেউ' করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী মনে রাখা কর্ত্তব্য—

"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্বধর্ম্ম-সার ॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

—শ্রীগোপালদাস ভক্তিশাস্ত্রী, স্মৃতিতীর্থ

আগামী ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, মঙ্গলবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র হুগলী-চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা উপলক্ষে দশ দিবসব্যাপী বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়-গণের উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। বিস্তৃত বিবরণ ১৫০-৬০ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য।

# সন্দর্ভ-সার

## ( ভক্তিসন্দর্ভ—৪ )

কামদেব কৃষ্ণের কামনা পূরণ করাই আশ্রয়-জাতীয় জীবের একমাত্র কৃত্য। তাহাই ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলজনক। বাসুদেবের বাসনাপ্রতিকূল অভক্ত বদ্ধ-জীবের নশ্বর কাম-চরিতার্থই অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গলজনক। জীব নিজ কামসকলকে প্রতিকূল জ্ঞান না করিলে অভদ্রসকল হরিসেবার ব্যাঘাত-কারী হয়। হরিবিমুখতাই অনর্থ। সেবা-ফলে সেই অনর্থ দূর হয়। ভগবানের নিত্যবাসনার অনুকূলে জীবের নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত না হইলে বদ্ধাভিমানে অহংগ্রহোপাসক বা ভোগী হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎসেবাপর হইলেই অচিদ্‌বৃত্তি ভোগবাসনা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, সেইজন্য সেবকগণের সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সেবা করিতে করিতে সেবকাভিমান প্রবল হইলে মায়াদেবী ধীরে ধীরে সেই সেবককে নিজ সেবায় আকর্ষণ করেন, তখনই জীবের অন্যাভিলাষ আসিয়া হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া ভোগের দিকে আকর্ষণ করে। তজ্জন্য ভাগবতের উক্তি—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ (ভাঃ ১।২।১৮)

ভগবৎসেবা, ভাগবত-শ্রবণ, বৈষ্ণব-সেবা প্রভৃতিই ঐ অনর্থ নাশের উপায়। সেই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন—ভগবৎকথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরি শ্রবণকারীর হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়স্থ অভদ্রসকল বিনষ্ট করিয়া দেন। যতই শ্রবণাদি হইতে থাকে ততই অভদ্রসকল নাশ হয়। তখন ভাগবত-সেবাদ্বারা ( গ্রন্থ ও ভক্ত-ভাগবত ) নামাপরাধলক্ষণ অভদ্রসকল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া উত্তম-শ্লোক শ্রীহরিতে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। 'নষ্টপ্রায়' বলিতে জ্ঞানের মত সম্যক নষ্ট বুঝিতে হইবে না। এই বাক্যে "ভক্তির বাধাশূন্য স্বভাব" উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষা এবং ভাগবতশাস্ত্রের শ্রবণ-পঠন-বিচারণাদি সেবাদ্বারা নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তির উদয় হয়।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ( ভাঃ ১।২।১৯ )

রজস্তমোভাবময় বিক্ষেপ-লয় প্রভৃতি ও কাম-ক্রোধলোভাদি রিপুগণ-কর্ত্তৃক

অনাক্রান্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বগুণে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠানের পূর্ব্বদশায় কামাদিরূপ তীক্ষ্ণ শরবিদ্ধচিত্ত ব্যথাজর্জ্জরিত ব্যক্তির অন্নাদি গ্রহণের ন্যায় কীর্ত্তনাদিতে আস্বাদলাভ করিতে পারে না। রজঃ ও তমোগুণ হইতে জাত যে-সকল ভাব, তাহাই কামাদি রিপু।

অনর্থ থাকাকালে কতকগুলি প্রতিবন্ধক সাধকের চিত্তে জন্মগ্রহণ করে। সেবা করিতে আমিই গুরুদেবের প্রধান সেবক, আমাকেই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া প্রধান সেবার অধিকার দিয়াছেন—শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে গুরুদেবের কৃপায় প্রচারের অধিকার লাভ হইলে আমিই বড় বক্তা, আমার মত লোককে আকর্ষণ কেহই করিতে পারে না—এই সকল অভিমান প্রবল হইয়া সেবককে ক্রমে কাম-ক্রোধের দাস করিয়া তুলে। তখনই অতর্কিতভাবে কাম-রিপু হৃদয়ে আসন দৃঢ় করিয়া উপবেশন করিতে থাকে। এসকল অভিমান যাহাতে না আসে তজ্জন্য অভিমাননাশক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। তাহা কেবল বৈষ্ণবসেবার দ্বারা নাশ হয়। নিজেকে দীনহীন মনে করিয়া অপর গুরু-সেবকগণের সেবায় নিষ্কপটে আত্মসমর্পণই এই ব্যাধিনাশের উপায়। এইরূপে ভক্তিবিরোধী অভদ্র কামনাসকল ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইলে ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ —

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণ-কথায়, কৃষ্ণ-সেবায়, কৃষ্ণ-ভজনে সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাহা অনুষ্ঠিত হইলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়। সাধুসঙ্গফলে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। তখন ভজন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। শুদ্ধভক্তকৃপায় ভজনের সূত্র অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবের উদয় হইলে প্রেমের প্রাদুর্ভাব হইবে।

অনর্থ নিবৃত্তির পর কামলোভাদি বৃত্তিসকল নিষ্ঠাবান ভক্তের চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারে না। সেইকালে ভক্ত মিশ্রসত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত হন এবং তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে ভগবদাবির্ভাব হয়।

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥ ( ভাঃ ১।২।২০ )

এই প্রকার ভক্তিযোগ হইতে মুক্তসঙ্গ প্রসন্নচিত্ত জাতরুচিজনের ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয়। রতি ব্যতীত বিষয়স্পৃহা ত্যাগ হয় না, মনও প্রসন্ন হয় না। তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থে ভগবানের স্বরূপ-গুণ-লীলার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যানুভব। পূর্ব্বোক্তপ্রকার সেবাদ্বারা প্রসন্নমনা মুক্তসঙ্গের অর্থাৎ কামাদি-বাসনাবিহীন ব্যক্তির ভক্তিযোগবলে ভাগবতসেবা প্রভৃতি ভজনক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার জন্মে। অন্তর বা বাহ্যভাব ব্যতীত যে স্বতঃ অনুভব, তাহাই সাক্ষাৎকার।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও জ্ঞানমার্গ এই তিনটী জীবের বন্ধনের কারণ। যে-সকল বদ্ধজীব ভুক্তির আবাহন করে, তাহারা যথেচ্ছাচারিতার বন্ধনে ও পুণ্যবন্ধনে ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভাশায় আবদ্ধ হয়। আর যাঁহারা এই সকল ফলভোগবাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন বা হইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারাও হরিবিমুখতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে পুণ্যকামী ফলভোগী কর্ম্মী যে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, তাহা ভোগবৃদ্ধির উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত। আবার জ্ঞানীর যে নশ্বর ভোগবাসনায় বিরাগ, তাহাতে ভগবৎসেবার প্রতি বিরাগ প্রবল থাকায় তাহাও বন্ধনের কারণ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রবৃত্তি অনাত্মচেষ্টার বিশৃঙ্খলভাব, আত্মবৃত্তি ভক্তির উদয়ে ভজন ব্যতীত অন্য উদ্যম অকর্ম্মণ্য। নশ্বর ভোগ ও ত্যাগানুভূতি হইতে মুক্ত হইলেই আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইবার যোগ্যতা হয়। সুতরাং মুক্ত পুরুষ ব্যতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা সুষ্ঠুভাবে হয় না।

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান—বাসনামুক্ত ভগবৎসেবানিরত ব্যক্তিগণেরই লভ্য। ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মভূমিতে অবস্থিত বদ্ধজীবের নশ্বর ভোগ 'ইন্দ্রিয়সেবা' শব্দবাচ্য। তাহাকে অক্ষজজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়তর্পণ বলে। যেকালে নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রীতিস্থাপনে নিযুক্ত হয়, তৎকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের আবরণগুলির অধিষ্ঠান থাকে না। কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম এক নহে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি, তাহাই সাক্ষাৎকার। তাহার অভাবেই বাহ্য দর্শন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ( ভাঃ ১।২।২১ )

আত্মস্বরূপভূত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলেই অবিদ্যাহঙ্কার ধ্বংস হয়। অসম্ভাবনাদি সংশয় ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হৃদয়-গ্রন্থিই অহঙ্কার। জাগতিক অভিমান—আমি গুণবান, রূপবান, ধনবান, বিদ্বান ইত্যাদি অভিমানই প্রবল অহঙ্কার। সেবাপ্রভাবে তাদৃশ অহঙ্কার নাশ হইলে প্রকৃত সেবক হইতে পারা যায়।

সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়—এই বাক্যে তাঁহাকে দেখিলেই শ্রবণ-মননাদি ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধীয় সকল সংশয় সমাপ্ত হয়। শ্রবণদ্বারা জ্ঞেয়বস্তু ভগবানের সম্বন্ধে যাবতীয় অসম্ভাবনারূপ সন্দেহ বা অযোগ্যতা দূরীভূত হয়। মননদ্বারা জ্ঞেয়-গত বিপরীত ভাবনারূপ অস্ফূর্ত্তি, আর সাক্ষাৎক্রমে আত্মযোগ্যতাগত সম্ভাবনার বিপরীত ভাবনা এই উভয়ই নষ্ট হয়। ভগবদিচ্ছাক্রমে কর্ম্ম-সকলের ক্ষয় হয়।

ভক্তিপ্রতিকূল ধারণাসকল বর্ত্তমান থাকার সময় শ্রবণ-মননাদি-প্রধান ভক্ত্যঙ্গসমূহেও নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। নশ্বর জগৎ, জড় অনুভূতি, নশ্বর ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে শ্রবণাদির অপটুতা প্রভৃতি নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হয়। বৈকুণ্ঠবস্তুর উপযুক্ত কীর্ত্তনের অসম্ভাবনাহেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা ফললাভ হইবে না মনে করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সাধন হইতে বিরত হওয়াই সংশয়ের ফল জানিতে হইবে।

জ্ঞেয়গতাসম্ভাবনা—জ্ঞাতা জ্ঞানের সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞেয়। মায়িক জগতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর মায়িক ভেদ বর্ত্তমান থাকায় পরস্পর ভেদযুক্ত প্রতীত হয়। এই বিচার অনুসরণ করিয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুকে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সহিত ভেদভাবাপন্ন জানিলে জ্ঞেয়বস্তুর অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ে অসম্ভাবনার উদয় হয় অর্থাৎ ইহা সম্ভব হইবে না এইরূপ সন্দেহের উদয় হয়। সুষ্ঠু মনন-প্রভাবে বিপরীত ভাবনা দূর হয়, আর প্রভু-দর্শন-বিচার আসিলে দাসের প্রভু হইবার অযোগ্যতা প্রতিপন্ন ও দৃঢ় হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# ত্যক্তগৃহ শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি কি দোষাবহ ?

আমাদের সাধারণের বিচারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হেয়বৃত্তি জগতে আর নাই। ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কুক্কুর-বৃত্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। ভিক্ষাবৃত্তি লোককে হীন করে, অলস করে, পরমুখাপেক্ষী করে ও স্বাধীনতারূপ অমূল্য-রত্নকে হরণ করে। কিন্তু আমাদের আচার্য্যগণের বিচার লোকবিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন—ভিক্ষাবৃত্তিই সাত্ত্বিক বৃত্তি। ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষাদ্বারা গুরুসেবা করিবেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। বানপ্রস্থ সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। আর গৃহস্থগণ উক্ত তিন আশ্রমকে ভিক্ষা দান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'তপোবেশোপজীবী' নহেন। তাঁহাদের গুরু-কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের জীবন ভোগপর নহে, কেবল সেবাময়; তাঁহারা জগতের লোকের নিত্য মঙ্গল সাধনে সতত ব্যস্ত।

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

আমি অত্যন্ত ভোগী—কৃষ্ণের বিষয়কে আমি নিজের ভোগে নিযুক্ত করিয়াছি। একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণকে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমি তাহার স্থল অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমরা কি চোর নহি? আমরা ভগবানের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি বলিয়া এই সংসার-কারাগারে কতই ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। শ্রুতি বলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

পরমেশ্বরই বিশ্বের অধিপতি। তাঁহার দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার উচ্ছিষ্টই গ্রহণ কর। অপর বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করিও না। আবার শ্রীগীতা বলিতেছেন—

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌তে স্তেন এব সঃ। ( গীঃ ৩।১২ )
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ( গীঃ ৩।১৩ )

অন্নাদি যিনি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করেন তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উত্তম জন্য অপরিহার্য্য

সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে সেই পাপীসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে।

আমরা পাপ ভোজনে রত, চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী, শুদ্ধবৈষ্ণব আমাদের ন্যায় দুরাচারকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কত কটূক্তি সহ্য করিয়াও আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু জড়ীয় জ্ঞানে অন্ধ আমি দেখি, শুদ্ধবৈষ্ণব আমার মত একটী মানুষ—আমার মত অভাব আছে—আমার নিকট হইতে তাঁহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া নিতে আমার দ্বারে উপস্থিত! কিন্তু বৈষ্ণবের কোনও কালে কোন অভাব নাই, কারণ তিনি সর্ব্বদা স্বভাবে অবস্থিত—তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু, তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহার কি আর সামান্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য অভাব থাকিতে পারে? তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বীকার ও দ্বারে দ্বারে আগমন কেবল আমার ন্যায় পামরকে উদ্ধার করিবার জন্য। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি নিত্যানন্দপ্রভু সহ দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিনাম-প্রচার ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন—

'একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-স্থানে।
কৃপায় তাহার অন্ন মাগিল আপনে'॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য )

'দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন ভক্তির কারণে॥' (ঐ)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—
হেন জাতি নাহি না খাইলা কার ঘরে।
(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য)

শ্রীগৌরসুন্দর—
'মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ও ভোজন'।
(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য)

শুদ্ধ বৈষ্ণবের কোন অভাব নাই। তবে—

'যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥'

কিন্তু—
'বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
জাতি-বিদ্যা-ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥'

শুদ্ধবৈষ্ণব গুরু-কৃষ্ণদাস। তিনি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জীবের মঙ্গলার্থ এজগতে বিচরণ করেন। তিনি গুরু-কৃষ্ণের অবশেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন—

'তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥'

ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণের উক্তি। তাঁহার জিহ্বার লালসা নাই—উদরবেগ নাই।

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'
( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা, )

শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তবে আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা তাঁহাকে আমাদের অধিকৃত কোনও বস্তু দিয়া বৈষ্ণবের কিছু উপকার করিয়া দিলাম; বাস্তবিক তাহা নহে। ধন ধনীর নয়, সেই একমাত্র বিশ্বসম্রাটের সমস্ত ধন; আমাদের এক গাছা তৃণ সৃষ্টি বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি ধনের মালিক নহি, ভোক্তাও নহি। তোমার আমার বৈষ্ণবের উপকার করিয়া দেওয়ার কিছুই ক্ষমতা নাই। তুমি নিজে উপকৃত হইলে মাত্র। তুমি নিজকে কৃতার্থ মনে কর যে, যাঁহার জিনিষ তাঁহার ভোগে দিতে পারিলে। বৈষ্ণব গাহিয়াছেন 'তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব'। তুমি আমি বলতে পারি যে, আমরা কি নিজে নিজে ভগবানের সেবার জিনিষ লাগাইতে পারি না যে, আবার বৈষ্ণবের হাত দিয়া দিতে হইবে ? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন, ভগবান্ শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অপরের হস্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন না—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯।২৬)

ভাড়াটিয়া জ্ঞানী, কর্ম্মী বা মিছাভক্তের নিবেদিত দ্রব্য কৃষ্ণ স্বীকার করেন না; কারণ তাহারা সেবাপরাধী। এ বিষয় একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভাড়াটিয়া অর্থের দাস, ভগবানের দাস বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র; তাহার অনুরাগ নাই, ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতন-

ভোগী, অর্থ দিলে বাহ্যে হরিসেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে ; বেতন বা অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ভাড়াটিয়া অর্থের লোভে ভগবানের কলেবর ভাগবত পাঠনামে বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ দেখাইয়া ভেট নেয়, দ্রবিণ বা অর্থ লইয়া কাণে ফুঁ দেয়, বেতন লইয়া পূজারীর কাজ স্বীকার করে। অতএব ভাড়াটিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবক। সুতরাং ভগবানের সেবক হইবে কি-প্রকারে ? জ্ঞানী—মোক্ষকামী, নিজকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে, সুতরাং তাহার সেবাবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে মোক্ষকামী হইয়া সময় সময় মিছাভক্তির আবাহন করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকে তাহাদের এই মিছা ভক্তিকেই সেবা বলিয়া ধারণা করে। তাহার ভক্তির আবাহন কৈতব বা কপটতাপূর্ণ। কিন্তু তাহাদের সেবা করা দূরে থাকুক, তাহারা নিজে সেব্য হইয়া ভগবানকে দিয়া সেবা করিয়া লইতে প্রস্তুত। মোক্ষকামী বাহিরে কোনও কাম যাচ্ঞা না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কামকামী। সে ভগবানের নিকট স্বর্গসুখ, ধন, জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য কামনা করে না সত্য, কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। বোকা ভৃত্যই মনিবের নিকট হইতে জল-খাবার পয়সা, কাপড়টা, জামাটা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভোগ্য জিনিষ চাহিয়া মনিবকে বিরক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু যে ভৃত্য মনে ভাবে সে চতুর, সে বলে, যদি একেবারে মনিব হইয়া যাইতে পারি তবে আমার আর কিছুরই অভাব থাকিবে না ; সমস্তই আমার করায়ত্ত হইবে, আমি সতত আনন্দে মগ্ন থাকিব। আর প্রভুভক্ত ভৃত্য মনে করে, আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিবের সেবা করিয়া আমার প্রভুর একমাত্র সুখ উৎপাদন করিতে পারি। শেষোক্ত ভাবটীই সেবকের ভাব। শুদ্ধভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কৈতববিরহিত অহৈতুকী সেবা। অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তী বা পাইল দরশন॥ ( চৈঃ ভাঃ )

ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥ (শরণাগতি)

তাহার ভক্তিচেষ্টা ভগবৎপ্রীতির জন্য নহে। কেবল স্বার্থসিদ্ধি

বা নিজ মুক্তির জন্য। তাহার দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ তাহার ভক্তিতে কপটতা বা অবান্তর উদ্দেশ্য আছে।

যে কর্ম্মে ভুক্তি বা স্বর্গসুখাদি কামনা বিদ্যমান, সেখানেও ভগবৎসেবা হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মও যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিত হয় তাহাও কর্ম্মের শৃঙ্খল। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে।

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয়, যে ধর্ম্মে বিরাগ না জন্মে এবং যে বিরাগে তীর্থপাদ ভগবানের প্রীতি বা সেবা উদ্দিষ্ট না থাকে, তাহা বৃথা। এই জন্যই গীতা প্রভৃতি ভগবচ্ছাস্ত্রে কায়িক, বাচিক, মানসিক সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণের ব্যবস্থা আছে। হরিসেবানুকূল কর্ম্মই ভক্তি। ভগবান্ একমাত্র শুদ্ধভক্তের দ্রব্যই স্বীকার করেন। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥

অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৯শ)

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পিশাচী-সদৃশা। ভগবৎসেবার এরূপ প্রতিবন্ধক আর নাই। শুদ্ধভক্তিতে এরূপ মুক্তিস্পৃহার গন্ধও নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি কেবল জীবের প্রতি দয়ার জন্য।

তিনি প্রতিদ্বারে গিয়া বলেন 'প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥' এই কৃষ্ণশিক্ষা জীবকে ভোগের ক্লেশ হইতে মুক্ত করে; তিনি কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের উদ্দেশে দ্রব্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজে ভোগ না করিয়া অন্যের ন্যায় বৃত্তিজীবী মাত্র হন না। নির্ব্বোধ লোক তাঁহার মাধুকরীবৃত্তিকে ভক্তির অনুষ্ঠানবিশেষ বুঝিতে সমর্থ হয় না।

আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে, ভিক্ষাদ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিদ্রসেবায় বা দেশ ও দশের শারীরিক বা মানসিক অভাবমোচনকল্পে নিযুক্ত হয়, তবেই ভিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সার্থকতা। নতুবা ভিক্ষা গৃহস্থের উপর করস্বরূপ মাত্র। প্রথম মুখে কথাটা বড়ই ঠিক বোধ হয়। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি দরিদ্রসেবা বা দেশ ও দশের সেবায় তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারি? কোন ধনবান্ ব্যক্তি হয়ত দশসহস্র দরিদ্রকে একমাস ধরিয়া অন্নদান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন হইল কৈ? তাহার অন্নের অভাব মোচন করিলে ত বস্ত্রের অভাব রহিল। অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিলে ত শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত মানসিক অশান্তি, শোক, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু কতই না নিত্য নূতন নূতন অভাব একটীর পর আর একটী উপস্থিত হইতে লাগিল। এই জন্য যাঁহারা দূরদর্শী নিত্যানিত্যবিবেকী তাঁহারা বলিলেন, তুমি জীবের অভাব এমনভাবে মোচনে প্রবৃত্ত হও যেন তাহার আর কোনও দিন দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস, সে তাহা ভুলিয়া নিজকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে, এই-জন্যই তাহার অভাব—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ-আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৯।৬)

এই কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতে জানাইতে তাহার সুপ্তচেতন-বৃত্তিকে জাগাইয়া দাও। তাহাতে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার প্রবুদ্ধ আত্মাও জাগ্রত হইবে, অপর জীবও জাগরিত হইবেন।

সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা রিলিফ্ ওয়ার্ক বা সেবাশ্রম খুলিয়া চাক্ষুষ কোনও সাময়িক মঙ্গল দেখাইয়া দেহাসক্ত বহির্ম্মুখ জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পান না। জগতের মহত্তম ব্যক্তিগণ চির-দিনই জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

—শ্রীবৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসী

# শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** | **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া ( হুগলী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ ; ইং ২৮।৫।৬৫

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে** আগামী ১৪ই আষাঢ় ১৩৭২, ইং ২৯শে জুন ১৯৬৫, মঙ্গলবার হইতে ২৩শে আষাঢ় ১৩৭২, ইং ৮ই জুলাই ১৯৬৫, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

দ্রষ্টব্যঃ- কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

# দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **১৪ই আষাঢ়,** ২৯শে জুন, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত **নগর সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও দিঃ ১০।৩৭ গতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা ৯টা পর্য্যন্ত-মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১৫ই আষাঢ়,** ৩০শে জুন, বুধবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৩। **১৬ই আষাঢ়,** ১লা জুলাই, বৃহস্পতিবার **হইতে ১৮ই আষাঢ়,** ৩রা জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—অপরাহ্ন ৫ হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ** ও **শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে** বক্তৃতা।

৪। **১৯শে আষাঢ়,** ৪ঠা জুলাই, রবিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত মঠে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৫। **২০শে আষাঢ়,** ৫ই জুলাই, সোমবার **হইতে ২২শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা** ও **শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে** বক্তৃতা।

৬। **২৩শে আষাঢ়,** ৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে শ্রীমঠে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহা-প্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৭২ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | শর্ব্বোদশায়ী, ৩ শ্রীধর, ৪৭৯ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১শে আষঢ়, ১৩৭২; ইং ১৬।৭।১৯৬৫ | ৫ম সংখ্যা

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি, বিদ্বাংসমাদ্যং খলু কেচিদাহুঃ।
ঈশং তথান্যে জগদেকনাথং, পশ্যন্তি কেচিৎ পুরুষোত্তমঞ্চ॥ ৭॥

বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ বা আদিবিদ্বান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কোন সম্প্রদায় জগতের একমাত্র স্বামী ঈশ্বর এবং অপরে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন॥ ৭॥

কেচিৎ কর্ম্মফলং প্রাহুঃ কেচিদাহুঃ পিতামহম্।
কেচিদ্‌যজ্ঞেশ্বরং প্রাহুঃ সর্ব্বজ্ঞমপরে জগুঃ॥ ৮॥

কেহ বা তাঁহাকে কর্ম্মফল, কেহ পিতামহ, কেহ যজ্ঞেশ্বর, এবং কেহ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ ৮॥

য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
স্মৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ।। ৯ ।।

হে মহেশ্বরি, যিনি রাধিকার প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই জগৎস্বামীই **সৃষ্টির আ**দিকালে গৌররূপে প্রকটিত ছিলেন ॥ ৯ ॥

কেবলং শুদ্ধচৈতন্যং তদেবাসীদ্ বরাননে।
তস্মাত্তং কৃষ্ণচৈতন্যং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।। ১০ ।।

হে সুমুখি, তৎকালে তিনি কেবল শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনীষিগণ তাঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

আধারস্য কৃষিঃ শব্দো নশ্চ বিশ্বস্য বাচকঃ।
বিশ্বাধারস্তু যৎ ব্রহ্ম তৎ বৈ কৃষ্ণং বিদুর্বুধাঃ ॥১১॥

'কৃষি'-শব্দের অর্থ আধার এবং 'ন' শব্দের অর্থ বিশ্ব ; অতএব পণ্ডিতগণ বিশ্বের আধারস্বরূপ ব্রহ্মকে কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥১১॥

বিস্তরান্মে নিগদতঃ শ্রুতো যঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
বিশ্বাদৌ গৌরকান্তিত্বাৎ গৌরাঙ্গং বৈষ্ণবাঃ বিদুঃ ॥১২॥

পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে বিস্তৃতভাবে যে জগদীশ্বর কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করিয়াছ, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে গৌর-কান্তিরূপে প্রকাশিত থাকায় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া জানেন ॥১২॥

ন তদা প্রকৃতির্দেবী রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বমুত কিং মহদাদয়ঃ ॥১৩॥

তৎকালে সমস্ত বিশ্বের জননী সত্ত্ব-রজস্তমোগুণবিশিষ্টা প্রকৃতিদেবীও বর্ত্তমান ছিলেন না, অতএব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির ত সে-সময়ে কোনরূপ সত্তাই ছিল না ॥১৩॥

পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বকারণহেতবে।
আদিদেবায় গৌরায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥১৪॥

সেই সর্ব্বকারণ-কারণ আদিদেবতা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমপুরুষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছি ॥১৪॥

একদা ভগবান্ দেবি নাগরাজো মহামনাঃ।
শ্বেতদ্বীপং যযৌ যত্র বিষ্ণুরাস্তে ত্রিলোকপঃ ॥১৫॥

হে দেবি, একদিন মহামতি ভগবান্ অনন্তদেব ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণু যেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন সেই শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন ॥১৫।

তং প্রণম্য মহাবাহুং সহস্র-বদনো বিভুম্।
স্তুত্বা পুরুষসূক্তেন ব্যপৃচ্ছদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥১৬॥

অতঃপর সহস্রমুখ নাগরাজ মহাবাহু সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে প্রণাম এবং পুরুষসূক্তমন্ত্রে স্তব করত কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥১৬॥

শ্রীনাগরাজ উবাচ—

নারায়ণ দয়াসিন্ধো সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল।
অনুগ্রহেণ তে নাথ বিভর্ম্মি পৃথিবীমিমাম্ ॥১৭॥

শ্রীনাগরাজ বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, দয়াসাগর, প্রভো, নারায়ণ, আমি আপনারই অনুগ্রহে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছি ॥১৭॥

কৃপয়া তব দেবেশ দৃষ্টং সর্ব্বং চরাচরম্।
রাধামাধবয়োর্লীলাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥১৮॥

হে দেবাধিপতে, আপনার কৃপায় আমি চরাচর দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে ॥১৮॥

প্রসাদাচ্চরণাব্জস্য ক্ষীরোদতনয়াপতে।
সর্ব্বত্রাগামহং দেব রম্যং বৃন্দাবনং বিনা ॥১৯॥

হে লক্ষ্মীপতে, আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের প্রসাদে আমি রমণীয় বৃন্দাবন-ধাম ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থানেই গমন করিয়াছি ॥১৯॥

তদহং গন্তুমিচ্ছামি ধামশ্রেষ্ঠং মহাবনম্।
কথং গন্তুং হি শক্নোমি কৃপয়া তদ্বদস্ব মে ॥২০॥

সম্প্রতি আমি সেই শ্রেষ্ঠধাম মহাবনে গমন করিতে ইচ্ছুক, অতএব কিরূপে তথায় গমন করিতে সমর্থ হইব, তাহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন ॥২০॥

শ্রীমহাদেব উবাচ---

নাগরাজবচঃ শ্রুত্বা শ্বেতদ্বীপপতির্হরিঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্মধুরমুবাচ মধুসূদনঃ ॥২১॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—শ্বেতদ্বীপাধিপতি মধুসূদন শ্রীহরি নাগরাজের বাক্য শ্রবণ করত ঈষৎ হাস্য-সহকারে এবম্বিধ মধুর বাক্য বলিয়াছিলেন ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

নাগরাজ মহাবুদ্ধে কথং তে মতিরীদৃশী।
শুনঃশেফঃ সমাশ্রিত্য ভবাব্ধিং তর্ত্তুমিচ্ছসি ॥২২॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—হে নাগরাজ, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, অতএব তোমার এরূপ মতি হওয়ার কারণ কি? তোমার উপস্থিত বিষয়ে বাসনা কুকুরের পশ্চাদ্ভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছার ন্যায় নিতান্তই অসঙ্গত ॥২২॥

কিং বা ত্বয়া কৃতং পুণ্যং তপো বা ধরণীধর।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্ধাম গন্তুমিচ্ছসি সুন্দরম্ ॥২৩॥

হে ধরণিধর, তুমি এমন কি পুণ্য অথবা তপস্যা অর্জ্জন করিয়াছ যে, যাহার বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরম ধাম দর্শনে ইচ্ছা করিতেছ ?২৩॥

গন্তুং সমর্থো নো যত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অহঞ্চ পালকো বিষ্ণুর্ন চ দেবো মহেশ্বরঃ ॥২৪॥

যেখানে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেব, অথবা বিশ্বপালক বিষ্ণু আমি—আমরা কেহই গমন করিতে সমর্থ নহি ॥

ন চ যাতুং সমর্থোঽভূদ্গর্ভোদকপতির্বিভুঃ।
ন সমর্থো মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতিঃ স্বয়ম্ ॥২৫॥
ন যত্র বসতে মায়া সর্ব্বলোকবিমোহিনী।
তদেব চিন্ময়ং ধাম কৃষ্ণস্য রাধিকাপতেঃ ॥২৬॥

গর্ভোদকপতি বিভু এবং কারণার্ণবাধিপতি মহাবিষ্ণু পর্য্যন্ত যেখানে গমন করিতে পারেন নাই এবং যেখানে সমস্তলোকবিমোহিনী মায়াও স্থান লাভ করিতে পারে না, উহাই শ্রীরাধিকানাথ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২৪-২৬॥

চিন্ময়াঃ পাদপা যত্র পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্।
সারঙ্গাঃ কুহুকণ্ঠাদ্যা মৃগাদ্যাঃ পশবস্তথা ॥২৭॥
তত্রৈব চিন্ময়া ভূমিঃ সরিতঃ পর্ব্বতাঃ হ্রদাঃ।
ন চ প্রকৃতিজং তত্র সর্ব্বং বস্ত্বেব চিন্ময়ম্ ॥২৮॥

তদেব সর্ব্বলোকানাং বরং ধাম জগুঃ সুরাঃ ।
গোলোকং যত্র রেমে সঃ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধয়া সহ ॥২৯॥

যেখানে চিন্ময় বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফলাদি, চিন্ময় কোকিলাদি পক্ষিগণ এবং চিন্ময় মৃগাদি পশুসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেখানে ভূমি, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী সমস্ত চিন্ময়, প্রাকৃত কোন বস্তুই বর্ত্তমান নাই, উহাই সর্ব্বলোকোত্তম গোলোকধাম বলিয়া দেবতাগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং সেখানেই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া থাকেন ॥২৭-২৯॥

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সূরয়ঃ সদা ।
তস্য প্রিয়তমং ধাম বৃন্দারণ্যং মহৎপদম্ ॥৩০॥

ব্রহ্মাদ বুধগণ সর্ব্বদা যাঁহার দর্শন কামনা করেন, এই মহৎ স্থান বৃন্দাবন সেই শ্রীভগবানের প্রিয়তম ধাম বলিয়া পরিচিত ॥৩০॥

যস্যৈকদেশাজ্জায়ন্তে স্থানানি নাগসত্তম ।
বৈকুণ্ঠাদ্যানি সর্ব্বাণি লোকপ্রিয়করাণি চ ॥৩১॥
কথং তস্মিন্ পরে ধাম্নি তব তাত স্পৃহা ভবেৎ ।
স্বপ্নেনাপি ন পশ্যন্তি যদ্ধাম মুনয়ঃ পরম্ ॥৩২॥

হে বৎস নাগরাজ, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকপ্রীতিজনক স্থানসকল যাঁহার এক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মুনিগণও স্বপ্নে যে দিব্যধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন না, তাদৃশ পরমধাম দর্শনে কিরূপে তোমার ইচ্ছা হইল ?৩১-৩২॥

যয়োঃ পাদাব্জরজসাং পুরা কামনয়া বিভুঃ ।
পদ্মজঃ পুষ্করক্ষেত্রে তপোঽকার্ষীচ্ছতং সমাঃ ॥৩৩॥
সারভূতাং মহালীলাং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োস্তয়োঃ ।
দ্রষ্টুং ন যোগ্যঃ কস্মাত্ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাল্পধীঃ ॥৩৪॥

স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদের পাদপদ্মরজোলাভের আশায় পুরাকালে পুষ্করক্ষেত্রে শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি অযোগ্য ও অল্পবুদ্ধি হইয়া সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মহালীলা দর্শন করিতে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ ?৩৩-৩৪॥

তথাপি সাধুবর্য্যং ত্বাং মন্যে নাগাধিপ হ্যহং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায়ামীদৃশী তে রুচি ভবেৎ ॥৩৫॥

হে নাগরাজ, তথাপি আমি তোমাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করি; যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় তোমার এরূপ রুচির উদয় হইয়াছে ॥৩৫॥

কোটীকল্পার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বৈষ্ণবঃ স্যান্মহামতে।
ততঃ স্যাৎ রাধিকাকৃষ্ণলীলাসু রুচিরুত্তমা ॥৩৬॥

হে মহামতে, কোটিকল্পের সঞ্চিত পুণ্যফলে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠবুদ্ধির উদয় হয় ॥৩৬॥

স্যাদ্ যস্য রাধিকা-কৃষ্ণ-লীলায়াং পরমা মতিঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যঃ স্যাদ্দেবতৈরপি ॥৩৭॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য যাঁহার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি জীবন্মুক্ত এবং দেবতাগণেরও পূজনীয় ॥৩.॥

বিনা শ্রীগোপীকাসঙ্গং কল্পকোটিশতং পরম্।
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণোর্ন রাধাকৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮॥

আবার শ্রীগোপিকাগণের সঙ্গ ভিন্ন শতকোটিকল্পব্যাপী বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাও রাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না ॥৩৮॥

---

# জবালা-কথা

শাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। মাতৃগর্ভে জন্ম, মৌঞ্জিবন্ধনকালে দ্বিতীয় জন্ম ও যজ্ঞদীক্ষাকালে দ্বিজের তৃতীয় জন্ম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই; শূদ্র ও অন্ত্যজ-জাতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় জন্মই নাই। বেদাঙ্গ কল্পশাস্ত্রে যে গৃহ্যসূত্রাদির বিধানানুসারে সংস্কারাদি সাধিত হয়, তাহা বিগতপাপ-ব্রাহ্মণের জন্ম। ব্রাহ্মণ-জীবনে পাপ প্রবিষ্ট হইলেই ক্ষত্রিয়তা ও বৃত্ত্যন্তর কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণেরই বৈশ্যত্ব লাভ ঘটে।

মহাভারত বলিয়াছেন,—সৃষ্টিপ্রারম্ভে ব্রহ্মার সন্তানগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মাদিদ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-বর্ণে পরে অধঃপাতিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আত্মপ্রভব ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিলেই এবং হরি-ভজন

পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদিবর্ণে নামিয়া আসেন। শ্রীগীতায়ও কথিত আছে, ভগবৎকর্ত্তৃক চারিপ্রকার বর্ণধর্ম্মের গুণকর্ম্মানুসারে বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে।

ভারতের কোন কোনস্থলে গুণ-কর্ম্মের বিচার শ্লথ হওয়ায় মহাভারতে "নাহুষ-অজগর-সংবাদে" শৌক্রপথানুমোদিত বর্ণনির্ণয়-প্রণালীতে সন্দেহের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তত্তৎস্থলে লক্ষণ বা স্বভাবের দ্বারা বর্ণবিভাগের ব্যবস্থা আছে। মহাভারতের অনেকস্থলে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বর্ণনির্দ্দেশ-বিষয়ে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, এবং কাশ্মীরাগমে ও পঞ্চরাত্রাদি নারায়ণ-কথিত বেদানুগশাস্ত্রে যে বৃত্তব্রাহ্মণতা ও সংস্কার গ্রহণের বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার প্রভাবে বর্ত্তমানকালের শৌক্রপ্রণালী অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশক্রমে বর্ত্তমান জাতিগুলি সৃষ্ট হইবার বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শৌক্রধারা অনেক সময় বিপন্ন হয়। দত্তক, পালিত, পোষ্য প্রভৃতি পুত্রগ্রহণ রীতিবলে অনেক অজ্ঞাত-কুলশীল বালক বংশবিশেষের অধস্তনসূত্রে গৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন-বিপ্লবে শৌক্রধারা ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক করে না। অপশূদ্র প্রকরণ-লিখিত বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা আলোচনা করিলে এবং পাশুপত্যধিকরণ শারীরকের মধ্যে অনেক প্রাচীন প্রথার উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, রুদ্রদীক্ষা গ্রহণমাত্রে অনেকেরই ব্রাহ্মণতা লাভ হইয়াছে এবং তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণগৌরবে গৌরবান্বিত আছেন। তাদৃশ পাশুপত মত কয়েকপুরুষ পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মণত্বে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভাষ্যকারগণের উক্তি হইতেই জানা যায় যে, সেইরূপ প্রথা ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল এবং তাহার বিরুদ্ধে ঐ সকল কথা তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছিল। ব্যভিচার-দোষদুষ্ট প্রতিহত শৌক্রপ্রণালীর বিচার মহাভারতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পুরাণাদি এই সকল কথার অবিসংবাদিত সাক্ষ্য প্রদান করিবে। <u>ছান্দোগ্যোপনিষদে জবালা-পুত্রের কথায় এই বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে।</u>

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কবষোপাখ্যান যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বৃত্ত বা লক্ষণবিশিষ্ট বর্ণনির্দ্দেশের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে এই বৃত্ত ও লক্ষণের পন্থা বাধা দিবার জন্য নানাপ্রকার অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়াছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, টীকাকার আনন্দগিরি যে-প্রকার শৌক্রপদ্ধতির পক্ষসমর্থনমুখে জবালাকে সতীসাধ্বী প্রমাণ করিতে গিয়া শৌক্রব্রাহ্মণতা স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যূনাধিক পাণ্ডিত্যের পরিচয়-মাত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও পরবর্ত্তী আনন্দগিরিকে ঐ প্রকার বিচারপ্রণালীর ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।

সহজার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণা ও বিভিন্নার্থ-কল্পনা শ্রীব্যাসের অনুগত সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবর্ত্তবাদ-বিচারকে দেহে আত্মবুদ্ধির উদাহরণরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, আর শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অশ্রৌতপন্থা বা তর্কপন্থা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত সন্দেহবাদীর বিচার আদর করেন নাই। শ্রীশঙ্করপাদ পাছে গুরুগণের অগ্রণী শ্রীব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের বক্তা বলিয়া প্রচারিত হইলে বিকারবাদদুষ্ট-দোষে নিপতিত হন' এই ভীতিবশে বিবর্ত্তবাদকেই পূর্ব্বগুরু ব্যাসের অভিমত বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য শ্রৌত-পন্থাবলম্বনে শ্রীশঙ্করাদি আচার্য্যের বিচারপ্রণালীর বহুমানন করেন নাই, পরন্তু খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধী শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ব্যাসলিখিত পুরাণগুলিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিয়া শ্রুতিতাৎপর্য্যকে নিজ-তর্কহত করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে একপ্রকার পরিহার করিয়াছিলেন।

শ্রীমধ্বমুনি সেই বিপথগমন হইতে ভারতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বর্দ্ধমান জেলার আকুইগ্রামনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন, এফ্, টি, এস্ মহাশয় সরলজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যে প্রতিবাদ-প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পরে প্রকাশিত হইল। আমরা গৌড়ীয়, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রিত শ্রৌতমতাবলম্বী, তর্কপন্থাশ্রিত নির্ব্বিশেষ-বাদীকে আচার্য্যত্বে স্থাপন করি নাই। সেইজন্য তাঁহাদের বিচার বৃত্তগত-বর্ণবিচার-প্রণালীবিরোধী জানিয়া কেবলমাত্র শৌক্রপন্থার একমাত্র পোষণ-কার্য্যে নিযুক্ত হই নাই। গৌড়ীয়গণ বিবর্ত্তবাদীর ইতরপন্থা আম্নায়ান্বয় ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ

গত আশ্বিন মাসের গৌড়ীয় পত্রে "বর্ণাশ্রমবিধি"* প্রবন্ধে দেখিলাম যে প্রবন্ধকর্ত্তা লিখিয়াছেন :—

আমরা ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে দেখিতে পাই, হারিদ্রুমত গৌতম জাবাল-তনয় সত্যকামের পিতৃগোত্র না জানিয়া এবং মাতার চরিত্র-দোষ শ্রবণ করিয়াও বালকের সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তাহাকে ব্রাহ্মণের সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

এই কথায় বড়ই দুঃখিত হইলাম। ইহার মূলাংশ ত এই—

"সা হৈনমুবাচ—নাহমেতদ্ বেদ তাত, যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসি। স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি"। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪।৪।২)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার এরূপ অর্থ করিয়াছেন—এবং পৃষ্টা জবালা সাহৈনং পুত্রমুবাচ নাহমেতৎ তব গোত্রং বেদ, হে তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। কস্মান্ন বেৎসীত্যুক্তাহহং 'বহুভর্ত্তৃগৃহে' পরিচর্য্যা জাতমতিথ্যভ্যাগতাদি চরন্ত্যহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণশীলৈবাহং পরিচরণ-চিত্ততয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে ত্বামলভে লব্ধবত্যস্মি। তদৈব তে পিতোপরতঃ। অতোহহনাথাহং সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহহমস্মি সত্যকামোনাম ত্বমসি স ত্বং সত্যকাম এবাহং জাবালোহস্মীত্যাচার্য্যায় ব্রবীথাঃ। যদ্যাচার্য্যেন পৃষ্ট ইত্যভিপ্রায়ঃ। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "বহুভর্ত্তৃগৃহে" শব্দ দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বহু ভর্ত্তা হইলে স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ না হইয়া যায় না।

ভাষ্যার্থ ত এই উপপন্ন হয়—

স্বামিগৃহে অতিথি-অভ্যাগতাদি ব্যক্তির বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমি পরিচারিণী অর্থাৎ পরিচর্য্যা শীলই ছিলাম ; ঐ পরিচর্য্যা-কার্য্যে

---

* গত ৫ই আশ্বিন ১৩৩০, ইং ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালের শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকার ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৫-৭ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা আগামী ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। —প্রকাশক

ব্যগ্রচিত্ত থাকা বশতঃ গোত্রাদি চিন্তায় আমার মন ছিল না। সে-সময়ে আমার যৌবন-কাল, সেই সময়ে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল! তজ্জন্য আমি অনাথা হইয়া পড়ি। তজ্জন্য আমি জানি না যে, তুমি কোন্ গোত্র। আমার নাম—জবালা এবং তোমার নাম—সত্যকাম। তজ্জন্য আচার্য্যকে কহিও যে, তোমার নাম "সত্যকাম জাবাল"।

ইহার আনন্দগিরির টীকা দেখিলেই জবালা আর "বহুভর্ত্তার" স্ত্রী থাকিবেন না, যথা—

অতিথ্যভ্যাগতাদ্যধিকৃত্য পরিচর্য্যাজাতং বহু চরন্তী ভর্ত্তৃগৃহে যতোঽহংস্থিতা তেন পরিচরন্তী সতী পরিচরণচিত্ততয়া গোত্রাদীন্নাপৃচ্ছম্। তথা চ তৎস্মরণে মনো মম নাসীদিতি। গোত্রাদি প্রশ্নাভাবে হেত্বন্তরমাহ যৌবন ইতি। যদ্যপি তস্যামবস্থায়াং লজ্জয়া গোত্রাদি নাপ্রাক্ষীস্তস্যাপি কালান্তরে কিমিতি পিতরং ন পৃষ্টবতীত্যাশঙ্ক্যাহ তদৈবেতি। তথাপি কিমিতি অন্যমভিজ্ঞং নাপ্রাক্ষীরিত্যাশঙ্ক্যাহ অত ইতি। প্রথমং লজ্জয়া পিতরং প্রতি ন প্রশ্নঃ। পুনশ্চ তস্যোপরতত্বাৎ পশ্চান্মদুঃখবাহুল্যাদন্যং প্রতি প্রশ্ন ইতি স্থিতে প্রশ্নাভাব-ফলমাহ সোঽহমিতি।

—আমি পতিগৃহে অবস্থানকালে অতিথি অভ্যাগতাদি ব্যক্তির বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে এত নিবিষ্টচিত্ত থাকিতাম যে, গোত্রাদিবিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই; তখন সে চিন্তায় আমার মন থাকে নাই! গোত্রাদি প্রশ্ন কেন করি নাই; তাহার কারণ—তৎকালে আমি যুবতী ছিলাম। যদি যুবতী বশতঃ লজ্জায় গোত্রাদি জিজ্ঞাসা না করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কালান্তরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন, তখন তোমার পিতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন, তাহার হেতু দর্শাইতেছেন—প্রথমে লজ্জাবশতঃ তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকে অন্যকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তাহা হইলে তুমি কি জান? তাহাই কহিতেছেন যে, আমি জবালা ও তোমার নাম সত্যকাম; তোমার আচার্য্য তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে কহিও যে, তোমার নাম "সত্যকাম জাবাল।"

পত্নী পতির বিয়োগে এতাদৃশী মুহ্যমানা হইলে তিনি সুচরিত্রা। পূর্ব্বকালে গৃহস্থের পঞ্চসূনা পাপক্ষালনের জন্য পঞ্চযজ্ঞের বিধি ছিল, যথা—

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপাকরঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥
( মনুসংহিতায়াং ৩।৬৮)

চুল্লী, পেষণী ( শীল নোড়া ), সম্মার্জ্জনী, উদূখল, মুষল ও জলকলস এই পাঁচটীর নাম সূনা; ইহারা আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা যে জীব-হিংসা হয়, গৃহস্থ সেই পাপে লিপ্ত হয়। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্ ॥ ( ৩।৭০ )

অধ্যয়ন অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ ॥

অন্যত্র--দেবযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞম্ভূতযজ্ঞং তথৈব চ।
মানুষং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে ॥
( কূর্ম্মপুরাণে ১৮ অধ্যায়ে)

অন্যত্র—

দিব্যো ভৌমস্তথা পৈত্রো মানুষো ব্রাহ্ম এব চ।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা ॥
( বরাহ পুরাণে ৩১ )

অন্যত্র তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। (শতপথ ব্রাহ্মণে ১১।৫।৬।১ )

এই পঞ্চযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, না করিলে দোষ।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥
( মনুসংহিতায়াং ৩।৭২ )

পূর্ব্বকালে অতিথি-সেবা গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম ছিল; না করিলে প্রত্যবায় ঘটিত যথা—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥
( মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মে ২৫।৩৪ )

যাহার বাটী হইতে অতিথি আশাভগ্ন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তিনি গৃহস্থকে তাঁহার পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া গমন করেন।

মূলে "বহ্বহং চরন্তী" শব্দ আছে; যদি বহু অর্থে বহু পুরুষ বুঝাইত, তাহা হইলে "বহ্বহং" পদের পরিবর্ত্তে "বহুম্ অহং" কিম্বা "বহূনহং" শব্দের প্রয়োগ হইত। "বহু" শব্দটি এস্থলে ক্রিয়ার বিশেষণ "বহু চরন্তী" অর্থাৎ "বহু পরিচর্য্যা করা" অর্থ হইবে।

সুতরাং "বহু" শব্দ "ভর্ত্তৃ" শব্দের বিশেষণ নহে। পূজ্যপাদ আনন্দগিরি মহাশয়ের অর্থ ধরিলে জবালা সুচরিত্রা ছিলেন। *

---

* সরলার্থ পরিত্যাগ করিয়া অবান্তর উদ্দেশের বশবর্ত্তিতা আমরা আদর করিতে পারি না। সুধী পাঠকবর্গের নিকট এই বিচারভার প্রদত্ত **হইল**। শৌক্রপন্থা যে কোন উপায়ে রক্ষণ, আর সরলার্থ এক নহে—এ কথা শাস্ত্রী মহাশয়ও বিচার করিবেন।

—**শ্রীল প্রভুপাদ**

---

# প্রশ্নোত্তর

## ( মায়াতত্ত্ব )

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১ পৃষ্ঠার পর )

১। সত্ত্বগুণ কি মায়িক ও বন্ধনের হেতু?

"মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্বগুণ-নির্ম্মিত নিগড়, রজোগুণ-নির্ম্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্ম্মিত নিগড়। দণ্ড্যজীবসকলকে মায়া যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসই হউন, সকলেই নিগড়-বদ্ধ। স্বর্ণ-নিগড়, রৌপ্য-নিগড় ও লৌহ-নিগড়,—ইহারা **ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়।**"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২। কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়ার কোন্ বিষয় ভোগ হয়?

"চক্ষুর্দ্বারা—রূপ, কর্ণের দ্বারা—শব্দ, নাসিকা দ্বারা—গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা—রসএবং ত্বকের দ্বারা—মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি-বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়।" —'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৩। মায়াবদ্ধ জীবের সুখের স্বরূপ কি ?

"কষ্টকর গৃহধর্ম্মে নানাবিধ দুঃখ-তন্ত্রে অতন্দ্রিতভাবে দুঃখের প্রতীকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী 'সুখ পাইলাম' মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতীকার মাত্র।"

— 'বদ্ধজীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ৮।১৩

৪। ভবসমুদ্রে মায়াবদ্ধজীবের অবস্থা কিরূপ ?

"নিজ-কর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু--অনন্ত বিশাল॥"

—'যামুনভাবাবলী' ১০।১, গীঃ মাঃ

৫। মায়াবদ্ধজীব জন্ম-মৃত্যুর সুখ-দুঃখে অধৈর্য্য হইয়া কি প্রকার ফল লাভ করে ?

সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়।
মায়ার গর্দ্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে,
ভক্তিবিনোদের সেই ভয়॥"

—'শোকশাতন' ৮।৬, গীঃ মাঃ

৬। মায়িক বিষয়-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনে আসক্তি দোষাবহ কেন ?

"অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্য-জ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা-পুত্র-বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ জন,
মরণেতে কেহ নহে কার॥
তোমার মরণ হ'লে, দেহটী ভাসায়ে জলে
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়-জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৭। কেন জীব জন্ম-মরণ-স্রোতে সঞ্চালিত হয় ?

"পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস।

পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়াপরতন্ত্র আমি,
তুয়াপদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ ॥
স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মের ধন্ধে
কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায় ॥
মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে
অদৃষ্ট নির্ব্বন্ধ লৌহ করে।
সেই ত' নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে ॥"

—'শোকশাতন' ৮।১-৩, গীঃ মাঃ

৮। কৃষ্ণের কি মায়াস্পর্শ ঘটে ?

**"যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই।** সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুরূহ। কেবল কৃষ্ণ-কৃপা-বশতঃই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে।"

—কৃঃ সং ৩।১৫, অনুবাদ

## জীবতত্ত্ব

১॥ জীবের স্বরূপ, পতন ও নিত্য-সেবা-প্রাপ্তির ইতিহাস কি ?

"জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটী স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণীয়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার রূপ একটী লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহ অন্য স্থূল-দেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গ-দেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর (দ্বাদশ তরঙ্গ)

## [শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রবল প্রতাপ তাপত্রয়-ভঞ্জন,
নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি, যহি থির-
চর সতত রহত মাতোয়ার॥
বিবিধ ভাঁতি গৃহ, লসত সচ্ছপুরী,
বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি।
জনু নবকুন্দ কুসুম মুকুতাস্রজ,
জনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি॥
শোভা নব নব, বৃন্দাবন-সম,
ষড়্ ঋতু সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহামহিমা মহি বিস্তৃত,
গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত॥
সুরসহ সুরবর, হর চতুরানন,
ধ্যান ধরত উর হরষ অপার।
ভন ঘনশ্যাম সো, পহুঁ পরিকর
সঙ্গে, নিরখব কব উহ ভূমি মাঝার॥

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া।
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবন-ভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাম্॥
যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় কভু।
যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু॥

[যেস্থানে প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তিধারী মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলমাধুর্য্যময়-দেহ শ্রীচৈতন্যদেব করুণাবশতঃ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুর সেই নবদ্বীপধামে—যেখানে প্রতিগৃহ ভক্ত্যুৎসবময়, তাহাতে আমার চিত্ত অনুরক্ত হউক॥]

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে ( ভাঃ ৭।৯।৩৮ )

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং ॥

[হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত্যনামকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে,—এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেন না, ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না॥]

পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারে যে-ধামে যে-যেলীলা। গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপ ধামে যে বিহার। সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার॥
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ-লীলা। যারে জানাইলা প্রভু সেইসে জানিলা॥
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়। সহস্রবদনে তা'র অন্ত নাহি পায়॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে। সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে॥
নদীয়া-বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়। অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয়॥
নবদ্বীপধাম পদ্ম-পুষ্প-প্রায় রীত। ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে। সে আইসে শীঘ্র তা'রে দূর নাহি স্ফুরে॥
আমায়* অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে। অল্প স্থান বিস্তার তা' কেহো নাই জানে॥
সর্ব্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়। অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয়॥

## শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
মায়াপুর-শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়। মায়াপুর-মহিমা কেবা বা নাহি গায়॥
যে দেখে বারেক তা'র তাপ যায় দূর। হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া॥
যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে। আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে॥
তাঁরে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে। শ্রীঈশান ঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে॥
বিপ্র কহে, এই দেখি আইলু ঈশানে। কি বলিব, কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে॥
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহো সর্ব্বত্র বিদিত। শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশ লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল। কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল ॥

তথাহি বৈষ্ণববন্দনায়াং—

"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'। শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি* ॥
ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তা'ন। নিমাইচান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥
ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই। ঈশান-বিহনে না যায়েন কোন ঠাঁই ॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়। যে আখুটি† করে তা' ঈশান সমাধয় ॥
দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে। নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে সব ভাবিতে ॥
নদীয়ার সুখের অবধি কে না জানে। হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে ॥
যে দিকে দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার। স্বপ্ন-অগোচর সুখ কহিতে কি আর ॥
তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর। তোমরা কি নিমাইচাঁদের পরিকর ?
দেহ পরিচয় বাপ দেহ পরিচয় ॥ শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয় ॥
শ্রীনিবাসদাস নাম হয় ত' আমার। নরোত্তম, রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার ॥
শুনি' বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া। কৈল আলিঙ্গন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥
ক্রোড় হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে। চাহি মুখপানে পুনঃ কহে বারেবারে ॥
ওহে বাপ, তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল। দেখি মনে সাধ, অকস্মাৎ দেখা হৈল ॥
অদ্য গিয়াছিনু ঈশানেরে দেখিবারে। তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে ॥
ঈশান শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে। চাহিয়া আছেন তোমাদের পথপানে ॥
"যাহ তথা আমিহ আসিব শীঘ্র করি।" এত কহি' বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি ॥
শ্রীনিবাস বৃদ্ধবিপ্র-পদে প্রণমিয়া। প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥
প্রভুর অঙ্গন-ধূলে হইলা ধূসর। নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবার। দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর ॥
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে। কি অদ্ভুত চেষ্টা, অশ্রু-মুদ্রিত নয়নে ॥
নয়নের জলে মুখ, বক্ষ ভাসি' যায়। ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায় ॥
ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি' লোটায় ভূমিতে। ক্ষণে কহে থুইলা প্রভু কি সুখ খাইতে ॥
এত কহি' কাতরে চাহয়ে চারিপাশে। দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে ॥
"আইস বাপ বলি" দুই বাহু পসারিয়া। হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥
নরোত্তম রামচন্দ্রে করি আলিঙ্গন। যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ॥

*বড়ি—অতিশয়। † আখুটী—উপদ্রব।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র তিনে। নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে ॥
শ্রীঈশানঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া। জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া ॥
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া। নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥
"শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে। মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে ॥"
শুনি' শ্রীঈশান কহে মনে কৈল যাহা। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥
এই নবদ্বীপ ধাম অতিশয় গূঢ়। যারে কৃপা জানে সে, না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥
নবদ্বীপ লীলা-স্থান অতি মনোহর। আনের কা কথা, ব্রহ্মাদির অগোচর ॥
দেখিনু যে শুনিনু প্রাচীনলোক-স্থানে। এহেন দুঃখেও তাহা আছে মোর মনে ॥
তোমারেজানাবোঅকস্মাৎহৈলচিতে। তেঞি নরোত্তম দ্বারে কহিনু আসিতে ॥
ভালহৈল শীঘ্রআইলা কিআরকরিতে। নদীয়া-ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে ॥"
ইহা শুনি' শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে। ক্রোড়ে লইয়া ঈশান ভাসয়ে নেত্রজলে ॥
ঈশান কহয়ে, "বাপ তোমারে দেখিয়া জুড়াইল আমার দারুণ দগ্ধ হিয়া ॥
হইলাম বৃদ্ধ, হীন হৈনু সামর্থ্যেতে। এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে ॥"
ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইক্ষণে। মিলাইলা যে আছেন প্রভু-প্রিয়গণে।
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্বজন। রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥

## নবদ্বীপ-পরিক্রমারম্ভ—অন্তর্দ্বীপ

রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়। নদীয়া-ভ্রমণে চলে উল্লাস হৃদয় ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র। ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ ॥
প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে। মায়াপুরহৈতেযাত্রাকৈলা আতোপুরে ॥
প্রথমেই আতোপুর স্থান নিরখিয়া। কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস পানে চা'য়া ॥
ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান। বহু কালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম ॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার ॥
দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়। তাঁর মায়াবশে কেবা মোহিত না হয় ॥
আনের কা কথা, ব্রহ্মা মোহিত হইলা। সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা ॥
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে। সকল গোবৎস, সখা হইলা আপনে ॥
কৃষ্ণের এলীলা ব্রহ্মাবুঝিতে নাপারে। পড়িয়াফাঁফরেব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে ॥
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল। স্তুতিবশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল ॥
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর। কৈলুঁ অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর ॥
মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জ্জনে। না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে ॥
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অবতীর্ণ হইয়া করিবে কলি ধন্য ॥

নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা। করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা॥
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে। প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে॥
ভকতবৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়। হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে। কি ছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। নানামণি ভূষণে ভূষিত কলেবর॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র অদ্ভুত চাহনি। কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' মুখের লাবণি॥
সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধা বৃষ্টি করে। কে আছে এমন সেভঙ্গিতে ধৈর্য্য ধরে॥
দেখি' প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥
করি' বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে॥
দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন। কহে সুমধুর বাক্য করি' আলিঙ্গন॥
"তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমায়। এবে যেই ইচ্ছা বর মাগহ আমায়॥"
ব্রহ্মা কহে, "এই কলিযুগে নদীয়াতে। করিবে প্রকটলীলা স্বগণ সহিতে॥
সে-সময়ে প্রভু মোরে করি' অঙ্গীকার। জন্মাইবা নীচ কুলে এ ইচ্ছা আমার॥
ওহে প্রভো, মোর অভিমান অতিশয়। লোকে ঘৃণা করে যে ঐছে দণ্ড হয়॥
ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্টমতি। করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ় রতি॥
পূর্ব্বে যৈছে মায়ায়মোহিতকৈলামোরে তাহা না করিহ প্রভু এই অবতারে॥
অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই। জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই॥"
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস। প্রভু কহে, "পূর্ণ হবে সব অভিলাষ।"
পাইয়া প্রভুর বর উল্লাস অন্তরে। প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুনঃ কহে ধীরে ধীরে॥
"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর। কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর॥
নানালীলা কৈলা পূর্ব্বপূর্ব্বঅবতারে। না জানি কি লীলা এই নদীয়ানগরে॥
জীব নিস্তারিবে প্রভু এ অল্প বিষয়। ইথে যে বিশেষ কিছু শুনি সাধ হয়॥"
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা-পানে। অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে॥
"ভক্তভাব লৈয়া ভক্তি-রস আস্বাদিব। পরম দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন প্রকাশিব॥
নানাবতারের নানাভাবে ভক্ত যে তে। করাব ব্রজানুগত মধুর রসেতে॥"
ঐছে বাক্যে রাধাপ্রেম হৃদয়ে উথলে। বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে॥
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইল। প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈল॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—আদি ১।৬

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

[ শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ।]

পুনঃ প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা। দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপলীলা ॥
কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্দ্ধান। এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ-নাম ॥
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা হর্ষ অতি। নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি ॥
এই অন্তর্দ্বীপ-ভূমে গৌরগণ-সনে। করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কোন জনে ॥
ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়। এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয় ॥

## শ্রীমায়াপুর হইতে সুবর্ণ বিহারের দৃশ্য

**সুবর্ণ-বিহার** ওই দেখ শ্রীনিবাস। কহিব পশ্চাতে এই গ্রামে যে বিলাস ॥
ঐছে কত কহি সঙ্গে লৈয়া তিনজনে। সিমুলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে ॥

## সীমন্তদ্বীপ—সিমুলিয়া

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়। দেখ এই সিমুলিয়া-গ্রাম শোভাময় ॥
পূর্ব্বে এ সীমন্ত দ্বীপ বিখ্যাত জগতে। সীমন্তদ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে ॥
একদিন কৈলাস পর্ব্বতে মহেশ্বর ॥ ভক্তনামামৃত পানে অধৈর্য্য অন্তর ॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়। সেই সব নাম ব্যক্ত করি উচ্চরায় ॥
গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হিয়া উথলয়ে সুখে ॥
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর। পদভরে কম্পয়ে কৈলাস গিরিবর ॥
বায় নিজ যন্ত্রধ্বনি ভেদয়ে গগন। মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥
প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতী। হইলা বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধি-গতি ॥
নৃত্যাবেশেস্থির হইলা দেব ত্রিলোচন। ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু নহে নিবারণ ॥
রজত পর্ব্বতপ্রায় বসি' চর্ম্মাসনে। প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে ॥
প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত। মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারিভিত ॥
দেখি' পার্ব্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে। স্থির করি' পার্শ্বে বসাইলা পার্ব্বতীরে ॥
পার্ব্বতী পরমানন্দে কহে, ওহে প্রভু। অদ্য যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু ॥
যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে। এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে ॥

( ক্রমশঃ )

# সন্দর্ভ-সার

## ( ভক্তিসন্দর্ভ—৫ )

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ (ভাঃ ১।২।২২ )

সাধুগণের আবার প্রদর্শনমুখে আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারে বলিতেছেন, এই কারণেই ( পূর্ব্ব-উক্ত কারণে ) অপ্রাকৃত কবিগণ পরম আনন্দসহকারে সাধন ও সিদ্ধ উভয় দশায়ই ভগবান্ বাসুদেবে আত্মপ্রসাদনী ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মপ্রসাদনী অর্থে মনঃ শোধনী। মন কৃষ্ণেতর প্রতীতি হেতু জগৎ ভোগ করে, আর হরিসেবাদ্বারা মনের শুদ্ধি হয়। "পরম সুখে" এই কথাদ্বারা সাধনকালে বা ফলকালে কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় ভক্তিতে অনুষ্ঠানে দুঃখ নাই, কেবল সুখস্বরূপ।

মায়াবদ্ধ অণুচিৎ জীব ভগবানের তটস্থাশক্তি পরিণত বলিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম আবরণকে 'আমি' বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রান্তিই বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্তবাদী আপনাকে কখনও পাপিষ্ঠ ও অন্যাভিলাষী, কখনও পুণ্যকর্ম্মী, কখনও বা উন্মত্ত, অহংগ্রহোপাসক প্রভৃতি বন্ধনকে প্রজ্ঞা বলিয়া মনে করে। তৎকালে তাহার ভগবৎ সেবাপ্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমানী জীব কর্ম্ম-ফলে আবদ্ধ হইয়া ত্যাগ ও গ্রহণ এই অনিত্য কর্ম্মদ্বয়ের আবাহন করে। সেই বাসনাই ত্রিগুণাশ্রিত জীবকে পথভ্রষ্ট করিয়া ত্রিগুণময়ী মায়ার রাজ্যে নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় ভ্রমণ করায়। আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কবলে পতিত হইয়া জীব স্বরূপ-বিস্মৃতি ফলে কর্ম্মচক্রে চুরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে। নানাবিধ স্থাবর অস্থাবর জলচর খেচর মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি দেহ লাভ করিয়া বহুপ্রকার ভোগ করে এবং জড়মুক্তির জন্য বহু-প্রকার সাধনেরও চেষ্টা করে। মায়িক ভোগের উন্নতাংশে নশ্বর আনন্দ ও অবরাংশে ক্লেশাধিক্য বর্ত্তমান। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মাদি চেষ্টার দ্বারা কখনও প্রকৃত আনন্দ নাই। কামনামূলে বিভিন্ন দেবতার উপসনাদ্বারাও প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। অন্য দেবতার কথা দূরে থাকুক, গুণাবতার ব্রহ্মা শিবের আরাধনাও অকিঞ্চিৎকর। এজন্য বলিতেছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুর্ণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥
( ভাঃ ১।২।২৩ )

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ( ভাঃ ১।২।২৪ )

অন্য দেবতার ভজন কর্ম্মবিশেষের অন্তর্গত। অন্য দেবতার কথা দূরে থাকুক, ভগবানের গুণাবতারদ্বয় ব্রহ্মা ও শিব পরব্রহ্ম নহেন বলিয়া এবং রজস্তমোগুণের পোষ্টা বলিয়া মঙ্গলপ্রার্থিগণের পক্ষে তাঁহাদের উপাসনাও কর্ত্তব্য নহে।

প্রকৃতির গুণ তিনটী—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। একই পরম পুরুষে তত্তদ্‌গুণ যুক্ত হইয়া স্থিতি, জন্ম ও লয়ের উদ্দেশ্যে হরি বিরিঞ্চি ও হর-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সত্ত্বতনু ভগবান্ বিষ্ণুই সকল প্রকার কল্যাণের আকর।

যেরূপ প্রকাশ প্রবৃত্তিরহিত অর্থাৎ জড় কাষ্ঠ অপেক্ষা প্রবৃত্তিস্বভাবগতি বিশিষ্ট ধূম শ্রেষ্ঠ ; সেই ধূম অপেক্ষা বেদোক্ত কর্ম্মসাধনপর অগ্নি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তমোগুণ হইতে রজোগুণ এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। এই সত্ত্বগুণ সহযোগেই ব্রহ্মদর্শন ঘটে ! দারু তমঃ, ধূম রজঃ ও অগ্নি সত্ত্বস্থানীয়।

অন্য দেব পরিত্যাগ করিয়াও ভগবদ্ভক্তিতে সাধুগণের আচার বর্ণনে নিম্নলিখিত শ্লোকের অবতারণা—

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥ ( ভাঃ ১।২।২৫ )

এই কারণেই পূর্ব্বকালে মুনিগণ বিশুদ্ধসত্ত্ব অধোক্ষজ ভগবানের ভজন করিতেন। এই সংসারে যাঁহারা তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া ভজন করেন, তাঁহারাও মোক্ষরূপ কল্যাণ লাভ করিবেন।

কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। শুদ্ধজীব চিন্ময় ইন্দ্রিয় প্রকৃতির অতীত হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন। হরিবিমুখ জীব ঈশভজনে উদাসীন হইলে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কে আত্মবোধ করেন। দরিদ্র বদ্ধজীব ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া কর্ম্মের আবাহন করে। বিষ্ণুকে

কর্ম্মযজ্ঞের অধিপতি জানিলেও তাহারা বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য বাসনামূলে দেবতার উপাসনা করে।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বাঃ ॥ ( ভাঃ ১।২।২৬ )

পঞ্চরাত্র মতে—সকাম উপাসকগণ অন্যান্য দেবতার উপাসনা করেন, কিন্তু মোক্ষকামী ব্যক্তি রুদ্রাদির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্য দেবতা, নিন্দারূপ অসূয়া প্রকাশ না করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি নারায়ণেরই উপাসনা করেন।

ধর্ম্মকামী সূর্য্যোপাসক, অর্থকামী গণেশের উপাসক কামকামী মায়ার সেবক মোক্ষকামী শিবোপাসক আর কামরহিত ব্যক্তি কামদেব বিষ্ণুর উপাসক। বদ্ধজীব বিষ্ণুসেবাকামরহিত হইয়া ইতর কামে কামুক হওয়ায় বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করেন। কিন্তু বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে তাহাদের ইতরকাম বা ভোগপ্রবৃত্তি শান্ত হয়।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত ॥

নারায়ণের ভজনেই যদি কামলক্ষ হয় তবে অন্য দেবতার ভজনে কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য প্রজেপ্সবঃ ॥ ( ভাঃ ১।২।২৭ )

রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির জীবগণ নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ জানিয়া পিতৃগণ, ভূতগণ ও প্রজাপতিগণের উপাসনা করে। রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া যাহাদের স্বভাব পিত্রাদির তুল্য। তাহাদের তত্তুল্য দেবতার ভজনই স্বাভাবিক। সাত্বত সংহিতা বলেন সত্ত্বরজোমিশ্রগণযুক্ত ব্যক্তি সূর্য্যের, সত্ত্বতমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি গণেশের, রজস্তমঃ স্বভাবসম্পন্ন জীব মায়াশক্তির এবং তমোগুণ প্রকৃতি রুদ্রের আশ্রয় করে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-গুণময় ব্যক্তি অনর্থযুক্ত নির্ম্মল নিগুর্ণতার আশ্রয়ে কামদেব কৃষ্ণের উপাসনা করেন।

যাঁহারা বিষ্ণুপ্রীতি-কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন

করেন, তাহাদের ভূতপূজা হইয়া যায়। যাহারা পিতৃগণকে প্রাকৃত স্থূলশরীর কারণরূপী জনক বলিয়া ধারণা করে—যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পক্ষপাতী এবং অক্ষজপ্রতীতির ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগকরে, তাহারাই পিতৃগণের উপাসক। বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুপ্রসাদদ্বারা পিতৃগণের বা অন্যান্য দেবগণের পূজা করেন। শ্রীনারায়ণের পূজা হইলে সকল দেব ও পিতৃগণের পূজা হইয়া যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের পুত্র তাহার পিতাকে বিষ্ণুপ্রসাদ দিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারে। অন্য দেবভক্ত ও বিষ্ণুপ্রসাদ দিয়া সেই দেবতার পূজা করিতে পারে। কিন্তু বিষ্ণু ব্যতীত পিতৃবর্গ ও দেবতাবর্গের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আছে মনে করিলে সেখানে প্রাকৃত অভিমানই প্রবল আছে জানিতে হইবে। কিন্তু ভগবান বাসুদেবের আরাধনাই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেরপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥ (১।২।২৮)

বেদসকল বাসুদেবের আরাধারই উদ্দেশ করে, যজ্ঞসকল যজ্ঞেশ্বর বাসুদেবেরই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়—যোগাদি ক্রিয়াও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বাসুদেবকেই আশ্রয় করে; জ্ঞানশাস্ত্র ও জ্ঞানসেব্য বাসুদেবেরই উদ্দেশ করে, বাসুদেবই সমস্ত তপস্যার উদ্দেশ্য, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই বাসুদেবকে উদ্দেশ করে আর বাসুদেবই চরমগতি।

স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥ ( ভাঃ ১।২।২৯ )

জগতের সৃষ্টি, তাহাতে প্রবেশ ও স্থিতিবিধানাদি লীলাময় বস্তু ভগবান্। তাঁহাতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়।

ব্রহ্মবাদিগণের মতে প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি। কিন্তু বাস্তবিক সিদ্ধান্ত-অনুসারে প্রকৃতিকে অজাগলস্তন বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্তিত। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাদির কারণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও গদাধরাদি পার্ষদবৃন্দের সহিত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে পরম উদাসীন আকুমার-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, তপস্বী, ভাগবতের পাঠক বলিয়া বিখ্যাত একজন সুশান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। ভাগবত অধ্যাপনাতেই তাঁহার সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হইত। প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবতগ্রন্থের অধ্যাপক হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে মোক্ষাভিলাষ ও দাম্ভিকতারূপ কৈতব বিদ্যমান ছিল। মোক্ষাভিলাষী দাম্ভিকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান নাই—তাঁহার ভক্তি মিছাভক্তি—ভক্তির আকার মাত্র।

"সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥"

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, বুদ্ধিবৃত্তি বা টীকা দ্বারা ভাগবতের মর্ম্মার্থ কেহ বুঝিতে পারেন না।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পথে যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রোধে মত্তহস্তিপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সর্ব্বপুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥

*　　*　　*　　*

মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ তার নাশ ভালগতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে, সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এবেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥"

এই বলিয়া দুষ্টের সংহারকারী শ্রীগৌরহরি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিঁড়িতে উদ্যত হইলেন। বৈষ্ণবগণ কোনও প্রকারে নিবারণ করিলেন। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"

সুতরাং যাঁহারা ভাগবতকে কাব্যবিশেষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অধিকার-বিচারবিহীন হইয়া ভাগবতের কৃষ্ণলীলার পাঠ শ্রবণে ব্রতী হন এবং ভাবে ডগমগ হইয়া আপনাদিগকে "রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" মনে করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হন; যাঁহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন—যাঁহারা ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছেন বলিয়াই বড় ভাগবত পাঠক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া সমধিক অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া নেন—যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানদ্বারা ভাগবতের শুদ্ধভক্তিকে আবৃত করিয়া শ্রোতার নিকটে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—যাঁহারা কুলের বড়াই করেন. নিত্যানন্দসন্তান, অদ্বৈতসন্তান হইলেই ভাগবত পাঠের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার হইল বলিয়া মনে করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখুন—

"সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥

সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্ধের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত—ভক্তিরসপাত্র॥"

এক ভাগবত—ভাগবত-শাস্ত্র এবং আর এক ভাগবত—ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত-ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব। অতএব যাহাদের এই দুই ভাগবতের কোনও একজনের চরণে অপরাধ আছে, তাহাদের মুখে ভাগবতের কথা কীর্ত্তিত হয় না। যাহারা দুই জনের চরণেই অপরাধী, তাহাদের কথা আর বলিবার নহে। আজকালকার ভাগবতবিক্রেতৃগণ দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ জন্ম প্রভৃতি দ্বারা গর্ব্বান্বিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকেও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাহারা দুই ভাগবতচরণেই অপরাধী। প্রথমতঃ তাহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিয়া ভাগবত-শাস্ত্রের নিকট অপরাধী, দ্বিতীয়তঃ দাম্ভিকতাহেতু তাহারা বৈষ্ণবচরণে অপরাধী। অতএব তাহারা ভাগবত পড়িয়াও ভাগবতের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে না। তাহাদের মুখে ভাগবত কীর্ত্তিত হইবে কি প্রকারে? অভিধেয়-শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অকিঞ্চনেরই গোচরীভূত। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে পারেন। সেইরূপ গোস্বামীই ভাগবতের প্রকৃত পাঠক। "গোস্বামী" অভিমানী বা নামধারী 'অদান্তগো' বা ইন্দ্রিয়ের দাস যাহারা তাহারা কপট—কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ; তাহাদের ভাগবত পাঠের অধিকার নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবত কহে মোর তত্ত্ব অভিমত।"

দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ছিল। ভাগবতপ্রধান শ্রীবাসকে তিনি সামান্য মনুষ্যজ্ঞানে উলঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রভু তাহাকে বলিলেন—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥

পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জন খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যিনি ভাগবত যথার্থ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি ভাগবতরূপ অমৃতফল সর্ব্বজীবে বিতরণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। নিজের স্ত্রী-পুত্র লইয়া একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে হইবে ভাবিয়া ভাগবতবিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহাদের পরিপোষণ চিন্তায় মগ্ন হন না। তিনি অযাচক হইয়া সকলের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে নিঃস্বার্থ হইয়া ভাগবতগীতি গাহিয়া বেড়ান। এরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত জগতে বিরল।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য ভাগবত-অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তাঁহাদের আনুগত্যেই আমাদের শ্রীভাগবত পাঠের অধিকার। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন কেবল নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ প্রধান সাধন ভক্তির অন্যতম নহে—কেবল সেবা-অপরাধ ও নাম-অপরাধ। আর এইরূপ শ্রোতাদেরও তাহাই লভ্য হইয়া থাকে। একজন নামাপরাধ করিবে, আর তাহা শুনিয়া আমার নাম শ্রবণ হইবে, ইহা হইতে পারে না।

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদা নাম-অপরাধ।
ইহাই জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥"

তবে নামাপরাধীর মুখে ভাগবত শুনিয়া অপরাধ বর্দ্ধন ছাড়া আর কি ফল হইবে? পয়সা দিয়া বা না দিয়া অপরাধ কিনিয়া লাভ কি?

এই জন্যই শাস্ত্রের আদেশ—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

—শ্রীভাগবত দাসাধিকারী

# পাষণ্ডী

কে এ ফেরে নামহট্টে ভক্তির মন্দিরে,
ভক্তির যাজন নামে বিকি কিনি করে ?
ভক্তি কিরে পণ্যদ্রব্য—মুড়ি মিশ্রি ধান্য,
দাম দিয়ে কিনে ল'বে যত ভক্তি শূন্য ?
বিপণি পাতালি ভাল, নাহি ভক্তি-লেশ,
অভক্তিরে বিকালি (তুই) সাজিয়ে ভক্তি-বেশ।
তোর ভাণ্ডে যাহা নাহি তুই তা'র দাতা,
এতবড় ঠকামিটা চালালি যা'-তা' !
দাম লয়ে নাম বেচি' কি ফল লভিলি ?
করিলি নামাপরাধ, তাহাই বেচিলি।
মূর্খ লোকে অপরাধ কেনে নাম বলি',
তারে তুই ধোকা দিয়ে বোকাটী বানালি।
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রীভগবদ্দেহ,
তাহা পাঠ করি' বিনিময়ে অর্থ লহ।
আপনি ডুবিলি, ডুবাইলি শ্রোতৃদলে,
অপরাধ-সিন্ধুমাঝে, উদ্ধারের ছলে।
হায়, হায় ! কি বিভ্রাট দুঃখ বলি কা'য়,
মূর্খ নর নাহি বোঝে, নিজ হিত চায়।
বলে আমি পার হই ডুবিতে ডুবিতে,—
বঞ্চকের ফেরে পড়ে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট তা'তে।
রে বঞ্চক ! তোর কিরে নাহি ভয় তার ?
অনন্ত রৌরবরাশি ব্যবস্থা তোমার।
ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন নাস্তিক-প্রবর,
শ্রীবিগ্রহ, নাম, মন্ত্র, ভাগবত আর—
তোমার 'অর্জ্জন-যন্ত্র' বুদ্ধি বুঝি এবে ;
তব সম নরাধম আর কেবা ভবে ?
মদ্যপ বেশ্যাগ কিম্বা দস্যুবৃত্তি যার,
বুদ্ধিদোষে নিষ্কপটে পাপবৃত্তি তার।
সৎসঙ্গে তার পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে,
শ্রীকৃষ্ণের ভকতি সেই অনায়াসে পাবে।
জগাই মাধাই আছে প্রমাণ তাহার,
পাপিষ্ঠ হয়েও তারা পাইল উদ্ধার।

কিন্তু ভেবে দেখ্ তুই ধর্ম্মধ্বজী শঠ,
অস্থি-মজ্জায় ভণ্ডতা তোর রে কপট।
অপরাধ-পুঞ্জে তোর চিত্ত ভরপুর,
বৈষ্ণববিদ্বেষ তোর ব্যবসা প্রচুর।
ব্রাহ্মণের গুরু ভক্ত—এই শাস্ত্রবাণী,
লঙ্ঘিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত তোমার পরাণী।
কবে সে দিবিরে তুই বৈষ্ণবে সন্মান,
নিষ্কিঞ্চন-পদরজে লভিবি কল্যাণ।
কভু কি দেখিব তোর ভক্তজনে রতি?
যাহার প্রভাবে কৃষ্ণে উপজয়ে প্রীতি।

—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

# কর্ম্মী ও ভক্তের পার্থক্য বিচার

এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমরা কয়েকটী কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া ও আপনাকে অযথা ভোক্তৃতত্ত্বে আরোপ করিয়া অহংকর্তৃত্বা-ভিমানপূর্ব্বক আমরা কয়েকটী ঋণদায়-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কর্তৃত্বাভিমান থাকা কাল পর্য্যন্ত আমাদের ঐ সকল পরিশোধ-কার্য্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়! দেব, ঋষি, ভূত, পিতৃ ও নৃগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পাল্য হইয়া পড়ে। এই ঋণ পরিশোধার্থে আমাদের তখন পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। হোমাদি দৈব যজ্ঞ-যোগে দেব-ঋণ পরিশোধিত হয়, অধ্যয়নাধ্যাপ-নাত্মক ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা ঋষিঋণ, পশু-পক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ ভৌত-বলি নামক ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পোষণ এবং অন্নাদি ও উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃঋণ এবং অতিথি-সেবা, স্বদেশ সেবা, তড়াগ-খনন প্রভৃতি মনুষ্য যজ্ঞ দ্বারা নৃঋণ পরি-শোধিত হয়। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্; হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনং॥.........দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৃণামা-ত্মনশ্চ যঃ। ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি॥"—( মনু৩।৭০, ৭২ )। 'অহং কর্ত্তা' এইজ্ঞান যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন এইপঞ্চঋণ পরিশোধ আমাদের কর্ত্তব্য, তাহার অকরণে প্রত্যবায় ঘটে। যে ব্যক্তি উপার্জ্জনা-

দিদ্বারা বা অন্যোপায়ে আত্মোদর-ভরণে ও স্ত্রী-সেবায় ব্যস্ত, সে যদি নিঃসহায় মাতাকে ভরণ পোষণ না করে, সে পাপী; সে যদি নরগণকে বিপন্মুক্ত হইবার সহায়তা না করে, তবে কর্ত্তব্য-হেলনজনিত তাহার দুষ্কৃত সঞ্চিত হয়। যাঁহাদের আমি ভোক্তা অভিমান থাকায় ভগবচ্ছরণাপত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহারা নিজে কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রে গাহিয়াছেন,—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" কার্য্যসমূহ ভগবন্নিয়মে কৃত হইল না বুঝিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অহংকর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে 'কর্ম্মী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পঞ্চঋণে আবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যপালনের দায়ী হইয়া পড়েন। নৃঋণ-পরিশোধের জন্য এইরূপ লোকে আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, দৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

এই যে সব কর্ম্মীর কর্ত্তব্য, এই গুলি জীবের কতদিন থাকে, এই বিচার করিয়া যখন ধীরচেতাঃ দেখিতে পান যে, ইহাদের সহিত সম্বন্ধ কেবল যতদিন দেহ, ততদিন থাকিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সব যাইবে। আজ যে বাসনা-বশে এক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করা আবশ্যক মনে হয়, কল্য হয় ত' সে বাসনার লোপ পাইবে, অন্য বাসনা তাহার স্থান অধিকার করিবে, তখন তদুপযোগী আধিকারিক দেবতার প্রীণনে ব্যস্ত হইতে হইবে। আবার ঋষিগণের মত একমাত্র নহে,—যতগুলি ঋষি "ততগুলি মত"। সুতরাং অধ্যয়নাদি সকলের একরূপ নহে, একজনেরও সর্ব্বাবস্থায় একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থাভেদে ভূতযজ্ঞ বিভিন্ন প্রণালীর হইতে পারে। এ জন্মের পিত্রাদি পরজন্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আজ ইঁহারা আমার স্বদেশবাসী; কাল উঁহারা স্বদেশবাসী হইবেন, আজ ইঁহাদের জন্য যত্ন করিতেছি, কাল উঁহাদিগের প্রতি বিরোধ করিতে হইবে। ইহাদের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই কর্ত্তব্যগুলি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্মীর হিসাবে আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং

কর্ম্মীরা যাহাকে "আমাদের কর্ত্তব্য" বলেন, তাহা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং কর্ম্মীর ধারণাতে আমাদের কর্ত্তব্যের নিত্যত্ব নাই।

যাঁহারা সংসারকে দুঃখাত্মক দেখিয়া তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, মুক্তিই যাঁহাদের একমাত্র কামনা, তাঁহাদের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মুক্তিলাভের জন্য আমাদের যেগুলি কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়, মুক্ত জীবের পক্ষে সেগুলি কর্ত্তব্য-স্থানীয় নহে। বদ্ধ-অবস্থায় দেব-দেবীর উপাসনাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে, যত ফল্গু বৈরাগ্য আশ্রিত হইবে, ততই সেই উপাসনা নিরর্থক হইবে। লক্ষ্য, ইহা দ্বারা নির্ম্মলীকৃত চিত্তকে উপাসনা-ধ্বংসাত্মক অদ্বৈত-সিদ্ধিতে আরোপ করিতে হইবে। এখানেও দেখা যায়, কর্ত্তব্যের তারতম্য-প্রকারভেদ লক্ষিত হয়, নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের কিছু দৃষ্ট হয় নাই।

শুদ্ধ ভক্তের বিচার কিন্তু অন্যরূপ। তিনি তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রমের হাত হইতে ছুটী করিয়া নিত্যস্বরূপ ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে চাহেন। তাঁহার প্রাথমিক অবস্থা শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা, তাহা শ্রীভগবৎসেবা, আর উন্নত-অবস্থায় সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া শ্রীভগবানেই সেবা করিতেছেন। উপায় শ্রীভগবৎসেবা, আবার উপেয়ও শ্রীভগবৎসেবা। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হইবার নহে। তাঁহার কর্ত্তব্য নিত্য ভগবদ্দাস্য। জীবের নির্ম্মল অবস্থাতেও ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া অন্য কর্ত্তব্যে কখনও ব্যাপৃত হ'ন না। ভগবৎ সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভক্তসেবা ভগবৎসেবারই অন্তর্গত, কেন না, ভক্তসেবা ব্যতিরেকে ভগবৎ সেবা মঞ্জুরই হয় না। সুতরাং ভক্তসেবার সহিত ভগবৎ-সেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া যে সকল অবান্তর কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্যরূপে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে করযোড়ে বিদায় দিয়া সাধু-গুরু পদাশ্রয়ে নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ শুদ্ধভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, এই বিচার যে কালক্রমে জীবের হৃদয়ঙ্গত হইবে, তাহা কে ভরসা দিবে? শুদ্ধভক্তি-পথে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের উক্তিমত শ্রবণ-কীর্ত্তন সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলে আমাদের কোন সুবিধা নাই।

—শ্রীভক্তদাস ব্রহ্মচারী

# মেদিনীপুর জিলায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সার

## কল্যাণপুরে অন্যান্য বক্তৃতাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৩ পৃষ্ঠার পর)

### অসনাতনিগণই অসুর

গতকাল আমি ব'সে বক্তৃতা দিবার অনুমতি নিই। আজ প্রধান অতিথি বিচারপতি (তমলুক Subdivision-র Second Officer) মহোদয়ও আমাকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। ইংরাজী শিক্ষা উন্নত হয় সংস্কৃত অভিজ্ঞান থেকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা যতই শিখুক না কেন, সংস্কৃত শিক্ষা না থাকলে তাকে আমরা শিক্ষিত বলি না; তাকে আমরা শিক্ষিত বলে মান্‌ব না। এই যে শিক্ষা তাতে অনেক দোষ আছে। আমরা ভারতীয় শিক্ষাই নেবো। প্রাচীন শিক্ষা আমাদের দেশে চলবে না কেন? এই যে সংস্কৃত শিক্ষা—দেশে শান্তি এর দ্বারাই বজায় থাকবে। এই শিক্ষাই সনাতন-শিক্ষা। যে শিক্ষা অনাদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্য্যন্ত চলবে, সেইটা সনাতন-শিক্ষা। আমরা চাই, আমাদের উপাস্য বস্তু যেন চিরকাল থাকে। উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক—এই তিনটীর নিত্যত্ব, সনাতনত্ব যেখানে স্বীকৃত হ'য়েছে সেখানে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম আছে; কিন্তু একের অনিত্যত্ব সনাতন ধর্ম্মের উপর আঘাত করেছে। মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্ম্মকে আমাদের দেশে সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা Compromise করার চেষ্টা হয়েছে। ধর্ম্মের মধ্যে কোন Compromise চলবে না। Compromise করতে হ'লে কিছু অসৎ নিতে হবে, কিছু সৎ ছাড়তে হবে—সেটা চলবে না। Half truth is no truth (অর্দ্ধ সত্য সত্য নয়)—এটা সাধারণ বিজ্ঞান। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সমাজ ধর্ম্মানুগত ছিল। আজ-কাল তা'র উল্টো হ'য়েছে। কেউ যদি শিখা রাখে, আজকাল ছাত্ররা সেটা কেটে দেবার চেষ্টা করে। আজ তাই বিচারপতির নিকট প্রার্থনা, তাঁহার কাছে যদি এরূপ কোন Case যায় তিনি যেন তার যোগ্যবিচার করেন। 'সনাতন' কি, সেটার Principle কি, সেটা জানতে হবে। যে চিন্তা অসৎ, অসনাতনী, অনিত্য, সেইটা দিয়ে আজকাল সনাতনী শিক্ষা দিবার চেষ্টা হচ্ছে। এটা নিতান্ত অবৈধ এবং আসুরিক প্রচেষ্টা।

আমি সেবকসূত্রে আপনাদের নিকট দীনভাবে একটা কথা বল্‌ব। কথাটী—এই মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ আছেন। পরামুক্তি, পরমমুক্তি ভগবৎ-সেবা না করলে হবে না। পরামুক্তি লাভ করতে গেলে শক্তি ও শক্তিমান্

উভয়েরই আলোচনা থাকা দরকার। রাধারাণী—মূল, আদ্যাশক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমত্তত্ত্ব। কেবল শক্তির বা কেবল শক্তিমানের উপাসনা আংশিক উপাসনা, পূর্ণ উপাসনা নয়। রাবণকে শাস্ত্রকার দানব, দৈত্য, রাক্ষস ব'লে বিচার করেছেন। সে কি অপরাধ করেছে যার জন্য অসুরশ্রেণীভুক্ত? সে ত ঋষির পুত্র। রাবণের প্রধান দোষ,—সে শক্তি মান্‌ত না। ভাগবানের শক্তি হরণ কর, শক্তিমান রামচন্দ্র থাকুক,--এই ছিল তার বিচার। যে দেশে শক্তি মানা হয় না, সেটা অসুরের দেশ। এজন্য রামচন্দ্র রাবণকে বধ করলেন।

উল্টো কথাই ভেবে দেখুন। মহাভারতে দেখি, শক্তিমত্তত্ত্ব উড়িয়ে দাও। মূল যে শক্তিমত্তত্ত্ব আছে তাকে 'না' করে দাও। এই কারণে কৃষ্ণ কংসকে বধ করলেন।

লীলাগত বিচারে সনাতন-ধর্ম্মের এই বিচার বাদ দিয়ে একটা যুক্তির কথাই ধরা যাক্,—

নিত্য ধর্ম্ম ক'র?—ঈশ্বরের, না—জীবের? যদি আমি ব্রহ্ম হ'য়ে যাই তবে আমার সত্তা রইল না। সেখানে আমার ধ্বংস হ'ল। সেজন্য উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্ব না থাকলে সে ধর্ম্ম আর নিত্য রইল না, যেমন এক গ্লাস জল সমুদ্রে ফেলে দিলে গ্লাসের জলের আর বৈশিষ্ট্য থাকে না। আর একটা কথা বলতে চাই,—আমাদের দেশে অনেক ধর্ম্মের পুস্তক আছে কিন্তু তথায় অনেক আবিলতা ঢুকেছে, এটা পূর্ব্বেই বলেছি। আমাদের দেশে একটা সামাজিক শিক্ষা এই যে, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ধর্ম্ম ইত্যাদির কোন লোক আমাদের গৃহে এলে গোবর জল ছড়া দিই। কারণ আর কিছু নয়—দুঃসঙ্গ বর্জ্জন। ভাগবতের শিক্ষাই হ'ল "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। যারা মন্দির-বিরোধী. বিগ্রহ-বিরোধী, আমরা তাদের মান্‌ব না। কোন বড় কবি বলেন,—মন্দিরে ভগবান নেই, তিনি মাঠে আছেন। এরূপ চিন্তা সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী কথা। আপনারা এরূপ কথা মানবেন না, শুনবেন না। যদি কেহ নিরাকারবাদ প্রচার করতে আসে তবে তাহাদিগকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি বাইবেল, কোরাণ থেকে দেখিয়ে দিতে পারব যে, তারা ভুল করছে। ঐ সব গ্রন্থে ভগবানের নরাকৃতি রূপের স্বীকার আছে। ও-সব বই কিছু কিছু পড়া আছে, সুতরাং তাদের শিখিয়ে দিতে পার্‌ব। এই সমস্ত ধর্ম্মের লোক তাদের শাস্ত্রের

কথা বাদ দিয়েই আমাদের দেশে নিরাকারবাদ চালাতে চায়, তাতে আবিলতা বাড়ে।

ভক্তি উপায় ও উপেয়। আমরা কি চিরকাল উপাসনা করব? হ্যাঁ, তাই। চিরকালই আমরা উপাসনা করি। আপনারা মেদিনীপুরের লোক সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত। মহাপ্রভুর বিরুদ্ধ চিন্তাধারা শুনবেন না।

আমি অনেক কটু কথা বলেছি। তাতে আপনাদের আঘাত দেওয়া নয়, মঙ্গল চিন্তা করাই উদ্দেশ্য। বাগানে কাঁটার বেড়া দিয়ে রাখলে সুফলটা নির্ভাবনায় পাওয়া যায়। আমার বক্তৃতাটা সেরূপ কাঁটার বেড়া। অন্য কোন চিন্তা এতে প্রবেশ করতে দিব না, যদি প্রবেশ করে থাকে ত ঘা খেয়ে ফিরে যাবে। কোন পার্থিব বিজ্ঞান শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের কাছে পৌঁছোতে পারবে না।

## শাওড়াবেড়ে জালপাই-এ বক্তৃতা

### পশু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ কিসে? (৪ঠা ফাল্গুন)

আমরা অন্য প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ, এ বিচার করে থাকি। এটা একটা স্বাভাবিক বৃত্তির ন্যায় হ'য়েছে। যদিও এরূপ বিচার করি তথাপি দেখছি, কয়েকটা বিষয়ে আমা'দের শ্রেষ্ঠত্ব কমা। আজকাল স্বাধীন ভারতে একটা চিন্তাধারা শিখতে হচ্ছে—ভারতবাসী নীচ, ঘৃণিত, হেয়। এ শিক্ষাটা আজকাল আমাদের জোর করে শেখানো হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদের নাম জানি না, কিন্তু মুসলমান রাজা, ইংরাজদের কথা অনেক জানি। আজকাল স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে—'পাশ্চাত্যদেশ সর্ব্ববিষয়ে উন্নত, ভারতবাসী চিরকাল সর্ব্বদিকে অনুন্নত।' এই প্রকার চিন্তাধারার দ্বারা আমরা কি-প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হব তা একটা ক্ষুদ্র শিশুও বুঝতে পারে। এশিক্ষা আমাদের মনুষ্যত্ব দেবে না। আমরা মানুষ, আমরা পশু নই।

### কাল-বিচার

কলিকাল এসে উপস্থিত হয়েছে। কলি-শব্দদ্বারা এ কালকে নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে। ঋষিরা একটা কাল বিচার করেছেন। কিসের উপর তাঁরা এ বিচার করেছেন—জাগতিক আবহাওয়ার উপর, না—মানুষের মনোগত ভাবের উপর? চার-পাঁচ হাজার বছর পরে মানুষের মনোগত ভাব কি

হবে, তার উপর Research (অনুসন্ধান) করে তাঁরা বিচার ও একটা সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁরা যা ব'লে দিয়েছেন তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। আজকাল দেশীয় মহাপুরুষদের (!) বিচার ৪।৫ বছর অন্তর পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কেউ বলতে পারেন, কালের গতিই এরূপ! আর্য্যঋষিরা কিন্তু এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাশীল। আমাদের আর্য্যঋষিদের যা বিচার ধারা, সেটা প্রত্যেককেই নিতে হবে। আধুনিক চিন্তা-ধারার সাথে ঋষিদের চিন্তাস্রোত মিলিয়ে দেখবেন, সেখানে কোন বিরোধ আছে কিনা। বিরোধ থাকলে বর্ত্তমান চিন্তা সযত্নে পরিহার করবেন। আমরা বর্ত্তমান ছেলেদের কথায় চল্‌ব না। আর্য্য-ঋষিদের কথায় চল্‌লে ঠক্‌ব না। ছেলেদের কথায় চল্‌লে ঠক্‌ব, ঠকে যাচ্ছিও। আজ শিক্ষার কোন ধারা নেই। মানুষের চিন্তার কোন প্রগতি নেই। যাঁরা চিন্তাশীল ভেবে দেখুন, আজ ভারতের সমাজে বাংলার চিন্তা কত নীচে নেমে গেছে। যদি আর্য্যঋষির কথা শুনি, তবে সোনার বাংলা আবার হীরের বাংলা হবে।

## সমাজে প্রধানের দায়িত্ব

জন্ম দিলেই পিতা হওয়া যায় না। পিতার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। গ্রামের উন্নতি কি ভাবে হবে সে সম্বন্ধে গ্রামের সকল পিতা মিলিত হ'য়ে চিন্তা করুন। আজকাল অঞ্চল-প্রধান হ'য়েছে। সেই Method টা একটা ধ্বংসকর Method. চাষ-আবাদ-ব্যবসা করে অর্থ হ'তে পারে, কিন্তু মনোগত ভাবের উন্নতি হয় না। মনোগত ভাবকে কিসে সর্ব্বোচ্চ করে তোলা যায় সেইটা সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য। অঞ্চল-প্রধান তাকেই করবেন, যে ছেলে-পিলেকে নীতি-শিক্ষা দিতে পারবে। মহাপ্রভু সত্যরাজ খানকে বলেছিলেন,—ঐ গ্রামের একটা কুকুরও ভগবদ্ভক্ত, সে আমার প্রিয়। মহাপ্রভু ঐ গ্রামের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। আপনারা যুধিষ্ঠিরের কুকুরের কথা শুনেছেন। কুকুরেরও Sagacity আছে। ঐ কুকুরগুলি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সেবনের সুযোগ পায়। এই বিচারই আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম জীবন গঠনের সহায়তা করবে। তা'র জন্য কি প্রয়োজন? মানুষ হওয়া। মানুষই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এটা কেবল মনে করলেই হবে না যে, আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরা কেন বড়, কিসে বড় ও সেই বিচারটা আর্য্যঋষিদের শিক্ষা থেকে জানতে হবে। যারা মানুষ নয় তাদের সাথে তুলনা ক'রে তাঁরা এ বিচারটা

পরিস্ফুট ক'রেছেন। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন—এই চারটী বিষয় প্রাণী-মাত্রেরই Common factor. আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন,—এর বেশী আপনারা চিন্তা করেন কিনা। আমাদের দেশের বড় বড় কর্ত্তারা এই চারিটার বেশী কিছু চিন্তা করেন না। ঈশোপাসনা—ধর্ম্ম যে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি, এটা তাদের স্থূল বিচার গ্রহণ করতে পারে না। অতএব আমাদের শিক্ষাই হবে, ধর্ম্মের উন্নতি কিভাবে হয়। প্রাদেশিকতা, রাজনীতি করা ইত্যাদি স্বাভাবিক Intuitionগুলি পশুরও আছে।

### মহাপ্রভুর দান

সাধারণ এইসকল চিন্তা থেকে ধর্ম্ম অনেক উর্দ্ধে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ধর্ম্মই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যেটা দিয়ে গেছেন সবাইকে সেইদিকে direct করুন।

### বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য ঈশ্বর বহু নহেন

ঈশ্বর-চিন্তাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম, Primary duty, আর সবই Secondary. এই ঈশ্বর-চিন্তার মধ্যে বিবিধ তারতম্য আছে। ভগবান্ all inclusive. কাজেই যে কোন চিন্তাধারা তাঁর আংশিক গুণ প্রকাশ করে। কিন্তু ঈশ্বর একজন। ভারত একেশ্বরবাদী। ঈশ্বরের চিন্তা করতে ব'সে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্ব-স্ব-চিন্তা-ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করেছেন। তাই বলে ঈশ্বর বহু হ'য়ে যান নি। এই সকল সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের পূর্ণ-স্বরূপের পরিচয় না দিয়ে আংশিক গুণ প্রকাশ করে মাত্র।

আমরা শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়েই চিন্তা করছি, ফলে মনুষ্যত্বের Research কমে যাচ্ছে। পূর্ব্বে বাংলাদেশ এবিষয়ে গৌরব বোধ করত। বর্ত্তমানে সেটা কমে গেছে। সমগ্র পৃথিবীর অবস্থাও এই।

সকলেই ধর্ম্মশিক্ষক হতে পারে না। শাস্ত্র বলেন,—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

মহাজন কে, শাস্ত্র তারও নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আজকাল সুভাষ বসু একজন মহাজন, গান্ধীজিও একজন মহাজন। শাস্ত্রকার কিন্তু মাত্র দ্বাদশ মহাজনের বর্ণনা করেছেন। তাঁরা যথাক্রমে,—

"স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥"

( ভাঃ ৬।৩।২০ )

ধর্ম্মজগতের শিক্ষকও আমাদের খুঁজে নিতে হবে। কে সেখানে গেছেন, কে সেটা জানেন, সেটা অনুসন্ধান করতে হবে। এজন্য বেদব্যাস একটী শ্লোক রচনা করেছেন ;—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

( ভাঃ ১১।৩।২১ )

আগে গুরু ট্রেনিং ( Guru Training ) ছিল। এখন সেটা বেসিক্ ট্রেনিং ( Basic Training ) হয়েছে। 'গুরু'-শব্দ উচ্চারণ করলে ধর্ম্ম করা হ'য়ে যাবে !!

## কৃষ্ণ-শিক্ষাই প্রয়োজন

গুরুর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ কর্‌ব। শিক্ষা বল্‌তে গীতা কি বলেন, তা জানতে হবে। তথায় দেখি, "অক্ষরাণামকারোঽস্মি" ; অর্থাৎ কৃষ্ণ বলেছেন—আগে আমাকে জানো, আমাকে শেখো ; তবেই সবকিছু হবে। 'অক্ষর'-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা 'ক্ষর' বা ধ্বংসশীল নয়—যা নিত্য, তাই শিক্ষণীয়।

উপনিষদ্ বলছেন, "এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা যোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব কৃপণঃ।"

শাস্ত্রে আরও আছে,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা।"

অতএব নিখিল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, বিষ্ণুকে জানো। দৈবজ্ঞ তিনিই যিনি বিষ্ণুকে—ভগবানকে জানেন। আমরা মনুষ্যজন্ম পেয়েছি। সুতরাং হেলায় খেলায় কাটিয়ে জীবনটা নষ্ট কর্‌ব না। শাস্ত্র বলেন,—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥"

( ভাঃ ১১।২।২৯ )

এই মনুষ্য-জন্ম থেকে যাতে পশু আর না হ'তে হয়, সেই বৃত্তিই অবলম্বন করা প্রয়োজন।

## স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম অশুচি

স্মার্ত্তরা যে ধর্ম্মের বিচার করে, তাতে মানুষ কোনদিন পবিত্রতা লাভ করে না। সেখানে জন্মে অশুচি, আবার মরণের পরও অশৌচ পালন করতে হয়। সুতরাং কোন মানুষের জন্ম-মৃত্যু দুইই যদি অশৌচ হয় তবে তা'র আর পবিত্রতা কোথায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু এ বিচারের ভ্রম ও হেয়ত্ব প্রদর্শন করেছেন। শ্রদ্ধা-সহকারে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম গ্রহণই মানুষের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা তিনি এটা প্রমাণ করেছেন।

## দেহ-মন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

মরণকালে যেরূপ চিন্তা করব, সেইরূপ জন্মই আমাদের লাভ হবে। মরণকালে যদি জড়বস্তুর চিন্তা করি, মৃত্যুর পরও আমরা জড়দেহ লাভ করব। এটী অস্বীকার করবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনও বলে—Face in the index of the mind (মুখই মনের দর্পণ)।

নলকুবর-মণিগ্রীব মনে করত,—চেতন-বৃত্তিটাকে স্তব্ধীভূত করলে শান্তি পা'ব। নারদ ঋষি ভাবলেন, যদি চেতনতাকে স্তব্ধীভূতই করা হয় তবে আর মানুষ হ'য়ে কি হবে?—গাছই হোক্। তখন তারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করে। আমাদের দেশের কবিরাজগণ অর্জ্জুন গাছের ছাল থেকে Heart Stimulating (হৃদ্-উত্তেজক) ঔষধ তৈয়ারী করেন। যারা হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধীভূত করতে চায় তাদের ঐ যন্ত্রকে উত্তেজিত করবার জন্যই যমলার্জ্জুনকে বৃক্ষযোনি লাভ করতে হ'য়েছিল। এই জন্মের পর তারা আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করে চেতনের বৃত্তি ফিরে পায়। কাজেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করতেই হবে। এইটাই হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব।

## জড় চেতন নহে

পাশ্চাত্য জগৎ তা স্বীকার করে না। সেজন্য তথায় materfiaistic view (জড়ীয় মত) অত্যন্ত প্রবল। তারা জড়বাদী। জড় কখনও চেতন হয় না। এমন কি চেতন একটা আগমাপায়ী ধর্ম্মও নহে। নাস্তিক চার্ব্বাক কিন্তু চেতনকে আগনাপায়ী ধর্ম্ম বলেছে। এটা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত। চেতনটা আগমাপায়ী ধর্ম্ম হলে পৃথিবীর সকল বস্তুই তাহলে চেতন হতে পারে; কিন্তু তা কখনও হয় না। ঘড়ি চেতন নহে। চেতনের মৌলিক ধর্ম্মই হল ইচ্ছাশক্তি। যার ইচ্ছাশক্তি নাই, সে চেতন নয়। জড়ের মধ্যে

যদি চেতনের সত্তা থাকত, তবে যে কোন জড় থেকে যে কোন কিছু হতেই পারত। তা কোনদিন হয় না।

জড় ও চেতনের পার্থক্য বুঝাবার জন্য উপনিষদে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে; একবার যমরাজ বালকবেশে মৃতের জন্য শোকরত তাহার আত্মীয়-স্বজনের উপদেশ দান করেছিলেন। শিক্ষা এই যে, চেতন আত্মা দেহ হতে নির্গত হওয়ায় দেহে আর প্রাণশক্তি নাই এবং আত্মার সাথে জড়দেহের কোন সম্পর্ক নাই।

## বৈকুণ্ঠ-সেবাই মুক্তি

মুক্তি তাকেই বোঝায় যেখানে বৈকুণ্ঠ-সেবা আছে। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি জাগতিক কুণ্ঠারহিত স্থানই বৈকুণ্ঠ। তথায় কেবল চেতনেরই বিকাশ। জড়ের বিন্দুমাত্রও প্রবেশ বা অবস্থিতি সেই রাজ্যে নাই। আহার, *নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটী বিষয়। "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"—শাস্ত্রের* এই বিচার হৃদয়ে ধারণ করে বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনারা সকলেই সেই মুক্তির সন্ধান করুন।

—সংগ্রাহক শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, B. E. ( Cal )

---

# নির্যাণ-সংবাদ

বিগত ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগৃহীত প্রাচীন শিষ্য শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস বাবাজী মহারাজ সজ্ঞানে শ্রীচৈতন্যমঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিককাল মঠে অবস্থান করিতে না পারিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় শ্রীচৈতন্য মঠে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আচার্য্যপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট কৌপীন গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলে শ্রীশ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে বাবাজীর বেষ প্রদান করেন। বাবাজী মহারাজ ইহার পর সমিতির শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ( আসাম ) এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত কোরণ্ট প্রচার-কেন্দ্রে কিছুদিন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-সেবায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ইহার অল্পকিছুদিন পরই তিনি দেহরক্ষা করেন।

— নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয় পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৭২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

| | |
|---|---|
| সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥ | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥ |

১৭শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৫ হৃষীকেশ, ৪৭৯ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৭২ ; ইং ১৭।৮।১৯৬৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

গোপীসঙ্গং ন চাপ্নোতি শ্রীগৌরচরণাদৃতে ।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন শ্রীগৌরং ভজ সর্ব্বদা ।।৩৯।।

আবার শ্রীগৌরচরণ-আশ্রয় না করিলে গোপীগণের সঙ্গলাভ হয় না; অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনা কর ॥৩৯॥

গৌরাঙ্গচরণাম্ভোজ-মকরন্দমধুব্রতাঃ ।
সাধনেন বিনা রাধাং কৃষ্ণং প্রাপ্স্যন্তি নিশ্চিতম্ ॥৪০॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম-মধুপানরত ভক্ত মধুকরগণ অন্যসাধন-ব্যতিরেকেই নিশ্চিতভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্থ হন ॥৪০॥

যাহি তূর্ণং নবদ্বীপং ভজ গৌরং কৃপানিধিম্ ।

যদি বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ ।
দাসত্বং দুর্লভং লোকে ভক্তিসারং যমিচ্ছসি ॥৪১॥

জগতে যাহা একান্ত দুর্লভ এবং ভক্তির একমাত্র সারলভ্য, তাদৃশ রম্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাসত্ব-লাভ যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সত্বর নবদ্বীপে যাইয়া দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের আরাধনা কর ॥৪১॥

রাধিকাবল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া ।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে ॥৪২॥

শ্রীরাধিকার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি ভক্তপ্রীতির জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপ-ধামে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥৪২॥

গোপীভাব-প্রদানার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ ॥৪৩॥

আজানুলম্বিতভুজশ্চারুদৃক্ রুচিরাননঃ ।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম গায়ন্নুচ্চৈর্নিজস্য চ ॥৪৪॥

গোপী গোপীতি গোপীতি জপন্নেব ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।

ক্বচিৎ সন্ন্যাসকৃদ্দেবো বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্ ।
জীবানাং জ্ঞানদঃ ক্বাপি মহাভাবান্বিতঃ ক্বচিৎ ॥৪৫॥

ভগবান্ নন্দসুত সম্প্রতি গোপীভাব প্রদান করিবার জন্য শান্ত, দ্বিভুজ গৌরবিগ্রহ, আজানুলম্বিতবাহু, সুলোচন, রম্যবদন ভক্তবেশে 'কৃষ্ণ' এই স্বকীয় পুণ্যনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং কদাচিৎ 'গোপী', 'গোপী', 'গোপী' এইরূপ জপ করিতেছেন; কোন সময়ে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসিবেশে জীবের জ্ঞান প্রদানের জন্য মহাভাবে আবিষ্ট হইতেছেন ॥৪৩-৪৫॥

এবং বিরাজমানন্তং শ্রীগৌরাঙ্গং দয়াচলম্ ।
প্রাপ্স্যস্যারাধ্য ভক্ত্যা ত্বং রাধাকৃষ্ণৌ মহাবনে ॥৪৬॥

তুমি পূর্ব্বোক্তভাবে বিরাজমান দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভক্তি-সহকারে আরাধনা করিলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিবে ॥৪৬॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

এবমুক্তো ভগবতা নাগরাজো মহামনাঃ ।
শ্রীগৌরতত্ত্বং বিজ্ঞায় নবদ্বীপং জগামহ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্ম-খণ্ডে
দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—মহামতি নাগরাজ ভগবানের পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন ॥৪৭॥

শ্রীমদনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জন্মখণ্ডের দ্বিতীয়াংশে
দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

কুত্র বৈ স নবদ্বীপো যত্র গৌরো বিরাজতে।
নাগরাজো গতস্তত্র কিঞ্চকার মহামতিঃ ॥১॥
তৎসর্ব্বং কথ্যতাং নাথ মহাযোগিন্ কৃপানিধে।
গৌরেতি মঙ্গলং নাম মম চিত্তং হৃতং বলাৎ ॥২॥

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন,—হে নাথ, যে-স্থানে শ্রীগৌরচন্দ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপ-ধাম কোথায় এবং মহাবুদ্ধিমান্ নাগরাজ সেখানে গিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণনা করুন। হে যোগিবর, মঙ্গলময় গৌর-নাম আমার চিত্তকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে ॥১-২॥

বৃন্দারণ্যস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বদ দেব দিগম্বর ॥৩॥

হে দেব, আমি বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি নবদ্বীপের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন ॥৩॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
দেবীমালিঙ্গ্য তাং দোর্ভ্যামবোচৎ সাদরং বচঃ ॥৪॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—পিণাকধারী মহেশ্বর পার্ব্বতীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত বাহুযুগলদ্বারা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আদরের সহিত বলিয়াছিলেন ॥৪॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু গৌরি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং সপ্রেম-ভক্তিদং নৃণাম্ ॥৫॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে গৌরি, আমি মানবগণের প্রেমভক্তিপ্রদ এবং সর্ব্বপাপবিনাশন শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥৫॥

যথা বৃন্দাবনং ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপানিধেঃ।
নবদ্বীপস্তথা কান্তে সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৬॥

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেরও মাহাত্ম্য জানিবে; ইহা আমি নিশ্চিত বলিতেছি ॥৬॥

যদ্বদ্ বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ।
রেমে ভক্তানন্দকরস্তদ্বৎ দ্বীপে নবে সদা ॥৭॥

ভক্ত-মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত রমণীয় বৃন্দাবনধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেও নিরন্তর লীলা প্রকাশ করিতেছেন ॥৭॥

গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে দ্বীপঃ পরমশোভনঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রতিঃ ॥৮॥

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যভাগে পরম-শোভাময় নবদ্বীপধাম বিরাজমান রহিয়াছে। উক্ত ধামের স্মরণমাত্রই মানবের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে আসক্তি জন্মিয়া থাকে ॥৮॥

যদি তীর্থসহস্রানি পর্য্যটন্তি নরাঃ ক্ষিতৌ।
নবদ্বীপং বিনা দেবী ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥৯॥

মানবগণ যদি পৃথিবীতে সহস্র তীর্থও পর্য্যটন করে, তথাপি নবদ্বীপ দর্শন না করিলে রাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না ॥৯॥

দ্বীপস্যাস্যৈকদেশে চ তীর্থানি সকলানি চ।
ঋষয়ো মুনয়ো দেবাস্তথা সিদ্ধাশ্রমাণি চ ॥১০॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রাদীনি মহেশ্বরি।
বসন্তি সততং দুর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তুষ্টয়ে ॥১১॥

অয়ি দুর্গে, এই দ্বীপের একদেশে সমস্ত তীর্থ, ঋষিগণ, মুনিগণ, দেবগণ, সিদ্ধাশ্রম-সকল, বেদ, সমস্ত শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা বাস করিতেছেন ॥১০-১১॥

অশ্বমেধ-সহস্রানি বাজপেয়াদিকানি চ।
নানাবিধানি কর্ম্মাণি কৃত্বা ভক্ত্যা মুহুর্মুহুঃ ॥১২॥
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো যোগাভ্যাসেন যৎ ফলম্।
নবদ্বীপস্য স্মরণাৎ তেষাং কোটীগুণং লভেৎ।
কিং পুনঃ দর্শনঞ্চাস্য ফলং বক্ষ্যামি পার্ব্বতি ॥১৩॥

মানবগণ নিরন্তর ভক্তি-সহকারে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ, নানাবিধ কর্ম্ম এবং যোগাভ্যাসদ্বারা যে ফল লাভ করেন, নবদ্বীপ-ধামের স্মরণদ্বারা তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে ; হে পার্ব্বতি, ইহার দর্শনে যে ফল উহার কথা আর কি বলিব ?১২-১৩॥

সকৃৎ যদি নবদ্বীপং সংস্মরেয়ুর্নরাধমাঃ।
সাধবস্তে তদৈব স্যুঃ সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি ॥১৪॥

হে পার্ব্বতি, নিতান্ত পাষণ্ড জনও যদি একবারমাত্র শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্মরণ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাধুত্ব লাভ করে ; ইহা অতিশয় সত্য বলিয়া জানিবে ॥১৪॥

তেষাং দিনে দিনে ভক্তির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ।
তেষাং পাদরজঃ-পূতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥১৫॥

দিন দিন তাহাদের ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাদের পদরজে সপ্তদ্বীপ-যুক্তা পৃথিবী পবিত্র হইয়া থাকেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥১৫॥

যে বসন্তি নবদ্বীপে মানবাঃ গৌরদেবতাঃ।
ন চ তে মানবাঃ জ্ঞেয়া শ্রীগৌরস্য চ পার্ষদাঃ ॥১৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া যাঁহারা নবদ্বীপধামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গেরই পার্ষদ ॥১৬॥

তেষাং স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ।
সত্যং শুদ্ধন্তি বৈ দুর্গে কিং পুনর্দর্শনাদিভিঃ ॥১৭॥

হে দুর্গে, তাঁহাদের স্মরণমাত্রেই মহাপাতকিগণও শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, দর্শনাদির কথা আর কি বলিব ?১৭॥

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং পঞ্চভির্বদনৈরহম্।
কিং বর্ণয়ামি নানন্তঃ সহস্রৈর্বদনৈরলম্ ॥১৮॥

অনন্তদেব সহস্র-মুখেও যে নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, আমি পঞ্চমুখে তাঁহার মহিমা কিরূপে বর্ণন করিব ?১৮॥

ধামসারস্য কৃষ্ণস্য বৃন্দারণ্যস্য শৈলজে !
আরোহণস্য সোপানং নবদ্বীপং বিদুর্বুধাঃ ॥১৯॥

অয়ি পার্ব্বতি, পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপ-ধামকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠধাম শ্রীবৃন্দাবনে আরোহণের একমাত্র সোপান বলিয়া জানেন ॥১৯॥

তত্র গত্বা নবদ্বীপে নাগরাজো ধৃতব্রতঃ।
পূজয়ামাস গৌরাঙ্গমপি বর্ষাযুতং প্রিয়ে ॥২০॥

অয়ি প্রিয়ে, নাগরাজ উক্ত নবদ্বীপধামে গমনপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বী হইয়া অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥২০॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীগৌরো জগদীশ্বরঃ।
দর্শয়ামাস স্বং রূপমনন্তায় মহাত্মনে ॥২১॥

অনন্তর জগৎপতি ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া মহামতি অনন্তকে স্বকীয় রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥২১॥

নাগরাজঃ সমালোক্য তং দেবং পরমেশ্বরম্।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমাবুত্থায় বিহিতাঞ্জলিঃ ॥২২॥

নাগরাজও পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন ॥২২॥

তপ্ত-জাম্বুনদপ্রখ্যং চারুপদ্ম-পদদ্বয়ম্।
কোটীন্দু-পাদনখরং কোট্যাদিত্য-সমুজ্জ্বলম্ ॥২৩॥
বনমালা-ভূষিতাঙ্গং শ্রীবৎসোজ্জ্বলবক্ষসম্।
ক্ষৌমবস্ত্রধরং দেবং কোটীকন্দর্পমোহনম্ ॥২৪॥
অংসে ন্যস্তোপবীতঞ্চ চন্দনাঙ্গদভূষণম্।
আজানুলম্বিত-ভুজং তুলসীমাল্যধারিণম্ ॥২৫॥
কম্বুগ্রীবং চারুনেত্রং সস্মেরবদনাম্বুজম্।
মণিমকরসংযুক্ত-শ্রবণং চারুকুণ্ডলম্ ॥২৬॥
সুভ্রুবং সুনসং শান্তং ভক্তার্চ্চিত-পদাম্বুজম্।
তাপত্রয়বিদগ্ধানাং জীবানাং ত্রাণকারকম্ ॥২৭॥
গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বকারণকারণম্।
বাচা গদ্গদয়ানন্তং তুষ্টাব ধরণীধরঃ ॥২৮॥

অতঃপর উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-সহকারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চারুপাদপদ্মশালী, কোটিচন্দ্র-সমুজ্জ্বল, পদ-নখ-সুশোভিত, কোটিসূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল, বনমালা-বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভাবিশিষ্ট, ক্ষৌমবস্ত্রধারী, কোটিকন্দর্পমোহন, স্কন্ধসংলগ্নোপবীত, চন্দননির্ম্মিত, বলয়ভূষিত, আজানুলম্বিতবাহু, তুলসী-মালাধারী, কম্বুকণ্ঠ, সুলোচন, ঈষদ্‌হাস্যযুত-বদন, কর্ণে মণিময় মকরশালী-চারুকুণ্ডলধারী, সুন্দর ভ্রূ এবং নাসিকাবিশিষ্ট, শান্তমূর্ত্তি, ভক্ত-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত-পাদপদ্ম, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, সমস্ত জগতের কারণেরও কারণ, সচ্চিদানন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নাগরাজ গদ্গদস্বরে স্তব করিলেন ॥২৪-২৮॥

# শ্রীবিগ্রহ

মানবের দ্বিবিধ প্রতীতি বা দর্শন—অবিদ্বৎপ্রতীতি ও বিদ্বৎপ্রতীতি। অবিদ্বৎপ্রতীতিতে অবিদ্যা বা মায়াবৃত্তির সংস্পর্শ বিদ্যমান। বিদ্বৎপ্রতীতি সম্পূর্ণ মায়া-সংস্পর্শ-নির্ম্মুক্ত এবং বিদ্যা বা সৎস্বরূপের প্রভাবান্বিত বলিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ অমলজ্ঞানের প্রকাশক। সাধারণ মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীভগবানের অপরাশক্তি মায়াপ্রসূত বলিয়া ভোগ-সর্ব্বস্ব প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য জড় বিষয় গ্রহণেই সমর্থ, কিন্তু কোনও কোনও অসাধারণ মানব পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার অধোক্ষজ পুরুষের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে সেবোন্মুখ বৃত্তির সহিত প্রপন্ন হইলে ভোগ-সর্ব্বস্ব প্রত্যক্ষ জড়বিষয়ের মায়িকবৃত্তি ভেদ করত শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল বাস্তব জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই বিদ্বৎ-প্রতীতির প্রভাব। সোজা কথায়, অবিদ্বৎপ্রতীতিতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ কৈতব প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যে-কোনও ভাবে বর্ত্তমান।

বিদ্বৎপ্রতীতি কেবলমাত্র ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। অবিদ্বৎপ্রতীতি প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না বা ধারণা করিতে পারে না। বিদ্বৎপ্রতীতি প্রত্যক্ষ ভেদ করত ঈশাশ্রয়া দৃষ্টিসাহায্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং অবিদ্বৎপ্রতীতিতে বিপর্য্যয় দর্শন, অবর-দর্শন, ভ্রমদর্শন, দ্বিতীয় দর্শন, খণ্ড ও অসম্যক্ দর্শন অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বৎপ্রতীতি সর্ব্বদেশব্যাপিনী, সুতরাং উহাই অখণ্ড বা অদ্বয়-দর্শন। একমাত্র বিদ্বৎ-প্রতীতি-সম্পন্ন ভাগবত-স্বরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি ব্যতীত জীবের আর অদ্বয়জ্ঞান বা বিদ্বৎপ্রতীতি-লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিদ্বৎপ্রতীতি-লাভের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। জড় জগতে যিনি যত বড়ই অধীতি, মেধাবান্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করুন না কেন, কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান লাভ অসম্ভব। অর্জ্জুন ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তিবলেই ভগবৎ-স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রমাণশিরোমণি শ্রুতিতে নচিকেতার প্রতি যমরাজের উপদেশও তাহাই—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

যে বিদ্বান্ পরমাত্মস্বরূপে শরণাগত হন, একমাত্র তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা তাঁহার সৎস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই ঐ বেদবাণী অস্বীকার করিয়া বা মুখে মাত্র স্বীকার

করিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা কেন বুঝিয়া লইতে পারিব না?—এইরূপ দম্ভযুক্ত হইয়া ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইলেই আমরা চিৎস্বরূপ ভগবানের নিত্যপ্রতিভূ ও উদ্দীপকতত্ত্ব শ্রীমূর্ত্তিকে কাঠ, পাথর, মাটীর ন্যায় অনিত্য জড়বস্তু জ্ঞান করি। শ্রীমূর্ত্তিকে পুতুলের মত মনুষ্য-নির্ম্মিতবস্তু বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি অথবা কাঠ-পাথর জ্ঞান অন্তরে প্রবল থাকাসত্ত্বেও কপটতাপূর্ব্বক ভৌম বা পার্থিববস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি করিয়া তাহা দ্বারা নিজের ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করিয়া লই। আবার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া শ্রীবিগ্রহদ্বারা ভগবানের ভূমাস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। অথবা কাঠ, পাথর, মাটীর ভিতর অনুস্যূত চৈতন্যস্বরূপই আমাদের লক্ষীভূত পূজ্যবস্তু; অপর ভাষায়, ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ বর্ত্তমান—এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-জাত বিশ্বাসমূলে "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" ইত্যাদি বাক্য কল্পনা করিয়া প্রতীককে মনঃ-সংযমনের যন্ত্রমাত্র জ্ঞান করি ও অনিত্যকাঠ-পাথরের সহিত পান্থ পরিচয় করিয়া থাকি। এই সমস্তই অবিদ্বৎপ্রতীতি-প্রসূত বিচিত্রতার পরিচয়।

বিদ্বৎপ্রতীতিতে অদ্বয়জ্ঞান বা ভগবানের অসংশয় সমগ্রস্বরূপের উপলব্ধি (শ্রীগীতা ৭।১)। সমগ্র ও পরিপূর্ণ স্বরূপে কোনও শক্তিরই অভাব নাই। সুতরাং উক্ত দর্শনে অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। দুর্ঘট-ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্বের লক্ষণ। সুতরাং শ্রীভগবানের অনন্ত বিরোধি-গুণসকল নিত্য যুগপৎ অতি সুন্দররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছে। অতএব সেই বিরোধভঞ্জিকা শক্তিবলে তাঁহাতে বিভুত্ব ও মূর্ত্তত্ব যুগপৎ বিরাজিত। শ্রুতিতে অসংখ্য বিরোধসূচক মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য-শ্রুতির শেষভাগে "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" এই মন্ত্রে মূর্ত্তত্বে বিভুত্ব এবং বিভুত্বে মূর্ত্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের চিদ্দেহগত অপ্রাকৃত নিরুপাধিক চক্ষুদ্বারা ভগবানের নিত্য মধ্যমাকার শ্রীবিগ্রহ দর্শন হইয়া থাকে। (সোপাধিক কিন্তু স্থূল জড়দর্শী চক্ষু নহে) চক্ষু-দ্বারা যোগৈশ্বর্য্য বিরাট্‌রূপ দর্শন হয় এবং সোপাধিক স্থূল নয়নদ্বারা জড় রূপ দর্শন হইয়া থাকে। বিদ্বজ্জন শুদ্ধ চিন্ময় সমাধিযোগে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে যে নিত্য অপ্রাকৃত অচিন্ত্য-স্বরূপ দর্শন করেন, প্রাকৃত জগতে সেই রূপের প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি কল্পিত নহে বা

শ্রীমূর্ত্তির দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত জগতে বিরাজিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ( ভাঃ ১।১১।৩৪ )

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না এবং কেবল তখনই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীমূর্ত্তি সবিকল্প সমাধির অনিত্য মনোময় বিগ্রহ নহেন। আরোহপন্থার কৈবল্য সমাধি বা নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ প্রয়োজনলাভের জন্য 'যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা' এই সূত্রানুসারে ইচ্ছানুরূপ কোনও বস্তু ধ্যান করিতে করিতে ধ্যান গাঢ় হইলে জড়মনে যে মনোময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, তাহার সহিত অবরোহ-পন্থার বিদ্বৎপ্রতীতি-যোগে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত নেত্রে যে ভগবানের অচিন্ত্য নিত্যস্বরূপ দর্শন হয়, তাহা এক নহে। একটী জড়সংস্পৃষ্ট মনোছাচে গড়া ছবি ; অপরটী সম্পূর্ণ জড়াতীত ঈশানুগত চিদিন্দ্রিয়ে প্রতি-ফলিত বাস্তব বস্তু। সবিকল্প সমাধির মনোময়ী মূর্ত্তি নির্ব্বিকল্পাবস্থায় বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়ী দিব্য শ্রীমূর্ত্তি সূরিগণ সদা স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় প্রেম-বিভাবিত অপ্রাকৃতনেত্রে দর্শন করেন--

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

"দিবীব চক্ষুরাততং" শব্দে স্বতঃপ্রকাশ বস্তুকে লক্ষ্য করে। সুতরাং আরোহপন্থায় অভ্যাসযোগ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ নিজকৃত চেষ্টাদ্বারা স্বতঃ-প্রকাশ বস্তু দর্শন হয় না। মনঃকল্পিত ছবিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'সদা' শব্দের দ্বারা চিন্ময় মূর্ত্তির বিষয় নিরূপণ করা হইল। 'পদং' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুর বা ব্যাপক বস্তুর অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মূর্ত্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা" এই ন্যায়ানুসারে সাযুজ্যকামীর কল্পিত প্রতীক বা সবিকল্প সমাধির জড়ীয় মনোময় বিগ্রহ নহে অথবা ভৌম-ইজ্যধী-সম্পন্ন বুভুক্ষুর কল্পিত পুতুল নহেন। অতএব কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥ ( চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ )

অন্যত্র—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনেভেদ নাহি, তিন-চিদানন্দরূপ।
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম, দেহ, স্বরূপ-বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

---

# প্রশ্নোত্তর

## ( জীবতত্ত্ব )

২। জীবের বিভিন্ন অবস্থা কি কি?

"মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত চেতন', 'সঙ্কুচিত-চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন', ও পূর্ণবিকচিত-চেতন'।"

—চৈঃ শিঃ ১৬শ অঃ

৩। জীবের শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা কিরূপ?

"জীবের দুইটী অবস্থা—অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়-সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু পদার্থ। সেই অণুত্ব-প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তিনি স্বধর্ম্ম বিকার-প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ

দুঃখ-পিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবা-মাত্রই সংসারগতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার স্ব-ধর্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া-সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়।

বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধজীবের স্বধর্ম্ম। সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গসুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন, জীবের নিত্যধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ-অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধাবস্থায় যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন।"

—জৈঃ ধঃ ২।১৪-১৫

৪। অনাদি-বহির্ম্মুখতা কাহাকে বলে?

"কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতেই জীব—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতের আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এইজন্যই 'অনাদি-বহির্ম্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখ ও মায়া-প্রবেশকাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে।"

—জৈঃ ধঃ ১।১১-১২

৫। আচ্ছাদিত-চেতন কাহাকে বলে?

"বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত-চেতন; ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৬। সঙ্কুচিত-চেতন কাহারা?

"পশু, পক্ষী, সরিসৃপ, মৎস্যাদি জলচর কীট-পতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত চেতন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৭। বদ্ধ মনুষ্যের কি কি অবস্থা?

"নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনাবস্থা।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৮। মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতন যথাক্রমে কাঁহারা?

"নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক—এই দুইপ্রকার মানবই মুকুলিত-চেতন, সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্তই বিকচিত-চেতন এবং ভাবভক্ত মানবই পূর্ণ-বিকচিত-চেতন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৯। মায়ার ত্রিগুণের বন্ধনে কোন্ কোন্ জীব কি ভাবে আবদ্ধ?

"সাত্ত্বিক-অহঙ্কার-বিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত; রাজস জীবসকল দেবতা ও মনুষ্য ভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়প্রযুক্ত; তামস-জীবসকল পঞ্চ-মকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ-নিগড় প্রযুক্ত আছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

১০। জীবের চিন্ময়-সত্তায় কি জন্ম-মৃত্যু আছে?

"জন্মই রজঃ; অনাদি চিন্ময় সত্তায় জন্ম ধর্ম্মরূপ রজঃ নাই, বিনাশ-ধর্ম্মরূপ তমঃও নাই, তাহা নিত্য বর্ত্তমান।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা,' হঃ চিঃ

১১। চিন্ময়-আত্মার বদ্ধদশা-জনিত ক্লেশ আছে কি?

"এই জড় দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সঙ্কীর্ণ পদার্থ নহেন; কিন্তু জড়-দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ, তাহা ভোগ করিতেছেন।"

—তঃ সূঃ, ২৩সূঃ

১২। রুদ্র-ব্রহ্মাদি দেবতার স্বরূপ কি?

"শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভে জন্ম নাই। সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীবনিচয় হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ঐ পঞ্চাশটী গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের অংশ থাকায়, তাঁহারা প্রধান দেবতা

বলিয়া উক্ত। গণেশ ও সূর্য্য প্রায় তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্মকোটি-মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটি-মধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণীসকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ তুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

১৩। শম্ভু কি কি ভাবে কার্য্য করেন?

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছা-মতে মায়াবাদও কল্পিত আগম প্রচার-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর', তথাপি বিভিন্নাংশগত'।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৫

১৪। শম্ভু কি কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব? সদাশিব ও রুদ্র-তত্ত্বে পার্থক্য কি?

"শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' ন'ন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার-বিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ-শক্তির স্বল্পতা গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনী-মিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকার-বিশেষ হয়। সেই বিকার-বিশেষ-যুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্র-দেব প্রকট হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৫

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ( দ্বাদশ তরঙ্গ )

## [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর )

কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার। ইথে বুঝি কলিতে প্রকট এ সবার ॥"
শুনি পার্ব্বতীর কথা মনের উল্লাসে। কহেন পার্ব্বতী প্রতি সুমধুর ভাষে।
"এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে। হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ব্ভেতে ॥
শ্রীরাধিকা-অঙ্গকান্তি করিব ধারণ। ত্রৈলোক্য বিজয়রূপ অতি রসায়ন ॥
সে রূপের উপমা নারিব কেহ দিতে। মাতিব জগৎরূপ বারেক চাহিতে ॥
সে অঙ্গ-শোভায় কন্দর্পের দর্পনাশ। নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস ॥
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে। আস্বাদিব ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেম রঙ্গে ॥
প্রকাশিব সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথার। নিজগুণে করিবেন জগৎ উদ্ধার ॥
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিব। যার যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হ'ব ॥
পূর্ব্বেপূর্ব্বে যে কেহ করিল কোন দোষ। তাহা ক্ষমাইয়া তার করিব সন্তোষ ॥
জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়। কহিল তোমারে ঐছে নাই দয়াময়।"
এ সব শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে যাহা। এক মুখে কেবা বর্ণিতে পারে তাহা ॥
নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এইখানে। আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে ॥
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর। সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর ॥
ভুবন-মোহন প্রতি অঙ্গের লাবণি। শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটি চন্দ্রমা নিছনি ॥
দীর্ঘ দুই নয়নে বা কেবা ধৈর্য্য ধরে। গণ্ডছটা কনক-দর্পণ দর্প হরে ॥
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর। নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥
পরিধেয় বসনে মদন-মদ নাশে। গমন-ভঙ্গীতে কত আনন্দ প্রকাশে ॥
দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবার। নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার ॥
পার্ব্বতীর চেষ্টা দেখি' প্রভু বিশ্বম্ভর। আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর ॥
সুমধুর বাক্য পার্ব্বতীর প্রতি কয়। "কৈলা আরাধনা, স্থির নহিল হৃদয় ॥
মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা। তাহাই করিব আমি কহিল সর্ব্বথা ॥"
ইহা শুনি' পার্ব্বতীর আনন্দাতিশয়। সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা উপমা না হয় ॥
দুই কর যুড়ি' কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে। "করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে ॥
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা। সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা ॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল। নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল ॥
ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর। শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর ॥

তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়। দোষ কৈলু, তবু স্তুতি করিল আমায়॥
যে-সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে। এই করো, সে সবে প্রসন্ন হন যাতে॥
কহিতে না আইসে প্রভু, যে করে অন্তর দেখি যেন নদীয়া-বিহার নিরন্তর॥"
প্রভু কহে, 'হবে পূর্ণ যে করিলা মনে। মোর যত কার্য্য তাহা নহে তোমাবিনে
এত কহি' প্রভু হইতেই অন্তর্দ্ধান। পার্ব্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম॥
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল। এহেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল॥
পার্ব্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে। কবে হবে প্রকট-বিহার চিন্তে মনে॥
ওহে শ্রীনিবাস! এই সীমন্তদ্বীপ স্থান। যে দেখে বারেক তার সফল নয়ান॥
অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভব-ভয়। পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥
অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্ব্বলোক। দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ-শোক॥
এই সিমুলিয়া গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর। বিহরয়ে সঙ্গেতে অসংখ্য পরিকর॥
নগর-কীর্ত্তন কালে যে আনন্দ এথা। এক মুখে কহিব কি সে-সকল কথা॥
ভাগ্যবন্তগণ মহাশোভা নিরখিল। প্রেম-কোলাহল সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিল॥
এত কহি' সিমুলিয়া গ্রাম হৈতে চলে। প্রভু-লীলা সঙরি ভাসয়ে নেত্রজলে॥

## শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ( গাদিগাছা )

কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের রচিত। গাদিগাছা গ্রামেতে হইল উপনীত॥
ঈশান কহয়ে—এই গাদিগাছা গ্রাম। বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ নাম॥
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে শুনিনু যে পূর্ব্ব বিজ্ঞগণের মুখেতে॥
একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল-হৃদয়। সুরভি গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয়॥
"প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু। অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু॥
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে। তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে॥
নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু। নিজ সেবাযোগ্য কি করিব মোরে কভু?"
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে। ইন্দ্রপ্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে॥
"জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না করিবে। এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হ'বে॥
অবতীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয়। এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গসুন্দর। বিহরিব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর॥
যারে জানাইবে প্রভু সেইসে জানিবে। অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে॥"
এত কহি' ইন্দ্রসহ সুরভি এথায়। দেখে-নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায়॥
আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ। হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
ভুবন-মোহন গৌর-মূর্ত্তি নিরখিয়া। মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া॥

মন্দ মন্দ হাসি' নবদ্বীপ সুধাকর। কহয়ে সুরভি-প্রতি—"বুঝিনু অন্তর ॥
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া বিহার। সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার ॥
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া-বিহার। সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার ॥"
এত কহিতেই ইন্দ্র আসি' হেন কালে। অতি দীনপ্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর। অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর ॥
"কোনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর। সর্ব্ব মনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়। "তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয় ??
ব্রজবিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে। নবদ্বীপ-বিহারে বা করো প্রভু তৈছে ॥"
শুনি' মন্দ মন্দ হাসি' প্রভু গৌররায়। ইন্দ্রে যে করিল কৃপা কহনে না যায় ॥
ইন্দ্রসহ সুরভি অনেক স্তব কৈল। প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল ॥
শ্রীসুরভি গাভী ইন্দ্রদেবের সহিতে। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥
ইন্দ্রসহ সুরভি পরমানন্দ-মনে। দেখি' নবদ্বীপ-শোভা কত উঠে মনে ॥
কহিতে কি জানি চেষ্টা, ওহে শ্রীনিবাস। এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ ॥
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ অতি উচ্চতর। অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর ॥
শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয় ॥ এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্ববিজ্ঞে কয় ॥
এবে গাদিগাছা নাম, এ গ্রাম দর্শনে। উপজে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর চরণে ॥
এ গ্রাম-বাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ। এ গ্রাম-মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস ॥
এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নেত্র ভরি' দেখে যত লোক নদীয়ার ॥

মধ্যদ্বীপ মাজিদা )

এত কহি' ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া। দেখে শোভা মাজিদাগ্রামের প্রান্তে গিয়া
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিদা গ্রাম। কহয়ে প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম ॥
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে। মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে ॥
এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া ॥
কেহ কহে, দেখ নবদ্বীপ শোভাময়। প্রভুর বিলাস-স্থান সুখের আলয় ॥
আছয়ে যতেক তীর্থ জগৎ-ভিতরে। সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া-নগরে ॥
কেহ কহে, নবদ্বীপ-মহিমা অপার। প্রকটাপ্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার ॥
প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন। অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত জন ॥
কেহ কহে, এই কলি ধন্য করিবারে। হইব প্রকট মিশ্র জগন্নাথ-ঘরে ॥
এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা। জগৎ মাতিব দেখি' সর্ব্বাঙ্গ-সুষমা ॥
কেহ কহে, কৃষ্ণের এ নদীয়া-বিহার। ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার ॥

কেহ কহে, শচীর নন্দন স্বেচ্ছাময়। যবে যে করয়ে কার্য্য কহিল না হয় ॥
কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন। বিতরিব পরম দুর্লভ প্রেমরত্ন ॥
কেহ কহে দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু। যে কৃপা করিব জীবে ঐছে নহে কভু ॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লইয়া। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া ॥
কেহ কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি। করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী ॥
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ। জগন্নাথ প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস ॥
ঐছে মহানন্দে কত কহি পরস্পর। প্রভু পাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর ॥
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়। ভকত বৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয় ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন কালেতে। হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে বর্ণিতে ॥
ভুবন-মোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন। হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন ॥
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার। ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণমে বার বার ॥
করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়। করি প্রদক্ষিণ পুন প্রভুরে কহয় ॥
ওহে প্রভু বহু অভিলাষ মো সবার। নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া বিহার ॥
নবদ্বীপ ধ্যান যেন করিয়ে সদাই। নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই ॥
ঐছে কত প্রভু আগে কহি ঋষিগণ। প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্র লোচন ॥
ঋষি-স্তুতিবশে প্রভু কহে ঋষিগণে। হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥
নবদ্বীপ লীলা মোর অতি গোপ্য হয়। রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥
শুনি ঋষিগণ কহে কি বলিব প্রভু। করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু ॥
ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে। শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে ॥
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি। হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি ॥
প্রভু অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ। এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে। দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেই খানে ॥
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়। সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥
ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ। অল্পে জানাইলু এথা হৈল মহারঙ্গ ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন সময়। দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥
অন্য ঋষি এথা কথো দিন তপ কৈল। তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ নাম প্রচারিল ॥
এ স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ। মিলয়ে নির্ম্মল ভক্তি এথা কৈলে বাস ॥
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এই খানে। মাতাইলা জীবেরে দুর্লভ প্রেমদানে ॥
ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি। বামন পৌখেরা গ্রামে চলে মন্দগতি ॥
চতুর্দ্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে অশ্রুজল। শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল ॥

দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস। এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥
বামন পোখৈরা এই গ্রাম নাম হয়। পূর্ব্বনাম ব্রাহ্মণ পুষ্কর বিজ্ঞে কয় ॥
ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম যেরূপে হইল। তাহা কহি পূর্ব্ব বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল ॥
এই খানে ছিলা পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ। পরম তপস্বী সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
শ্রীপুষ্কর তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি। তথা যান এ ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি ॥
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার বার। শ্রীপুষ্কর তীর্থসেবা নহিল আমার ॥
শ্রীপুষ্কর স্থিতি দূর পশ্চিম দেশেতে। গোঙাইলু কাল বৃথা নারিনু যাইতে ॥
নহিল দর্শন খেদ রহিল হিয়ায়। মোরে কি অনুগ্রহ করিব তীর্থ রায় ॥
ঐছে কত কহি শ্রীপুষ্কর নাম লৈয়া। করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া ॥
দেখি বিপ্রদশা শ্রীপুষ্কর তীর্থবর্য্য। দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য্য ॥
অকস্মাৎ কুণ্ড এক এথা প্রকটিল। নির্ম্মল সলিল শোভা অধিক হইল ॥
ব্রাহ্মণ অগ্রেতে শীঘ্র করি বারি ব্যাজ। হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ ॥
বিপ্রে কৃপা করি কহে মধুর বচন। না করিহ খেদ কর কুণ্ড আবাহন ॥
শুনি বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান। স্নান মাত্র বিপ্রের হইল দিব্য জ্ঞান ॥
শ্রীপুষ্করতীর্থে বিপ্র করি বহু স্তুতি। ভূমে পড়ি করিলেন অশেষ প্রণতি ॥
করযুগ যুড়ি পুন কহে বার বার। মোর লাগি দূর হৈতে গমন তোমার ॥
পুষ্কর কহেন দূর হৈতে না আসিয়ে। নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে ॥
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ ধামে। নবদ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাহি জানে ॥
প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ ধাম নিত্য। নদীয়া কৃপায় জানে নবদ্বীপ তত্ত্ব ॥
নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস। যেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস ॥
বৃন্দাবনে শ্যাম গৌর বর্ণ নবদ্বীপে। নবদ্বীপে বিহার প্রভুর গোপ্যরূপে ॥
কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার। এই কলিযুগে হবে সুখের পাথার ॥
প্রকটিব প্রভু এই কলির প্রথমে। বিলসিব সর্ব্বাবতারের ভক্ত সনে ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জীবে বিতরিব। সংকীর্ত্তনে সকল জগত মাতাইব ॥
উদ্ধারিব দীনহীন পাষণ্ডিগণেরে। নহিব বঞ্চিত কেহ এই অবতারে ॥
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার। দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার ॥
এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়। কহে পুনঃ জন্ম কি হইবে নদীয়ায় ॥
দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারু লীলা। এত কহি বিপ্র মহা ব্যাকুল হইলা ॥
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ। হইলেন অন্তর্দ্ধান করি কোন ব্যাজ ॥
বিপ্র মহাকাতর পুষ্কর অদর্শনে। হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই ক্ষণে ॥

নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ। হবে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন॥
শুনি হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস অন্তরে। নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ সুধাকরে॥
করয়ে নর্ত্তন প্রভু চরিত গাইয়া। অন্যান্যে বিস্ময় বিপ্র-চেষ্টা নিরখিয়া॥
কহিতে কি জানি যে শুনিনু তাঁর রীত। পুষ্কর তীর্থের কথা হইল বিদিত॥
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়। এ হেতু ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম কয়॥
প্রভু আরাধিলা এথা বিপ্র ভাগ্যবান্। দেখ এই পুষ্কর তীর্থের চিহ্ন স্থান॥
সে করে দর্শন যে করয়ে এথা বাস। প্রভু পদে হয় তার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
না জানয়ে যমের যাতনা সেই জন। যে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্ত্তন॥
এথা গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বিলাস। যে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনিবাস॥
এত কহি নেত্র জলে ভাসিয়া ঈশান। বামন পৌখেরা হৈতে করিলা পয়ান॥
হাটডাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া। শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাতসানা দিয়া॥
দেখ শ্রীনিবাস এই হাটডাঙ্গা গ্রাম। পূর্ব্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম॥
উচ্চহট্ট গ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে। তাহা কিছু কহিয়ে শুনিনু সাধুদ্বারে॥
ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া। পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া॥
কেহ কহে এই কলিযুগ ধন্য ধন্য। প্রকট হইবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
অদ্বৈত ঈশ্বর নিত্যানন্দ বলরামে। করিব প্রকট পূর্ব্ব নিয়মিত ধামে॥
কেহ কহে নবদ্বীপে সকলের স্থিতি। অসংখ্য প্রভুরগণ কহি কি শকতি॥
প্রভু পরিকর যত করুণার সিন্ধু। দীনহীন অধম জনের প্রাণবন্ধু॥
কেহ কহে প্রভু পরিকরগণ লৈয়া। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া॥
বহিব আনন্দনদী এই নদীয়ায়। জীবের কল্মষ নাশ হইব হেলায়॥
কেহ কহে হবে যে মঙ্গল নাই অন্ত। দেখিব অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত॥
মো সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়। তবে সে মনের মহা দুঃখ দূরে যায়॥
কেহ কহে এথা জন্ম অবশ্য হইব। প্রভুর বিহার নেত্র ভরি নিরখিব॥
নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো সবায়। করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায়॥
ঐছে কত কহে যেন হাট বসাইল। এই উচ্চ স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারম্ভিল॥
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত চিত্তে। বিলম্ব না কর প্রভু অবতীর্ণ হৈতে॥
ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ। বিবিধ ভঙ্গিম করি করয়ে নর্ত্তন॥
প্রভুর শ্রীনামাবলী সবে করে গান। এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট নাম॥
এ স্থান দর্শনে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল। প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাঢ়ে অনর্গল॥

( ক্রমশঃ )

# সন্দর্ভ-সান্ত্ব

## (ভক্তিসন্দর্ভ—৬)

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (১।৫।১২)

উপাধিরহিত নির্ম্মল জ্ঞানও ভগবদ্ ভক্তিবর্জ্জিত হইলে অপবর্গসাধনে অসমর্থ, সুতরাং ফলকালে ও সাধনকালে দুঃখরূপ কর্ম্ম যদি বাসুদেবে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা যে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এইরূপে জ্ঞানের ভক্তিসংসর্গ ও কর্ম্মের ভক্তি-আবাহনের সামর্থ্য-ব্যতীত উভয়েরই অকর্ম্মণ্যতা প্রকটিত হইয়াছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ (১।৫।১৭)

নিন্দনীয় কাম্য কর্ম্মাদিতে অনুরাগ নিতান্তই অন্যায়। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মেরও অনাদর করিয়া হরিভজন করাই কর্ত্তব্য ,তাহা এই শ্লোকে শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীব্যাসের প্রতি কহিয়াছেন। যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে ভক্তি-পরিপাকক্রমে ফলোদয় হয়, তবে ত কোন চিন্তাই নাই। কিন্তু যদি অপক্কদশায়ই মৃত্যু বা ভজনবিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগজন্য অনর্থ হইবে, এই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—যদি ভজনে পারঙ্গত না হইয়া ভক্তি হইতে পতন হয় অথবা কোন প্রকারে বিচ্যুতি বা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও ভক্তিরসপরায়ণ ব্যক্তির কর্ম্মে অনধিকারহেতু অনর্থের আশঙ্কা করিতে হইবে না। যে কোন অবস্থায় বা নীচ যোনিতেও জন্ম হউক না কেন, ভক্তিরসিক পুরুষের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যাহারা আদৌ ভজনে প্রবৃত্ত হয় নাই কেবল নিজ সংসার ধর্ম্ম পালনে ব্যস্ত, তাহাদের তাদৃশ কর্ম্মে কি ফল লাভ হইবে? তাদৃশ গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করে না, তাহাই বলিতেছেন—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ( ২।১।২ )

গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ "আমরা কে", আমাদের কর্ত্তব্য কি? পরিণামে গতি কি হইবে? এই সকল আলোচনা করে না। কারণ তাহাদের সংসারকর্ম্মে সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে। তাহাদের দিবাভাগ কর্ম্মে ও রাত্রিকাল নিদ্রায় বা অসৎ কর্ম্মের চেষ্টায় অতিবাহিত হয়, কিন্তু সকলেরই বাস্তবিক কর্ত্তব্য কি তাহা বলিতেছেন—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্ ॥ (ভাঃ ২।১।৫)

স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে জীব নিজকে ভোক্তা অভিমান করিয়া পুনঃ পুনঃ মায়া কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। যখন স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন নিজকে দাস ও ভগবানকে প্রভু বলিয়া ধারণা আসে। ভগবৎ পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবের প্রধান ভয় জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি হয় না। এই এজন্যই বলিতেছেন অভয়-ইচ্ছাকারী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৌন্দর্য্যময়, সর্ব্বাশ্রয় হরির কথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিবিমুখ হইলেই জীব দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভগবদ্বিমুখতারূপ ভীতির অধীন হয়। অব্যভিচারিণী কেবলা ভক্তি তাহাকে নিত্য হরিসেবায় অধিষ্ঠিত করে। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবেরই ভয়, কৃষ্ণোন্মুখ মুক্তসেবকের অভয়চরণ-সেবাই সম্পূর্ণ মুক্তি। কর্ম্মফলভোগ ও ত্যাগ এই দ্বিবিধ ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছা হইতে মুক্ত না হইলে অভয়পদসেবারূপ ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। যেকালে ভগবানকে অভয়পদ বলিয়া বোধ না হয়, তৎকালাবধি মায়িক ভীতিপ্রদ বস্তুর ভয়ে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ (ভাঃ ২।২।৩৩)

সংসারে বিচরণশীল ব্যক্তির অনেক মার্গ আছে। কিন্তু ভগবৎ সন্তোষ-মূলক ভক্তিযোগই সমীচীন। যে অনুষ্ঠান হইতে ভক্তিযোগ জন্মে, তদ্ব্যতীত সুখজনক নির্ব্বিঘ্ন পন্থা আর নাই। সেই ভক্তিযোগই সর্ব্ববেদসিদ্ধ তাহাই প্রকারান্তরে জানাইতেছেন—

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥ ( ভাঃ ২।২।৩৪ )

ব্রহ্মা বেদশাস্ত্রের বিবিধ আলোচনা করিয়া অবিমিশ্রা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অধ্বর্য্যু, হোতা ও উদ্গাতা ব্যতীত চতুর্থ ব্রহ্মা কর্ম্মযজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠাতা। যজ্ঞেশ্বরই যজনকারীর একমাত্র উপাস্য বস্তু। তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডের শেষফল ভগবদুপাসনা বা ভক্তিই স্থিরীকৃত হয়। জ্ঞানকাণ্ডে আরোহবাদ অবলম্বন করিলে পরমপদ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অধঃপতন ঘটে বলিয়া ব্রহ্মা "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে জ্ঞানমার্গকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রপত্তির কথাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানই ভগবৎ-সেবাজ্ঞান। যেখানে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব-অভিমান প্রবল, তত্তৎস্থলে ব্রহ্মা বিচার করিয়া ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্রজে গোবৎসহরণ ও দ্বারকায় নিজাপেক্ষা বহু-আননবিশিষ্ট ব্রহ্মাগণকে দেখিয়া তাঁহার ছলভক্তির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি হয়।

অতএব যাহা হইতে সেই ভগবানে রতির উদয় হয়, তাহা কি? তদুত্তরে বলিতেছে—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥
( ভাঃ ২।২।৩৬ )

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥ ( ভাঃ ২।২।৩৭ )

সকল সময়েই সর্ব্বত্র মানবগণের পক্ষে সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির কথাই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।

যাঁহারা ভগবানের ও ভক্তগণের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন অর্থাৎ গাঢ়ভাবে শ্রবণ করেন, তাহাদের বিষয়দূষিত অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া ভগবানের পাদপদ্মসমীপে গমন-সৌভাগ্য ঘটে। সর্ব্বপ্রকার কামনামূলেও বিষ্ণু-উপাসনাই কর্ত্তব্য—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

সর্ব্বপ্রকার কামনাযুক্ত, নিষ্কাম অথবা উদার মোক্ষকামী ব্যক্তি ভক্তিযোগ-দ্বারাই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের ভজন করিবেন। তীব্রভক্তিযোগ তাহাতে সংযুক্ত হইলে অন্যান্য কামনা তুচ্ছ হইয়া ভক্তিই দৃঢ়রূপে অনুষ্ঠিত হইবে, সুতরাং অন্যান্য কামনা আর হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

ভক্তক্ষণঃ ক্ষণোবিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি দুর্ল্লভম্ ॥ (ভারতে)

ভক্তের সহিত যাপিত কলাই বিষ্ণু কলা। নিজগৃহে বিষ্ণুসেবাই স্মৃতি বা আচার এবং নিজ ভোগ্যের অর্পণই দান। তাদৃশ কর্ম্মের ফল ইন্দ্রাদিরও দুর্লভ।

**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

---

# বর্ণাশ্রম-বিধি*

সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ বদ্ধ মানবের স্বভাব বা প্রবৃত্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে তাহাদের চারিপ্রকার অবস্থানও নির্ণয় করিয়াছেন। মুক্ত পুরুষগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ স্বভাব ও অবস্থানের অতীত। তাঁহারা লোকশিক্ষার্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাবকে ও কোনও একটী আশ্রমকে স্বীকার করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। যে-স্বভাবে সংযম, সদাচার, সত্য, সরলতা, আত্মতত্ত্বালোচনা, ভগবানে ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি পরিস্ফুট দেখা যায়, তাহাকে ব্রহ্মস্বভাব; যে-স্বভাবে বীরত্ব, সাহস, তেজঃ, পালন ও শাসন-স্পৃহার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষত্র-স্বভাব; যে-স্বভাবে কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য-প্রবৃত্তি পশ্বাদি-পালন বৃত্তির আধিক্য দেখা যায়, তাহাকে বৈশ্য-স্বভাব এবং যে-স্বভাবে পর-দাস্যদ্বারা উদর প্রতিপালন বৃত্তি ও শোক-

---

*গত ৫ম সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ১৬৯-১৭২ পৃষ্ঠায় "শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ" প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধটীই উক্ত প্রতিবাদের মূলীভূত কারণরূপে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। ইহা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৫-৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। —প্রকাশক

স্নেহাদিতে অভিভূত দেখা যায়, তাহাকে শূদ্র-স্বভাব বলিয়া ঋষিগণ আখ্যা দিয়াছেন।

প্রথমোক্ত তিনপ্রকার স্বভাবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্ম স্বভাবটীই সর্ব্বোত্তম, আর চতুর্থ অর্থাৎ শূদ্র-স্বভাবটী অধম। ইহা ব্যতীত অপর একটী স্বভাব 'অন্ত্যজ-স্বভাব' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অতি নিকৃষ্ট স্বভাব বলিয়া ঐ স্বভাবটী সংখ্যাদ্বারাই গৃহীত হয় নাই। উহা সর্ব্ববহিষ্কৃত স্বভাব বলিয়াই ধার্য্য হইয়াছে। অন্ত্যজ-স্বভাবে কলহপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা উদর-লাম্পট্য, পরস্ত্রী-লাম্পট্য, পরদ্রব্য লাম্পট্য, মিথ্যা, কপটতা, তাশ-পাশা প্রভৃতি জুয়াখেলা ও কুৎসিৎ আমোদ-প্রমোদে রতি, নেশার বশবর্ত্তিতা প্রভৃতি বৃত্তি দৃষ্ট হয়।

উক্ত স্বভাব-চতুষ্টয় যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উত্তরোত্তর সর্ব্বোত্তম নির্গুণ-স্বরূপতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বর্ণোচিত কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জন্য প্রাচীন ঐতিহ্যে দেখা যায়, যথোচিত বর্ণধর্ম্ম পালন-পূর্ব্বক কেহ উন্নত বর্ণে আরূঢ় হইয়াছেন, আবার স্ব-স্ব-বর্ণধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখতাহেতু নিম্নবর্ণে নীত হইয়াছে। হরিবংশ ১০, অধ্যায়ে দেখা যায়,—'নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ'। আবার ১১ অধ্যায়ে দেখা যায়,—'নাভাগাদিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ'। নাভাগ ও অরিষ্ট-পুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া কর্ম্মবশে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, এরূপ বহু উদাহরণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

"বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কোনও অবস্থানে অবস্থিত হইতে হইবে। তজ্জন্য ঋষিগণ চারিটী অবস্থান বা আশ্রম নির্ণয় করিয়াছেন। যে অবস্থানে বীর্য্যধারণ, স্বাধ্যায়, গুরুসেবা প্রভৃতি দ্বারা শরীর, মন, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি-সমুদয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বরূপোপলব্ধির সহায়ক স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আখ্যা দেওয়া হয়। এই আশ্রম অন্যান্য সকল আশ্রমের ভিত্তি-স্বরূপ। এ আশ্রমকে অতিক্রম করিয়া অন্যান্য আশ্রমগুলি গ্রহণ করিলে বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কেহ আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন অথবা প্রবৃত্তিমূলারুচির আধিক্য থাকিলে আচার্য্যের আদেশে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহে বাস করিতে পারেন। এই গার্হস্থ্যাশ্রমের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তিকে সঙ্কোচিত করিয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তি-পথে চলা। প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত না করিতে চেষ্টা করিয়া ইন্ধন দান করিলে তাহা অসীম উৎপাতের হেতুস্বরূপ

গৃহব্রত-ধর্ম্মে পরিণত হয়। গৃহস্থাশ্রম—ভগবদ্‌ভজন, দেব-দ্বিজে ভক্তি, আতিথ্য সৎকার, সাধুসেবা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত থাকিবে। গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য আশ্রমের উপজীব্য হইবে। মানবের ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৫ বৎসর কাল এই আশ্রমে থাকিয়া নিবৃত্তি-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণের ব্যবস্থা। আজীবন গৃহস্থাশ্রমে বাস একমাত্র শূদ্র অর্থাৎ শোক-মোহাদিতে আচ্ছন্ন অধম বর্ণের জন্য। সর্ব্ববন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিব্রাজক ও ধর্ম্ম-প্রচারকরূপ সন্ন্যাস-আশ্রমে অধিকার শোক-মোহাচ্ছন্ন শূদ্রের নাই।

নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যঋষিগণের বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে-স্থানে মানবের স্বভাব ও অধিকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া বর্ণ ও আশ্রম নির্ণীত হইবে, সে-স্থানে বহুবিধ উৎপাত আগমন করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালী ধ্বংস করিয়া দিবে এবং তাহা দ্বারা জগতের মঙ্গল না হইয়া সমূহ অমঙ্গল হইবে। যে-সময়ে এইরূপ স্বভাব, প্রবৃত্তি ও লক্ষণাদি দর্শনে ভারতে বর্ণ ও আশ্রম নির্ণীত হইত, সে-সময়ে ভারতের সৌভাগ্য-রবি মধ্যাহ্ন-গগনে উদিত থাকিয়া উজ্জ্বল কিরণদানে সর্ব্ব জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সে-সময়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের সামগানে সর্ব্বস্থান মুখরিত হইত, তাঁহাদের আদর্শ চরিত্রের নিকট মহারাজ চক্রবর্ত্তীর রত্নখচিত মুকুট-শোভিত শির লুণ্ঠিত হইত, প্রজাগণ শান্তিতে বাস করিতেন। রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ ভারতকে বাণিজ্য-শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিল।

মহাভারতাদি শাস্ত্রে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট জগতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে স্বভাবের অভিব্যক্তিরূপ কর্ম্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয়। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায় বলেন,—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্‌॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, সত্যযুগে হংস-নামে একমাত্র বর্ণ ছিল। পরে ত্রেতাযুগে বর্ণ বিভক্ত হয়।

অতাত্ত্বিক, অসারগ্রাহিগণ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বপ্রথমে স্বভাব-

অনুসারে বিরাট পুরুষ হইতে চতুর্ব্বর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া তৎপরে বংশপরম্পরায় তাহাই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বিধানরূপে চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। কিন্তু শাস্ত্রের সারগ্রাহি-মর্ম্মবিৎগণ কিছুতেই ঐ মেয়েলি শাস্ত্রপর অনুমান গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আদেশ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের বহু বহু আচারের উদাহরণ—এই উভয়ই প্রমাণ করে যে, একমাত্র স্বভাব হইতে সর্ব্বসময়ে বর্ণ নিরূপণ হইয়াছে। বিজ্ঞান ও সদ্‌যুক্তি তাহাই সমর্থন করে। যদি একবার নির্দ্দিষ্ট বর্ণ-বিভাগানুসারেই বর্ণবিভাগ হইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইত, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-স্বভাবের তালিকা দিয়া পরে এইরূপ আদেশ করিতেন না,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

শ্রীধর-স্বামিপাদের টীকা,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, নতু জাতিনিমিত্তেন।" অর্থাৎ যে-যে বর্ণের যে-সকল লক্ষণ বলা হইল, যদি বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিতেও কোনও একটী বিশেষ বর্ণের লক্ষণ দেখা যায়, তবে তাহাকে জাতি-নিমিত্তে বর্ণনিরূপণ না করিয়া সেই বিশেষ ধর্ম্ম-লক্ষণানুসারেই তাহার বর্ণ বিশেষ-ভাবে চিহ্নাদি দ্বারা নিরূপণ করিবে। প্রাচীন ঐতিহ্যাদিতে দেখা যায়, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুলবৃদ্ধগণ, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী, গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ ঐ সন্তানের স্বভাব বিচারপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপণ করিতেন। তবে বর্ণ নিরূপণ কালে এই বিচার্য্য ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য কি না। যদি যোগ্য হইত তবে তাহাকে পিতৃগোত্রেই নির্দ্দিষ্ট করা হইত; আর অযোগ্য হইলে তাহাকে স্বভাবানুসারে বর্ণান্তরে নির্দ্দেশ করা হইত।

কিন্তু অধুনা অনুপযুক্ত, স্বার্থান্ধ, ব্যবসায়ী, পুর-অহিতকারী 'পুরোহিত'-নামধারী ব্যক্তিগণের হস্তে এ গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হওয়াতে পিতার গোত্র অনুসারে পুত্রেরও স্বভাব হইবে—এই অনুমানবলেই বর্ণ নিরূপিত হওয়াতে সমাজে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইতেছে। পাপের

পরিমাণ পূর্ণমাত্রা লাভ করিলে ভগবান কখনও স্বয়ং বা কোনও মহত্তম জীবে শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগতে প্রেরণ করেন। তাই সমাজের এ দুর্দ্দিনে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, শীঘ্রই দৈববর্ণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের বর্ণনির্ণয়ে অক্ষমতাহেতু ক্ষত্র-স্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিরূপণ করায় বর্ণ-ব্যভিচারের সূত্রপাত হইল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে বিরোধ বাধিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থা দৃঢ়মূল হইতে থাকিল। মন্বাদি শাস্ত্রে অবৈধ মতবাদ প্রবেশ করিল, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ-বর্ণ-লাভের অসম্ভাবনা দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিনাশের উপায় সৃষ্টি করিল। বণিক্-বৃত্তিহীন বৈশ্যগণ জৈনধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইল, ভারতের বাণিজ্য লুপ্ত হইতে লাগিল এবং শূদ্রগণ নানা প্রকার অবৈধ দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিতে লাগিল; সুতরাং জাতিগত বর্ণাভিমান বিশেষভাবে দৃঢ়মূল হইতে থাকিল।

আমরা ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে দেখিতে পাই, হারিদ্রুমত গৌতম জবালা-তনয় সত্যকামের পিতৃগোত্র না জানিয়া এবং মাতার চরিত্র-দোষ শ্রবণ করিয়াও বালকের সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তাহাকে ব্রাহ্মণের সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।† জানশ্রুতি ও চিত্ররথের উদাহরণ ও স্বভাবই যে একমাত্র প্রাচীনকালে বর্ণ নিরূপণ করিত, তাহাই সাক্ষ্য প্রদান করে। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎ তাহাই সমর্থন করেন।

†"শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রতিবাদ-প্রবন্ধে" প্রধানতঃ এই অংশেরই সমালোচনা হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধে জবালাকে "বহুভর্ত্তার পরিচারিণীত্ব" হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে সুচরিত্রা সতীরূপে প্রমাণের চেষ্টা দ্বারা আসুর বা অদৈব-বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার পরোক্ষভাবে অনুমোদনই করিয়াছেন। তিনি "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রো অনার্জ্জবলক্ষণঃ। গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"—শাস্ত্রবাক্যের অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে শৌক্র-পন্থারই প্রাধান্য স্থাপনের অবৈধ চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। —প্রকাশক

"এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।" অর্থাৎ এইসকল স্বভাব বা লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়। নিশ্চয়ই অন্য কোনও প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

যদি বংশানুসারেই বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইত, তবে মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ সত্যপ্রিয় ঋষিমুখোদ্গীর্ণ শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইতেন না—"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি"। জানিনা—আমরা ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ। মনু গুণবিহীন বংশগত বর্ণাভিমান যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা প্রদর্শনার্থে উক্ত বর্ণাভিমানীকে কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অন্যবর্ণে ব্রাহ্মণের গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণতুল্য জ্ঞান ও তত্তুল্য সম্মান দেওয়া উচিত, কিন্তু ব্রাহ্মণের সংস্কারে সংস্কৃত করা উচিত নহে। একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহাদের মাৎসর্য্যপূর্ণ কাপট্য ধরিয়া ফেলিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "বিনির্দ্দিশেৎ"—বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে—এই কথাটিও ইহাদের মাৎসর্য্যবধির-কর্ণে প্রবেশ করে নাই। হারিদ্রুমত গৌতম কি সত্যকামকে মুখে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণতুল্য বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? না তাহাকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বেদে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন? রাজা-কর্তৃক নিয়োজিত বিচারকই "রায়-পেস্" করিতে পারেন, অপরের সে ক্ষমতা নাই; তদ্রূপ স্বতন্ত্র আচার্য্যগণ বা সাধুগণ যুগপ্রয়োজনে জীব-কল্যাণের জন্য কোনও একটি বিশেষবিধানও চালাইতে পারেন, এ ক্ষমতা ভগবৎ-প্রদত্ত। উহা স্বকপোল-কল্পিত মাৎসর্য্যপর চেষ্টা নহে। শাস্ত্র বলেন—

'সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।' বেদের প্রমাণ যেমন স্বতন্ত্র, সাধুদিগের আদেশও তদ্রূপ প্রামাণিক।

# ঠাকুর হরিদাস

মুলুক-অধিপতির পাশে
করিল কাজী নিবেদন,—
"শুনেছো কি যবন কোন
হিঁদু-আচারে দেয় মন?
বূ্যঢ়ন-গ্রামে যবন-ঘরে
দিয়েছেন খোদা জনম তারে,
তবু সে ডাকে ভক্তিভরে
হিঁদুর দেব নিরঞ্জন।
আনি' তারে তাই সভা-মাঝে
দণ্ড দেওয়া প্রয়োজন।"
কহিলা তবে মুলুকপতি,—
"আনহ তারে হেথা ধরি'।
যবন-কুল ত্যজিয়া কেন
হিঁদুর হ'ল সহচরী!
জাতির সেরা যবন-জাতি,
ধর্ম্ম এমন আছে নাকি?
তবু সে-জন ক্ষুদ্রমতি
পরধর্ম্ম নিল বরি'।
যবন-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জেনেও
কেমনে রহে পরিহরি'!"
ত্বরায় তারে আনিল কাজী
মুলুকপতি-সন্নিধানে,
দেখিয়া হাসে যবনগণে,
ভাবে,—বেটা মরিবে প্রাণে।
বৈষ্ণব সে সাধু হরিদাস,
বদনে তার ললিত হাস,
কৃষ্ণ-প্রেমে সদাই উদাস,
বিভোর রহে হরিনামে।

সজ্জনেরা করুণ চোখে
চাহিয়া রহে তার পানে।
শুধাল তারে মুলুকপতি,
"একি কথা শুনিছি আজ,
যবন-ঘরে জনম লভি'
বিরূপ কেন কর কাজ?
জাতি-ধর্ম্ম ত্যজিয়া কেন
পরধর্ম্ম মানিলে হেন,
ইহাতে ভাল হবে না জেনো
পাবে বড়ই পরিতাপ।
কলমা পড়ি ঘুচাহ পাপ
রেখো না মনে কোন লাজ।"
ঈষৎ হেসে মধুর ভাষে
কহিলা ধীরে হরিদাস,—
"পরমেশ্বর পূর্ণ তত্ত্ব
সবার হৃদে করে বাস।
করি যাহা তাঁ'রই ইচ্ছায়,
ত্যজিবার তা' নাহি উপায়,
ইথে যদি দোষ রহে তো
দণ্ড দেহ আমায় আজ।"
শুনি' একথা পরস্পরে
নীরবে চাহে সভা-মাঝ।
কহিলা পুনঃ মুলুকপতি,
"ধর্ম্ম কেন ত্যজিলে হায়!
দণ্ড দিবে যখন সবে
রাখা তোমা হবে যে দায়।"
কহে হরিদাস, "দেহ দণ্ড,
ছিন্ন কর সকল অঙ্গ,

যাক্ প্রাণ,—হই খণ্ড খণ্ড,
তবু নামে চিত্ত ধায়।"
...এতেক কহি' নামানন্দে
প্রেমোন্মাদে নাচে গায়।
সহসা কাজী দারুণ রোষে
কহে, "শুন মুলুকপতি,
তুষ্ট হবে যবন জাতি
দণ্ড দেহ ইহো প্রতি।
প্রাণে ইহো বাঁচেনা যেন
বাইশ বাজারে বেত্র হান,
তবে তো পাপ রবে না জেনো
পরলোকে হবে গতি।"
শুনি' এ বাণী মারিতে তারে
আজ্ঞা দিলা মুলুকপতি।
শতেক যবন হ'ল জড়ো
নিতে হরিদাসের প্রাণ,
বাজারে বাজারে ঘুরি' তারে
বেত্র হানে অবিরাম।
সারা অঙ্গে ঝরে রুধির,
তবু হরিদাস রহে স্থির,
যবনে ভাবে,—ইহো তো পীর
নাহি প্রাণী ইহোঁ সমান,—
মরে না ইহোঁ, বুঝি বা এবে
কাজী মোদের ল'বে প্রাণ!
কহিল তাই যবন সবে,
"শুন হে পীর হরিদাস,
মৃত্যু বরি' আজি মোদের
পূর্ণ কর অভিলাষ।"

রহে হরিদাস ভাবাবিষ্ট,
নিঃশ্বাস তা'র হল বন্ধ,
দেখি' তা' যবনে বড় মুগ্ধ
ভাবে,—বুঝি পূরিল আশ।
মুলুকপতিরে কহে গিয়া,
"বেঁচে তো নাহি হরিদাস।"
হর্ষে কহে মুলুকপতি,
"দেহেতে ওর দেহ মাটী"।
কহিল কাজী, "মাটী দিলে
পরলোকে হবে যে সুখী!
ফেল' এরে গাঙ্গের জলে
সুখ না পাবে কোনকালে।"
ফেলে তারে তাই গঙ্গাজলে
যত দুষ্ট যবন জুটি'।
ভাসি' যে ক্রমে গঙ্গাস্রোতে
সংজ্ঞা পেল তীরে উঠি'।

* * *

নেহারি' তারে মুলুকপতি
অবাক্ চোখে চেয়ে রহে,
যবনগণ ভাবে—"ইঁহো
পীর বই তো কেহ নহে।
মারিলে ইঁহো মরে না তবু,
শত্রুর দোষ দেখে না কভু,
হেন প্রশান্ত সৌম্য বপু
কত কঠোর শাস্তি সহে!
অনুতপ্ত যবন যত
সবার আঁখি-ধারা বহে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

# পত্রে প্রশ্ন ও তত্ত্বোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যথাবিহিত বৈষ্ণব-সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মাননীয় শরৎবাবু, *

আপনার সুদীর্ঘপত্র ও প্রশ্নাবলী যথাসময়ে পাইয়াছি। প্রশ্নগুলি বেশ সুচিন্তিত, হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা সম্ভব হয় না।

তারকব্রহ্মনাম (ষোলনাম বত্রিশঅক্ষরাত্মক মহামন্ত্র) উচ্চৈঃস্বরে সংখ্যাত বা অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনীয় কিনা, এই প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তি-মূলে সমাধান চাহিয়াছেন। তত্ত্বোত্তর সংক্ষেপে প্রদান করিলাম। **পরে বিস্তৃতভাবে ও গ্রন্থরূপে উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।** বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা লইয়া যখন বিদগ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বহু আলোচনার অবকাশ দেখা দেয়, তখন এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুযায়ী মতামত সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনের প্রয়োজন মনে করি। আপনি পারমার্থিক সভা-সমিতিতে শ্রীনামেরমাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা সংরক্ষণে প্রয়াসী হইয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথিত "ভূরিদ" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ষোলনাম-বত্রিশ অক্ষরের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন বর্জ্জন-ব্যবস্থা কখনই শাস্ত্রীয়যুক্তি ও সিদ্ধান্তসম্মত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা নিঁখুত-ভাবে বিরুদ্ধবাদিগণের বিচার খণ্ডন করিব। আপনি মাতামচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত নামগ্রহণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পুস্তিকা থাকিলে সংগ্রহ করিয়া রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পত্রিকা অফিসের ঠিকানায় অবশ্যই পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেলেই উহা ফেরৎ পাঠাইতে পারিব। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অনেকেই হইতে পারেন। কিন্তু "মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার" বাক্য অবলম্বন করিলে 'সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে" পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই তিনেরই বাক্য ও তত্ত্ব অভিন্ন। কখনও কোনক্রমেই পরস্পরের মধ্যে মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তবে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতে পারে। পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য এককথা নহে। পার্থক্য বিরোধ আনয়ন করে, আর বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করে।

---

* শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ ( গ্রাহক নং ৪২৮৯ ), পোঃ কলামির্দ্ধা জেলা—ফরিদপুর ; পূর্ব্ববঙ্গ

"মহামন্ত্র" উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের বর্ত্তমান যে রীতি প্রচলিত দেখা যায়, উহা সুপ্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অন্বয় ও ব্যতিরেক পাশাপাশি অবস্থান করে। নাস্তিক আস্তিকেরই বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। "সাধু-শাস্ত্র"-জগতে চিরকালই আছেন ও থাকিবেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধ-বাদীরও অভাব নাই। সুতরাং এজন্য ধর্ম্ম-প্রচারকগণকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের বৈষ্ণবগণ সকলেই মহামন্ত্র গ্রহণকারী "লক্ষপতি" নন। "লক্ষপতি" সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। মহাপ্রভু যাহাকে লক্ষপতি বলিয়াছেন তিনি সংখ্যাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনকারী; সেইরূপ লক্ষেশ্বর আবার অসংখ্যাতভাবে হরিনাম-মহামন্ত্রের উপদেশ-প্রদানকারী। যাহারা শ্রীনাম-সেবাপরাধী, তাহারাই উহা উচ্চৈঃ-স্বরে কীর্ত্তনের বিরোধী। তাহারা কষ্টকল্পনা করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বক্তব্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়াই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে "হরি-হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ" পদ মহামন্ত্র বলিয়া গাহিতেছেন। কিন্তু ভজন-পরায়ণ রাগমার্গীয় বৈষ্ণবগণ "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপ এবং অসংখ্যাতভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম-নামের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে সিংহাসনের একই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করা রসাভাস-দুষ্ট বিচার। অন্ততঃ একই সিংহাসনে পৃথক প্রকোষ্ঠে উহাঁদের স্থাপন প্রয়োজন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে "জয় জয় রাধাকৃষ্ণ" ইত্যাদি কাল্পনিক নাম বা ছড়াগানের প্রচলন নামাপরাধেরই নামান্তর। উহা বিংশতি বৎসরেরই হউক আর শত বৎসর যাবৎই হউক, যেহেতু উহা কাল্পনিক—মহাজনানুগত নহে, তজ্জন্য সুধী ভক্তসমাজ শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ, সুধীভক্ত—শ্রীনামভজন-পরায়ণ। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ সম্ভবপর নয়। ঐস্থানে যাঁহারা কাল্পনিক নাম কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া "মহামন্ত্র" গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মহতী চেষ্টা শ্লাঘনীয়া। ইহাকে তাঁহাদের স্ব-মত না বলিয়া শাস্ত্রীয় মত বলিয়াই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অশাস্ত্রীয়, মহাজনগণের অননুমোদিত, কল্পিত নাম বা ছড়াগান সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সম্মত শ্রীনামগ্রহণ-পদ্ধতি সর্ব্বকালে সর্ব্বসত্যানুসন্ধিৎসু-কর্ত্তৃক সমাদৃত।

এই সংক্ষিপ্ত পত্রোত্তর বোধ হয় আপনার ইচ্ছানুযায়ী সকল মীমাংসা প্রদানে সক্ষম হইবে না। তাই ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। (ক্রমশঃ)

গৌরজনকিঙ্কর--

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

---

# প্রচার-প্রসঙ্গ

## নবদ্বীপে বিভিন্নস্থানে ভাগবত পাঠ

নবদ্বীপে সমিতির প্রচার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে সমিতি-কর্ত্তৃক শ্রীসারস্বতধারায় শ্রীমদ্ভাগবত-শিক্ষা প্রচার করিবার আহ্বান আসিয়া থাকে। তদনুসারে গত ১৬ই মে, ২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যাহারে ষ্টেশন পল্লীতে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সিং মহোদয়ের গৃহে তাঁহার একান্ত আহ্বানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

পরদিবস ১৭ই মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ রাণীর চড়ায় শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ গণ এবং ২২শে মে চারিচারাপাড়া বাজারে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিট মহোদয়বৃন্দের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

**মেদিনীপুরে :—**

শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারীদ্বয় সমভি-ব্যাহারে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ বিভিন্ন স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হন। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী প্রভু ও শ্রীপিছলদা পাদপীঠ-রক্ষক শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। মহিষাদল থানান্তর্গত হাঁসগেড়িয়া গ্রামে শ্রীবঙ্কিম দাস মহাশয়ের গৃহে পাঠ-কীর্ত্তনের আয়োজন হয় ও তথায় বহু শ্রোতার সমাগম হয়। তৎপরে কল্যাণচক হইয়া টাঠারিবাড়ে শ্রীলক্ষ্মণ মাইতি মহোদয়ের ভবনে পাঠ-কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা দিবসত্রয়ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক ২।৩ শত শ্রোতৃমণ্ডলী মহাপ্রসাদে আপ্যায়িত হন। ভগবল্লীলা-কথামৃত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথা হইতে সূতাহাটা থানান্তর্গত দেউলপোতা গ্রামে শ্রীরঞ্জন দাস মহাশয়ের গৃহে আহূত হইয়া শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ মাইকযোগে পাঠ ও বক্তৃতা

দ্বারা ৫।৬ শত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ গ্রহণে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রসাদের অমৃতোপম আস্বাদন ও প্রচারের কথা চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী দেভোগ-গ্রাম ও ডেবরা থানান্তর্গত কাঁকরা গ্রামাদি নানাস্থান হইতে ভাগবত বাণী কীর্ত্তনের আহ্বান আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসবের দিন নিকটবর্ত্তী হওয়ায় প্রচারকার্য্য কিয়ৎকালের জন্য বন্ধ রাখিয়া পিছলদা মঠে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসবে যোগদান করেন।

**উড়িষ্যায় :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ শ্রীদয়ালহরিদাস ব্রহ্মচারী সহ বিগত ১৪ই বৈশাখ নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বালেশ্বর জিলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরবাণী কীর্ত্তন করেন। বহু নূতন স্থানে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন—ইহাই আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের একমাত্র কৃত্য। প্রচার পথে শ্রীক্ষেপানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার সহিত যোগদান করেন। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে তিনি প্রচার করেন :—

১) কল্যাণচক ২) বাজকুল ৩) বাজাবেড়িয়া ৪) পোড়াচিংড়া ৫) বাঁশগোড়া ৬) কামারদা ৭) গোড়াহার ৮) গোঁসাইচক ৯) গোড়াহার জালপাই ১০) ডালিমচক ১১) জনকা ১২) নিশানপুর (উড়িষ্যা) ১৩) দেউলাহাট (উড়িষ্যা) ১৪) খেড়সাহি (উড়িষ্যা)।

গোড়াহার গোঁসাইচকে কয়েকজন গ্রামবাসী "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"-মহামন্ত্রকে মহামন্ত্র না বলিয়া কয়েকটী অপসিদ্ধান্তপর ছড়াকে কলিকালের মহামন্ত্র বলিয়া স্থাপন করিতে চাহে। তাহাতে উক্ত মহারাজজী শাস্ত্রীয় সুযুক্তিদ্বারা তাহাদের অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিলে গ্রামবাসিগণ সন্তুষ্ট হইয়া যান।

**ডুমকা জিলায় :—**

সমিতির বিশিষ্ট হরিকথা-বক্তা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী-সহ গত ২০শে মে নবদ্বীপ হইতে ডুমকা জিলায় প্রচারে বহির্গত হন। প্রথমে তাঁহারা আসন-

বনি ও সারসাজোল গ্রামে গমন করেন। তথায় স্বামীজি মহারাজের হরিকথা বিশেষভাবে লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম হইতেও তাঁহার আহ্বান আসে। ইতোমধ্যে শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সারসাজোল হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর স্বামীজি মহারাজ রাজবন্ধ-পলাশী, বারমাসিয়া, ধাদিকা প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিয়া জিলা-সদর দুমকায় উপস্থিত হন। এইস্থানে স্বামীজি মহারাজ স্থানীয় উকিল এবং উচ্চশিক্ষিত মহলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তৎপর বঙ্গদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হুগলী জিলায় খাজুরদহ গ্রামে কয়েকদিন হরিকথা প্রচার করিয়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব তিথি (২৯শে জুন) ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে যোগদান মানসে ২৭শে জুন বৈকালে চুঁচুড়ায় উপস্থিত হন।

## রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম দর্শন

রথযাত্রায় পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দৃষ্টিপথে গোচরীভূত হইবার আকাঙ্ক্ষায় কয়েকজন সজ্জন মঠ-কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য-কৃপা প্রার্থনা করিয়া পত্রী প্রেরণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত সুদর্শন ব্রহ্মচারী ১২ই আষাঢ় রাত্রে হাওড়া ষ্টেশন হইতে পুরীধামে যাত্রা করেন। তাঁহারা জগন্নাথক্ষেত্র, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, রেমুনায় ক্ষীরচোরাগোপীনাথ প্রভৃতি কীর্ত্তনমুখে দর্শন করিয়া ২৮শে আষাঢ় মধ্যাহ্নে সানন্দে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

## কেদার-বদ্রী দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন

বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক ও শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী সহযোগে কেদার-বদ্রী পরিক্রমার একটী সঙ্ঘ লইয়া হাওড়া হইতে 'স্লিপিং কার'যোগে হরিদ্বার যাত্রা করেন।

যাত্রিগণ হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, গুপ্তকাশী, ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ প্রভৃতি উত্তর-ভারতের প্রায় ৪০টী তীর্থস্থান কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে দর্শন করিয়া ৩০শে

আষাঢ়, ১০ই জুলাই সকাল ৭টায় স্লিপিং কারে দুনএক্সপ্রেস যোগে নির্ব্বিঘ্নে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণে এবংসর অন্যান্য-বৎসর অপেক্ষা বেশী বরফ পড়িলেও যাত্রিবৃন্দের বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় নাই। সকলেই খুব আরাম ও আনন্দের সহিত তীর্থ দর্শন করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

## আসাম ও উত্তরবঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

### গোলকগঞ্জ ও চড়াইখোলা

বিগত ২৮শে মে, শুক্রবার ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজকে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতা দমদম বিমানঘাটী হইতে ব্যোমযানে কুচবিহার, তথা হইতে মোটরযোগে সমিতির আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়া জিলায় শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। ঐদিনই শ্রীগজেন্দ্রমোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্য-কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৬ জন বাষ্পীয় শকটযোগে আসামে গোলোকগঞ্জ মঠে যাত্রা করেন। এইস্থানে ২১ দিন যাবৎ তাঁহাদের অবস্থিতি হয়। সমগ্র গোলকগঞ্জ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথার বন্যায় প্লাবিত হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান হইতে বহু ভক্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে সমাগত হইতেন। স্থানীয় Basic Training College এর Principal শ্রীযুক্ত গুরুনাথ শর্ম্মা ও অঞ্চল-প্রধান শ্রীযুক্ত ভুবন প্রধানী ( Ex. M. P. ) ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের সহিত বিবিধ আলোচনা করেন

১০ই জুন সপার্ষদ শ্রীলগুরুপাদপদ্ম গোলকগঞ্জ হইতে ৪ মাইল দূরে চড়াইখোলা শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া ১৩ জুন অপরাহ্ণে পুনরায় গোলকগঞ্জ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আসাম প্রদেশে, বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া জিলায় Basic Training শিক্ষা বিভাগে যে ব্যবহারিক রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আচার্য্যদেব ঘোরতর আপত্তি করেন। তাহারা সাম্যবাদের অছিলায় মুসলমানগণের পাচিত অন্নাদি হিন্দু শিক্ষকগণকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোরপূর্ব্বক খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি কোন শিক্ষক মুসলমানের পাচিত অন্ন গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তাঁহাকে Basic Training পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে না, এমন কি তাহাকে শিক্ষাবিভাগের শিক্ষকতা

অনন্তর ২৬শে জুন এস্থান হইতে সকাল ৯টায় বহির্গত হইয়া সপার্ষদ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম কুচবিহার জিলার মহকুমা সদর মাথাভাঙ্গায় সমিতির শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে রাত্রি ৯-৩০ টায় শুভবিজয় করেন।

বঙ্গাইগাঁও হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রি রেণু দাসাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া উত্তর আসামের বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদ

# উৎসব-সমাচার

## শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

### (ক) পিছলদা মঠে

এবার শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের পরিচালনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বার্ষিক স্নানযাত্রা-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে তদ্দেশবাসী প্রায় ১২০০ শত ভক্ত উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে স্থানীয় ক্লাবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ভগবৎসেবানুশীলনে পরিশ্রমের জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি।

এবৎসরের মত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণের প্রাচুর্য্য পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। ১৫।১৬ শত জন আকণ্ঠ প্রসাদ সেবন করিয়াছেন ও ২।৩ শত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ পাত্রপূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

### (খ) চুঁচুড়া মঠে

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠান শত শত ভক্তের হৃদয় আনন্দাপ্লুত করে। এবৎসরও তদ্রূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রজবাসী প্রভু এবৎসর শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বার্ষিক স্নানযাত্রা মহোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় গৃহস্থ-ভক্তবৃন্দ পঞ্চগব্যাদি ও শ্রীবিগ্রহের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রদান করিয়া অনুষ্ঠানটীকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। --নিজস্ব

# শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব
# শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১৪ই আষাঢ় মঙ্গলবার হইতে ২৩শে আষাঢ় ১৩৭২ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ( ইং ২৯শে জুন হইতে ৮ই জুলাই, ১৯৬৫ ) দশ-দিবসব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের নিত্য-ভোগরাগ-আরাত্রিক-সেবা-পূজা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি এই শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য-রূপে পরিলক্ষিত হয়।

## শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব

বিগত ১৪ই আষাঢ় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি সমাগতা হন। ঐদিবস অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-তিথি উপলক্ষে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বন্দনান্তে ঠাকুরের স্বরচিত পদাবলী ও বৈষ্ণব-মহিমা ও বিরহসূচক মহাজন গীতিসমূহ কীর্ত্তিত হইবার পর মঠবাসী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীনিচয় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা প্রদান করেন। অদ্য মধ্যাহ্নে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-উৎসবে শ্রীবিগ্রহগণকে বিশেষ ভোগ নিবেদনান্তে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

## রথযাত্রা

গত ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, মঙ্গলবার নগর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে গুণ্ডিচাবাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমনপূর্ব্বক ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনের উপাখ্যান ও তাঁহার তাৎপর্য্য শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। সমিতির প্রবীণ বিশিষ্ট প্রচারক ও মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে শ্রোতৃমণ্ডলীকে হৃদয়-গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের রহস্য সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে অবহিত করেন। ভক্তগণ দিবা ১০।৩৭ গতে অর্দ্ধপঞ্চাশৎ সংখ্যক সম্মার্জ্জনী ও সমসংখ্যক মঙ্গল ঘটদ্বারা সার্দ্ধঘটিকা কালযাবৎ বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির, জগমোহনাদি মার্জ্জন ও শোধন করেন। মন্দির মার্জ্জন করিয়া ভক্তগণ গঙ্গাস্নানান্তে পুনরায় কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অদ্য দ্বিপ্রহরে গুণ্ডিচামার্জ্জন উৎসবে শ্রীবিগ্রহগণর বিশেষ সেবাপূজা, ভোগরাগ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত ভক্ত-বৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৫ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ণ ৭টায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আরম্ভ হইবার পরিবর্ত্তে বেলা ১০টায় প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ-

যোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচাবাড়ী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। যাত্রাকালে সময়োপযোগী ধুয়া, মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও "জয়-জগন্নাথ" ধ্বনি আকাশ বাতাস আলোড়নপূর্ব্বক দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল। প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যেও রথরজ্জু আকর্ষণকারী ও সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদানকারী অগণিত ভক্তের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিন্দু-মাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। রথের গতিবেগ নিয়মনকল্পে মঠরক্ষক স্বামীজি মহারাজ স্বয়ং দয়িতার কার্য্য করেন। অবশেষে ভক্তগণের ধৈর্য্য পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ও অবসান হইলে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচাবাড়ী-শ্রীমন্দিরে সুখে সমাসীন হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ প্রতীক্ষারত ভক্ত-চাতকগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দানে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সমাপন হইলে ভক্তগণকে বিবিধ ফল-মিষ্টাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহের মাধ্যাহ্নিক বিশেষ ভোগরাগের পর আহূত-অনাহূত অগণিত ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণে পরিতৃপ্ত করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ হইতে ৭-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীশ্রীরথ-যাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৬ই হইতে ১৮ই আষাঢ় দিবসত্রয় শ্রীমঠে প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ, অপরাহ্নে শ্রীরথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা হয়।

১৯শে আষাঢ় হেরা-পঞ্চমী তিথিতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন মানসে পুনরায় শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী গমন করেন। এই দিবস শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহের মাধ্যাহ্নিক বিশেষ ভোগ নিবেদনান্তে উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৯শে হইতে ২১শে আষাঢ় প্রত্যহ সকালে ও অপরাহ্নে শাস্ত্রাদিপাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বক্তৃতা হয়।

২২শে আষাঢ় বৈকাল ৪॥০ টায় শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ আসাম ও উত্তরবঙ্গে প্রচারান্তে সগোষ্ঠী চুঁচুড়া মঠে শুভবিজয় করিলে ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা থাকে না। ভক্তগণ হৃদয়ে যেন এক নূতন প্রেরণা ও উদ্যম লাভ করেন। ২৩শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ভক্তগণ ঐ দিবস বৈকাল ৩ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী গমন করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বৈকাল ৫ ঘটিকায় রথারূঢ় হইয়া বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে নগরের বহুস্থান ভ্রমণ এবং ৭।৮ স্থানে ভোগ গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীমঠে সমাসীন হন। আরাত্রিকান্তে উপস্থিত অগণিত ভক্তকে ফল-মিষ্টাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস রাত্রে পুনর্যাত্রা মহোৎসব ও দশ-দিবস-ব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব সমাপ্তি-স্মারকস্বরূপ শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ নৈশ ভোগের পর সমাগত ব্যক্তি মাত্রকেই ( প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি ) চতুর্ব্বিধ রসসংযুক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবনের সুযোগদান করা হয়। —নিজস্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৭২ { ৭ম সংখ্যা

শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৭ পদ্মনাভ, ৪৭৯ গৌরাব্দ | শুক্রবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৭২; ইং ১৭।৯।১৯৬৫ | ৭ম সংখ্যা


# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীঅনন্ত উবাচ—

ত্বমাদিদেবো জগদেককারণং, স্বরাট্ দয়ালুঃ পুরুষঃ সনাতনঃ।
অগ্নেস্ফুলিঙ্গ ইব তে মহাত্মনো, ভবন্তি জীবাঃ সুর-মানবাদয়ঃ॥২৯॥

শ্রীঅনন্ত বলিয়াছিলেন,—হে দেব, তুমিই সকলের আদি, জগতের একমাত্র কারণ, স্বরাট্, দয়াময় সনাতন পুরুষ; অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ-সকলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মহাত্মা তোমা হইতে দেব-মানবাদি জীবগণ জন্ম গ্রহণ করিতেছে॥২৯॥

অনন্তমন্তং প্রকৃতিঃ সনাতনী, সূতে ন সর্ব্বজ্ঞ যদীক্ষণং বিনা।
তস্মাদ্ভবন্তং ভবদুঃখনাশনং, ব্রজামি সত্যং শরণং সনাতনম্॥৩০॥

হে সর্ব্বজ্ঞ, সনাতনী প্রকৃতি যেহেতু তোমার ইচ্ছা ভিন্ন শেষ-সংজ্ঞক

অনন্তকে (অর্থাৎ আমাকে) প্রসব করিতে পারে না, সেইহেতু ভবদুঃখবিনাশন সত্যসনাতন-স্বরূপ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥৩০॥

ত্যক্ত্বা পরাত্মন্ ভবতঃ পদাম্বুজ-সেবাং মহানন্দকরীং শুভপ্রদাম্ ।
জ্ঞানায় যে বৈ সততং পরিশ্রমং, কুর্ব্বন্তি তেষাং শ্রম এব কেবলম্ ॥

হে পরমাত্মন্, যাঁহারা অতিশয় আনন্দ ও মঙ্গলজনক আপনার পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পরিশ্রমই-সার হয় অর্থাৎ তাঁহাদের কোন শ্রেয়োলাভ হয় না ॥৩১॥

বিহায় দাস্যং শতপত্রলোচন, ত্বয্যৈক্যমিচ্ছন্তি যমাদিসাধনৈঃ ।
ন তে পৃথিব্যাং পরিপক্কবুদ্ধয়ো, যস্মাদ্ভবদ্দাস্য-সুখেন বঞ্চিতাঃ ॥৩২॥

হে পদ্মপলাশনয়ন, যাহারা আপনার দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যমাদি সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা আপনার সহিত একত্বলাভের কামনা করে, বস্তুতঃ তাহারা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ ঐরূপ কর্ম্ম-দ্বারা উহারা আপনার দাসত্ব-সুখ হইতে বঞ্চিত হয় ॥৩২॥

বিধেহি দাস্যং ময়ি দীনবন্ধো, ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ভবৎপদাম্বুজাৎ ।
ত্বৎপাদপদ্মাসব-তৃপ্তমানসৈর্ন কিং সুলভ্যং ক্ষিতিপাবন ক্ষিতৌ ॥৩৩॥

অতএব হে দীনবন্ধো, আপনি আমাকে দাসত্বই প্রদান করুন—আপনার পাদপদ্মে অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কারণ, যাহাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মসেবায় পরিতৃপ্ত হয়, হে ক্ষিতিপাবন, তাহাদের এ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ কিছুই নাই ॥৩৩॥

বয়ং ধন্যতমা লোকে জ্ঞানিভ্যোঽপি সুরোত্তম ।
যস্মাত্তু ঈদৃশং রূপং পশ্যামঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৩৪॥

হে সুরশ্রেষ্ঠ, অদ্য আমি জ্ঞানিগণ হইতেও ধন্যতম, যেহেতু প্রকৃতির অতীত আপনার ঈদৃশ রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি ॥৩৪॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে ।
ভক্তলভ্যপদাব্জায় তপ্তজাম্বুনদত্বিষে ॥৩৫॥

হে ভগবন্, আপনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, আপনার কান্তি তপ্তসুবর্ণের ন্যায় রম্য ও উজ্জ্বল, আপনার পাদপদ্ম একমাত্র ভক্তগণেরই লভ্য, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৩৫॥

পুনস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ানিধে।
যেন রূপেণ দেবেশ বৃন্দারণ্যে বিরাজতে ॥৩৬॥

হে দয়াময় গৌরাঙ্গ, যে রূপে আপনি বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, আপনার সেই রূপ আমি পুনরায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

তুষ্টোঽহং সেবয়ানন্ত ত্বং মে ভক্তোত্তমোত্তমঃ।
যতোঽস্মিন্ মহতি দ্বীপে প্রভবস্যাদিসেবকঃ ॥৩৭॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—হে অনন্ত, আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার উত্তম ভক্তগণের মধ্যেও উত্তম, যেহেতু এই সুমহৎ নবদ্বীপে আমার প্রকট হইলে তুমিই প্রথম সেবকরূপে উপস্থিত হইয়াছ ॥৩৭॥

অয়মেব নবদ্বীপো বৃন্দাবনসমোঽনঘ।
অনুগ্রহায় জীবানাং রাধয়া নির্ম্মিতঃ পুরা ॥৩৮॥

হে পুণ্যাত্মন্, এই নবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য, পুরাকালে জীবগণের প্রতি অনুগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে ॥৩৮॥

যথা মম প্রিয়া রাধা তথা বৃন্দাবনং মহৎ।
তদ্বদয়ং নবদ্বীপ ইতি সত্যং বদাম্যহম্ ॥৩৯॥

শ্রীরাধিকা যেরূপ আমার প্রিয়া, শ্রীবৃন্দাবন এবং এই নবদ্বীপধামও আমার তাদৃশ প্রিয়, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি ॥৩৯॥

বৃন্দাবনে যথানন্ত বসামি রাধয়া সহ।
রাধয়া মিলিতাঙ্গোঽহং তথৈবাস্মিন্ সদা বসে ॥৪০॥

হে অনন্ত, আমি যেরূপ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করি, সেইরূপ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিততনু অবস্থায় সর্ব্বদা এই নবদ্বীপে বাস করিতেছি ॥৪০॥

যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি ন চ কুত্রচিৎ।
তথা দেব নবদ্বীপং ন ত্যজামি কদাচন ॥৪১॥

আমি যেরূপ শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গমন করি না, সেইরূপ এই শ্রীনবদ্বীপকেও কখনও পরিত্যাগ করি না ॥৪১॥

অহং বৃন্দাবনে সাধো কল্পে কল্পে সতাং মুদে।

আবির্ভূয় করিষ্যামি যাং লীলাং লোকপাবনীম্ ।
নবদ্বীপে চ নাগেন্দ্র তাং সর্ব্বাঃ পরিবর্ণয় ।।৪২।।

হে সাধো, আমি সজ্জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিকল্পে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া লোকপবিত্রকর যে-সমস্ত লীলাচরণ করিয়া থাকি, নবদ্বীপেও আমার সেই সমস্ত লীলার বর্ণনা কর ॥৪২॥

যদা প্রাদুর্ভবিষ্যামি স্বয়ং লোক-হিতায় বৈ ।
তদৈব ত্বং মহাভাগ নিত্যং প্রাদুর্ভবিষ্যসি ।।৪৩।।

হে মহাভাগ, আমি লোকহিতের জন্য যে-সময়েই প্রাদুর্ভূত হইব, তুমিও প্রতিবারেই সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইবে ।।৪৩।।

ত্বাং সংত্যজ্য ক্ষণমপি ন চ তিষ্ঠামি মানদ ।
কল্পান্তরে করিষ্যামি জ্যেষ্ঠং বৃন্দাবনে হ্যহম্ ।।৪৪।।

হে মানদ, আমি তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকালও থাকিব না এবং অন্যকল্পে বৃন্দাবনে তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে গণ্য করিব ।।৪৪।।

অস্মিন্ দ্বীপে মহাক্ষেত্রে যদাহং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ ।
অবতীর্য্য দ্বিজবাসে হনিষ্যে কলিজং ভয়ম্ ॥৪৫॥

নিত্যানন্দো মহাকায়ো ভূত্বা মৎকীর্ত্তনে রতঃ ।
বিমূঢ়ান্ ভক্তিরহিতান্ মম ভক্তান্ করিষ্যসি ॥৪৬॥

আমি যে-সময়ে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই দ্বীপে মহাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইয়া কলিভয় বিনাশ করিব, তৎকালে তুমি বিশাল-কায় নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার কীর্ত্তনে রত থাকিয়া ভক্তি-রহিত বিমূঢ় লোকসকলকে আমার ভক্তরূপে পরিণত করিবে ।।৪৫-৪৬।।

মমৈব নিত্যং লীলানাং সারমুদ্ধৃত্য সন্মতে ।
কৃত্বা সুসংহিতাং জীবান্ সর্ব্বান্ ভক্তোত্তমান্ কুরু ॥৪৭॥

সর্ব্বদা আমারই লীলার সারসংগ্রহপূর্ব্বক সজ্জনগণের মতানুসারে সুরম্য সংহিতা রচনা দ্বারা সমস্ত জীবগণকে শ্রেষ্ঠভক্তরূপে পরিণত করিবে ।।৪৭।।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

ইত্যুপামন্ত্রিতোঽনন্তঃ প্রণম্য জগদীশ্বরম্ ।
অকার্ষীৎ সংহিতাং দেবি মহতীং প্রেমভক্তিদাম্ ॥৪৮॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন, হে দেবি, অনন্তদেব ভগবান্-কর্ত্তৃক এইরূপ

আদিষ্ট হইয়া জগদীশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক প্রেম-ভক্তিদায়িনী মহতী সংহিতার রচনা করিয়াছিলেন ।।৪৮।।

তামেব সংহিতা সাধ্বি জগন্নাথপদাম্বুজে ।
নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা কৃতার্থোঽভূন্মহামতিঃ ॥৪৯॥

মহামতি অনন্ত সেই সংহিতাকে পরমভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছিলেন ।।৪৯।।

অনন্তবদনোত্থত্বাৎ স্বলীলায়া হ্যনন্ততঃ ।
অনন্তসংহিতাং নাম চক্রেঽস্যাঃ পরমেশ্বরঃ ॥৫০॥

পরমেশ্বরও এই গ্রন্থ নিজের অনন্ত লীলায় পরিপূর্ণ এবং অনন্তের মুখনিঃসৃত বলিয়া অনন্তসংহিতা নামে অভিহিত করিলেন ।।৫০।।

তামেব সংহিতাং কান্তে বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরঃ ।
সর্ব্বলোক-হিতার্থায় প্রদদৌ ব্রহ্মণে পুরা ॥৫১॥

হে প্রিয়ে, ভগবান্ সমস্ত লোকের হিতের জন্য এককালে বৈকুণ্ঠে এই সংহিতাই শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রদান করিয়াছিলেন ।।৫১।।

কৃপয়া তাং মহেশানি দদৌ চ সংহিতাং পরাম্ ।
বিষপানাদ্বিষণ্ণায় মহ্যং কল্পান্তরে সতি ॥৫২॥

অনন্তর অন্যকল্পে আমি বিষপানে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলে কৃপা করত আমাকে এই সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন ।।৫২।।

বিষেণ দহ্যমানেন মুখেনোর্দ্ধেন সুন্দরি ।
দধার সংহিতামেতাং সুধাসার-প্রবর্ষিণীম্ ॥৫৩॥

আমিও বিষে দহ্যমান ঊর্দ্ধমুখদ্বারা সুধাসারবর্ষিণী এই সংহিতাকে ধারণ করিয়াছিলাম ।।৫৩।।

ধারয়াম্যূর্দ্ধবদনে দেবেশি সংহিতামিমাম্ ।
মন্ত্রঞ্চ গৌরচন্দ্রস্য নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্ ।।৫৪।।

হে দেবেশি, আমি তদবধি নিরন্তর উক্ত সংহিতা এবং শ্রীগৌরচন্দ্রের মঙ্গলময় এই নামমন্ত্র ঊর্দ্ধমুখে ধারণ করিতেছি ।।৫৪।।

স্নিগ্ধং পবিত্রং সংভূতমহং ভাগবতোত্তমঃ ।
মোহনায় চ জীবানাং মুখেনানেন সুন্দরি ॥৫৫॥

মায়াবাদমসৎশাস্ত্রং যৎ কৃতং কৃষ্ণনিন্দনম্।
তৎপাপেভ্যো বিমুক্তোঽহং কৃতার্থোঽহং বরাননে ॥৫৬॥

ইহা হইতে আমার মুখ স্নিগ্ধ এবং পবিত্র হইয়াছে, আমি উত্তমভাগবত বলিয়া গণ্য হইয়াছি। পরন্তু দুষ্টজীবের মোহনের জন্য কৃষ্ণনিন্দাজনক অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ প্রণয়নের দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি ॥৫৫-৫৬॥

তুভ্যং মদনুরক্তায়ৈ প্রাক্‌কল্পে প্রদদাবিমাম্।
স্ত্রীত্বাৎ জ্ঞানময়ী বাপি ন সমর্থা মহেশ্বরি ॥৫৭॥

হে মহেশ্বরি, তুমি আমার একান্ত অনুরক্তা বলিয়া পূর্ব্বকল্পে এই সংহিতা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক অথবা জ্ঞানময়ী বলিয়া উহার স্মরণ হইতেছে না ॥৫৭॥

অস্যাঞ্চ বর্ণয়ামাস কৃষ্ণলীলাং মনোরমাম্।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গচরিতং রাধাকৃষ্ণান্তিকপ্রদম্ ॥৫৮॥

এই গ্রন্থে মনোরম কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচরিত বর্ণিত হইয়াছে ॥৫৮॥

যস্য শ্রবণমাত্রেণ পঠনাৎ পাঠনাৎ শিবে।
গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥৫৯॥
সমালোক্য নবদ্বীপে বহুকল্পাদিকং প্রিয়ে।
উষিত্বা তৎপ্রসাদেন গোপী ভূত্বা মহেশ্বরি ॥৬০॥
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জাদৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ।
সখীভাবেন নিবসেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥৬১॥

অয়ি পার্ব্বতি, এই গ্রন্থের শ্রবণমাত্রে এবং পঠনপাঠন-দ্বারা ভক্তজনানুগ্রহকারক সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ ও বহুকল্পে নবদ্বীপে বাস হইলে তাঁহার প্রসাদে গোপীদেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট বসতি লাভ করা যায়, ইহা অতীব নিশ্চিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৫৯-৬১॥

গৌরমূর্ত্তের্ভগবতঃ পাদসেবাং বিনা সতি।
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥৬২॥

অয়ি সতি, ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের পাদসেবা ভিন্ন বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যবলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ হয় না।।৬২।।

তস্মাদ্দেগৌরাঙ্গচরিতং শৃণু কান্তে দিবানিশম্।
কুরুষ্ব মহতীং সেবাং তস্য দেবস্য পার্ব্বতি ॥৬৩॥

অতএব হে পার্ব্বতি, তুমি দিবারাত্রি নিরন্তর গৌরাঙ্গচরিত শ্রবণ কর এবং উক্ত ভগবানের মহতী সেবায় রত হও।।৬৩।।

শ্রীনারদ উবাচ—

মহাদেব্যা পুনস্পৃষ্টো মহাদেবো দয়াচলঃ।
জগাদ গৌরচরিতমূর্দ্ধবক্ত্রেণ গৌতম ॥৬৪॥

শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্য-জন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে
গৌরাঙ্গ-লীলায়া নিত্যত্ব-কথনে পার্ব্বতীশ্বর-
সংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,—হে গৌতম, দয়াময় মহাদেব মহাদেবী পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে গৌরচরিত বর্ণন করিয়াছিলেন ।।৬৪।।

শ্রীমদনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে গৌরাঙ্গ-
লীলার নিত্যতা-কথনে পার্ব্বতী-মহাদেব-সংবাদে
তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

# গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী

'শ্রীগৌরানুগত ভজন' বলিয়া অনেক প্রকারের প্রণালী শ্রীশ্রীগৌসুন্দরের চরণাশ্রয়াভিলাষী ব্যক্তিগণকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলে। বদ্ধজীব ভোগময়ীপ্রবৃত্তি লইয়া এ জগতে আবির্ভূত। ইহাই তাহার বদ্ধতা। বদ্ধজীব বিশেষ সতর্ক ও আশ্রয়বলে বলীয়ান্ না হইলে এই স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মার নিত্যস্বরূপ সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।" —এখানে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়সেবা, মৎস্য-মাংস-ভোজন ও মাদক দ্রব্য ব্যবহারে জন্তুর স্বাভাবিক রতি, ইহাতে কোন প্রেরণার আবশ্যকতা নাই। সাধু-গুরু-পাদাশ্রয়ে বিশেষভাবে পদে পদে সাবধান

হইবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই এগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারেন। গুরু বলিয়া লঘুব্যক্তির আশ্রয়-গ্রহণে সে বল সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

ভোগই নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়। স্ত্রীঘটিত দুরাচার—অনেক কাপালিক, অশুদ্ধ তান্ত্রিক, বৌদ্ধসহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়ানেড়ী, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি দলে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া খুব প্রচলিত। দুর্ভাগ্য জীব ধর্ম্ম করিয়া মঙ্গলের পথে যাইতে প্রস্তুত হইয়াও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই দুঃখের আগার ভোগের গর্ত্তে আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। কাপালিক অশুদ্ধ তান্ত্রিক ও অনেক তামস শাক্ত ধর্ম্ম বলিয়া জীবহত্যা ও তন্মাংসাস্বাদ জীবনের কৃত্য করিয়া ভোগ-গর্ত্তে ডুবিয়া তদুচিত লোক প্রাপ্ত হইতেছে। আসুর প্রকৃতির কেহ কেহ গঞ্জিকা, সুরা প্রভৃতি সেবনকে ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছে। ইহারা বুঝেনা যে, এই সকল দুষ্কৃতিপোষণ শাস্ত্রের উপদেশ নহে; এই সকল ব্যাপারে প্রণোদিত করিবার জন্য শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধে বলিয়াছেন,—"ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিষ্টা।" বিবাহ দ্বারা স্ত্রীসংগ্রহ, যজ্ঞে পশুবলি, যজ্ঞে সুরাগ্রহ—এসকল শাস্ত্রব্যবস্থা তত্তৎকর্ম্মে প্রবৃত্তির পোষক নহে, জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সঙ্কোচ-করণের জন্যই ঐসকল ব্যবস্থা, নিবৃত্তির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার জন্য প্ররোচনা মাত্র। নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়। দুর্ভাগ্যজীবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের এই মীমাংসা ও মনুসংহিতার "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"—এই উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ভোগপ্রবৃত্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। দুঃখের বিষয়, তাহারা ইহা না বুঝিয়া অনন্ত দুঃখ আবাহন করিতেছে, বুঝাইলেও বুঝিতে চাহে না। বরং প্রচণ্ড হইয়া উঠে, যেহেতু "উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

এই শ্রেণীর অনেকে শ্রীশ্রীগৌরপাদাশ্রিত অভিমানে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াও শুদ্ধভক্ত-চরণাশ্রয়াভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের সদর্থ-গ্রহণে অসমর্থতা-প্রযুক্ত নানা গর্হিত ভোগপ্রণালী আবাহন করিয়া ধার্ম্মিক পরিচয়ে পরিচিত হইবার জন্য ও স্ব-স্ব-ঘৃণিত দল পুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ভজন-রহস্য গোপনীয় বলিয়া অতর্কিত ব্যক্তিকে ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দলে

টানিয়া লইয়া নানা কুৎসিৎ আচরণে প্রবৃত্ত করে ও এইরূপ পথিককে নিরয়-নদীতে নৌকা ভাসাইয়া জোর ডঙ্কায় নৌকা বাহিতে থাকে। শ্রীশ্রীগৌর-ভক্ত শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রয়ী ইহাদিগকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে দূরে বর্জ্জনপূর্ব্বক মহাজনানুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুমহাত্মার চরণাশ্রয় করেন। যাঁহারা মহাজনপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন বা তদুদ্ভাবনকারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা শুদ্ধ গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বা অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের সঙ্গক্রমে আমাদের ভজনে অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

যাঁহারা শুদ্ধ গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী অসম্পূর্ণতা-জ্ঞানে বা স্বীয় প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় উহাতে অভিনব ব্যাপার সংযুক্ত করিতে সচেষ্ট, তাঁহারাও গুরু-লঙ্ঘনকারী শুদ্ধ আম্নায়-পারম্পর্য্যের উল্লঙ্ঘনকারী। সুতরাং তাঁহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালীর অবমাননাকারী, তাঁহারা কখনও নির্ম্মল ব্রজরসের অনুসন্ধান পান না, জড় রসকে ব্রজরস বলিয়া বরণ করিয়া পতিত হ'ন ও অনুগতজনকে পাতিত করেন। যাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পুরুষবেশ গোপন করিয়া স্ত্রী-বেশকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে অপরাধী। সুধীজন বেশ জানেন, অপরাধীর সঙ্গ করিয়া ভক্তিনাশক অপরাধ অর্জ্জনে কোন লাভ নাই, বালিশগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া অপরাধকেই ভজনপ্রণালী জ্ঞানে অপরাধ বাগুরাতে বিজড়িত হইয়াও নিজের বদ্ধ অবস্থা বুঝিতে পারে না। হায়, হায়, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যাঁহারা বংশ-গৌরবের মোহে অন্তর্দৃষ্টিহীন হইয়া বংশবিশেষেই মহাজনত্ব আবদ্ধ বলিয়া জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত "যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" এই উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অতাত্ত্বিক গুরু-বংশ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অপরাধের সীমা নাই; তাঁহাদের বহুল সঙ্গক্রমে অপরাধ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী রুদ্ধপ্রবাহ হইয়া ভীষণভাবে আময় প্রসার করিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী-জিজ্ঞাসু সুধী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ অনুবর্ত্তন এবং শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল আচার্য্য প্রভু, শ্রীল

বিশ্বনাথ প্রভৃতি গৌড়ীয়াচার্য্য-শিরোমণিবর্গের আদর্শ অনুসরণ অক্ষুণ্ণভাবে করিয়া আসিতেছেন—এমন গুরু-প্রণালী স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণে ঐকান্তিক আশ্রয় লইয়া নিরন্তর শ্রীনাম-ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহার ভক্ত্যঙ্গগুলি শ্রীরূপপাদ-বর্ণিত চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত ও শ্রীনামকীর্ত্তন-সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবে। তদতিরিক্ত কোন অভিনব ব্যাপার তাহার মধ্যে আদর পাইবে না। এমন কি, নিজের অধিকার উন্নতির জন্য ক্রম স্বীকার করিয়া প্রথমে অর্চ্চনের সহিত কেবল শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধিমূলে অনর্থনিবৃত্তি বা জীবন্মুক্তি ঘটিলে ক্রমে রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি আপনা হইতে ঘটিবে।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃত্রিমভাবে উহাদের শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে গেলে আমাদের অনর্থ কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, জড়ভোগপিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে উহা হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। তবে যে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদ্রোগ কাম বিদূরিত হইবার ব্যবস্থা আছে, জাতনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে যে অবস্থায় শ্রদ্ধা ঘনীভূত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে, সাধন-পর্য্যায়ের এই অবস্থায় ইহাতে সুফল ফলে। এখানে 'শ্রদ্ধা' বলিতে যেন কেহ প্রারম্ভিক শ্রদ্ধা মনে করিয়া ভ্রম করিবেন না। যাহারা শ্রদ্ধার এই অর্থে সন্দিহান হইতেছেন, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের দেবহূতি-কপিল-সংবাদে ( তৃতীয় স্কন্ধ, পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ) "সতাং প্রসঙ্গাৎ" শ্লোকের টীকাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে বলি। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর শ্রীজীব গোস্বামীর চরণে অপরাধী হইতে হইবে না। ( শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়,—"শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

আবার কোনও কোনস্থলে 'গুরুকৃষ্ণ অভেদ' এই অর্থ পাইয়া গুরু-অভিমানী ভোগ-আনন্দে নাচিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া ভোগরত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত বিরোধ বাধাইয়া তাঁহার অনুগত পরিচয়ে মূর্খ লোক সংগ্রহপূর্ব্বক দেশকে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছে। তাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস' এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব অবজ্ঞা করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে বিপুল অপরাধ করিতেছে। তাহারা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ" এই উপদেশ

উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌড়ীয়গণের, অধিক কি, মানবগণের মহাশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সহজিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অপসম্প্রদায় অনর্থযুক্ত অবস্থায় মধুররসের ভজন অভ্যাস করিতে গিয়া পারকীয় রসাস্বাদকেই ভজনের অঙ্গ বলিয়া লইয়া নিজেদের মত পোষণজন্য কতকগুলি অনুকূল বাক্য, পয়ার ও অনুষ্টুভ্ ছন্দের রচনা করিয়া মহাজনদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া বৃথা শ্রীরামানন্দ, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথ—এই পঞ্চরসিকের অনুগত-পরিচয়ে পরিচিত হইবার দুর্ব্বাসনা-পোষণপূর্ব্বক গোস্বামিবর্গের শ্রীচরণে ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদমূলে অপরাধ সঞ্চয় করিতে করিতে ব্যভিচারের পঙ্কিল স্রোতে নিমগ্ন হওয়াই বড় আনন্দের বিষয় মনে করিতেছে।

কতকগুলি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন তথাকথিত শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক আচার্য্যসন্তান পরিচয়ে পরিচিত হইয়া শিষ্যদ্বারে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-র্জ্জনকেই জীবনের সার জানিয়া ভক্তভাবে 'গৌর গৌর' করিয়া শিষ্যের অর্থে পুষ্ট হইতেছেন। এই ধারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ও শ্রীল গোস্বামীবর্গের অনুমোদিত নহে। বলপূর্ব্বক নিজদিগকে 'গোস্বামী' নামে ডাকাইয়া ইহারা জিতেন্দ্রিয় না হইয়া অসংযমের আদর্শকেই জগতে বরণীয়রূপে দাঁড় করাইবার প্রযত্ন করিতেছেন। ইহাদিগের অনুগতগণ কখনও গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী একমাত্র নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণেরই সুরক্ষিত ধন। ভোগি-সম্প্রদায় ইহার কোন সন্ধান পান নাই, পাইতে পারেন না। তাহারা ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য নানাদেবদেবীর উপাসনা করিয়া ও শিষ্য-বর্গকে করাইয়া ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। সুধীবর্গ সকল দিক বিচার করিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন।

আর একশ্রেণীর লোক আছেন—যাহারা আলস্য-পরতন্ত্রতা ও মূর্খতাকে গৌড়ীয়-ভজন বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সাধক-অবস্থায় নির্জ্জনে বসিয়া মালা টানিয়া, কৃত্রিমভাবে লীলা স্মরণের চেষ্টা করিয়া ও কষ্টকল্পনা সহকারে দৈন্যের অভিনয় করিয়া ভজন হয় না। নির্জ্জন-ভজন, লীলা-স্মরণ, দৈন্যভাব সিদ্ধের পক্ষেই সম্ভবপর, অসিদ্ধের পক্ষে এইগুলির কৃত্রিম আবাহন ও পুলক, কম্পাশ্রু প্রভৃতি বিকারের চেষ্টা কেবল অনর্থ বর্দ্ধন করে মাত্র। সাধকগণ শ্রীরূপ-নিদেশানুসারে নানাবিধভাবে শ্রীভগবৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে

মায়িক অভিনিবেশ কখনও তাঁহাদের চিত্ত ত্যাগ করিবেনা। সম্বন্ধ-জ্ঞান-পুষ্টির জন্য শ্রীগুরুপাদমূলে তন্নির্দ্দিষ্ট ভক্তি-শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন, শ্রবণ ও বিচার করিতে হইবে।

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও সিদ্ধান্তের পরিহার করিতে বলেন নাই, তজ্জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আশ্রয় গ্রহণীয়—এই উপদেশ দিয়াছেন, নচেৎ বৃথা তর্কানল আমাদের চিত্তকে দগ্ধ করিতে থাকিবে। সিদ্ধের কৃত্যগুলিতে বিশেষ অঙ্গচেষ্টা না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক-অবস্থায় তাঁহার অনুকরণে আমাদিগকে আলস্যরূপে মায়া নানাভাবে বিজড়িত করিতে যত্ন করে। সেবাকার্য্যে আলস্য অর্থে—ভজনাভাব। আর কৃত্রিমভাব প্রকাশে পিচ্ছিল-হৃদয়ের পরিচয় দিলেও তাহাতে হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বিশেষভাবে আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ স্পষ্টভাবে উপদেশ করিয়াছেন যে, ভাবের অঙ্কুরোদ্গম হইলেই নয়টী ভাবাঙ্কুর পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কৃষ্ণেতর বিষয় মাত্রে বৈরাগ্য। যেখানে ভোগের তাণ্ডব নৃত্য আছে, সেখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যকার্য্যে অন্ততঃ কিছু কালও ব্যয়িত হয়, সেখানে ভাবের অঙ্কুর হয় নাই জানিতে হইবে। দেখা গেলে উত্তমকল্পে সেটী আত্মপ্রতারণা। যেখানে পরপ্রতারণা উদ্দেশ্য, সে কপটতা অভক্তোচিত ত' বটেই, পরন্ত অভদ্রোচিত। আর ঐরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা অভক্তোচিত, উহাতে ভজনের কোন কথাই নাই। সরল সাধক এ বিষয়ে সতর্ক হইয়া ওরূপ ভাবাভাস হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# প্রশ্নোত্তর

( জীবতত্ত্ব )

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর )

১৫। ব্রহ্মা ও শম্ভু কেন আধিকারিক দেবতা ?

"প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক-দেববিশেষ।" —ব্রঃ সং ৫।১৪

১৬। শিবলিঙ্গের তাৎপর্য্য কি ?

"নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

১৭। রুদ্র (ভব বা ভৈরব) ও রুদ্রাণী (ভবানী বা ভৈরবী)—ইঁহারা কি তত্ত্ব ?

"তৎপ্রতিফলিত (মহাবিষ্ণুর প্রতিফলিত) জ্যোতিঃর আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ। তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

১৮। ব্রহ্মা ও রুদ্র অপরা শক্তির সহিত কেন বিলাস করেন ?

"বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু—উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়া-বিশেষ সাবিত্রী ও উমারূপা স্বীয় স্বীয় অপরা শক্তির সহিত বিলাস করেন।" —ব্রঃ সং ৫।১৭

১৯। শম্ভু-তত্ত্বটী কি ? শিব-শক্তির মিলন-তাৎপর্য্য কি ?

"মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধ সত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধার-তত্ত্বে মিলিত; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব-মাত্র। আবার, যে-সময়ে তত্ত্ব-বিকাশক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভুতত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত হয়; তথাপি সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক।" —ব্রঃ সং ৫।১৬

২০। ব্রহ্মা ও রুদ্র পরস্পর কি তত্ত্ব ?

"ব্রহ্মা—রজোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাববিশিষ্ট-বিভিন্নাংশ এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ"। —ব্রঃ সং ৫।৪৬

২১। ব্রহ্মা কি পরমেশ্বর-তত্ত্ব ? শম্ভু কি তত্ত্ব ?

"ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন'ন। * * শম্ভুতে ব্রহ্মাপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৯

২২। গণেশের স্বরূপ কি?

"গণেশ—একটি শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা।" —ব্রঃ সং ৫।৫০

২৩। সূর্য্য কি স্বতন্ত্র ঈশ্বর?

"সূর্য্য জড় তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা; সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য্য স্বীয় সেবা-কার্য্য করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫২

২৪। শিবাদি আধিকারিক দেবতা হইতে বিষ্ণুর কি বৈশিষ্ট্য?

"ঈশ্বরের বিভিন্নাংশসকল স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা-সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছেন; গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান-সংযোগে রজস্তমোমিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব-মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তি-বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁহারই পরিচারিকা।"

—'নাম-মাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

২৫। জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ ও তাহার প্রভু কিরূপে হইল?

"জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব জীব যে-পরিমাণ অণু, তাঁহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সেই পরিমাণে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়-জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়-জগতের প্রভু হইয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২৬। স্বতন্ত্রতাই যখন অসুবিধাজনক, তখন জীবকে পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতা দান করিলেন কেন?

'স্বতন্ত্রতা' একটী রত্নবিশেষ। * * জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২৭। জীব যে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য কি পরমেশ্বর দোষী?

"স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বর-দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি-লঙ্ঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ-গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য-দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করত উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, বলিতে হইবে।' —তঃ সূঃ ২০সূঃ

২৮। তটস্থ-স্বভাব কাহাকে বলে ?

" 'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই 'তটস্থ-স্বভাব'। —জৈঃ ধঃ ১৫শ অঃ

২৯। জীব ও পরমেশ্বর কি কখনও এক হইতে পারে ?

"মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়-বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব-নামক একটি তত্ত্ব মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া—একটি পরমেশ্বরের শক্তি এবং মায়াধীশ পুরুষই—পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে।" —শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ( দ্বাদশ তরঙ্গ )

## [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠার পর )

এথা ভক্ত-সঙ্গে প্রভু শচীর কুমার। বিহরয়ে দেব-মুনিন্দ্রাদি অগোচর ॥
এত কহি' ঈশান হইতে নারে স্থির। সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে। 'কুলিয়া পাহাড়পুর' গ্রামেতে প্রবেশে ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষ। কুলিয়া পাহাড় দেখ শ্রীনিবাস ॥
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার। এ নাম হৈল যৈছে কহি সে প্রকার ॥
শ্রীকোলদেবের ভক্ত বিপ্র একজন। এথা আরাধয়ে কোলদেবের চরণ ॥
প্রভু কোলদেবের চরিত্র মনোহর। গায় বিপ্র, নেত্রে বারিধারা নিরন্তর ॥
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়। 'একবার দেহ দেখা, প্রভু, দয়াময়' ॥
ঐছে আর্ত্তনাদে কত কহে বিপ্রবর। দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর ॥
ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি। হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী ॥
নানারত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর। হস্ত, পদ, নাসা, মুখ, চক্ষু মনোহর ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ শোভাসে আশ্চর্য্য। সহিতে বরাহদেবে কেবা করে ধৈর্য্য ॥
এইখানে বিপ্রে কোলদেব দেখা দিতে। বিপ্রের আনন্দ যে তা কে পারে বর্ণিতে ॥
ভূমে পড়ি, বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু পা'য়। কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায় ॥
ভকতবৎসল কোলদেব বিপ্র-প্রতি। কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি ॥
'হইবেক পূর্ণ মনে যে আছে তোমার। দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার ॥'
ঐছে কহি, অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে। অন্তর্দ্ধান হৈলা কোলদেব কতক্ষণে ॥
প্রভু অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল-হৃদয়। স্থির হইয়া প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয় ॥
আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে বিহার। নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার ॥
চিন্তে বিপ্র লইয়া বেদাদি শাস্ত্রগণে। বেদাদি শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে ॥
এই কলি-প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ। নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হবে অবতীর্ণ ॥
প্রকাশিব ব্রহ্মাদি দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন। করিব প্রদান দীন হীনে ভক্তিধন ॥
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম রসের পাথার। ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥
ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারিপানে। দেখি অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ-মনে ॥
প্রভুর পরমপ্রিয় নবদ্বীপ ধাম। শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম্মজ্ঞানে ॥
নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব? প্রভু অবতীর্ণ-কালে এথা কি জন্মিব ??

এত কহি' বিপ্র ভাসে নয়নের জলে। হইল আকাশবাণী "জন্মিবে সেকালে" ॥
শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ-অন্তর। প্রভু-গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥
ওহে শ্রীনিবাস, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। শুনিলু প্রাচীন-মুখে কহিলু কিঞ্চিৎ ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল। এইহেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল ॥
এস্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল। মিলয়ে দুর্লভ প্রেমভক্তি সুনির্ম্মল ॥
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥
ঐছে কত কহি চলে কোলদ্বীপ হৈতে। প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে ॥

## সমুদ্রগড়

সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়। দেখ শ্রীনিবাস, এ সমুদ্রগড়ি হয় ॥
বিজ্ঞাপনে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়। এথা গঙ্গা সমুদ্র-প্রসঙ্গ সুখময় ॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র-গতি এথা। লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সেকথা ॥
একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা-প্রতি। "জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়। করিবেন প্রকট-বিহার সবে গায় ॥
তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ। গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র ॥
ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়। তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায় ॥"
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে। সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥
"মোর যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে। সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে ॥
করিব সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া। তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া ॥
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব। নিরন্তর তোমার আনন্দ বাড়াইব ॥
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্বজন। তাহা না কহিয়া করো মোরে বিড়ম্বন ॥"
সমুদ্র কহেন—"তথা যে কহিলা বটে। দেখিব সন্ন্যাসী বেশ যাতে প্রাণ ফাটে ॥
সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া। তোমার আশ্রয় তেঞি লইলু আসিয়া ॥
তুমি দেখাইবা এই নদীয়া নগরে। ভুবন-মোহন গৌরচন্দ্র নটবরে ॥
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ। কেবা না ভুলিব দেখি' সে চাঁচর কেশ ॥
যৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গিগণ। তোমা হৈতে হয়ে তাঁ সবার সন্দর্শন ॥"
ঐছে দোঁহে কহি কত চিন্তে মনে মনে। প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে ॥
ওহে শ্রীনিবাস-গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে। সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে ॥
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়। জানিল প্রভুর হৈল প্রকট সময় ॥
প্রকট-সময় সর্ব্বমতে সুলক্ষণ। চন্দ্র গ্রহণের ছলে শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥

নবদ্বীপ-ভূমি হৈল মহাতেজোময়। শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয় ॥
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সায়রে ॥
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ। ব্রহ্মাদি দেবেও করে পুষ্প বরিষণ ॥
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়। প্রভুর প্রকট-ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয় ॥
প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবারে তরে। চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে ॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি। দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি' ॥
একদিন সমুদ্র নির্ম্মল গঙ্গাকূলে। গণ সহ গৌরচন্দ্রে দেখি' বৃক্ষমূলে ॥
দিব্য সিংহাসনে বিলসয়ে গৌরহরি। রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি' ॥
কুম্‌কুম্ কনক নহে রূপের উপমা। ভুবন ভুলয়ে দেখি' কেশের সুষমা ॥
বদনচন্দ্রমা কোটিচন্দ্র মদ নাশে। ঝরয়ে অমিয়া সদা মন্দ মন্দ হাসে ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র, ভঙ্গি মনোহর। আজানুলম্বিত ভুজ, বক্ষ পরিসর ॥
অতি সুমধুর নাভিমধ্য, জানুদ্বয়। সুচারু চরণতলে অরুণ-উদয় ॥
পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পট্টাম্বর। শ্রীমলয়চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর ॥
নানা পুষ্প-ভূষণে ভূষিত শোভাময়। অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরখয় ॥
যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভুপ্রিয়গণ। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম সুশোভন ॥
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে গদাধর। সম্মুখে অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি পরিকর ॥
এ সবে হইয়া মহা বিহ্বল প্রেমায়। অনিমিখ নেত্রে গৌরচন্দ্র-পানে চায় ॥
নানাসেবা করে প্রভু ভৃত্য চারিপাশে। দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য্য উল্লাসে ॥
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল। অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ॥
হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে। গণ সহ প্রভু-লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে ॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বারবার। নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥
গঙ্গা-সহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম। এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম ॥
এ সমুদ্রগড়ি-গ্রাম বাস দর্শনেতে। উপজে নির্ম্মল ভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে ॥
এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস। তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥

## চম্পকহট্ট—চাঁপাহাটী

এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে। পরম আনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে ॥
শ্রীনিবাসে কহে—এ চম্পকহট্ট গ্রাম। চাঁপাহাটী নাম এ বিদিত রম্যস্থান ॥
এইখানে আছিল চম্পক বৃক্ষবন। পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ ॥
মালিগণ চম্পক-কুসুম সজ্জ করি'। এথাই বৈসয়ে হাট পাতি, সারি সারি ॥

( ক্রমশঃ )

# সন্দর্ভ-সার

## (ভক্তিসন্দর্ভ—৭)

কামনাবশে জীব ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়। যেকালে খণ্ডজ্ঞানের বশীভূত থাকে, সেই বদ্ধাবস্থায় অসংখ্য খণ্ড কামনার পরিতৃপ্তি বাসনায় যথেচ্ছাচারী হয়। যখন বিষ্ণুই কামের বিষয় হন, তখন ইতর বাসনা পরিত্যক্ত হইয়া জীব অকাম বা একান্ত ভক্ত। বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অপর বৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণ করার নাম মোক্ষকাম। বদ্ধজীব নিজ সংকীর্ণতা-বশে নিজকে যথেচ্ছাচারী বা যথেচ্ছাচারত্যাগী অভিমান করে। যখন বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তখনই অকাম হয়। একান্ত ভক্তসকল সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নরহিত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীহরির সেবা করেন।

ভক্তিকে যাঁহারা অভিধেয়-শ্রেষ্ঠ বলিয়া না জানেন, তাঁহারা স্বাভাবিক বিঘ্নসমূহের বশীভূত। যেখানে দৃঢ় শ্রদ্ধা, তথায় বিঘ্নের অভাব। কর্ম্ম ও জ্ঞানসমূহই বিঘ্ন। যেখানে কেবলা ভক্তি, তথায়ই বিঘ্নাভাব।

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥ (ভাঃ ২।৩।১১)

অন্যান্য দেবতার যজনকারী ব্যক্তিগণের যদি বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ হয়, তবে তাঁহাদের কৃপায় ভগবানে অচলা ভক্তিলাভের সৌভাগ্য ঘটে। তাহাই পরম নিঃশ্রেয়স। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য ভাব সকলই তুচ্ছফল প্রদান করে। কিন্তু বৈষ্ণবসঙ্গক্রমে তাদৃশ সেবাপ্রবৃত্তির তুচ্ছতা উপলব্ধি হইলে শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে ঐকান্তিক মঙ্গলের আবির্ভাব হয়।

এক্ষণে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আমাদের কাল কিরূপে বৃথা অতিবাহিত হয়, তাহাই বলিতেছেন—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥ (ভাঃ ২।৩।১৭)

পূর্ব্বাকাশে উদিত সূর্য্য ক্ষিতিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ও নিম্নে গমন করিয়া, মানবগণের আয়ু বৃথা যাপিত হওয়ায়, তাহা যেন তিনি হরণ করিয়া লন। কিন্তু যাঁহার সময় উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় অতিবাহিত হয়, তাঁহার আয়ু তিনি বর্জ্জন করেন অর্থাৎ সেই মুহূর্ত্তকাল হরিকথাতে যাপিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি ঘটায়।

যদি বলা যায়,—জীবন ধারণাদিতে আহার-বিহার, প্রতিষ্ঠালাভ ও চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সেবাতেই আয়ুর সার্থকতা, তদুত্তরে বলিতেছেন—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ( ভাঃ ২।৩।১৮)

তরুগণ কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রা ( কামারের যাঁতা ) কি বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ ( জীবের মত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ) করে না? ইতর গ্রাম্য পশুগণ কি আহার-বিহারাদি করে না? ইন্দ্রিয় তর্পণ ও জীবন-ধারণাদিতে নৈপুণ্যই যদি লক্ষীতব্য বা কাম্য বিষয় হয়, তবে ত তরুর জীবন মানুষ অপেক্ষা বেশীদিন স্থায়ী হয়। ভস্ত্রার বায়ু গ্রহণ মানবের শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষা অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট, আর ইতর প্রাণীর আহার-বিহারে দক্ষতাও মানুষ অপেক্ষা অধিক। তাদৃশ মানবকে নরাকৃতি পশুতুল্য বিচার করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা—

শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ( ভাঃ ২।৩।১৯ )

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মনুষ্য কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত। সে ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় অকারণে ক্রোধযুক্ত সুতরাং নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র, শূকরের ন্যায় অমেধ্য বিষয়বিষ্ঠাভোজী, উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকতুল্য বিষয়ভোগে আসক্ত এবং গর্দ্দভের ন্যায় বৃথাভারবাহী ও স্ত্রী-পাদতাড়িত। সুতরাং হরিকথাহীন মানুষ পশু-ধর্ম্মাবলম্বী। কুকুরাদি পশুগণ এই বলিয়া তাহার স্তব করে—আমাদের চারিটী পশুর ধর্ম্ম এই মানুষে বর্ত্তমান, অতএব এ ব্যক্তি মহাপশু।

অতঃপর হরিসেবাবিহীন অঙ্গসকলের নিন্দা করিতেছেন--

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ( ভাঃ ২।৩।২০-২৪ )

হে সূত, যে-সকল মানুষের কর্ণ উরুক্রম শ্রীহরির কথা শ্রবণ করে না, তাহারা বৃথা ছিদ্র মাত্র। বৃথা গর্ত্তে যেরূপ সর্প প্রবেশ করে, তদ্রূপ উহাদের সেই বৃথা ছিদ্ররূপ কর্ণে গ্রাম্যবার্ত্তারূপ ভুজঙ্গ প্রবেশ করিয়া তাহাদের জীবন বৃথা নাশ করে। যে জিহ্বা হরিগুণগান করে না, তাহা ভেক-জিহ্বা-সদৃশ। ভেকসকল যেরূপ নূতন জল পাইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে তাহার শত্রু সর্পকে আহ্বান করে, হরিগুণগান না করিলে সেই ব্যক্তি যমরাজের দণ্ড্য হয়; কিন্তু হরিকীর্ত্তনকারীকে যমরাজ স্পর্শ করিতে পারেন না। যে মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না, তাহা পট্টবস্ত্র বা কিরীট-( মুকুট ) শোভিত হইলেও দেহের উপর বৃথা ভার মাত্র। যেমন কেহ জলে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা করিলে গলায় একটী পাথরের বোঝা লইয়া ডুবিয়া মরে যাতে আর উঠিতে না পারে, ঐরূপ এ ব্যক্তিও ভব-সমূদ্রে ডুবিয়া মরে, উঠিতে সামর্থ্য হয় না। যে হস্ত শ্রীহরির সেবা করে না তাহা সুবর্ণ-বলয়-শোভিত হইলেও সেবাধিকার না থাকায় মৃত-ব্যক্তির হস্ততুল্য অপবিত্র। যে চক্ষুর্দ্বয় শ্রীহরির মূর্ত্তি দর্শন করে না, তাহা ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগস্থিত চক্ষুর ন্যায় দৃষ্টিশক্তিহীন, কারণ তাহারা নিজ উদ্ধারের উপায় দর্শন করে না। শ্রীবিগ্রহ দর্শনে সংসার হইতে নিস্তার হয়। যে চরণদ্বয় শ্রীহরিধামে বা হরিমন্দিরে গমন করে না, তাহারা বৃক্ষের

তুল্য স্থাবর। বৃক্ষ যম কুঠারদ্বারা ছিন্ন হয়, ঐপ্রকার ঐব্যক্তির চরণ যমদূতের কুঠারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

যে মরণশীল ব্যক্তি বৈষ্ণবচরণরেণু দেহে ধারণ করে না, সে জীবন ধারণ করিয়াও মৃতদেহতুল্য এবং যে-ব্যক্তি বিষ্ণুপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেও শবতুল্য নিরর্থক।

হরিনাম গ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসকল আনন্দ-পুলকিত হয় না, তাহার হৃদয় পাথরের ন্যায় কঠিন। কপটতাক্রমে অথবা পিচ্ছিলভাবযুক্ত ব্যক্তির বাহ্য বিকার প্রদর্শিত হইলেও যদি ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত না হয় তবে তাহা লৌহ-সদৃশ কঠিন জানিতে হইবে।

**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

---

# পত্রে প্রশ্ন ও তদুত্তর

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠার পর )

**প্রশ্ন—"ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক" তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম সংখ্যাগতভাবে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় কিনা ?**

**উত্তর**—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'মহামন্ত্র' শব্দে যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণ—

"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥

* * * *

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।
হাসায়, নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥

**কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের** এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তা'র কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
( চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭২-৭৪,৮১-৮৩ )

জপ ত্রিবিধ :—

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য ভেদান্নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ॥
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥
যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ　স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥ ( নৃসিংহ পুরাণ )

জপযজ্ঞ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। ইহার মধ্যে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। উচ্চ, নীচ ও স্বরিত-নামক স্বরযোগে সুপরিস্কৃত বর্ণদ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে উহাকে "বাচিক জপ" বলে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে "হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ" শ্লোকে যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্রের "বাচিক-জপ"-লীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু উহা সংখ্যাত ; অসংখ্যাত নহে। তদুত্তরে যুক্তি এই যে, মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার যে প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতেই প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার ও শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের লেখনী হইতেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পওয়া যায়। প্রাচীন মহাজনগণ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কি আমাদের গ্রহণযোগ্য নহে? ঠাকুর নরোত্তমাদির পদাবলীতে উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উল্লেখ বহুস্থলেই রহিয়াছে।

শ্রীগুরুদেব অপরের শ্রুতির অগোচরে শিষ্যের কর্ণে "মন্ত্র" উপদেশ করেন এবং সেই মন্ত্র অপরের নিকট অপ্রকাশ্য, ইহাও বলিয়া দেন। "সংখ্যা বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্" ( শ্রীহরি ভঃ বিঃ ২।১১৭ ) অর্থাৎ সংখ্যা ব্যতীত কখনও মন্ত্র জপ করিতে পারিবে না এবং কাহারও নিকট মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে যে "মহামন্ত্র" উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি অপরের শ্রুতির অগোচরে

কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট ভক্তের কর্ণেই বলিয়াছিলেন, না—উহা বহু ভক্তের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দিয়াছেন? মন্ত্রের ন্যায় ইহা অপরের নিকট অপ্রকাশ্য বা মনে মনে জপ্য, ইহা কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া দিয়াছিলেন? লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহামন্ত্র অপর বিষ্ণু-মন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র জপ্য নহে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও। ইহা যে কষ্টকল্পনা নহে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ আচরণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"মন্ত্র" ও "মহামন্ত্রে"র বিচার এই যে, যখন মন্ত্র বীজ ও প্রণব-পুটিত হইবে, চতুর্থ্যন্ত-পদযুক্ত ও নমস্-শব্দ প্রভৃতি যোগ হইবে, তখন ইহা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য এবং যখন ইহা বীজ ও প্রণব-রহিত হইবে, তখন 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষিত হউক বা না হউক অথবা নমস্ প্রভৃতি যোগে চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত হউক বা না হউক, তাহা মহামন্ত্ররূপে আখ্যাত হইলেই সাধারণ্যে প্রকাশ্য, এমন কি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় বা সংকীর্ত্তনীয়। 'মন্ত্র' শব্দটি মহৎ-শব্দের যোগে মহামন্ত্র হওয়ার দরুণ ইহা মন্ত্রও বটে, মহামন্ত্রও বটে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১।২০২) বলেন—

"দান, যজ্ঞ, স্নান, জপ ইত্যাদির দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, শুচি-অশুচি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ নিয়মাদি রহিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মাদি নাই।"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৭)

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে ॥
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই' সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস ॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি' ধ্যান ॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৮-৭৯, ৮১-৮৪ )

এখানে প্রথম পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভু "মহামন্ত্র" শব্দে কৃষ্ণ-নামকে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম-শব্দে কেবলমাত্র কলিতারণ মহামন্ত্রেরই উপদেশ করিতেছেন বা বলিতেছেন ; কিন্তু সংখ্যাত-জপ করিবার উপদেশ করিতেছেন না। এই কৃষ্ণ-নাম-মহামন্ত্রই যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক কলি-কলুষ-নাশন নাম, তাহা এই পয়ারের পরবর্ত্তী পয়ারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তিদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্রের অংশীস্বরূপ। অতএব ইহাতে মন্ত্রত্ব নিহিত আছে, সেইজন্য পরপয়ারে জপের সময়ে সংখ্যাপূর্ব্বক জপের বিধি "স্বয়ং মহাপ্রভুই" দান করিতেছেন।

"ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥"

—অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ বল ; সর্ব্বক্ষণ জপ—একথা নহে এবং এই বলার মধ্যে জপ-সংখ্যার ন্যায় কোন বিধি নাই, যেহেতু জপ "নির্দ্ধারণে" বিবিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

"নাম-লীলা-গুণাদিসমুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।"

( ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৬৩ )

নাম, লীলা, গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্ত্তন বলে। বৈষ্ণব-চিন্তামণি বাক্যেও "ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনম্"—এই কথা বলিয়া থাকেন। ওষ্ঠ-স্পন্দন হইলেই কীর্ত্তন হইয়া যায়। আভিধানিক অর্থে সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "সম-কৃ-ভাবে—অনট্ অর্থাৎ সম্যকরূপে উচ্চারণ করাকে সংকীর্ত্তন বলা হয়। অথবা :—

কায়-মন-বাক্যৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্বা বহুভির্মিলিত্বা খোল-করতালাদি-সংযোগেন যৎ কীর্ত্তনম্ তদেব সংকীর্ত্তনম্।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণী শিক্ষাষ্টকেও বলিয়াছেন, "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্"। নাম সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
( চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৮ )

সুতরাং মহামন্ত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম এবং ইহাতে সর্ব্বজীবের অধিকার বর্ত্তমান।

শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ—

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪০)

এস্থলে, খাইতে শুইতে মহামন্ত্র লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। খাইতে শুইতেও মহামন্ত্র কিরূপে সংখ্যাপূর্ব্বক লওয়া সম্ভবপর? এখানে ত সংখ্যাপূর্ব্বক ঐ নাম গ্রহণের কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" বাক্যে "মহামন্ত্র নির্ব্বন্ধ"-সহকারে জপ, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে"—শ্রীচৈতন্যভাগবতের (২৩।৭৯) পয়ারে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে যে মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, ইহা কি সংখ্যা-পূর্ব্বক হইয়াছিল, অথবা ইহা তাঁহার নির্ব্বন্ধকৃত শ্রীনামের সংখ্যার মধ্য হইতে একবার বিতরণ করিলেন? যদি তাহা না হয়, তবে এস্থলে অসংখ্যাত-রূপেই শ্রীগৌরসুন্দর মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। যদি উহা সংখ্যানির্ব্বন্ধ ব্যতীত জপ বা কীর্ত্তন করা নিষেধ হয়, তবে স্বয়ং প্রভু কেন অসংখ্যাতভাবে ইহা ভক্তগণকে উপদেশ করিলেন? ইহা হইতেও মহামন্ত্র যে অসংখ্যাতরূপে কীর্ত্তনীয় তাহা প্রমাণিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ( উত্তর খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক ) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-ঋষি সূতকে "হরিনামসংজ্ঞক পরমার্থসাধক" যে মহামন্ত্র উপদেশ

করিলেন, সেই "সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হরিনামাখ্য মন্ত্র কি" এই প্রশ্নের উত্তরে ষোল-নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই ( ৫৫ শ্লোক ) উপদেশ করিয়াছেন। "তদহং বোভিধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি" বাক্যে উক্ত হইয়াছে, তুমি ভগবদ্ভক্তের শিরোমণি মহাভাগবত ; অতএব তোমায় আমি এই মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি, শ্রবণ কর।

এস্থলেও শ্রীব্যাসদেব উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতভাবেই শ্রীসূতকে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এই "মহামন্ত্র" পূর্ব্বে ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রেই গুরুপরম্পরাক্রমে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরেই উহা উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপোদ্দেশ্যেই ইহা কর্ণে প্রদত্ত হয় নাই। বাক্‌দেবী বৃষভানুরাজকে "হরিনাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণশুদ্ধি হয় না; একারণ, চরমশ্রেয়জনক হরিনাম মহামন্ত্রের অনুকীর্ত্তন কর" বলিয়া উপদেশ করিলেন। এস্থলে জপ বা সংখ্যাপূর্ব্বক জপের কোনরূপ উল্লেখ করা হয় নাই; বরং কীর্ত্তন, অনুকীর্ত্তন শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। গুরুর নিকট হইতে এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

তন্নাম কীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয়-বিনাশনম্।

* * * *

নাম-সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্মদৃশ্যতে ॥

* * * *

নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদাকার্য্য বিপশ্চিতা—( ৫৮, ৫৯, ৬০ )

ইত্যাদি শ্লোকেও তারকব্রহ্মনাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই যে জপ্য ও মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তনীয়, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত উক্তিসকল হইতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

# ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস অতি সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কেবল কলিযুগে নহে, যুগান্তরেও ইহা চতুর্থাশ্রমিগণের গ্রহণীয় ছিল। অপৌরুষেয় বেদ, তথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদে যথা—"তত্র পরমহংসো নাম সংবর্ত্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্ব্বাস-ঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক-প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তস্ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং * * * * আত্মানমন্বিচ্ছেৎ।"

( জাবালোপনিষৎ ষষ্ঠ খণ্ড )

বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।৩৪) ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে—

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্ম্মুনেঃ॥

অবন্তীদেশীয় বিপ্রবর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নগরে নগরে ভিক্ষায় বহির্গত হইলে দুর্জ্জনসকল তাঁহার ত্রিদণ্ড, ভোজনপাত্র, কমণ্ডলু আদি লইয়া গিয়াছিল ইত্যাদি।

পুনঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৬।২-৪)—

অর্জ্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্য্যটন্নবনীং প্রভুঃ।
গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ॥
দুর্য্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে।
তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ॥
তত্র বৈ বার্ষিকান্ মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণ রামেণাজানতা চ সঃ॥

শ্রীশ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ বলিলেন,—প্রভু অর্জ্জুন তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক সময়ে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে বলদেব দুর্য্যোধনের হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বসুদেবাদি অন্যান্য আত্মীয়গণের তাহাতে সম্মতি নাই। তখন তিনি ঐ কন্যা গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেশে

দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিগণ এবং বলদেবও তাহাকে চিনিতে না পারিয়া ত্রিদণ্ডিজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহার সম্মান করিতে থাকিলে অর্জ্জুন স্বার্থ-সাধনাভিলাষী হইয়া তথায় বর্ষাকালীন মাসসমূহ অতিবাহিত করিলেন।

ত্রেতাযুগে রাবণ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বেশ ধারণপূর্ব্বক সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিলেন।

লীলাশুক শ্রীশ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত **ত্রিদণ্ডি**-সন্ন্যাসী ছিলেন। 'শ্রীবল্লভ-দ্বিগ্বিজয়'গ্রন্থে অষ্টম শকশতাব্দীতে দ্রাবিড় যতিরাজ **ত্রিদণ্ডী** শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উদয়কাল নির্ণীত হইয়াছে। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দ্বারকা মঠতালিকায়ও চিৎসুখাচার্য্য ( কল্যব্দ ৪৭১৫ ) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদ ষড়-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাত দক্ষিণদেশীয় শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরও চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রী-সম্প্রদায়ী **ত্রিদণ্ডি**-সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীরামানুজ হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রী-সম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী।

অতএব উপরোক্ত প্রমাণাবলীর দ্বারাই **ত্রিদণ্ড**-সন্ন্যাসের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল। সন্ন্যাস ত্রিবিধ, যথা—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসংন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

( পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অধ্যায় )

অর্থাৎ সন্ন্যাসী ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ—কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বেদ-সন্ন্যাসী, আর কেহ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীসৎক্রিয়া-সারদীপিকার দ্বিতীয়াংশ সংস্কার-দীপিকায় উক্ত হইয়াছে যে,—

সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবাদৌ—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরঃসরঃ।
ব্রহ্মসন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো দশনামা প্রসিদ্ধতি।
বৈষ্ণবো ভক্তিসন্ন্যাসী সদা বিষ্ণুপরায়ণঃ॥

( সংস্কারদীপিকা ৭ম শ্লোক )

অর্থাৎ সন্ন্যাসী প্রথমতঃ দুইপ্রকার—ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী। মায়াবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানপর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী নামধারী এই দশনামী

সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মসন্ন্যাসী (শ্রীল শঙ্করাচার্য্য অষ্টোত্তরশত বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসীর নামসমূহের মধ্যে উক্ত দশটি নাম গ্রহণ করিয়া দশনামী * সন্ন্যাস নামকরণ করিয়াছেন।) ও ভক্তিমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণ --বিষ্ণুসন্ন্যাসী।

কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকে কহিয়া থাকেন, তাহা কর্ম্ম ও জ্ঞান-সন্ন্যাসকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। পরন্তু ভক্তিপর বেদ-সন্ন্যাস অর্থাৎ

---

*** গত গৌর-পূর্ণিমায় পঞ্চজনের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদানের পর রাত্রিকালীন মহতী সভায় প্রদত্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারাংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল,—**

"যাঁহারা শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের **দশনামী সন্ন্যাস** নামের উপর গৌরব-বোধ করত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের পুনঃ-প্রবর্ত্তিত ১০৮ (অষ্টোত্তর-শত) বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস নামের সমাদর করেন না, তাঁহারা শ্রীসরস্বতী-ধারা রুদ্ধ করিবার দায়ে দায়ী হইবেন। দশনামী-সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারিগণ অন্তরে অন্তরে অদ্বৈতবাদেরই আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের ঐকান্তিক সেবকগণের আচরণে কখনই দশনামী সন্ন্যাসের আদর পরিদৃষ্ট হয় না, হইতে পারে না। অষ্টোত্তরশতনামী ন্যাসের প্রতি আস্থাহীনতা প্রদর্শন করা গুরুসেবকের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। ইহার দ্বারা গুরুসেবৈকনিষ্ঠার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। আমরা এইরূপ দশনামাসক্তিকে ভক্তিবিরোধ বলিয়াই জানি। আনুকরণিক সম্প্রদায় ও আনুসরণিক সম্প্রদায়—এক নহে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ঢাকঢোল-পেটান প্রচারকে ভক্তিবিরোধি-প্রচারের নামান্তর বলিতে হয়।

"অষ্টোত্তরশতনামী-সন্ন্যাসই মৌলিক সন্ন্যাস। পরন্তু আচার্য্য শঙ্কর-সংগৃহীত দশনামী-সন্ন্যাস আধুনিক মাত্র। ঢোল বাজাইয়া শ্রীশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন কোন বৈষ্ণবেরই যুক্তিযুক্ত হয় নাই। সমগ্র ভারতে অদ্বৈত-বাদীর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীর আদর লক্ষিত হইতেছে দেখিয়া আমরাও যদি তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠাশা শ্বপচরমণীর আদর করা ব্যতীত আর কি হইবে? বৈষ্ণববিরোধী সংজ্ঞার আদর কোন বৈষ্ণবই করেন না। কারণ বৈষ্ণববিরোধী সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠা থাকিলেও তাহা একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। তজ্জন্য এরূপ কথা নহে, অষ্টোত্তরশতনামের অন্তর্গত

বৈদিক সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হয় নাই। শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের গৃহীত পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানপর একদণ্ড-জ্ঞান-সন্ন্যাসই নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ একদণ্ডিগণ 'সোঽহং' মতপোষণকারী অর্থাৎ নিজদিগকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু তাহা আদৌ সত্য নহে। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অশাস্ত্রীয়ভাবে একদণ্ডিগণ নিজদিগকে 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ভগবান

---

দশনাম কখনই গ্রহণ করা চলিতে পারে না। তাহাতে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকায় বৈষ্ণবগণ তাহা হইতে পৃথক থাকিবার চেষ্টাই অধিক প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের অষ্টোত্তরশত-নামের মধ্যে সমস্ত নামই বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে 'হরে কৃষ্ণ রাম' এই নামেরই সর্ব্বাপেক্ষা আদর ও যত্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা মহামন্ত্রের ষোলনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে কলিসন্তরণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবেন।

"বাসুদেবী-মতের অনুকরণ গুরুদ্রোহিতা মাত্র। মৃত অনন্তবাসুদেব শ্রীল প্রভুপাদের বিচারের বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিতে গিয়া সাধু-সমাজে মলস্বরূপ গণ্য হইয়াছে। বাসুদেবের সন্ন্যাস-বিরোধ, ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধ, অন্যান্য আশ্রম-বিরোধ ও বর্ণবিরোধ সমস্তই বৈষ্ণব-বিরোধিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

"তাহার ন্যায় ঘৃণিত জীবন ও সিদ্ধান্তবিরোধি-জীবন ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। বাসুদেব শঙ্করপন্থী হইয়া দশনামের অন্তর্গত পুরী সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসের আদর না করার ফলে তাহার কি প্রকার অধোগতি হইয়াছে তাহা ধার্ম্মিক সমাজে কে না জানে? আমরা জানি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত নেমী মহারাজের নাম অন্য কোন প্রসিদ্ধ মহারাজ গ্রহণ করায় সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আপত্তি উঠিয়াছিল; ফলে তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জনার্দ্দন মহারাজ নাম রাখা হইয়াছে। আমরা এই সত্যনিষ্ঠার জন্য জনার্দ্দন মহারাজের পদাঙ্কানুসরণ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি।

"সমগ্র আচার্য্য ও পরমহংসকুল-মুকুটমণি জগদ্গুরুবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ স্বয়ং অষ্টোত্তরশত-নামী-সন্ন্যাসের বহুসংখ্যক নাম ব্যবহার করিয়া তাঁহার বহু অনুগত

বলিয়া জনসমাজে স্বীকৃতিলাভ করিতে চাহেন। অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারে না। The part can never be equal to the whole অর্থাৎ অংশ কখনও অংশীর সমান হয় না।

তবে যদি কেহ বলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব

---

জনগণকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নয়জন বৈষ্ণবের নাম দশনামী সন্ন্যাসীর অন্তর্গত নাম আকস্মিক বিধায় ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া দেখা গেলেও, তাহা দশনামী সন্ন্যাসীর প্রতি আদর বা সম্মান প্রদর্শন নহে। তাঁহার অনুকরণকারী ব্যক্তিগণকেই অপরাধী বলিয়া এবং অষ্টোত্তরশত-নামী সন্ন্যাসের বিরুদ্ধাচরণকারীর পর্য্যায়ে গণ্য করা হইবে। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বকালে গ্রহীতব্য। একদণ্ড সন্ন্যাস কলিকালে অগ্রাহ্য, সুতরাং একদণ্ড-সন্ন্যাসে প্রচলিত দশনামও অগ্রাহ্য, অষ্টোত্তর-শতনামের অন্তর্গত দশনাম পৃথকবস্তু।

"আচার্য্য আনন্দতীর্থ যিনি মধ্ব-নামে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত, তিনি যে 'তীর্থ' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা দশনামী-তীর্থের অন্তর্গত তীর্থ নহে। উক্ত তীর্থের অর্থ গুরু, দশনামী-তীর্থ নহে। আমরা সর্ব্বত্র গুরুভ্রাতাগণকে 'সতীর্থ ভ্রাতা' বলিয়া থাকি। সুতরাং তীর্থ বলিলে গুরু বুঝায়। আনন্দ তীর্থ-শব্দের অর্থ আনন্দ গুরু, তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু। আজও মধ্ব-সম্প্রদায়ে এই বিচার সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। যাঁহারা উড়ুপী প্রভৃতি দক্ষিণদেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংবাদ রাখেন, তাহারা সকলেই ইহা অবগত আছেন। সুতরাং 'তীর্থ' বলিলে দশনামী তীর্থ নহে। তীর্থ অর্থে গুরু বুঝাইবে। এস্থলে আরও বিচার্য্য এই যে, পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি আনন্দতীর্থ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কৃতান্ত বা যমস্বরূপ। তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কোনও আচার বা বিচার অথবা পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সম্প্রদায়েও তাহা আদৌ গৃহীত হয় নাই। সুতরাং শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামীর অন্তর্গত কোন নাম কখনই গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন না। বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সম্প্রদায় বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিদিত ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য; সুতরাং তাঁহারা কখনই দশনামের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন না।"

'একদণ্ড-সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা বলিব, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান সেইহেতু তাঁহার পক্ষে 'সোঽহং'-বিচারপর একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ কোন দোষের হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ যদি নিজেকে 'সোঽহং' অর্থাৎ ভগবান বলিয়া প্রকাশ করেন তবে তাহাতে দোষের কি আছে? বরং উহা বলাই কর্ত্তব্য, তবে জীবাত্রই অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ নহে, তাহারা 'সোঽহং' বলিলে অপরাধ হইবে। এরূপ অপরাধের নিষ্কৃতি নাই।

'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং পরব্রহ্ম বস্তু; সুতরাং তাঁহার একদণ্ড গ্রহণ অযৌক্তিক হয় নাই। তাঁহার একদণ্ড-গ্রহণ-লীলাভিনয়দ্বারা কর্ম্ম-জ্ঞানবর্জ্জিত কেবলা ভক্তিই যে জীবের যজনীয়, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। পরে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐ একদণ্ডকে ত্রিখণ্ড করিয়া দণ্ডভাঙ্গা নদী বা ভার্গী নদীতে ভাসাইয়া দিয়া জীবকোটী চতুর্থাশ্রমীর পক্ষে 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই' যে বিহিত, পরন্তু একদণ্ড নহে, তাহার শিক্ষা ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব এই প্রবন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণু-সেবা-পরায়ণ বিষ্ণুসন্ন্যাসীকেই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী বলা হয়। বিষ্ণুসন্ন্যাসিগণই বৈদিক সন্ন্যাসী।

তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ
সরস্বতী ভারতী * * * *

* * * * *
স্থবিরস্তৎপরো পর্য্যটকাচার্য্যো স্বতন্ত্রবীঃ।
কথ্যন্তে যতিযামানি প্রথিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি॥

( মুক্তিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতা )

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উল্লিখিত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণের নাম বেদেও আছে।

এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারী কে? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ শাস্ত্র বলেন—

বিজিতষড়্গুণো যস্তু দম্ভহিংসাদিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্র-কারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ॥

যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ষড়্গুণজয়ী,

দম্ভহিংসাদিশূন্য, মৈত্র ও কারুণ্যগুণে পূর্ণ, নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং ভগবদ্ ভক্ত্যাদি সাধনে তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রার্থনা-ক্রমে সযত্নে সন্ন্যাস দেওয়া যাইতে পারে। অনন্যচেতা বিষ্ণুভক্তই বাস্তব পক্ষে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের অধিকারী।

'ত্রিদণ্ডী' অর্থে মনুসংহিতা ( ১২।১০ ) বলেন—

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যিনি দেহ, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া বিষ্ণু, বৈষ্ণবে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী।

ত্রিদণ্ডীর কৃত্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলেন—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

ত্রিদণ্ডি-যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায-বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন। পরন্তু নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-সন্ন্যাসি-গণ শিখা-সূত্র না রাখিয়া শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী সর্ব্বাশ্রমীর পূজ্য। সন্ন্যাসাশ্রম শ্রীভগবানের শিরোদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিলেন—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।১৩)

অর্থাৎ মদীয় জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষোদেশ হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং শিরোদেশ হইতে সন্ন্যাসাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে।

এইরূপ সর্ব্বপূজ্য ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রানুমোদিত নির্দ্দেশ এই যে,—ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষেবণই প্রধান কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ত্রিদণ্ড বেষ ধারণ। যেহেতু কৃষ্ণ ও তদীয় ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রতি ভক্তিদ্বারাই সংসারনাশ ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে।

হারীত-সংহিতা বলেন—( ৬।২৩ )

ত্রিদণ্ডভৃদ্‌যো পৃথক্ সমাচরেচ্ছনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্ম্মুখাক্ষঃ।
সম্মুচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্॥

অর্থাৎ ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন; তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ-জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥

সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করত আত্মীয়-স্বজনসহ নিজ-জন্মস্থানে বাস করা আশ্রম-বিগর্হিত কার্য্য। শাস্ত্র বলেন—

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তাম্ ভিক্ষু স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ॥

অর্থাৎ ত্রিবর্গের একমাত্র বপনক্ষেত্রস্বরূপ স্বীয় গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিয়া (গৃহাশ্রম ত্যাগানন্তর ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া) পুনরায় যদি গৃহস্থ-ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্ত হন, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুককে বান্তাশী অর্থাৎ মনভাজী অতিশয় নির্লজ্জ বলা হয়। (বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসাশ্রমকেও ভিক্ষুকাশ্রম বলা হইয়া থাকে)।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত উপদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৭-১১৮,১২০)

প্রভু কহে—'মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥'

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১২৪)

শ্রীমন্ মহাপ্রভু আরও উপদেশ করিয়াছেন যে,—

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৫, ২২৭, ২৩৬)

সদা সর্ব্বক্ষণ অমানি-মানদধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-চরিতাদি **কীর্ত্তন** ও প্রচারণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অধ্যায়)

একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধেয়ী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ ও হস্তে কমণ্ডলু-যুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পরিশেষে গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপন করিতেছি।

**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ**

---

## "পণ্ডিত-কুলীন-ধনীর বড় অভিমান"

( ১ )

ভেবেছ কি মনে, জীব! জগত-মাঝারে
চিরদিন সুখভোগে কাটাইবে কাল?
তাই বুঝি, প্রাণপণে করিছ যতন
লুটিবারে জগতের ভোগ-সুখরাশি?
হায়, হায়, কেন কর আত্ম-প্রবঞ্চন?
জাননা রে অবিমিশ্র সুখ নাহি জড়ে।
সুধাও বিজ্ঞেরে তুমি, সুধাও সকলে,
সুখভোগে তৃপ্ত তবে কে কোথা হ'য়েছে?

( ২ )

মহাকুলে প্রসূত ঐ কুলীন প্রধান,—
জিজ্ঞাসহ কত সুখে জীবন কাটায়!

আভিজাত্য-দম্ভে পূর্ণ হৃদয় তাহার,—
সদা চিন্তে কেবা কবে মর্য্যাদা লঙ্ঘিবে,
কেবা বুঝি বড় হ'য়ে লভিবে সম্মান,
সমান হইবে তার—এই বড় ভয়।
ঈর্ষাবিষে সদা তার হিয়া জর জর,
তার ভাগ্যে সুখ কোথা, দেখ বিচারিয়া।

( ৩ )

তবে বুঝি, ভাব মনে, ধনে সুখ হয় ?
ঐশ্বর্য্য-সুখের নিধি, সবে তার বশ ?
বৃথা ভ্রান্তি তোর জীব, বিবর্ত্ত কেবল।
ধন-মদে মত্ত ধনী—উদ্ধত-স্বভাব,
সম্ভ্রমের মাপকাটি ধন পরিমাণ,
ধনহীন-জনে সেই মনুষ্য না গণে।
আরো দাও, আরো দাও, সদা তার আশা,
সন্তোষের স্নিগ্ধচ্ছায়া নাহি ভাগ্যে তার—
অতুল ধনেপ্সা-বহ্নি অন্তর পোড়ায়।
এই কিরে ধনসুখ, ঐশ্বর্য্য-গৌরব ?
অর্থার্জ্জনে ক্লেশরাশি রক্ষণে জঞ্জাল,
বিবাদের মূল সূত্র, অর্থে সুখ কোথা ?

( ৪ )

আর যদি বল, হয় পাণ্ডিত্য-প্রভায়
দশদিক্ আলোকিত,—সুখরাশি তার,
বিষম বিষম ভুল জানিও নিশ্চয়।
এ বিদ্যা অবিদ্যা-পাশ বন্ধন-কারণ।
ঈশভক্তি-হীনজনে শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞান,
মোহে অন্ধ করে মাত্র, সুখ নাহি দেয়।
ভক্তিহীনের যত কিছু জড়ীয় সম্পদ্
মৃতকের অলঙ্কার—ভার মাত্র সার !
যত চেষ্টা কর তুমি দুঃখ নাশিবারে
নেতি নেতি করে' তুমি যত কর ত্যাগ,
নাহি হবে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি,
শুদ্ধভক্তি বিনা সুখ আকাশ-কুসুম !

—শ্রীদীনদয়াল দাস ব্রহ্মচারী

# নামাপরাধ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদেশ আছে, "অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।" অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম না করিলে কৃষ্ণনাম হয় না, অক্ষরমাত্র উচ্চারণে শ্রীনামী ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনামের শরণ লওয়া হয় না। এই জন্যই এত নাম করিয়াও শ্রীনামাশ্রয়ের ফল কৃষ্ণপ্রেমা আমাদের উদয় হইতেছেনা। অপরাধ থাকা কালে নামকীর্ত্তনের স্থলে কেবল বিষয় কীর্ত্তনই হইয়া যায়। এরূপভাবে 'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেম-ধন॥" (চরিতামৃত)। কিন্তু মানবের এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা অসৎ-ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জানিবার সুযোগ পান নাই যে, 'নামাপরাধ' বলিয়া এক তত্ত্ব আছে, তাহা নাম-সেবার বাধা। তাঁহাদের ধারণা যে, 'যাহাই করা যাউক না কেন, নামের যখন এত মাহাত্ম্য আছে, তখন আমরা যেভাবেই নাম করি না কেন আমাদের সুবিধা হইয়া যাইবে।' নামাপরাধী বিষয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নামাপরাধমুক্ত হইবার কোন যত্নই করেন না, বরং বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পোষণ করিতে শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আরও অপরাধ বর্দ্ধন করিয়া হরিভজন-বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। আমিও নামাপরাধী, কিন্তু আমাতে ও তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমি দীনাতিদীন, হতভাগ্য হইয়াও সাধুগুরু-চরণে নামাপরাধ-বিচার-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার যত্ন করিতেছি, আর তাঁহারা এ সকল সংবাদ না পাইয়া, অথবা সংবাদ পাইয়াও তাহাতে আবশ্যকমত মনঃসংযোগ করিতেছেন না, যেহেতু তাঁহারা সাধুগুরু-পদাশ্রয়-পূর্ব্বক আদর্শ দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত আছেন। সৎ-সঙ্গের অভাবে তাঁহাদের এই অসুবিধা। তাঁহারা অসাধুকে সাধুত্বে আরোপ করিয়া শ্রীজগদানন্দ প্রভুর আদেশ বুঝিবার অবসর পাইতেছেন না যে, "অসাধুসঙ্গে ভাই, হরিনাম নাহি হয়। নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়। কভু নামাভাস, সদা নাম-অপরাধ। ইহাই জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥" অসাধুকে সাধুত্বে বরণ করিলে 'সাধু' সংজ্ঞার অপব্যবহার ও সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ হইয়া যায়। সুতরাং অপরাধশূন্য শুদ্ধনামাশ্রয় করিতে হইলে অসাধুসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া যথার্থ সাধুসঙ্গ করিতে হয়। যথার্থ ভগবদ্বিশ্বাসীর চরণাশ্রয় না করিলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসরূপ সমূহ অনর্থরাশির মূল আমাদিগকে অনন্তকাল বদ্ধ রাখিবে।

নামাপরাধের মূলে কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি ও আমাদের ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধিই পরি-

লক্ষিত হয়। তাহা হইতেই অহং-কর্ত্তৃত্ব, 'আমি বুদ্ধিমান্' ইত্যাদিরূপ জড়াভিমান প্রবল হইয়া আমাদিগকে নামাপরাধে পাতিত করে। নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয়, না, রুচি জন্মে না। আমরা শ্রীনামে অবিশ্বাসী বলিয়া কপট বিশ্বাস দেখাইয়া অশ্রদ্দধান হরি-বিদ্বেষি-জনকে পর্য্যন্ত নাম উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হই, যেন নাম একটী খেলার সামগ্রী, তাহাকে লইয়া একটু খেলা করাও চলে। শ্রীনামে অশ্রদ্ধাই এরূপ অনাচারের কারণ। শ্রীনামকে স্বয়ং নামী হইতে অভিন্ন বুদ্ধি না করিয়া অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত তাহার সাম্য মনন করিয়া শ্রীনামে অশ্রদ্ধা সংগ্রহ করি, শ্রীনামের যোগে আমরা রোগ-নিরসন, জাগতিক বিপন্নিবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হই। আবার অন্যরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশে বলি—'আচ্ছা, নামের মাহাত্ম্য যদি এতই হয়, তবে আর ভাবনা কি? আমরা যতই পাপ করি না কেন, দিনান্তে নাম করিয়া সে পাপ খণ্ডন করিয়া লইব, আবার পাপ করিব, আবার নাম করিয়া নাশ করিব ইত্যাদি।' আর হরি বলিতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে না বুঝিয়া "নিরঞ্জন হরি", "নিরাকার হরি," "চিদানন্দ হরি" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব হইতে হরিকে পৃথক্‌রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া শুষ্কজ্ঞান অবলম্বনরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করিয়া বসি।

আবার, হয়ত 'রোচনার্থা ফলশ্রুতি' জ্ঞানে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্য যেরূপ কর্ম্মাঙ্গগুলির প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়, অথচ সেগুলির কীর্ত্তিত ফলসকল সত্য নহে, হরিনামের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও তদ্রূপ প্রশংসা-মাত্র, এইরূপ মনে করিয়া হরিনামে অর্থবাদ মনন করিয়া তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হই না। অন্যদিকে আবার দাম্ভিকতাবশে নূতন মত প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন অবতার চালাইয়া বেদশাস্ত্র ও তদনুগ শ্রীমদ্-ভাগবতাদি পুরাণ, তদনুগ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত তন্ত্র প্রভৃতি যে-সকল শাস্ত্র হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিন্দা বা তৎপ্রতি অনাদর, অনাস্থা স্থাপন করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতেরই অথবা যাঁহারা স্বকোপলকল্পিত মত প্রচলন করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে দুষ্ট সেই মতেরই প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইবার দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করি। আর যে গুরুসকাশে শ্রীনাম-মহামন্ত্র পাই, তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া তিনিও আমাদেরই ন্যায় ভ্রান্ত, অতএব তাঁহার প্রদত্ত ভক্তি-

সাধনোপায় শ্রীনামভজন সমীচীন না হইতেও পারে, এই সন্দেহ পোষণ করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা করিয়া ভজনক্রিয়া ত্যাগ করি। আবার শিবাদি দেবতাকে ভাগবত বুদ্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে বৈষ্ণবশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক শ্রীনাম মহামন্ত্রে আস্থা হ্রাস করি, কিংবা সাধুনিন্দা করিয়া সাধুসঙ্গে রুচির অভাবে অসৎসঙ্গ করিতে করিতে নরকের পথে অগ্রসর হই। নামাপরাধ এই দশবিধ। পদ্মপুরাণে এই দশাপরাধ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ক্রমসন্দর্ভে "শ্রবণং কীর্ত্তনং' শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপ্রভু তাহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম-চিন্তামণিতে এই দশাপরাধের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। এখানে তাহারই বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

পদ্মপুরাণে অপরাধের ফল বলিতেছেন যে, সর্ব্ব অপরাধ করিয়াও হরিকে আশ্রয় করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। আবার, যে নরাধম হরির প্রতি অপরাধ করে, নামাশ্রয় করিলে নামবলে কখন কখন তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু সকলের সুহৃদ্ যে শ্রীনাম, যেইরূপে ভগবান্ প্রপঞ্চে জীবোদ্ধার জন্য অবতীর্ণ, সেই শ্রীনামের প্রতি অপরাধ করিলে অধঃপতনই তাহার ফল। পাপী লোক বরং ভাল, কেন না, তাহার পাপ-প্রবৃত্তিতে ঘৃণা আসিয়া সাধুসঙ্গপ্রভাবে একদিন তাহার পাপমতি বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নামাপরাধী ব্যক্তির আর উপায় নাই, কেন না, নিজে সর্ব্বজ্ঞ-অভিমানে সে সাধুসঙ্গ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নহে। এই নামাপরাধের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে যদি প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে অপরাধ দূর করিতে যত্ন করে, তখন তাহার অসাবধানতা-জনিত অপরাধ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানকৃত অপরাধের মোচন নাই। পদ্মপুরাণ আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন--

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

—শ্রীচিদানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয় পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৭২ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | বাসুদেব, ৭ দমোদর, ৪৭৯ গৌরাব্দ | রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৭২; ইং ১৭।১০।১৯৬৫ | ৮ম সংখ্যা

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীগৌতম উবাচ—

পুনশ্চ পার্ব্বতী দেবী যদপৃচ্ছন্মহেশ্বরম্।
তন্মে বদ মুনিশ্রেষ্ঠ যদি মে স্যাদনুগ্রহঃ॥ ১॥

শ্রীগৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পুনরায় পার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে উহা বলুন॥ ১॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা দেবী সনাতনী।
উৎপত্তেঃ কারণং জ্ঞাতুং তস্যোবাচ মহেশ্বরম্॥ ২॥

শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,—সনাতনী পার্ব্বতী দেবী নবদ্বীপের মাহাত্ম্য

শ্রবণ করিয়া উহার উৎপত্তির কারণ জানিবার জন্য মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

কদা বায়ং নবদ্বীপো নির্ম্মিতো রাধয়া মহান্ ।
কিমর্থং বা মহেশান তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে ॥ ৩ ॥

শ্রীপার্ব্বতী বলিয়াছিলেন,—হে মহেশ্বর, কোন্ সময়ে কি জন্য শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক নবদ্বীপ নামক এই মহৎ ধাম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আপনি যথার্থভাবে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

নিশাময় মহাভাগে দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণম্ ।
অনন্তসংহিতায়াঞ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ তম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অয়ি মহাভাগে, অনন্ত-সংহিতায় যেরূপ লিখিত আছে এবং আমি শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে এই দ্বীপের উৎপত্তির কারণ যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

যদা বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ ।
রেমে বিরজয়া সার্দ্ধং পদ্মিন্যা ষট্পদো যথা ॥ ৫ ॥
তথা চন্দ্রমুখী দেবী রাধিকা মৃগলোচনা ।
শ্রুত্বা সখীমুখাৎ সর্ব্বং যত্র কৃষ্ণো দ্রুতং যযৌ ॥ ৬ ॥

যে-সময়ে রম্য বৃন্দাবন ধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ভৃঙ্গ যেমন কমলিনীর সঙ্গে ক্রীড়া করে তদ্রূপ বিরজা দেবীর (কৃষ্ণের সখী বিশেষ) সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন, তৎকালে চন্দ্রমুখী মৃগনয়না রাধিকা দেবী সখীমুখে উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সত্বর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৫-৬ ॥

আয়াতাং রাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণশ্চারুলোচনঃ ।
তত্রৈবান্তর্দধে সদ্যো বিরজা চাভবন্নদী ॥ ৭ ॥

সুলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দেবীকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন এবং বিরজা দেবীও নদীরূপে পরিণত হইলেন ॥ ৭ ॥

পুনঃ কৃষ্ণেন বিরজাং রম্যমানাং নিশম্য সা ।
ন তত্র গত্বা দদৃশে কৃষ্ণং বিরজয়া সহ ॥ ৮ ॥

পুনরায় শ্রীরাধিকা দেবী বিরজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৮ ॥

চিন্তয়িত্বা মহাদেবী মনসা কৃষ্ণদেবতা।
গঙ্গাবিরজয়োর্মধ্যে সখীভিঃ সমমাযযৌ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণপরায়ণা দেবী তখন মনে মনে এবিষয় চিন্তা করত সখীগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে সমাগত হইলেন ॥ ৯ ॥

তত্র গত্বা মহৎ স্থানং চকার কৃষ্ণসুন্দরী।
লতাভি পাদপৈঃ কীর্ণং সস্ত্রীক-ভ্রমরৈর্বৃতম্ ॥ ১০ ॥

মৃগী-মৃগগণৈর্যুক্তং মিথুনানন্দদং পরম্।
মল্লিকা-মালতী-জাতিপ্রভৃতি-পুষ্পরাজিতম্ ॥ ১১ ॥

তুলসীকাননৈর্যুক্তমানন্দসদনং বরম্।
চিদানন্দময়ৈঃ কুঞ্জৈর্বিবিধৈঃ পরিশোভিতম্ ॥ ১২ ॥

গঙ্গা চ যমুনা চৈব পরিখেব নিরন্তরম্।
ভাতি তদাজ্ঞয়া যত্র সুস্নিগ্ধজলসৈকতম্ ॥ ১৩ ॥

নিত্যং বিরাজতে যত্র বসন্তো মকরধ্বজঃ।
সদা পক্ষিগণা যত্র কৃষ্ণেতি মঙ্গলং জগুঃ ॥ ১৪ ॥

সেখানে শ্রীমতী রাধিকাদেবী এক মহৎ স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। সে-স্থান লতা ও বৃক্ষসকলে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমর-ভ্রমরীগণে পরিপূর্ণ, মৃগ ও মৃগীগণ সেখানে পরমবিহার-সুখ অনুভব করিতেছে, মল্লিকা-মালতী-জাতি প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমে সেস্থান সুশোভিত, সেই পরমানন্দধাম তুলসী-কাননে নিরন্তর যুক্ত এবং চিদানন্দময় বিবিধ কুঞ্জে পরিশোভিত রহিয়াছে। দেবীর আজ্ঞায় গঙ্গা ও যমুনা সেই ধামের পরিখারূপে নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন। তাহাদের সলিল ও তটদেশ সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধভাবযুক্ত রহিয়াছে। স্বয়ং কন্দর্প এবং বসন্তকাল সেখানে নিত্য বিরাজমান, পক্ষিগণ তথায় নিরন্তর সুমঙ্গল কৃষ্ণনাম গান করিতেছে ॥ ১০-১৪ ॥

তত্র শ্রীরাধিকা দেবী বিচিত্রাম্বরভূষণা।
গোবিন্দচিত্তহরণং বেণুনা মধুরং জগৌ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধিকা দেবী সেই স্থানে বিচিত্র বসনে বিভূষিতা হইয়া বেণুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণের জন্য সুমধুর গান করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তদ্গীতমোহিতমতিঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ।
আবির্ব্বভূব দেবেশি স্থানে তত্র মনোরমে ॥ ১৬ ॥

দেবেশি, রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই গানে মোহিত হইয়া উক্ত মনোরম স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৬ ॥

দৃষ্ট্বা তং রাধিকাকান্তং শ্রীরাধাকৃষ্ণমোহিনী।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং মহানন্দং জগাম হ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধিকা দেবী তৎকালে রাধাকান্তকে উপস্থিত দেখিয়া নিজহস্তে তাঁহার হস্তগ্রহণপূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ভাবং বিলোক্য রাধায়াঃ শ্রীরাধাপ্রাণবল্লভঃ।
উবাচ তাং মহাদেবীং প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধার প্রাণকান্ত তৎকালে শ্রীমতীর ভাব অবলোকন করিয়া প্রেম-গদ্গদস্বরে বলিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

ত্বত্তুল্যা নাস্তি মে কান্তে প্রিয়া কুত্র বরাননে।
ন ত্যজামি ক্ষণমপি ত্বাং প্রাণসদৃশীং মম ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—অয়ি সুমুখি, তুমি আমার প্রাণতুল্যা, তোমার ন্যায় আমার প্রিয় আর কেহই নাই, অতএব আমি তোমাকে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করিব না ॥ ১৯ ॥

এতদেব পরং স্থানং মদর্থং যৎ কৃতং ত্বয়া।
সখীভির্নবভির্যুক্তং নবকুঞ্জসমন্বিতম্ ॥ ২০ ॥
নবরূপং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে।
নববৃন্দাবনং তস্মাৎ মদ্ভক্তৈর্গীয়তে সদা ॥ ২১ ॥

তুমি আমার জন্য এই যে পরম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া এই স্থানকে নবসখী এবং নবকুঞ্জযুক্ত নবরূপে পরিণত করিব এবং সেইজন্য আমার ভক্তগণ-কর্ত্তৃক ইহা নববৃন্দাবন নামে কীর্ত্তিত হইবে ॥ ২০—২১ ॥

এতস্য দ্বীপতুল্যত্বাৎ নবদ্বীপং বিদুর্বুধাঃ।
অত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নিবসন্তু মদাজ্ঞয়া ॥ ২২ ॥

এই স্থান দ্বীপতুল্য বলিয়া পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ বলিয়া জানিবেন এবং আমার আজ্ঞায় এখানে সমস্ত তীর্থসকল বাস করিবেন ॥ ২২ ॥

মৎপ্রীত্যর্থং যতঃ কান্তে নির্ম্মিতং স্থানমুত্তমম্ ।
নিবসামি ত্বয়া সার্দ্ধং নিত্যমত্র বরাননে ॥ ২৩ ॥

অয়ি বরাননে, যেহেতু তুমি আমার প্রীতির জন্য এই উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার সহিত এ স্থানে নিত্য বাস করিব ॥২৩॥

অস্মিন্নাগত্য যে মর্ত্ত্যাস্ত্বয়া মাং পর্য্যুপাসতে ।
সখীত্বমাবয়োর্নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্ ॥২৪॥

এখানে আসিয়া যে সকল ব্যক্তি তোমার সহিত আমার উপাসনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের নিত্যসখীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৪ ॥

এতদেব পরং স্থানং যথা বৃন্দাবনং প্রিয়ে ।
সকৃৎ গমনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥
আবয়োঃ প্রীতিজননীং ভক্তিঞ্চ প্রলভেৎ দ্রুতম্ ॥ ২৫ ॥

অয়ি প্রিয়ে, এই স্থান বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় অতীব পবিত্র, এখানে একবার মাত্র আগমন করিলেই সমস্ত তীর্থ-গমনের ফল লাভ হয় এবং সত্বর আমাদের সন্তোষদায়িনী ভক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা রাধিকাকান্তো রাধয়া প্রিয়য়া সহ ।
একীভূয় মহাভাগে তত্রাসীৎ সততং প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,—অয়ি প্রিয়ে মহাভাগে, রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া প্রিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিততনু হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
একমদ্বয়মালোক্য তত্রৈব ললিতা সখী ॥ ২৭ ॥
বিহায় রমণীরূপং শ্রীগৌরপ্রীতিভাজনম্ ।
জগ্রাহ পৌরুষং রূপং তৎসেবার্থং মহেশ্বরি ॥ ২৮ ॥

হে মহেশ্বরি, শ্রীমতী ললিতা সখীও অন্তরে কৃষ্ণরূপ ও বাহ্যদেশে গৌররূপ-যুক্ত সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া স্বকীয় রমণীরূপ

পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য তাঁহার প্রীতিভাজন পুরুষরূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥

ললিতাঞ্চ তথাভূতাং বিশাখাদ্যা বিলোক্য তাঃ।
বভূবুঃ সহসা দেবি পুরুষাকৃতয়স্তদা ॥ ২৯ ॥

অনন্তর বিশাখা প্রভৃতি অন্যান্য সখীগণও ললিতাকে তাদৃশ রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া সহসা সকলে পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

জয় গৌরহরে দেব ধ্বনিরাসীন্মহান্ তদা।
তং রাধারমণং তস্মাদ্ ভক্তাঃ গৌরহরিং জগুঃ ॥ ৩০ ॥

তৎকালে চতুর্দ্দিকে 'জয় গৌরহরি' এই ধ্বনি উত্থিত হইল এবং সেই-জন্য ভক্তগণ শ্রীরাধারমণকে 'গৌরহরি' নামে অভিহিত করিলেন ॥ ৩০ ॥

গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

যেহেতু শ্রীরাধিকা দেবী গৌরবর্ণা এবং হরি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাঁহাদের একতাপ্রাপ্ত সাক্ষাৎ-বিগ্রহ গৌরহরি বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

( ক্রমশঃ )

---

# কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি

কৃষ্ণ বস্তুটি স্বয়ং ভোক্তা, তিনি কাহারও ভোগের বস্তু নহেন। কৃষ্ণের নিত্য ভোগের জন্য তাঁহা হইতে অনন্ত পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছেন। পরিকরবৈশিষ্ট্যের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

কৃষ্ণ বস্তুটি নিত্য, তাঁহার নিজ ভোগের বস্তুগুলিও নিত্য। যাবতীয় ঈশ্বরতা তাঁহার শক্তি ও বিভিন্ন ঈশ্বরসমূহ তাঁহার দাস। ঈশ্বরসকল তাঁহাদের সকল বশ্যসহ কৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণ পরমেশ্বর।

কৃষ্ণ বস্তুটি আনন্দের আস্বাদকারী অর্থাৎ রসময়। সেই রস নিত্য, অখণ্ড ও চিন্ময়। তিনি সংবেত্তা বা জ্ঞাতা। আনন্দময় রসই তাঁহার জ্ঞেয়। রসাস্বাদন-ধর্ম্ম নিত্য। তাঁহাকে নশ্বরতা বা কালের কোন আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। অসুরমোহনের জন্য, নির্ব্বোধের বুদ্ধিনাশের

জন্য তিনি তাঁহার মায়াশক্তিতে দুই শ্রেণীর বৃত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীব যদি ঈশ্বর হইত বা পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইত, তাহা হইলে তাহার আসুরিক প্রবৃত্তি হইত না। অসুরের ধর্ম্ম,—কৃষ্ণবিমুখতা বা ভোগ-দাস্য। কৃষ্ণের মায়া-নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয়ে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করেন ও তাহার নিত্য হরিসেবাবৃত্তিকে আবরণ করেন। জীব তখনই অসুরের ধর্ম্মকে নিজধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া হরির ন্যায় ঈশ্বরতা বা ভোগে প্রমত্ত হইয়া সকল বস্তুমাত্রকেই ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। মায়াশক্তি-প্রভাবে ভোগ করিবার উপযোগী বৃত্তিগুলি রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শাকারে ভোগীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। মায়াশক্তিই জীবের ইন্দ্রিয়গুলিতে ভোগ্যবস্তু গ্রহণের ঈশ্বরতা লইয়া হরিবিমুখ হইবার সুবিধা করিয়া লন। বদ্ধজীব কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে এরূপ অসুবিধার মধ্যে পতিত হন যে, ভোগ ব্যতীত তাহার আর অন্য প্রকার সম্বল থাকে না। যদি কেহ কৃষ্ণকথা বলিতে আসেন তিনি সেই হরিকথাকেও নিজভোগ্য বিষয়জ্ঞানে কৃষ্ণকেও ভোগ করিতে ব্যস্ত হন; কিন্তু কৃষ্ণে ভোগের সুযোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরিশেষে তাদৃশ চেষ্টায় বিফলমনোরথ হন।

কৃষ্ণ মায়াশক্তি-পরিণামে বদ্ধজীবের আবৃত-বৃত্তি ও হরিবিক্ষিপ্ত-বৃত্তি দেওয়ায় জীব ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পড়েন। জীবের নিত্য হরিসেবা-বৃত্তি আবৃত হওয়ায় তিনি হরিদাস্য করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে ভৃত্য করিবার সঙ্কল্পে ঘুরিয়া বেড়ান; কিন্তু কৃষ্ণ ভোগী জীবের দাস হইবার যোগ্য না হওয়ায় পরিশেষে জীবের সেই ঔদ্ধত্য বৃথা হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তদীয় অনুচরবর্গ কৃষ্ণকে সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভোগী জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া কর্ম্মফলের বশবর্ত্তিতাকে কৃষ্ণের সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। জীগবণ কেবল যে আচার্য্য ও উপদেশকের সজ্জায় কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এরূপ নয়, যাবতীয় জীবকে মোহিত করিয়া আসুরিক বৃত্তিকেই হরিসেবা বলিয়া প্রচার করিয়া ভোগে প্রমত্ত হইতেছেন এবং জগৎকে ভোগী করাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণবিমুখ করিতেছেন। কৃষ্ণবৈমুখ্যই ভক্তি বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করিয়াছে। তাহাদের ভোগময়ী ধারণা পরিমার্জ্জিত

করিতে হইলে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন আবশ্যক; কিন্তু আমরাও কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের ন্যায় উপদেশকসজ্জায় যতই হরিকীর্ত্তন করি না কেন, হরিবিমুখ জীব কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিই করিয়া বসিবে এবং বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইবে। দুষ্প্রচারক, দুরাচারসম্পন্ন আচার্য্যব্রুবগণ সাংসারিক কুবুদ্ধির বশে কৃষ্ণকে ভোগ্যবস্তুর অন্যতম বলিয়া প্রচার করায় আজ ভক্তির স্বরূপোপলব্ধিতে সাধারণের অধিকার হইতেছে না। এই আচার্য্যব্রুবগণকেই এই সামাজিক দুর্দ্দশার কারণ বলা যাইতে পারে। যাহাদের জড়ভোগ-স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের হরিসেবা-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না দেখিয়া ভোগিদিগের শিষ্যপ্রতিম ব্যক্তিগণ যাহাতে উপদেশক আচার্য্যের কার্য্য না করিতে পারেন তজ্জন্য প্রত্যেক নিজকল্যাণপ্রার্থী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত।

ভোগ্যবস্তুকে কৃষ্ণ-জ্ঞান করিলে কখনই ভোগ্যবস্তু ভোক্তাকে ছাড়িবে না এবং পরস্পরের ক্লেশ কোনদিনই বিনষ্ট হইবে না। হরি—সেব্যবস্তু, তাঁহাকে সেবা করিতে গেলেই নিজের ভোগ থাকিতে পারে না। সেবার অভাবেই ভোগের উদয়। যে বস্তু কৃষ্ণ নহে তাহাকেই জীব ভোগ করে, সুতরাং রাবণের ন্যায় সীতাহরণ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া জড় ভোগ্যবস্তু-জ্ঞানে হরিসেবাকে কর্ম্মমাত্র মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবা—আত্মধর্ম্ম, উহা অনাত্মধর্ম্ম ভোগের সহিত এক নহে। ইহাদের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য নিত্য।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

---

# প্রশ্নোত্তর

## ( জীবতত্ত্ব )

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠার পর )

৩০। ভগবানের অংশ কয় প্রকার?

"ভগবানের অংশ দুই প্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ—সকলেই স্বাংশ-বিস্তার। জীবই—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন অভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই।

বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী, স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তি-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

৩১। পরমেশ্বরের অংশ বলিতে কি বুঝায়?

"ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে 'অংশ' করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তুই খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বলিত হয় সেরূপ উপমার অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তা-মণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার,—এক প্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ-লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহা শক্তি প্রাপ্ত হয় না, কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়, স্ব-স্ব কার্য্যের দায়িত্ব ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভুত্ব ধর্ম্ম পায় না।"

—'জীবতত্ত্বং', শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২

৩২। "জীব কি সর্ব্বময় কর্ত্তা?

"জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রযোজক কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবি-কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগ ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, জীব—ফলভোক্তা।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৩৩। জীব কি নিত্য বস্তু না অনিত্য?

"জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্যা, অনাদি ও অনন্ত; অতএব কারণ-গুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। * * এই অনাদি

অনন্ত শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণ-গুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে; এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়।" —তঃ সূঃ, ১২ সূঃ

৩৪। জীব কি পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে?

"জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত; কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মে কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে।" —তঃ সূঃ, ১৩সূঃ

৩৫। কোন্ সময় জীব শান্তি লাভ করিতে পারে?

"জীব যে-কাল-পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক থাকে না।"

—তঃ সূঃ, ১৩সূঃ

৩৬। ভগবদ্বহির্ম্মুখ কাহারা?

"কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু-দেবসেবাধর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ।" —'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩৭। বিষয়ী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চেষ্টায় পার্থক্য কি? কোন্ সময় জীব অন্তর্ম্মুখী হয়?

"এই দেহের ইন্দ্রিয়-তর্পণই বিষয়-চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়াই জীব অন্তর্ম্মুখী হয়।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৩৮। বহির্ম্মুখ লোকের বিচার কি?

"বহির্ম্মুখ লোক মনে করে,—'আমরা বুদ্ধিবলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিতেছি!' বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়া থাকে—এ কথা একবারও স্মরণ করে না।"

—'অহংমম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

৩৯। কাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না? জীবের নাস্তিকতা দ্বারা ঈশ্বরের কি কোন ক্ষতি হয়?

"যে-সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?" —চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। আধ্যক্ষিকতা দ্বারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়?

"কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৪১। কোন্ সময় জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়?

"ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত ন'ন, ভস্ম অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোক দ্বারা পরিচিত হন, সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে-পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই? হাঁ আছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎপরিমাণে নিজ পরিচয় দিয়া থাকেন।"

—'জ্ঞান', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৪২। জীবের আরোপিত সংসার কিরূপ?

"জীব লিঙ্গশরীরকে আমি মনে করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-শরীর সম্বন্ধে মনো-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করত নিজ-সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য' বা 'অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন! কখনও মরেন, কখনও জন্মগ্রহণ করেন, কখনও সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখনও বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটি

মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন! আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করত একটি প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন! সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন! কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোক-নিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা-সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ-পরিচয় হইতে কত দূরে পড়িয়া আছেন! এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা! কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন!"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

৪৩। অবৈষ্ণব কাহারা?

"ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা—সকলেই অবৈষ্ণব।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

৪৪। সদ্বিচারের ফল কি?

"পশু ও মানবের ভেদ এইমাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য এবং মানবগণ ঐ বিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল।" —চৈঃ শিঃ ২।২

৪৫। নিরীশ্বর-মানব কি পশু হইতে শ্রেষ্ঠ?

"সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান-সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৪৬। কে 'মনুষ্য'-পদবাচ্য নহে?

"জগৎ কি, আমি কে? কে-ই বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি এবং তাহা করিয়া আমার কি হইবে? এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত নয়।" —চৈঃ শিঃ ২।২

৪৭। ভাগ্যের স্রোতে সত্তাকে বিসর্জ্জন করিলে কি গতি হয়?

"যাহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাহারা এই ভবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখনও জোয়ারে অগ্রগত ও ভাটায় পশ্চাৎগত হইতে থাকেন, অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন না।" —চৈঃ শিঃ ৩।১

৪৮। বদ্ধজীবের লক্ষণ কি ?

"নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ; নরকে নিবৃত্তি লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে।"

—'বদ্ধজীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ৮।১০

৪৯। বিষয়িগণের স্বভাব কি ?

"বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক, বা পাপ-কর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে।"　　—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫০। বদ্ধজীবের স্বভাব কি ?

"মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ-নিজ-মায়িক-দোষাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে।"　　—ব্রঃ সং ৫।২

৫১। মন কি চেতন-বস্তু ?

"যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন ঔপাধিক-বৃত্তি-মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে-কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত-পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ।"

—তঃ সূঃ, ৩০ সূঃ

৫২। 'প্রাকৃত কাল' কাহাকে বলে ?

"জীবের মুক্তাবস্থায়ও প্রাকৃত কাল স্বীকার করা যায় না। কেবল-মাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ, অস্তিত্ব ও কর্ম্ম—সমস্তই কালের অধীন, এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব বদ্ধজীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়।" —তঃ সূঃ, ২৫সূঃ　　( ক্রমশঃ )

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

# শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর (দ্বাদশ তরঙ্গ)

## [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর )

মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ-সজ্জন। কিনিয়া চম্পক-পুষ্প করে দেবার্চ্চন ॥
চাঁপাপুষ্প হাটে চাঁপাহাটি নাম হয়। ইথে সে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয় ॥
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্। শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান ॥
একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া। কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥
শ্যামল সুন্দররূপ ধিয়ায় অন্তরে। দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে ॥
গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্পপুঞ্জের সমান। দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
গৌররূপ অন্তর্দ্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়। একদৃষ্টে চম্পক পুষ্পের পানে চায় ॥
চম্পকপুষ্প-পুঞ্জের রুচি নিরখিয়া। বেদাদি-প্রমাণ-পাঠে উমরয়ে হিয়া ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়। "যুগমধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয় ॥
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হ'বে অবতীর্ণ। ধরিবেন ভুবন-মোহন পীতবর্ণ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁরে। জগৎ ভাসিব প্রভু-লীলার পাথারে ॥"
শাস্ত্র বিচারিয়া পুনঃ করিল নির্দ্ধার। নবদ্বীপ হবে এথা প্রভু অবতার ॥
অবতীর্ণ হৈতে বহুদিন আছে জা'ন'। না দেখিব সে গৌরাঙ্গের তনুখানি" ॥
এত কহি' অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য়। মুখ, বুক ভাসে, দুই নেত্রে ধারা বয়।
অত্যন্তব্যাকুল ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তাঁরে ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি। চম্পককুসুমসম রূপের মাধুরী ॥
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখচাঁদ। শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম-ফাঁদ ॥
নেত্র-বাহু-বক্ষের উপমা নাই দিতে। জগৎ মোহিত করে সর্ব্বাঙ্গ-ভঙ্গিতে ॥
শোভা দেখি' বিপ্র মহাউল্লসিত মনে। করিল অনেক স্তুতি, পড়িল চরণে ॥
বিপ্রে কৃপা করি' প্রভু অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্ররায়। অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥
চম্পককুসুম-প্রতি কহে বেরি বেরি। তুমি স্ফুরাইলা মোরে গৌর-অবতরি ॥"
চম্পক-প্রশংসাবাক্য-ঘটা হট্ট মতে। চম্পকহট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা। আজ্ঞা হৈল, হবে পূর্ণ মনে যে করিলা ॥
শুনি মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়। সদা চিত্তে প্রভুরে দেখিব নদীয়ায় ॥
প্রভুপ্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া। সে সকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া ॥
এ চম্পহট্টে গৌরচন্দ্র গণসনে। বিহরয়ে যৈছে তা বর্ণিব কোন জনে ॥
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়। যেহোঁ গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয় প্রেমময় ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥"—

## ঋতুদ্বীপ

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ-স্থান। চম্পাহট্ট-গ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশান॥
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়। দেখ ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময়॥
পূর্ব্বে বৃহদ্গ্রাম এবে গ্রাম নামমাত্র। এথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র॥
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার। এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥
ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে। তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীনলোকেতে॥
এথা ছয় ঋতু বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত॥
কেহ কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়। হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়॥
কেহ কহে করিবেন অদ্ভুত বিহার। তিলেতিলে আমোদ বাড়াবেন মো সবার॥
কেহ কহে ব্রজেন্দ্র নন্দন গৌরহরি॥ কত দিনে আমোদ জন্মাইব অবতরি॥
কেহ কহে, কলির প্রথমে অবতার॥ শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার॥
কেহ কহে,—কহ, অবতারের সময়। কেহ কহে, বসন্তের ভাগ্য অতিশয়॥
হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার। আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার॥
ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ। প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়। এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়॥
বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস। এবে কি কহিব আগে হইব প্রকাশ॥
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়। দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্মি' নদীয়ায়॥

## বিদ্যানগর

এত কহি, শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে। করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরে। কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে॥
দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত॥ বিদ্যানগর-ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥
দেবসভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন। হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন॥
বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ। জিজ্ঞাসয়ে উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ॥
বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে। দেবগণ-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
"এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া-নগরে। জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথমিশ্র-ঘরে।
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়। নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥
শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা সুনৈপুণ্য। শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য॥
শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নে। ইথে যে কৌতুক তা না বুঝে অন্যজনে॥
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু। বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু॥
রহিতে নারিয়ে শীঘ্র, নবদ্বীপে গিয়া। প্রভু আরাধিব প্রভু-প্রকট লাগিয়া॥"

ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি। প্রভুর শ্রীবিদ্যাক্রীড়া চিত্তে নিতিনিতি ॥
করিবেন প্রভু বিদ্যাক্রীড়া নদীয়ায়। এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"এই ক্রীড়া লাগি সর্ব্বারাধ্য বৃহস্পতি। শিষ্য-সঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥"
ওহে শ্রীনিবাস, এই শ্রীবিদ্যানগরে। বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি-প্রতি। হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ-সংহতি ॥
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার। শুনি বৃহস্পতি-চিত্তে' হর্ষ অনিবার ॥
কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়। হইলা তৎপর সবে বিদ্যা-ব্যবসায় ॥
প্রভু ক্রীড়া লাগি' এথা বিদ্যা প্রচারিলা। এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হৈল ॥
সর্ব্বসিদ্ধি এই বিদ্যানগর দর্শনে। ঘুচয়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে ॥
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গ গণসঙ্গে। বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে ॥

## জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর

এত কহি' ঈশান ঠাকুর ধীরে। মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জান্নগরে।
শ্রীনিবাস কহে, দেখ গ্রাম জান্নগর। পূর্ব্বে জান্নদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥
যৈছে জান্নদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে। তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীনসকলে ॥
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এইখানে। দেখি' নবদ্বীপ-শোভা বিচারয়ে মনে ॥
অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য। যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বপ্রিয়গণ-সনে। নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে ॥
ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার। হইবে শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার ॥
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস। তাহা দেখি কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে। আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে ॥
মুদ্রিত-নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান। হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান ॥
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভুবন মোহে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোভে ॥
করাবলম্বন বংশী গায় মন্দ মন্দ। ঝলমল করয়ে সুচারু মুখচন্দ্র ॥
ঐছে দেখি দেখে তারে সন্ন্যাসী নবীন। দণ্ড কমণ্ডলু করে শির শিখাহীন ॥
পরিধেয় অরুন কৌপীন বহির্ব্বাস। অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্য্যের প্রকাশ ॥
ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে। নেত্র মেলিতেই তেহোঁ উদয় সাক্ষাতে ॥
সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন। ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ ॥

( ক্রমশঃ )

(ভক্তিসন্দর্ভ—৮)

তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্॥ (শ্রীভাঃ ৩।৫।৪)

এক্ষণে বাস্তব মঙ্গলের উদয় কিরূপে হইবে, তাহা বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে উক্ত হইয়াছে। বিদুর বলিতেছেন," হে মৈত্রেয়! যে প্রকার আরাধনায় শ্রীভগবান ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সনাতন অনাদি বেদজ্ঞান প্রদান করেন সেই মঙ্গলময় পথের কথা আমাকে বলুন;" অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়।

পানেন তে দেব কথা-সুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্॥
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে॥ (শ্রীভাঃ ৩।৫।৪৬-৪৭)

ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি দ্বারা উপরিউক্ত বিষয়ের উত্তর কথিত হইতেছে-- হে দেব! তোমার কথামৃত পান করিয়া ভক্তিবৃদ্ধিফলে যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহারা বৈরাগ্যময় পরম উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভগবন্মাধুর্য্য অনুভব করিয়া মায়াতীত বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত অভক্ত পণ্ডিতাভিমানী জীবগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ আত্মসমাধিযোগে বলবতী মায়াকে জয় করিয়া তোমাতে প্রবিষ্ট হন। ফলতঃ ভক্তিমার্গে শ্রম সার্থক। জ্ঞানযোগাদি শ্রমময় সাধনে বহু ক্লেশ, যাঁহারা জ্ঞানমার্গী তাহাদের সাধ্য-সাধনের অবরতা পরবর্ত্তীশ্লোকে বলিতেছেন—

সংসেবনীয়ো বত পুরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্॥

(শ্রীভাঃ ভাঃ ৩।৮।১)

অহো ! পুরুবংশ সাধুদিগেরও সেবনীয়। যেহেতু তোমার ন্যায় লোকপাল এবং ভগবজ্‌জ্ঞান-প্রধান ভাগবত সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমা হইতে অজিতের (ভগবানের) কীর্ত্তি সকল প্রতিপলেই নূতন হইতেছে। সেইজন্য হরিকথা কীর্ত্তনোপলক্ষিতা ভক্তিই পরম শ্রেয়স্করী।

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৫।১৯)

যোগিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগসদৃশ মঙ্গলময় পথ আর নাই।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৫।৪৪)

দৃঢ় অর্থাৎ যোগকর্ম্মাদিদ্বারা অপ্রতিহত শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনে আমাকে সমস্ত অর্পণ করিলে জীবের চঞ্চল মন স্থির হয়; ইহলোকে ইহাতেই জীবগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলের উদয় হয়।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি ॥
তৎ তং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥
(শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০)

পৃথু রাজার প্রতি সনৎকুমারের উপদেশেও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে—যাঁহার পাদপদ্মস্থিত অঙ্গুলিকান্তির স্মরণ-প্রভাবে সাধুগণ অনায়াসে কর্ম্মগ্রথিত অহঙ্কার ছেদন করিতে সমর্থ হন নির্ব্বিষয়-বুদ্ধি সংযতেন্দ্রিয়বেগ যতিগণ তদ্রূপ নিজ চেষ্টায় তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হন না। অতএব সেই শরণ্য বাসুদেবকে ভজন কর। ঈশ্বর হরিই প্লব অর্থাৎ উত্তরণের হেতু; যাহাদের এই বিশ্বাস নাই, তাদৃশ অভক্ত যতিগণ মহাক্লেশজনক উপায়ে ইন্দ্রিয়তর্পণাত্মক কামাদি ষড়্‌বর্গসঙ্কুল ভবসাগর

পরম আয়াসে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইলেও তাহাতে অসমর্থ হন। অতএব হে রাজন্! তুমি একমাত্র ভগবচ্চরণকে ভেলা-(নৌকা) রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যসনরূপ দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হও।

পথদ্বয়ের তুল্যত্ববিচারে একের দুর্গমত্ব (জ্ঞানের) কথিত হওয়ায় অপর পথটীর (ভক্তির) অভিধেয়ত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। এখানে ভক্তি ব্যতীত ইতর যোগিগণ উত্তরণকামী হইলেও তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

সনৎকুমারো ভগবান্ যমাহাধ্যাত্মিকং পরম্।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ॥
ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ॥ (শ্রীভাঃ ৪।২৬।৯-১০)

ভগবান সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে যে আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানযোগ-দ্বারা তৎকালে শ্রদ্ধাসহকারে ভগবদ্ভজনে যত্ন করিতে থাকিলে ভগবানে তাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হইল।

রুদ্রগীতেও দেখা যায়—

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ।
স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ॥
তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্॥ (শ্রীভাঃ ৪।২৪।৬৯-৭০)

শ্রীরুদ্র উপাস্যতত্ত্ব বর্ণন করিয়া প্রচেতাগণকে বলিতেছেন—হে নৃপ-তনয়গণ, তোমরা ভগবানে চিত্তবৃত্তি সমর্পণপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই স্তোত্র জপ কর তোমাদের মঙ্গল হউক। যে পরমাত্মা হরি সর্ব্বভূতে অবস্থিত, তাঁহাকে আত্মস্থ জানিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নামগ্রহণ এবং ধ্যান করিতে করিতে পূজা কর। 'অসকৃৎ' বলিতে একবার নহে, নিরন্তর।

শ্রীনারদও ইহা পরিস্ফুট করিয়া কহিয়াছেন—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়-রাধসা॥
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥

( শ্রীভাঃ ৪।৩১।৯-১৩)

মানবগণের সেই জন্ম, সেই কর্ম্মসকল, সেই আয়ু, সেই মন ও সেই বাক্যই যথার্থ, যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা হরি সেবিত হন। পিতামাতা হইতে যে জন্ম তাহা শৌক্র জন্ম, আচার্য্য হইতে যে জন্ম তাহা সাবিত্র্য এবং গুরুদেব হইতে বা যজ্ঞদীক্ষায় যে জন্ম, তাহা দৈক্ষ্য জন্ম, তাদৃশ তিনপ্রকার জন্মে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে দেবতাদের সদৃশ আয়ুলাভে, বেদপাঠ, তপস্যা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা বা তুর্য্যে, নানা শাস্ত্রের অবধারণ সামর্থ্যে নিপুণ বুদ্ধিলাভে, বলপ্রাপ্তিতে, ইন্দ্রিয় পটুতায়, যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস ও স্বাধ্যায় এবং ভক্তি-ব্যতীত অন্যান্য সাধন প্রভৃতিতে কি ফল, যদি তৎসমুদয়-দ্বারা শ্রীহরির সেবা না হয়? সকল শ্রেয়ঃ ফলের পরাকাষ্ঠাই আত্মা। সকল ভূতগণের আত্মাই শ্রীহরি। তিনি জীবের অবিদ্যা নিরাস করিয়া স্ব-স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন অর্থাৎ নিজেকে ধরা দেন। আবার পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া তিনি সকলের প্রিয়।

শ্রীহরির সেবাই যখন জন্মাদির একমাত্র ফল, তখন হরিসেবা-বিহীন হইলে সমস্তই ব্যর্থ।

যোগ (প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য ( আত্মজ্ঞান ) এবং ব্রতবৈরাগ্যাদি শ্রেয়ো-লাভের অন্যান্য কাল্পনিক উপায়সকলেই বা কি ফল? সমস্ত শ্রেয়ের অবধিই শ্রীহরি; অর্থাৎ হরি সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনি আত্মদ অর্থাৎ অবিদ্যা নাশ করিয়া জীবের আবৃত স্বরূপকে প্রকাশ করেন। ঐশ্বরিক রূপ প্রকট করিয়াও তিনি যেমন বলি প্রভৃতিকে ধরা দিয়াছেন সেইরূপ আত্মপ্রদ আবার পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া প্রিয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# আত্মদর্শন

নিখিল প্রাণিনিচয়ের আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। পরন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, জগজ্জীব অক্ষজজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া অনাত্ম-বস্তুতে আত্মদর্শন করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতেছে। আমি কে?—এই তত্ত্বের শাস্ত্রীয় ও যুক্তিসম্মত তথ্য উদ্ঘাটন হওয়া আবশ্যক।

'আমি' বলিতে কি এই বাহ্যিক স্থূল দেহ না অন্য কোন তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া থাকে? সাধারণতঃ আজকাল মানবগণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ পাঞ্চভৌতিক দেহকেই 'আমি' জ্ঞান করিয়া থাকে। সর্ব্বজনমান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং বেদান্ত-দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য, প্রমাণশিরোমণি, পুরাণ সম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে,—'আমি' বলিতে স্থূল দেহকে কখনও বুঝায় না, হৃদ্দেশস্থ অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, প্রাণীমাত্রই চেতন—ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। আর শাস্ত্রমতে জড়ীয় জল, মাটি, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এই পঞ্চ-ভূতজাত ভৌতিক দেহ অচেতন। কেননা জড় হইতে চেতন বস্তুর অভ্যুদয় কুত্রাপি সম্ভব হয় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে তবে অচেতন দেহকে সচেতন দেখায় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যে কালাবধি চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা এই স্থূলদেহে বিরাজ করিবে তৎকাল পর্য্যন্তই এই শরীরকে সচলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবাত্মা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিবামাত্রই ঐ জড়ীয় স্থূল অচেতন দেহ কৃমিকীট-কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য ও দগ্ধীভূত হইয়া থাকে।

চৈতন্যবস্তু জীবাত্মা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। ঈশবৈমুখ্যবশতঃ জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কিরূপভাবে অবস্থিত আছে তাহা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম-কথিত একটি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইবে,—"যেমন ধরুন চীনা বাদামের সর্ব্বোপরি একটি কঠিন খোসার স্থূল আবরণ, তন্নিম্নস্থ সূক্ষ্ম তথা পাতলা একটি লালপর্দ্দা, তৎপর বস্তুত চীনাবাদাম। তদ্রূপ জীবাত্মার উপর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের স্থিতি রহিয়াছে।" তদুপরি অস্থি, রক্ত, মাংস মেদ ও মজ্জাদির পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ 'আমি' বস্তু চেতন আত্ম-স্বরূপ, তাহা অনিত্য স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্—ইহা আলোচিত হইল। পাঠকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে বর্ণিত নিম্নলিখিত বিষয়টীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"উশীনর দেশাধিপতি সুযজ্ঞ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে পর তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব, পুত্রকন্যাগণ কাতরভাবে শোক করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ পতিহারা হইয়া শোকবিহ্বলচিত্তে বক্ষদেশে করাঘাতকরতঃ মৃতের পাদদেশে মুহুর্মুহু পতিত হইতেছিলেন এবং আত্মীয়স্বজনগণ যাহাতে দাহ করিবার জন্য দেহটী লইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য ঐ মৃতদেহকে ক্রোড়ে করিয়া বলিতেছিলেন—'হে স্বামিন্! তুমিই একদিন আমাদের আনন্দের বিষয় ছিলে কিন্তু আজ দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া কোথায় চলিয়া গেলে'! ঈদৃশ হা-হুতাশকরতঃ তাহারা ভীষণভাবে বিলাপ করিতেছিলেন। ধর্ম্মাবতার যম এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশদান করিবার নিমিত্ত বালকমূর্ত্তিতে ক্রন্দনরতা স্ত্রীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মাতঃ! আপনারা ক্রন্দন করিতেছেন কেন?' নারীগণ উত্তর কহিলেন—"হায় বাবা! কি আর বলিব, আমাদের প্রাণপ্রিয়-পতি যুদ্ধে পরলোকগমন করিয়াছেন, সেজন্য ক্রন্দন করিতেছি।" তখন বালকরূপধারী ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—'তবে আপনাদের ক্রোড়ে উহা কি? একি আপনাদের স্বামী নয়?" প্রত্যুত্তরে স্ত্রীগণ বাধ্য হইয়া কহিলেন—এই মৃতদেহ আমাদের স্বামী নহে। ধর্ম্মরাজ তখন বলিলেন,—'আচ্ছা বেশ! এই ক্রোড়স্থ দেহ যদি আপনাদের স্বামী না হইয়া থাকে তবে যে স্বামী পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। বলিতেছেন তাঁহাকে কোনদিন দর্শন বা তাঁহার সহিত বাক্যাদি আলাপন করিয়াছেন কি?' স্ত্রীগণ কহিলেন—না! তখন ধর্ম্মরাজ বলিলেন—'তাহা হইলে আপনাদের রোদন বৃথা। কেননা যাঁহাকে কেহ কস্মিন্‌কালেও দর্শন-স্পর্শন করে নাই, যাঁহার সহিত আলাপনাদি কোন সম্বন্ধ নাই তাঁহার জন্য কে-ই বা এত শোক করিয়া থাকে? তাহা ছাড়া আপনাদের প্রকৃত স্বামী যিনি চলিয়া গিয়াছেন বলিতেছেন, শাস্ত্রমতে তিনি জীবাত্ম-স্বরূপ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে রক্তমাংসের দেহ কখনও 'আমি' নহে। আত্মা এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেই এই দেহকে 'আমি' বলিয়া আর কেহ ঘরে রাখিবে না। আত্মীয়স্বজনগণ তখন ঐ নশ্বর জড়ীয় দেহকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ বা ভূ-প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অতএব চেতন-স্বরূপ জীবাত্মাই 'আমি', অচেতন জড়ীয় দেহ বা মন কখনও 'আমি' পদবাচ্য হইতে পারে না—ইহা প্রমাণিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।২।৪৯) বলেন —

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ।
নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি॥

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবাত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বিবেচনা করিয়া দেহপাতে কখনও শোকাভিভূত হন না। যাহারা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ তাহাদের শোক করাই স্বভাব সুতরাং তাহার অন্যথা করা যায় না। জীবাত্মা নিত্য—এই বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (২।২২) পরিলক্ষিত হয়।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে,—বস্ত্র জীর্ণ হইয়া গেলে যেরূপ উহা ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করা হয়, তাহাতে যেমন শরীরের কোন পরিবর্ত্তন বা নাশ হয় না তদ্রূপ জীবাত্মা বসবাসের অনুপযোগী হইলে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতাবস্থাতেই নবকলেবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২।২৩ ২৪) আরও বলেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

অর্থাৎ [সেই] জীবাত্মাকে কেহ অস্ত্রে ছেদন, অনলে দহন, সলিলে আর্দ্র ও বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। তাহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, ও অপরিবর্ত্তনশীল।

শাস্ত্রে আত্মা, জীব ও জীবাত্মা সমপর্য্যায় শব্দরূপে কথিত হইয়াছে। আত্মা-শব্দ যেখানে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিবে সেখানে উহা পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে। জীবক্ষেত্রে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, সুতরাং 'আত্মা'-শব্দ শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইলে ভাবানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন জীবাত্মার পরিমাণ কি? সে সম্বন্ধে 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্ [৫।৯] বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম বলিয়া জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য [ আনন্ত্য শব্দের বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না। অন্ত—মৃত্যু, তদ্রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ নিত্যস্থিতিশীল ]

জীবাত্মা অণু হইলেও সর্ব্বব্যাপী। শ্রীবেদান্ত সূত্র বলেন—

গুণাদ্বালোকবৎ।

অর্থাৎ দীপাদি আলোক যেরূপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, জীবাত্মা একদেশে থাকিয়াও স্বীয় চেতনশক্তি সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে।

**জীবাত্মার-ধর্ম্ম কি ?**—এখন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হউক। ধৃ-ধাতুতে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয় ; অর্থাৎ যে বৃত্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল ধারণ বা আশ্রয় করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। পার্থিব পদার্থনিচয় অনিত্য, ধ্বংসশীল। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজন কেহই তত্তৎ পরিচয়ে চিরকাল অবস্থান করিবেন না। তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তাঁহারা নিত্যকাল আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। কেননা তাঁহারা স্ব-স্ব দেহান্তে কর্ম্মানুযায়ী উচ্চ-নীচকুলে এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণীকুলেও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। তখন আর তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বের কোন সম্বন্ধই থাকিবে না।

কিন্তু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বিভু, নিত্য ও সনাতন। তিনি অচ্যুত, অব্যয় ও সর্ব্বাশ্রয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের **যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি** শ্লোকের প্রমাণানুযায়ী মহাপ্রলয়ে জীবাত্মাসকল ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব-স্ব সত্তায় বিরাজ করে। সেই সময় জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশিত থাকে না। অতএব নিত্যস্থিতিশীল ভগবান শ্রীহরির আশ্রয়গ্রহণ করিলে বা তদীয় শ্রীচরণকমল ধারণ করিলে কখনই আশ্রয়হীন হইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম নিষেবণই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। ( ক্রমশঃ )

**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ**

---

# সাধুনিন্দা

দশ অপরাধের প্রথম অপরাধই সাধুনিন্দা। অপরাধ বর্ণনে পদ্মপুরাণ প্রথমেই বলিয়াছেন —

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্॥"

যাহা হইতে শ্রীনাম প্রচারিত হয়েন, এরূপ সাধুর নিন্দা শ্রীনাম কিরূপে সহ্য করিবেন বা প্রশ্রয় দিবেন? এখানে সাধু-নির্ণয়ে দেখা গেল, তিনিই সাধু যিনি মুক্তকুলের একমাত্র উপাস্য শুদ্ধ-শ্রীনামে রত ও কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধ-শ্রীনাম প্রচার করেন, অন্যে নহে। শুদ্ধনামাশ্রয়ী ভিন্ন অন্যে কখনও সাধুপদবাচ্য নহেন। অপরকে সাধু বলিয়া বরণ করিলে অসাধুকে সাধুর সমজ্ঞানে সাধুকেও অসাধুর সমজ্ঞান করা হইয়া যায়, ইহা সাধুনিন্দা। যাহারা শুদ্ধনামাশ্রয় করে নাই বা তচ্ছলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া নামাপরাধই করিতেছে, তাহাদিগকে সাধু জ্ঞান করিতে ভক্তিশাস্ত্রে উপদেশ নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভজন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শুদ্ধনামাশ্রয়ী। "নামরূপে কলিকালে (ধরাধামে) কৃষ্ণ অবতার।" সেই নাম আশ্রয় না করিলে ভগবৎ-প্রপত্তিই হইল না। অনন্যশরণ ভগবদ্ভক্তমাত্রই নামাশ্রয়ী। আর ঐকান্তিক নিষ্কিঞ্চন সাধু কে? ভগবান্ শ্রীগীতায় শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন, "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" অন্যত্র তিনি শ্রীগীতাতেই উপদেশ করিয়াছেন, "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এতদনুসারে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃ পিতৃ-ঋণ পরিশোধ-পিপাসা ত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণাশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা করিতে গেলেই লৌকিক দৃষ্টিতে আচার ধর্ম্মশাস্ত্রবিধি-পুষ্ট থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতেই ভক্তকে এ সকল হইতে ছুটী দিয়াছেন, যথা "দেবর্ষিভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৄণামি"ত্যাদি। সুতরাং অনন্যভজন ভক্তে যদিও ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত আচারের লঙ্ঘন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তিনি সাধু, যেহেতু তিনি সম্যক্ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি নিত্য-মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিয়া তাহাতেই বিচরণ করিতেছেন, অন্যের ন্যায় ভোগপর কর্ম্ম যোগাদির আশ্রয় লইয়া অথবা মোক্ষপর বুদ্ধিতে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পথ হইতে বিচলিত হ'ন না। স্বর্গকামাদি-প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মে তৎপর, অষ্ট-সিদ্ধির জন্য যোগাসনে ব্যাপৃত, মোক্ষাভিসন্ধিৎসু হইয়া ফল্গু বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁহারা যথার্থ সাধু নহেন। শুদ্ধ নামাশ্রয়ী সাধুর

নিন্দায় অথবা শেষোক্ত ব্যক্তিনিচয়ে সাধুজ্ঞানে প্রথম নামাপরাধ কৃত হয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, অসাধু- নিন্দা বা অসাধুতার বহুমানন না করিলে কি দোষ নাই? দোষ নিশ্চয়ই আছে। কাহারও নিন্দা লইয়া নামাশ্রয়ী বৃথা সময়ক্ষেপ করিলে তাঁহার হরিভজন কিরূপে সাধিত হইবে? নামাশ্রয়ী ভক্ত কীর্ত্তনমুখে নামাশ্রয়ে অনাচারসমূহ বিবৃত করিয়া তাহার ত্যাগে জীবকে উপদেশ দেন মাত্র, তিনি কাহারও নিন্দা করেন না। পরনিন্দা তাঁহার ব্রত নহে। জগতে ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া যে সকল "ভেজাল" চলিতেছে, জানিয়া শুনিয়া সেগুলির প্রশ্রয় দিলে, অসতর্ক জীবকে সেই সকল "ভেজালে"র হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যত্ন না করিলে জীবে দয়ারূপ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া অসাধু-নিরসনাভাবরূপ সাধুনিন্দা-অপরাধে নিমজ্জিত হইতে হয়, তাহা কোন সাধুরই নিন্দা। নিজে সাবধান হইয়া সকলকে সাবধান করিলে তাহাকে নিন্দা বলে না। যদি কেহ সকলকে বলিয়া দেন, "ভাই সব, অমুক স্থানে যাইও না, কতকগুলি লোক ওখানে ঠকামি করিয়া পথিককে সর্ব্বস্বান্ত করে, তাহাদের চেহারা এইরূপ, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম এই, উহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খুব সাবধান হইয়া চলিবে", তাহা হইলে কি তাঁহাকে নিন্দাকারী বলিয়া দোষ দিতে হইবে? যে একান্ত নির্ব্বোধ, সে তাহা করিয়া ঠগের পাল্লায় পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে যত্ন করে, যতক্ষণ না সে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, ততক্ষণ সে ঠগকে চিনিতে পারে না, তাহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করে! যিনি সাবধান করিয়া দিতেছেন, তিনি কি পরচর্চ্চাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইতে পারেন? কখনই না। তিনিই জীবে দয়াপরবশ। নামাশ্রয়ী সাধুও তাই। তিনি স্খলিতপদোন্মুখ জীবকে উদ্ধার-মানসে তাহার অবলম্বিত পথকে ত্যাগ করিতে বলেন, যাহাদের সংসর্গে সে পতিত হইতে যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে তিনি কাহারও নিন্দা-করণ-দোষে অভিযুক্ত হইতে পারেন না।

"নিন্দা"-শব্দ দ্বারা দ্বেষ ও দ্রোহ উপলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পোষণ করিলেই প্রথম অপরাধযুক্ত হইতে হয়। নামাশ্রয়ী এই প্রথম অপরাধ মুক্ত হইতে না পারিলে তিনি কোনক্রমেই ভজন পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তৎক্ষালনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন, দৈবাৎ যদি কেহ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-রূপ সাধুনিন্দা করিয়া বসেন, তাহা হইলে

তিনি অনুতপ্ত হইয়া অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন অগ্নিতেই শান্তি পায়, সেইরূপ "আমি যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছি, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব" এই বুদ্ধিতে অনুতপ্ত-হৃদয়ে সেই সাধুর চরণে প্রণাম, স্তব, সম্মানাদি করিয়া ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন। তবে দাম হইবে, নচেৎ অপরাধীই হইতে থাকিবে। যদি এরূপেও তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বহুদিন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া যদি কোনরূপে ক্রোধের শান্তি না হয়, তাহা হইলে "হায়, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসিয়াছি! আমাকে নরকবাসই করিতে হইবে। হা! ধিক্" এইরূপ অনুতাপযুক্ত হইয়া অন্য সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বেদসহকারে নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনে রত থাকিবেন। ঐরূপ অনুতপ্ত-অন্তঃকরণে নাম করিতে থাকিলে মহাশক্তিধর নাম-সঙ্কীর্ত্তন অবশ্যই কালে তাঁহাকে অপরাধ-মুক্ত করিবেন। নচেৎ যদি এরূপ বুদ্ধি করা যায় যে, "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং" নামাপরাধীর নামেই যখন অপরাধ ক্ষয় হয়, তখন পরম উপায় নামের আশ্রয়-গ্রহণ কর্ত্তব্য, বারংবার পাদপতনাদির দ্বারা স্বীয় অপকর্ষ-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার নামাপরাধই কৃত হয়; কারণ সাধু-লঙ্ঘনই ত' অপরাধ, ইহাতে তাহাই হইয়া যায়। কেহ কেহ বিচার করেন, 'যখন কৃপালু, অকৃতদ্রোহ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত ভক্তই সাধু, আচ্ছা তাঁহারই নিন্দা হইতে বিরত হইতে হইবে'; কিন্তু "অপিচেৎ সুদুরাচারঃ", "সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিতাঃ" প্রভৃতি বচনানুসারে যাঁহারই অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনিই যখন সাধু, তখন শুদ্ধনামাশ্রয়ী ভক্তের নিন্দা করিলেই এই অপরাধ হইবে, তাঁহারই গৌণ ষড়্‌বিংশতি গুণের সকলগুলি না-ও থাকিতে পারে। অনেক স্থলে মহা-ভাগবত সাধুশ্রেষ্ঠের প্রতি অতিশয় অপরাধ করিলেও তিনি কোপ না-ও করিতে পারেন। তথাপি আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁহার প্রসন্নতা-বিধানে যত্ন করিতে হইবে। কারণ মহাপুরুষগণ দুর্জ্জনকৃত অপরাধ স্বয়ং ক্ষমা করিলেও তাঁহাদিগের চরণ-রেণুসকল তাহা সহ্য করেন না। জড়ভরতের রহুগণ রাজাকে কৃপা, মহারাজ উপরিচর বসুর দৈত্যগণকে কৃপা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাধাইয়ের প্রতি কৃপা ইহার উদাহরণস্থল। এই কৃপাই অপরাধী ব্যক্তিকে যথেষ্ট দৈন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন।

—শ্রীসন্তদাস ব্রহ্মচারী

# স্মার্ত্তের অশৌচ *

স্নেহাস্পদেষু,

নৃত্যগৌর ! পূর্ব্বে তোমার একখানা পত্র পাইয়াছি। অদ্য এইমাত্র আর একখানা রেজেস্ট্রী পত্র পাইলাম। তোমার উভয় পত্রেই একই সমস্যার কথা লেখা আছে। তাহার উত্তরে আমি যাহা লিখিতেছি তাহা শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জানাইবে এবং সর্ব্বসাধারণকেও ইহা ভাল করিয়া জানাইবে।

পতিত কাহাকে বলে এবং অশৌচ কাহাকে বলে ইহা বিচার করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "পতিত" কথাটীর বিপরীত কথা "উন্নত"। মানুষের মধ্যে কে বা কাহারা উন্নত এবং কে বা কাহারা পতিত ইহার বিচার করিতে হইবে। "উন্নত" শব্দের অর্থ কি ? যাহারা শাস্ত্র মানে না, অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন করে অর্থাৎ মাছ-মাংস পেঁয়াজ-রসুন-চা-পানবিড়ি-তামাক প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে "পতিত জীব" বা "পতিত মানুষ"। রাজসিক বা তামসিক আহার নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার উন্নত জীবসকল করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্থলে আমি একটী গল্প বক্তৃতায় বলিয়া থাকি। তাহা এই :—

কোন একটী গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ-বালক যুবক সকলেই গাঁজা সেবন করিত। হঠাৎ কোন এক গৃহস্থ-ঘরে একটী শিশু গাঁজার গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদির নিকট গাঁজা খাইতে অস্বীকার করে। গেঁজেল সমাজে বা গ্রামে গাঁজা খাইতে অস্বীকার করা একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইয়াছে। সেইগ্রামে ছোট ছোট বালকগণ সামান্য একটু বড় হইলেই তাহাদের বাপ-মা গাঁজা খাওয়া অভ্যাস করাইয়া দেয়। সেই বিধি অনুসারে উক্ত ছেলেটীকেও গাঁজা খাওয়া শিখাইতে গেলে ছেলেটী তাহা অস্বীকার করে। বাপ-মা ও পাড়াপড়শী সকলেরই চিন্তা হইয়াছে, ছেলেটীর নিশ্চয়ই কোন অসুখ হইয়াছে অথবা কঠিন ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে যে-জন্য বালকটী গাঁজা খাইতে চাহে না। সুতরাং একজন গেঁজেল ডাক্তার ডাকাইয়া বালকটীর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এইজন্য ডাক্তার ডাকিয়া ছেলেটীকে গাঁজা খাওয়ান কিপ্রকারে শিখাইতে পারা যায় তজ্জন্য পাড়াপড়শী সকলের একটা চেষ্টা হইয়াছে।

---

* কুচবিহার জিলার মাথাভাঙ্গা মহকুমাস্থ গোলেনোহাটী গ্রামে সমিতির শিষ্য শ্রীযুক্ত নৃত্যগৌর দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার এক স্বজনের মৃত্যুতে স্মার্ত্তমতে অশৌচ পালন করিতে অস্বীকার করায় স্থানীয় গ্রামবাসিবৃন্দ তাঁহাকে

তোমার পত্র পাইয়া আমার গেঁজেল গ্রামের গল্পটী মনে পড়িতেছে। তোমাদের গ্রামে কি সাত্ত্বিক উন্নত ব্যক্তি নাই? সকলেই কি পতিত ব্যক্তি? রাজসিক তামসিক ব্যাপারে কি সকলেই নিযুক্ত? ইহা আমি সহজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই তোমাদের গ্রামে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিচারক ব্যক্তি আছেন। তুমি তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

সত্ত্বগুণের চিরকালই জয় হইয়া থাকে। তমোগুণ ও রজোগুণ পরিণামে পরাজিত হইবেই। দেবতা এবং অসুরগণের যুদ্ধের কথা মহাভারত হইতে আলোচনা করিবে। প্রথমতঃ অসুরগণ জয়লাভ করিলেও পরিণামে তাহারা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সকলেই পরাজিত হইয়াছে। দৈবভাবই উন্নত ভাব, আসুরিক ভাবই অবনত ও পতিত। সুতরাং উন্নত ও পতিতের বিচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের বিরুদ্ধে ভারত-সম্রাট হিরণ্যকশিপু বহু চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নৃসিংহ-অবতার গ্রহণ করিয়া বহু শক্তি-শালী সম্রাট হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। ইহা সমস্ত হিন্দু-সমাজে নিছক সত্য ঘটনা। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে যাহারা যে কোন কার্য্য করিবেন তাহারা নিশ্চয়ই পতিত জীব এবং নৃসিংহদেব তাহাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ধ্বংস করিবেন--এই বিশ্বাস ও বল সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিবে। ভগবান্ নিশ্চয়ই আছেন। তিনি তাঁহার বিরোধী জনগণকে বিনাশ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি ভক্তবৎসল।

ভক্তগণ নিত্যকাল "শুচি" অর্থাৎ পবিত্র। ভক্তগণ কখনও "অশুচি" বা অপবিত্র হন না। এইজন্য ভক্তগণের অর্থাৎ নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণের বা শুদ্ধাচারী ব্যক্তিগণের অশৌচ নাই। তাহাদের অশৌচ পালন করিতে হয় না। যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে বা মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই বা উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার অধিকার লাভ করে নাই তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অশৌচ; সুতরাং দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহাদের থাকে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাচীন স্মৃতি **"হরিভক্তিবিলাস"** ও **"সৎক্রিয়াসার-দীপিকা"** প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি সর্ব্বত্র উক্ত স্মৃতিদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপ, পূজা, পার্ব্বণ ৫০০ পাঁচ শত বৎসর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের "অষ্টাবিংশতি

---

নানা অত্যাচার অনিষ্ট করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলে তিনি শ্রীল পরমা-রাধ্যতমদেবকে এসম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করেন। তদুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরিত পত্রটী সাধারণের অবগতির জন্য শ্রীপত্রিকায় মুদ্রিত হইল।

—**প্রকাশক**

তত্ত্ব”-নামক ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বেকার একখানা আধুনিক স্মৃতি কেবল মাত্র বাংলা দেশের কতিপয় ঐ শ্রেণীর আসুরিক ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। উহা বিশুদ্ধ, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি জনগণের জন্য নহে। এ সম্বন্ধে তোমাদের গ্রামের শিক্ষিত স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে ২।৪ জনকে লইয়া আসিলে আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিতে পারিব এবং তাহারা সুশিক্ষিত হইলে বৈষ্ণবগণের প্রাচীন স্মৃতির মর্য্যাদা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অর্থাৎ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিচার-ধারা বহু ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। তাঁহার “শুদ্ধিতত্ত্বে” অশৌচের শুদ্ধিতা জীবিত থাকাকাল পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, যাবজ্জীবন অশৌচ ও পতিত হইয়া থাকিতে হয়। এমন কি ব্রহ্মজন্ম ব্রাহ্মণগণেরও শুদ্ধিতা নাই। তাহার কারণ নিম্নে জানাইতেছি:—

কোনও ব্রাহ্মণের গৃহে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করামাত্রই সন্তানটীর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ৭ পুরুষ অশুচি হইয়া গেল। কালক্ষয়ের দ্বারা অর্থাৎ ১০ দিনের পর তাহারা শুচি হইতে না হইতেই তাহাদের অন্য কোন সাত পুরুষের অন্তর্গত স্ত্রী বা পুরুষ মৃত হইলেই আবার অশৌচ আরম্ভ হইল। এই প্রকারে ৭ পুরুষের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্ম হইলেই সারা জীবন পর্য্যন্তই অশৌচ কাল কাটাইতে হয়। কালক্ষয়ে যদি শুচি হয় তাহা হইলে মন্ত্রপাঠের আবশ্যকতা কি? কোন্ মন্ত্র পাঠ করিলে তাহাদের অশৌচ নষ্ট হইয়া শুদ্ধিতা লাভ হইবে? যদি মন্ত্রপাঠে শুদ্ধিতা লাভ হয় তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জন্ম বা মৃত্যুর দিবসেই যদি সেই মন্ত্র পাঠ বা জপ করা হয় তাহা হইলে সেই মন্ত্রের দ্বারা অশৌচ নষ্ট হইবে কি? ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহই ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-গায়ত্রীর কি অশৌচ নষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই? এইরূপ অযৌক্তিক, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার কোন বুদ্ধিমান শিক্ষিত সমাজের মানিয়া লওয়া উচিত নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত ও অসঙ্গত।

আমি ব্রাহ্মণগণের উদাহরণ দিয়াই তোমাকে জানাইলাম। ইহা সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বজাতির উপরেই প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত অন্ত্যজ, কানিন প্রভৃতি সকল জাতি ও ব্যক্তির পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য।

প্রাচীনকালে গুণ এবং কর্ম্মানুসারে জাতি নিরূপিত হইত। বংশানুসারে

অর্থাৎ পিতামাতার সঙ্গের দ্বারা বংশ নিরূপিত হইত না। আজও ভারতবর্ষের বহুক্ষেত্রে এইরূপ বিধি ও প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। গীতা অমান্য করার ক্ষমতা কাহার আছে? বর্ত্তমান কলিযুগে আসুরিক ভাব প্রবল হইবার দরুণ বংশানুক্রমে জাতি ও বর্ণ প্রচলিত হইতেছে। এই বংশানুক্রমিক জাতি মানিয়া লইলে স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন ক্রিয়াই জাতি নিরূপণের কারণ হইয়া পড়ে এবং গীতার বাক্য অসঙ্গত হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন, "বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণই দৈব এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজকগণ আসুর-ভাবাপন্ন ;সুতরাং দৈবগণই "উন্নত" এবং অসুরগণই "পতিত"—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কলিকালে অসৎ প্রকৃতির লোক গায়ের জোরে অনেক কিছু করিতে চেষ্টা করে। পরিণামে তাহা আদৌ টিকিতে পারে না। অশৌচ হইলে নারায়ণের পূজা কাহারও করার ক্ষমতা থাকে না—ইহা তোমাদের গ্রাম্য বিধি-বিচারানুসারে চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে নারায়ণ ১০ দিন, ১২ দিন, ১৫দিন, কাহারও পক্ষে এক মাস অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হন। এ বিচার পাষণ্ডতা। তাহাদের অশৌচ হইলে দৈবকার্য্যের কাহারও কোন অধিকার থাকে না। তাহাদের অশৌচের এত জোর যে, স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্তও পতিত হইয়া পড়িতেছেন! ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। তোমাদের দেশীয় পণ্ডিতবাদিগণের পাণ্ডিত্য ও অশৌচ সারা জীবনে নষ্ট হইবে না। কিন্তু তুমি ভগবানের নামমন্ত্রে দীক্ষিত অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্র ও নামে দীক্ষিত হইয়াছ; সুতরাং তোমার কোন অশৌচ নাই। **তোমাকে অশৌচ পালন করিতে হইবে না।** যাহারা তোমাকে ভুলক্রমে পতিত মনে করিতেছে প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারাই পতিত, সুতরাং তুমি তাহাদের সঙ্গ কখনও করিবে না। পতিতের সঙ্গ করিলে পতিত হইতে হয়, ইহা জানিবে। বৈষ্ণবগণ পতিত-উদ্ধারণ। পতিত জীব বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে উদ্ধার লাভ করিবে। তুমি পাষণ্ডগণের কোন বিচারই অনুমোদন করিবে না। সমাজ কখনও ভগবান্ নহে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তেরই অধীন সমাজ।

সাধারণতঃ বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মারা গেলে

গেলে তাহার পুত্র পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন এবং জাতি বর্ণানুসারে অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কখনই করিতে হয় না। তোমাদের গ্রাম্য শ্রাদ্ধাদি তোমার পত্রানুসারে বুঝিতেছি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে করা হয় না, উক্ত রঘুনন্দনের অশুদ্ধ বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে। ইহাকে প্রকৃত শ্রাদ্ধ বলা যায় না। এই সম্বন্ধে আমার মনে হয় তোমাকে ২।১টী কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহা স্মরণ করাইবার জন্য পুনরায় নিম্নে তাহা লিখিতেছি:—

'শ্রাদ্ধ' শব্দের অর্থ কি? শ্রাদ্ধ-শব্দটী শ্রদ্ধা-শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; "শ্রদ্ধা" শব্দের উত্তর "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া "শ্রাদ্ধ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধা সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কলাপই শ্রাদ্ধ-কিন্তু স্মার্ত্ত সামাজিকগণ মৃত পিতার তৃপ্তির জন্য যে তর্পণ বা শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তাহাতে মৃত পিতা বা মাতা প্রেত বা পেত্নী হইয়াছেন অনুমান করিয়া সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় যথা,—

"এতে প্রেততর্পণকালে ভবন্তীহ"।

এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন যে, পুত্রের পিতা যতই ভাল কাজ করিয়া থাকুন না কেন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পরই ভূত-প্রেত হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং পুত্রকে সেই পিতার সম্বন্ধে ভূত-প্রেত বলিয়া সম্বোধন করিতেই হইবে, "হে পিতঃ, তুমি প্রেত বা পেত্নী হইয়াছ। তোমাকে প্রেতের খাদ্য মৎস্যাদি, দগ্ধ দ্রব্য নিবেদন করিতেছি; অর্থাৎ পোড়া মাছ, পোড়া দ্রব্য দিতেছি, তুমি ভক্ষণ করিয়া প্রীতি লাভ কর।" শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের বিচার শ্রবণ করিয়া ও গালাগালি খাইয়া বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকের বাড়ীতে পোড়া মাছের পরিবর্ত্তে কলা-পোড়া বা চাউল-পোড়া প্রভৃতি নিবেদন করিয়া থাকে। ইহা পুত্রের পক্ষে পিতার প্রতি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নহে; অশ্রাদ্ধ ক্রিয়া। ইহা সর্ব্বতোভাবে সমাজে বন্ধ হওয়া আবশ্যক, বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ নামাপরাধের জন্য অকর্ত্তব্য হইলেও লোকাচারবশতঃ ভগবানের সাত্ত্বিক মহাপ্রসাদের দ্বারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধ। মুক্তপুরুষ, দেবতা-দানব এমনকি যে যে কোন নিকৃষ্ট যোনিই লাভ করুক না কেন মহাপ্রসাদের দ্বারাই তাহাদের মুক্তিলাভ হইবেই। স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধে এইরূপ ফল কোথাও বর্ণিত হয় নাই। স্মার্ত্তগণ তাহাদের অবলম্বিত শ্রাদ্ধে কোন সুফল হয় না জানিয়া গয়ায়

বিষ্ণুপাদপদ্মে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। ইহাও স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধের বিরুদ্ধ বিচার, কারণ স্বভাবতঃ ঐ শ্রাদ্ধে উদ্ধার পাইয়া থাকিলে বিষ্ণুপাদপদ্মে পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি কোনও স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকলাপে যোগদান করিবে না এবং তাহাতে আহূত হইলেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া খাওয়া-দাওয়া নিষিদ্ধ—ইহা স্মার্ত্তগণও পালন করিয়া থাকেন।

যাহারা মৎস্য মাংস পিঁয়াজ-রসুন-বিড়ি-সিগারেট-তামাক-মদ্যাদি সেবন করিয়া থাকে, তাহারাই পতিত। হিন্দু সমাজে যে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা-পার্ব্বণ চলিতেছে তাহার কোন দেব-দেবীকেই মৎস্য-মাংস রান্না করিয়া বা কাঁচা আমান্ন করিয়া ভোগ দেওয়া হয় না—ইহা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। যাহারা উক্ত অশুদ্ধ আহার গ্রহণ করে তাহারাই পতিত, কারণ তাহারা তাহাদের পরম আদরণীয় ভোজ্যদ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করিতে পারে না। যাঁহারা মৎস্য-মাংস-পেঁয়াজ-রসুন-তামাক-বিড়ি ইত্যাদি নিজেরা ত গ্রহণ করেনই না পরন্তু অন্য লোক যদি ইহা গ্রহণ করে তাহাদেরও পাচিত দ্রব্য বা রান্না করা জিনিস স্পর্শ করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত উন্নত জীব; তাঁহারা কখনই পতিত নহেন। যাহারা তোমাকে পতিত বলিয়া অযথা দৈত্য-দানবের ন্যায় ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহারা নিশ্চয়ই অধঃপতিত বা তোমাদের দেশীয় ভাষায় "পতিত"। তুমি কখনও পতিত নহ।

কলিকাতায় একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে পকেটমার বা চোরগুলি চুরি করিয়াই অন্য লোককে দেখাইয়া বলে যে, "ঐ চোর! ঐ চোর!!" ইহা কলিকাতা যাতায়াতকারী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। আমি তোমার পত্র পাইয়া তোমার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইতেছে, ইহা মনে করিতেছি। সাধক জীব বহু কষ্ট করিয়াও দুঃসঙ্গ বা অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু তোমার পক্ষে দেখিতেছি অসৎসঙ্গগুলি আপনা হইতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। ইহা হইতে সাধক-জীবনে আর কি-প্রকার মঙ্গলের কথা হইতে পারে?—অর্থাৎ আমাকে তাহাদের বাড়ীতে খাইতে হইবে না, তাহাদের বাড়ীতে গেলে হুঁকা-কল্কে তামাক-বিড়ি দিবে না, তাহারা আমাদের বাড়ীতে আসিবে না, আমাকেও খাইতে দিতে হইবে না এবং দেশীয় প্রথানুসারে তামাক বিড়ি দিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা মঙ্গলের বিষয় আর কি? তুমি এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিবে। "অসৎ

সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার"—ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়। বৈষ্ণবাচারের প্রধান আচারই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। ভগবদিচ্ছায় তোমার স্বভাবতঃই ইহা হইতেছে। যাহা হউক্, তুমি অত্যন্ত কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সহিত চলিবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম করিবে না। সল্লোক সমস্তই তোমার আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আমি এখানে বহু সেবাকার্য্যে ব্যস্ত আছি। এখন আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা ছাড়া যাওয়া অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আমি পণ্ডিত সমাজের সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত আছি। আমার সহিত বিচারে পরাস্ত হইলে তাহারা তাহাদের স্মার্ত্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব বিচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিচার সর্ব্বোপরি। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বিচারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। অক্ষম ব্যক্তিসকল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা গ্রহণ করিতে না পারিলেও বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং শাস্ত্রসম্মত; শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

অধিক কি! এই পত্রের প্রতিক্রিয়া কি হয় আমাকে জানাইবে। মধ্যে মধ্যে মাথাভাঙ্গা মঠে আসিবে। আমার এই পত্র তোমার কাছে যত্ন করিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে পাঠ করিবে।

নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
**শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব**

# আসাম ও উত্তরবঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর )

## মাথাভাঙ্গা

শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেবের এইস্থানে শুভবিজয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শহরের বিশিষ্ট জন তাঁহার তেজস্বিনী হরিকথায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় মদনমোহন মন্দিরে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ২৭শে ও ৩০শে জুন শ্রীগুরুপাদপদ্ম "মানুষ কে ও মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" এবং "শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কোন্‌টী?"—এই দুই বিষয়ে দুই দিবস বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পরিপূর্ণতম বিজ্ঞান বেদান্তাশ্রিত সুচমৎকার যুক্তিগুলি স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ বিস্ময়ের—সঞ্চার করে।

## শীতলকুচি

অতঃপর ১লা জুলাই মাথাভাঙ্গার ১২ মাইল দক্ষিণে সমিতির শিষ্য শ্রীপাদ নৃত্যগৌর দাসাধিকারী মহোদয়ের আকর্ষণে তাঁহার বাসভবন গোলেনোহাটী গ্রামে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শুভবিজয় করিলে গ্রামবাসগণ পুষ্পমালা-পতাকা-মৃদঙ্গ-করতাল কীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাকে বিশেষ সমাদর জ্ঞাপন করেন। শীতলকুচি গোলেনোহাটীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম। ২রা জুলাই বৈকালে শীতলকুচিতে একটী হরিমন্দির প্রাঙ্গণে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। সভায় কয়েকশত শ্রোতার সমাবেশ হয়। এইদিন শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃন্দাবন বিহারী ব্রহ্মচারীর বক্তৃতান্তে শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম বজ্রনির্ঘোষে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিচার লইয়া এক সুগম্ভীর ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে অধর্ম্মানুকূল, শাস্ত্রীয় প্রতিকূল মতগুলি বিশেষভাবে নিরসন হয়। সভাশেষে অনুকূল ঠাকুরের কয়েকজন শিষ্য কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিলে শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মের সদ্‌যুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে তাহারা নির্ব্বাক্ হইয়া থাকেন।

৩রা জুলাই বৈকালে গোলেনোহাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত নৃত্যগৌর প্রভুর জ্যেঠ্‌তুতো ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বর্ম্মণ মহাশয়ের বৃহৎ গৃহ-প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই দিন শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এক সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব ধর্ম্মজগতে কোন্‌গুলি অসৎ প্রসঙ্গ, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে হইলে ঐগুলি বিশেষভাবে বর্জ্জনের জন্য শ্রোতৃবৃন্দকে সাবধান করিয়া দেন।

পরদিবস পুনরায় মাথাভাঙ্গা প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। স্থানীয় জনগণ এতই আকৃষ্ট হন যে, শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুনরায় প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করেন। সময় সংক্ষিপ্ত ছিল; সুতরাং তাঁহাদের সেই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পরদিন ৫ই জুলাই মাথাভাঙ্গা হইতে সকাল ৭টায় মোটরযোগে ময়নাগুড়ি হইয়া জলপাইগুড়ি আসেন এবং তথা হইতে পুনরায় বাসযোগে বেলা ২-৩০ টায় শিলিগুড়ি শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই শুভবিজয়ের সংবাদ শ্রবণে শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ( Retd. Station Master ) প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং অপূর্ব্ব হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ উল্লসিত হন। অতঃপর সমিতির শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসবে যোগদানকল্পে ৬ই জুলাই রাত্র ১০-১৫র ট্রেণে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব শিলিগুড়ি হইতে চুঁচুড়া উদ্দেশ্যে শুভবিজয় করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

# প্রচার-প্রসঙ্গ

## শিলং প্রভৃতি স্থানে

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ আসাম-প্রচারান্তে বঙ্গাইগাঁও হইতে উত্তর-বঙ্গাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী সহ একটী প্রচার-সঙ্ঘ লইয়া আসামের গোয়ালপাড়া জিলার পলাশগুড়ি, মঙ্গলগ্রাম, উত্তর কাজলগাঁও ও শালকোচায় সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং শালকোচার Middle Vernacular স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটী বিরাট ধর্ম্মসভায় উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদ নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুক্ত রমাপতি ভক্তসুহৃদ্ মহোদয়গণও বক্তৃতা করেন। শালকোচা-প্রচারে শ্রীযুক্ত রমাপতি ভক্তসুহৃদ্, শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র বর্ম্মণ এবং শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার রায় মহোদয়গণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। তদন্তর স্বামীজি মহারাজ হাতীপোতা, বিলাসীপাড়া, কোকরাঝাড় ও বাসুগাঁও প্রভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে সনাতন-বাণী প্রচার করিয়া আসামের রাজধানী শিলং শহরে (ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে) উপস্থিত হন। তথায় বিভিন্ন ভক্ত ও শিক্ষিত জনগণের গৃহে সাবলীল ভঙ্গিতে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া তিনি স্থানীয়জনগণের বিশেষ প্রশংসা-ভাজন হন। অতঃপর ইং ১৫।৮।৬৫ স্বামীজি মহারাজ শিলং হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উক্ত মহারাজের শিলং প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় 'আসাম হিন্দু মিশনে'র স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী মহোদয় যে লিপিখানি প্রেরণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

ওঁ হরি আসাম হিন্দু মিশন
শিলং—২

শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রদ্ধাভাজনেষু,—

স্বামীজী মহারাজ! আপনার পত্র ও মাসিক পত্রিকা যথাসময়ে পাইয়াছি। আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা যে কয়েকদিন এখানে ছিলেন তখন 'মিলামিশার সুযোগ পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনাদের সরল প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। আপনারা নিজেদেরকে মহাপ্রভুর আদর্শ প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ কাজ আর কি আছে? ভগবান আপনাদের দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাপূর্ণ দণ্ডবৎ গ্রহণ করিবেন। আবার যখন এদিকে আসিবেন আমাদের ভুলিবেন না। অত্র কুশল। আপনাদের কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—

নিবেদক,
**স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী**

—নিজস্ব সংবাদদাতা

# উৎসব-সমাচার

## ঝুলন-যাত্রা

### (ক) শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

বিগত ২৩শে শ্রাবণ রবিবার সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীঝুলন-যাত্রা মহোৎসব আরম্ভ হয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এতদুপলক্ষ্যে সমিতির পরমোপাস্য শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী-জিউকে এক অপূর্ব্ব দোলনায় স্থাপন করা হইলে বিচিত্র বর্ণালীর আলোক-সজ্জায় এই দোলনা সুশোভিত হয়েন; এই মহোৎসব পরবর্ত্তী ২৭শে শ্রাবণ সমাপ্ত হয়। প্রতিদিবস বহু সংখ্যক লোক এই ঝুলন-যাত্রা দর্শন করিতে আসিতেন।

### (খ) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে

এই মহোৎসব সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্রদ্বয় চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও সমারোহের সহিত পালিত হন। এই স্থানদ্বয়েও প্রচুর লোক প্রত্যহ ঝুলন যাত্রা পরিদর্শনে আগমন করিতেন।

### (গ) শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলন-যাত্রা-মহোৎসব এই মঠেও বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। এই তিথিতে সমিতির এই শাখা মঠের বার্ষিকী-উৎসব তিথিও সমাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীবলদেব পূর্ণিমার পরদিবস অর্থাৎ শুক্রবার ২৮শে শ্রাবণ সর্ব্বসাধারণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় এক সহস্র লোক এই উপলক্ষ্যে বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবন করিয়াছেন।

## শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব

### (ক) শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

বিগত ৩ ভাদ্র, ইং ২০ আগষ্ট, শুক্রবার সমিতির আকর মঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বিপুল আনন্দ, উদ্দীপনা ও কৃষ্ণ-কোলাহলের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মক্ষেত্রে পরব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্য্যের সূচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র অন্তর্ম্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জনগণকে ধ্বংস করিয়া ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত

সমিতি নিরন্তর সারস্বতবাণীর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং নিত্য নূতন আরও অভিনব পন্থা সৃজন করেন। তাহারই ফলস্বরূপ এই বৎসর এই তিথি পালনে একটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

এই দিবস অতি প্রত্যূষ হইতে মধ্যরাত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ক্ষণ অবধি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বিবিধ কীর্ত্তন, গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাবিষয়ক বিবিধ অংশ পাঠমুখে পারায়ণ হইতে থাকে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্য পাদপদ্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সুশিক্ষামূলক একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীর উন্মোচন করেন। এই প্রদর্শনীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-বিষয়ক তথ্যাদি পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রদর্শিত হয় :—

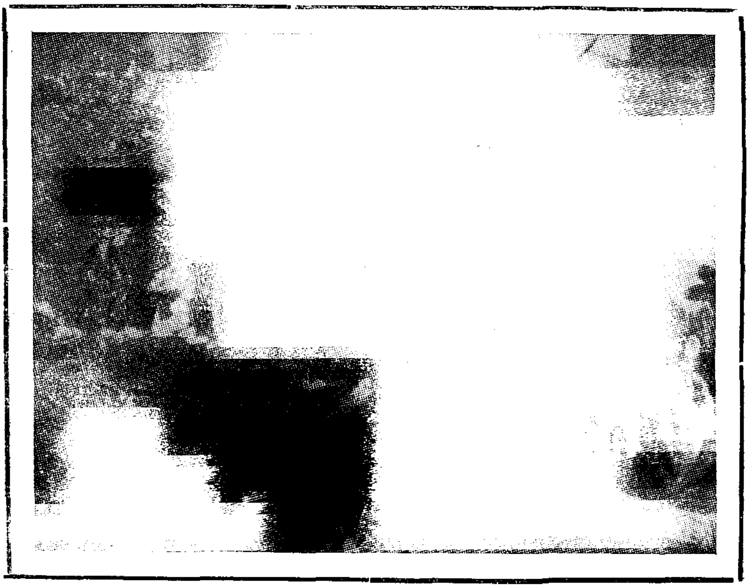

(ক) কংস-কারাগারে বসুদেব-দেবকীর নিকট বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব ও বসুদেব-দেবকীর কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্তুতি (খ) বাসুদেব কৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপ ধারণ ও বসুদেব-কর্ত্তৃক কারাগৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে আগমন (গ) পথিমধ্যে শৃগালরূপে যোগমায়া দেবীর বসুদেবকে পথ প্রদর্শন এবং অনন্ত নাগের শিশুকৃষ্ণের মস্তকে ফণা-ছত্র ধারণ। তৎকালে দুর্যোগময়ী রাত্রি ও বিদ্যুৎ-চমক স্বয়ং-ক্রিয় উপায়ে প্রদর্শিত হয়। (ঘ)

বসুদেব-কর্ত্তৃক নন্দালয় হইতে সদ্যোজাতা যোগমায়াদেবীকে লইয়া কংস-কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন, ৬) নন্দালয়ে যশোদানন্দন কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বাসুদেব-কৃষ্ণকে আত্মসাৎ ৮। বসুদেবের সন্তান জাত হইয়াছে এই সংবাদে স্খলিত-পদ কংসের সত্বর কারাগারে আগমনপূর্ব্বক দেবকীর হস্ত হইতে যোগমায়া দেবীকে ছিন্ন করিয়া শিলাপৃষ্ঠে আছাড়; সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়াদেবীর কংস-হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষে গমন এবং কংসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৈববাণী (ছ। সর্ব্বত্র দেবদাসীগণের ও খগ-মৃগকুলের নৃত্য। প্রতিটী ষ্টলে মঠের নিষ্কিঞ্চন সেবকগণ আগন্তুকগণকে উহার তাৎপর্য্য শাস্ত্র-সুযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দিতেন। মূর্ত্তিগুলি মৃণ্ময়ী ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এই যে, সমগ্র প্রদর্শনীটির একটি চলমান রূপ আগন্তুকগণ দর্শন করিতেন। বৈদ্যুতিক শক্তি ও বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র প্রদর্শনীটী এমনই প্রাণবন্ত হইয়াছিল যে দেখিলে মনে হইবে, কৃষ্ণ বুঝি এই সদ্যো জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র বিষয়টী একের পর এক সংঘটিত হইতেছে।

এই প্রদর্শনী শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথি অতীত করিয়া ১৯শে ভাদ্র পর্য্যন্ত (প্রতিদিন বৈকাল ৪টা হইতে রাত ৯টা অবধি) উন্মুক্ত ছিল। এই অপূর্ব্ব প্রদর্শনী দর্শন করিতে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইত। Mike বিনা দর্শনলিপ্সু জনতাকে কোনপ্রকারে সংযত করা যাইত না। সুতরাং প্রতিদিনই Mike যোগে শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষা-প্রদর্শনীর বিষয় চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইত, মঠের সকল সেবকের মাসাধিকব্যাপী দিবারাত্র পরিশ্রমে এই প্রদর্শনী সজ্জিত হয়।

রাধাষ্টমী দিবসে আরও একটী নূতন Stall ষ্টল )-এ শ্রীবৃষভানুরাজ-গৃহে শ্রীমতী রাধিকারাণীর আবির্ভাব প্রদর্শিত হয়।

৪ঠা ভাদ্র নন্দোৎসব দিবসে সর্ব্বসাধারণে চতুর্ব্বিধরস সংযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহস্রাধিক ব্যক্তি এই বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবন করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীর উন্মোচনকালে শ্রীল আচার্য্যদেব যে সুগম্ভীর ভাষণ প্রদান করেন পাঠকগণের শ্রবণ-পিপাসা নিবারণে তাহা পরে মুদ্রিত হইবে।

### (খ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে

সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও গত বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত ও শ্রীনন্দোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত

হইয়াছে। উক্ত দিবস শ্রীমন্দির, মাট্যমন্দিরাদি আম্রপল্লব, কদলীবৃক্ষ ও বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়; শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলরাত্রিকান্তে উষঃকাল হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পাঠ-পারায়ণ চলিতে থাকে। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন ও হরিকথায় অতিবাহিত করেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহরাজ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে এক দার্শনিক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অজ ভগবানের জন্ম-লীলা-রহস্য ও শ্রীকৃষ্ণই যে পরমতত্ত্ব, সে-বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিমূলে স্বামিজী শ্রোতৃ-মণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই অনুষ্ঠানে মথুরার ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ সরকারী-বেসরকারী বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

পরদিবস দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে আহূত-অনাহূত পঞ্চশতাধিক শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা ডিসেম্বর, শুক্রবার—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী দিবসেও স্বামিজী শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং দ্বিপ্রহরে সমাগত ভক্তবৃন্দ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতৃপ্ত হন।

## শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব

বিগত ২২শে ভাদ্র সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব যথারীতি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। এই দিবস সন্ধ্যায় সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে এতদুপলক্ষ্যে আয়োজিত এক মহতী সভায় সমিতির বিভিন্ন সভ্য শ্রীল ঠাকুরের বিবিধ দিক্ পর্য্যালোচনা করেন। সকল গুণের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ শ্রীল ঠাকুরের জীবনে সজ্জনবৃন্দ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আজকাল সারস্বত ধারা-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাক্ত সারস ভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে সারস্বত-ধারার চ্যুতি হইয়াছে বলিয়া দুর্দ্দৈববশতঃ মূঢ়তা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভাক্ত সম্প্রদায়কে সারস-ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী হইয়া ভক্তিবিনোদ ধারা যে কখনই রুদ্ধ হইবার নহে তাহা বিশ্ববৈষ্ণব সমক্ষে বারংবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, করিতে-ছেন এবং করিবেনও। এই তিথিবরা এইজন্য সমিতির নিকট এত আদরনীয়া ও আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ { ৯-১০ম সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৭ কেশব, ৪৭৯ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৭২ ; ইং ১৬।১১।১৯৬৫ | ৯ম সংখ্যা

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীগৌতম উবাচ—

তৎকালমারভ্য সুপদ্মলোচনঃ, কৃষ্ণস্ত্রিভঙ্গো মুরলীধরোঽব্যয়ঃ।
চকার যুগ্মং নিজবিগ্রহং পরং, রাধা চ দেবী নবপদ্মলোচনা॥৩২॥

তৎকালাবধি কমলনয়ন, ত্রিভঙ্গ, মুরলীধর, সনাতন শ্রীকৃষ্ণ এবং নব-কমলনয়না শ্রীরাধিকা দেবী নিজ নিজ বিগ্রহকে যুগলরূপে পরিণত করিলেন॥৩২॥

বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা।
তদ্বামে রাধিকাদেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে॥৩৩॥

হে প্রিয়ে, আনন্দধাম-বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের বামদেশে সতত অবস্থান করত তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন॥৩৩॥

নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ম্ ।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা ॥৩৪॥

নবদ্বীপেও সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গজেন্দ্রগামিনী শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার আনন্দ প্রদান করিতেছেন ॥৩৪॥

ললিতাদ্যাশ্চ যা সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে ।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা ॥৩৫॥
নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্ত-রূপধরাঃ প্রিয়ে ।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা ॥৩৬॥

অয়ি শিবে, ললিতাদি যে-সকল সখী বৃন্দাবনে নিজরূপ ধারণ করতঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করেন, নবদ্বীপে তাঁহারা ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা আনন্দের সহিত রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিতেছেন ॥৩৫-৩৬॥

য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি নববৃন্দাবনঞ্চ তৎ ॥৩৭॥

হে দেবি, রাধা-যুগলই গৌররূপ ধারণ করিয়াছেন এবং যাহা বৃন্দাবন নামে খ্যাত, উহাই নববৃন্দাবন ( নবদ্বীপ ) বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ ।
তথৈব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি ॥৩৮॥
মচ্ছূলপাত-নির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥৩৯॥

যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে এবং রাধাকৃষ্ণ ও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধি ধারণ করে, আমার শূলদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া সেই নরাধম প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥৩৮-৩৯॥

এতত্তে কথিতং দেবি দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভক্তিদং সততং নৃণাম্ ॥৪০॥

হে দেবি, আমি তোমার নিকট দ্বীপের উৎপত্তি কারণ সমস্তই বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া পুণ্যা ভক্তির উদয় হয় ॥৪০॥

প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্যঃ শ্রীগৌরগতমানসঃ ।
প্রপঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি স গৌরাঙ্গমবাপ্নুয়াৎ ॥৪১॥

যিনি প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া গৌরগতচিত্তে এই নবদ্বীপের উৎপত্তি প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে লাভ করিয়া থাকেন ॥৪১॥

অদ্যাপি সচ্চিদানন্দং শ্রীগৌরাঙ্গং মহাপ্রভুম্ ।
নবদ্বীপে প্রপশ্যন্তি তদ্ভক্তা ন চ নাস্তিকাঃ ॥৪২॥

অদ্যাপি ভক্তগণ নবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু নাস্তিকগণের ভাগ্যে উহা কদাপি ঘটিয়া উঠে না ॥৪২॥

অহং বৃন্দবনে রম্যে গৌরাঙ্গং দৃষ্টবান্ পুরা ।
রাসে রাসেশ্বরং দেবং সাক্ষাৎ মন্মথমোহনম্ ॥৪৩॥

আমি পূর্ব্বকালে রম্যবৃন্দাবন-ধামে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর সাক্ষাৎ মদন-মোহন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়াছিলাম ॥৪৩॥

স এব কৃষ্ণ-চৈতন্যঃ কল্পে কল্পে বরাননে ।
আবির্ভূয় নবদ্বীপে প্রেমভক্তিপ্রদো ভবেৎ ॥৪৪॥

সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবই প্রতিকল্পে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জীবগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪৪॥

এতদ্রহস্যং কথিতং তব প্রিয়ে
মূঢ়ানভক্তান্ ন চ জাতু বর্ণয় ।
ভক্তায় দেয়ং পরিশুদ্ধবুদ্ধয়ে শ্রোতুং
কিমন্যন্মম সংপ্রতীচ্ছসি ॥৪৫॥

হে প্রিয়ে, আমি তোমার নিকট এই গোপনীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম ; ইহা অভক্ত-মূঢ়গণের নিকট কখনও প্রকাশ করিও না, কিন্তু শুদ্ধমতি ভক্তগণকে ইহা প্রদান করিও। তুমি সম্প্রতি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল ॥৪৫॥

ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং সাক্ষাদ্ভগবতোদিতং ॥এঃ॥—
বৈবস্বতান্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে।
হরিনাম তদা দত্ত্বা চণ্ডালান্ হড্ডিকাংস্তথা ॥

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্তস্বর্ণকলেবরঃ।
সন্ন্যাসঞ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ॥

ইতি শ্রীঅনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে
পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে নবদ্বীপোৎপত্তিকারণ-
কথনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

উদ্ধর্ম্নায়-সংহিতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

হে ব্রহ্মন্, বৈবস্বত-মন্বন্তরে আমি সুপবিত্র গঙ্গাতীরে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া হরিনাম প্রদান-পূর্ব্বক শত সহস্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-চণ্ডাল ও হাড়ি প্রভৃতিকে উদ্ধার করিব এবং কাঞ্চনগ্রামে গিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

# গোস্বামিপাদ

গৌড়দেশে 'গোস্বামী'-শব্দের বিস্তৃত প্রচার হইয়াছে। এমন কি নৈমিত্তিক কাল নিয়ামিকা পঞ্জীতেও যে ব্যবস্থাদি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্জিকাদর্শকমাত্রেই জানেন যে, ব্যবহার-জগতে সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে লৌকিক স্মৃতি প্রবল, তাহাকেই সাধারণতঃ স্মার্ত্তের আদর্শ বলা হয়। আর পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয় না এরূপ বিশেষ উৎকৃষ্টতর স্মৃতি গোস্বামিমত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণ ও বিশেষ বিচারেই দুই প্রকার ব্যবস্থার ভেদ দেখা যায়। নিরীশ্বর পরমার্থহীন লোকসমাজ যে নীতি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইতে সেশ্বর পরমার্থপর লোকসমাজ বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া ইতর হইতে বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাঁহারা অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে সম্বল করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত লোকেন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্যের অনুসন্ধানে বিরত, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই মানবের ও পশুমাত্রেরই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া

জানেন, তাঁহারা অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বা অপরোক্ষ বিষয়ের অনুগমনে বিরত। শ্রীগীতাশাস্ত্রে আমরা একটী শ্লোক দেখিতে পাই, তাহা এই—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ (গীতা ২।৬৯)

কর্ম্মযোগী বা হঠযোগীর ন্যায় অথবা জ্ঞানযোগী বা রাজযোগীর ন্যায়, ভক্তিযোগী যমাদি অষ্টাঙ্গ সাধনের অসম্পূর্ণ আদর্শ মাত্র নহেন। তিনিই প্রকৃত সংযমী বা গোস্বামী। সেই ভক্তিযোগী এরূপ সময়ে জাগ্রত থাকেন যেকালে পার্থিব ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করেন, আর যেকালে প্রত্যক্ষ জ্ঞানাবলম্বী যে-সকল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশে ব্যস্ত থাকেন সেই কালে বিষয়-লোলুপের কার্য্যসমূহ হইতে তাঁহারা বিরত বা তাহাদের বিশ্রান্তিকাল জানিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগে আবদ্ধ থাকেন না। এজন্যই লৌকিক স্মার্ত্ত ও গোস্বামিমতে পার্থক্য নিত্যকাল বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের চেষ্টা—ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা ভোগপরায়ণতা, গোস্বামীর চেষ্টা—হরিসেবন-তৎপরতাহেতু ঐহিক ও পারত্রিক উভয় কালেই ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যগ্রতা-রাহিত্য। অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরের সেবক না হইতে পারিলে আমরা স্মার্ত্তই থাকিয়া যাই এবং জড়ের উচ্চাদর্শে মুগ্ধ হইয়া গো-দাস হইয়া পড়ি।

গৌড়দেশবাসী গৌড়ীয়-ভাষার সাহায্যে সকলেই ন্যূনাধিক অবগত আছেন যে, গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচরগণই গোস্বামি-শব্দে উল্লিখিত হইতেন। যাঁহারা পরমার্থ পরিহার করিয়া লৌকিক স্মার্ত্তাচারে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারাই গোস্বামিমত পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদিগের বাহ্য প্রত্যক্ষানুমানাদি-বলে বেদতাৎপর্য্যকে অসৎ-সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া আপনাদিগকে 'গোস্বামী' অভিধানে ভূষিত করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিসময়ে এইরূপ পরমার্থবিরোধী সামাজিক জাতি-গোস্বামীকে 'গোস্বামী'-শব্দে অভিহিত করা হইত না। পরমার্থ-বিরোধ-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিরুদ্ধাচরণকল্পে তাঁহার নামের দোহাই দিয়া যে পরমার্থ-বিরোধী স্মৃতির অনুগমনে আপনাদিগকে জাতি-গোস্বামী বলিয়া আচার্য্যব্রুবগণ বৈষ্ণব-স্মৃতি বা গোস্বামিমতের সহিত বিবাদ করিতেছেন এবং গোস্বামিসিদ্ধান্তকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান-

তাৎপর্য্যপর করিয়া কর্ম্মফলভোগ-রাজ্যে ধাবমান হইতেছেন, তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু সমাজের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকারভেদ-সমূহকে অবাধে পরমার্থ বলিয়া প্রচলন করিবার প্রয়াস যে মহাত্মা আদর করেন নাই, ইন্দ্রিয়পর-ব্যক্তিগণের রুচি ও ক্রিয়াকে যে মহাত্মা ইন্দ্রিয়পর-শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাই যাঁহার চরিত্রে নিত্য প্রতিফলিত, বর্ত্তমানকালে সেই মহাত্মার বার্ষিক অপ্রকট দিন উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পার্ষদ-ভক্তগণের অগ্রণীসমূহ তদনুগগণই 'গোস্বামী' শব্দে অভিহিত হইয়া ভাষা ও উদ্দেশের সফলতা করিয়াছেন। সেই শব্দের অপব্যবহারকারিগণ গোস্বামিত্বকে স্মার্ত্তের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া তুলিবার যে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই কুচেষ্টার স্রোতকে কায়মনোবাক্যে হরিসেবন-দ্বারা যিনি গতিরোধ করিয়াছেন, সেই গোস্বামিপাদ অধোক্ষজ-সেবাপর সমাজের পরম বরণীয় বস্তু।

আসুন, পরমার্থী গৌড়ীয় বিদ্বৎসমাজ, গৌড়ীয় শিক্ষিত সমাজ, গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ সেই মহীয়ান্ অকিঞ্চনের অপ্রাকৃত পদরজ-পরিপূরিত স্মৃতি-পথের চরণ ধূলিতে অবগাহন করিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য হই। সেই অনুপমের আশ্চর্য্য হরিসেবার অনুষ্ঠানাবলী আমাদিগের গৌড়ীয়-জীবনের আদর্শ হউক। শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী, দাসরঘুনাথের নিরুপম কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরাগ-বিভূষিত ঐশ্বর্য্য যে মহীয়ানের সৌন্দর্য্য ভগবদ্ভক্তগণের সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য বিষয়, তাহা জানিবার জন্য কি প্রত্যেক গৌড়ীয়ের স্বাভাবিক চেষ্টা নাই? যদি থাকে তাহা হইলে আদর্শ গৌড়ীয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্ত শ্রীশ্রীগৌর-কিশোর প্রভু গোস্বামিমহারাজের চরিতকথা অনুসন্ধান করুন্। মহতের আচরণ সুষ্ঠুভাবে দর্শনপ্রয়াসী জনগণই ভগবৎকৃপায় আত্মচক্ষুর দ্বারা নিত্যাদর্শ বিগ্রহের অপ্রাকৃত দর্শন পাইবেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥", "তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" প্রভৃতি শ্রীগীতোল্লিখিত ভগবদুক্তিসমূহের অনুগমন করুন্।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# প্রশ্নোত্তর

## ( জীবতত্ত্ব )

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৩ পৃষ্ঠার পর )

৫৩। চতুর্দ্দশ লোকের কোন্‌টিতে কাহার গতি ?

"ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের পক্ষে ভূ, ভুবঃ ও স্বঃ অর্থাৎ ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—তিনটি লোক প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই চারিটি লোক অগৃহী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি লোক-চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তত্তৎকর্ম্ম-প্রাপ্যস্থানে ভোগ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। তন্মধ্যে যাঁহারা সম্যক্ বৈরাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা মহরাদি লোকে কর্ম্ম ভোগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা যত কাল মুক্ত থাকেন, ততকাল তাঁহারাও মুক্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই পুনরাবৃত্তি আছে।" —বৃঃ ভাঃ, বঙ্গানুবাদ

৫৪। মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সমস্যা উপস্থিত হইলে কি কি প্রশ্ন উদিত হয় ?

"সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়—আমি কে ? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায় ?" —চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৫৫। জিজ্ঞাসু জীবের তিনটী মূল প্রশ্ন কি ?

"যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত-পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন-তিনটি জিজ্ঞাসা করেন—এই জড়-জগতের ভোক্তা-স্বরূপ **আমি কে ?** এই যে বিপুল **বিশ্ব**—ইহাই বা **কি ? বিশ্ব ও আমি**, আমাদের প্রকৃত **সম্বন্ধ কি ?**"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২

৫৬। দেহধারী মনুষ্য কোন্ সময় স্বরূপতঃ বৈরাগী হন ?

"দেহধারী মনুষ্য-মাত্রই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি

নির্ব্বিষয়-ভাব বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে হৃদয়নিষ্ঠাকে বিষয়মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন ; যখন তিনি সফল হন, তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন।" —'বিষয় ও বৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৪।২

৫৭। অণুচৈতন্য জীবগণ কোন্ সময় প্রেমের বন্যা উদয় করাইতে সমর্থ হয় ?

"অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-সমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ-ধর্ম্মের বিকাশ-ভূমি হইতে সমর্থ। (একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ বায়ু-সাহায্যে মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা-বন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।" —জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৫৮। সুকৃত ও দুষ্কৃতের দশা কি ?

"অন্তর্ম্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত, তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। আর যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গে বহু দেব-আরাধন বা নির্ব্বিশেষ-অবস্থা আশা করেন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৫৯। জীবের বন্ধন দশাটী কি ?

"জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ-শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহারই বন্ধন ; সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্ম বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ-বিনা অর্থ-দর্শন-মাত্র, স্বশিরচ্ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম-মাত্র।"

—'জীবতত্ত্বং', শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২২

৬০। চিৎস্বরূপ জীবের জড়ীয় বৃত্তিসমূহ কিরূপে প্রকাশিত হইল ?

"চিৎস্বরূপ জীবের নিজ-বিশেষানুসারে 'আমি অমুক লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদ্গত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত-বুদ্ধি এবং চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধি-স্থানরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিও ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরম পুরুষ ভগবান্‌কে

বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গত বৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়-রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে।"

--চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৬১। মুক্তজীবের মুক্ত-দশা এবং বদ্ধজীবের বদ্ধ-দশার পরস্পর পার্থক্য কি?

"শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীবই—যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ-কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত-দশা। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার-দশা।" —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে তারতম্য কি?

"অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। * * উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তরই—'বৈষ্ণব'।" —জৈঃ ধঃ ৩য়অঃ

৬৩। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসার স্বরূপ ও ফল কি?

"জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না; কেন না, তাহার সত্য-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য-বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল।" —জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৬৪। জ্ঞানি-জীবন্মুক্ত ও ভক্ত-জীবন্মুক্তের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

"জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানী-দিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহপ্রাপ্তি না হয়, সেইজন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণ-বিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয়, আবার কৃষ্ণ-দর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; কিন্তু ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভরতা।"

—'প্রয়োজন-বিচার', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২২

৬৫। মনের দ্বারা কি চিজ্জগৎ দর্শন হয়।

"মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকেত' জীবের মন,
জড় মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥"

—'যামুনভাবাবলী' ৭।১, গীঃ মাঃ

৬৬। বুদ্ধিমান্ ও শোচ্য কে ?

"যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্; যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য।" —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬৭। সাধুর সংসার ও মায়ামুগ্ধের সংসার কি এক ?

"সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধ জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে; সংসার বাহিরে দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ।"

— জৈঃ ধর্ম্মঃ ৭ম অঃ

৬৮। অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ কোথায় ?

"অর্থীর ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্য-ভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ মাত্র।" —'পরমার্থী কে ?', সঃ তোঃ ৪।১

৬৯। একমাত্র ভোক্তা কে ? জীব কি ভোক্তা নহে ?

"জীব কখনও জীবের ভোক্তা নয়; সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।" —চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

৭০। ভক্তিহীন, অথচ গুণী পুরুষের জীবনের কি কোন মূল্য নাই ?

"কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল।"

—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

৭১। মুক্ত ও বদ্ধ-দশায় পার্থক্য কি ?

"মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎস্বরূপ; বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদচিদাভাসা-স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেব্য; বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।" —প্রেঃ প্রঃ ৯ম পঃ

৭২। মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান কিরূপ ?

"মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান সমস্তই চিন্ময় ও নির্দ্দোষ।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৭৩। জীবের চিদ্দেহ-স্ফূর্ত্তি ও সিদ্ধ-পরিচয় কিরূপে লাভ হয় ?

"জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটি সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে।

সেই নিজ-শুদ্ধ-সত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। সদ্‌গুরু-কৃপায় জানিতে পারলে স্বীয় সিদ্ধ-পরিচয় লাভই পরম সহজ বস্তু।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৭৪। চিদ্দেহের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কিরূপ?

"মায়িক স্বভাব-বশতঃ লোকে আপনাকে 'পুরুষ' জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎ-স্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ-পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্‌গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্ন না থাকিলেও হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় স্বভাব ও দৃঢ় অভিমান-বশতঃ যে-কেহ ব্রজবাসিনী হইবার অধিকার লাভ করিতে পারে।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৭৫। কৃষ্ণ, মায়া ও জীবের উপমাস্থল কি? জীবের বন্ধন কেন হইয়া থাকে?

"কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তাঁর ছায়া-ছবি,
জীব তাঁর কিরণাণুগণ।
তটস্থ-ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয় বন্ধন॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৭৬। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য-সিদ্ধ কেন?

দুগ্ধের সহিত জল মিলিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক্ করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন।" —তঃ মুঃ ৮২

৭৭। জীব ও ঈশ্বরে একাকার হয় না কেন?

"দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না; কেন না, মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না, সেই প্রকার ধ্যানযোগে জীব-সকল পরমপুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না,—এরূপ বিমলমতি পণ্ডিতসকল বলিয়া থাকেন।" —তঃ মুঃ ৮৩

৭৮। জীব কি ব্রহ্ম হইতে পারে না?

"সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ; কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না।"

—তঃ মুঃ ১০

৭৯। ভাগ্যবান্ ও দুর্ভগের লক্ষণ কি ?

যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবান্ জন তাহে বড় সুখী হয় ॥
**দুর্ভাগা লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।**
**নিজ-বুদ্ধি 'বড়' বলি' করয়ে গণন ॥"**

—নঃ মাঃ, ১ম অঃ

৮০। দেহাসক্তি পরিত্যাজ্য কেন ?

"'The flesh is not our own alas !
The mortal frame a chain ;—
The soul confined for former wrongs
Should try to rise again !!"

—'*Saragrahi Vaishnava*'

**—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

---

# "কৃপা"

নৃপতি প্রতাপরুদ্র
কটক শহরে রাজধানী গড়ি'
শাসন করেন রাজ্য।
একদা ভূপতি বসি' সভাসনে
শুনে সারা পুরী মাতে নামগানে,
নাম-দাতা এক সাধু দরশনে
প্রেমে পুরবাসী মত্ত।

নিত্য-নিয়ত ভগবৎপ্রেমে
বিভোর সে সাধু-চিত্ত।
প্রেমের বন্যা বহে সদা সেথা
পুলকে শিহরে গুল্ম-তরুলতা,
পশু-পক্ষী আদি আছে যেবা যেথা
করে প্রেমাবেশে নৃত্য।

পুরজন সবে সাধু-পাছে ধায়
নগরী হইল শূন্য।
সাধুর অঙ্গ দিব্য মনোহর,
যেন বিকশিছে কোটী ভাস্কর,
মঞ্জুল আঁখি, রক্তিমৌষ্ঠাধর,—
লাবণ্যে পরিপূর্ণ।

সাধুর চরণ দরশন লাগি'
রাজা হন বড় ব্যগ্র।
কহে তবে রাজা সার্ব্বভৌমে,
'দেখাও আমারে সাধু চৈতন্যে,
শরণ লব সে চরণপদ্মে,
হ'তেছে জীবন দগ্ধ।'

সাধু-দরশনে রাজার আর্ত্তি
শুনিল ভক্তবৃন্দ।—
হর্ষে সবার ভরিল হৃদয়,
দরশন যাচে রাজা মহাশয়,
তবু কেহ কভু প্রভুরে না কয়
পাছে প্রভু হন ক্ষুব্ধ।

সকল ভক্ত মিলি' একত্র
করিল তখন যুক্তি ;—
আপনে প্রভুজী নাচেন যখন,
বাহ্যজ্ঞান তাঁর রহে না সে'ক্ষণ,—
আড়ে রহি' রাজা হেরিবে তখন—
প্রভুর সৌম্য মূর্ত্তি।

তাঁদের নিদেশে গেলা রাজা তবে
হেরিতে প্রভুর নৃত্য।
ভাবাবেশে প্রভু নাচিছে যখন,
আড়ে রহি' তাহা কৈলা দরশন,
অন্তর্যামী গোরা জানিল তখন
পূত নহে রাজ চিত্ত।

প্রভুর নৃত্য অতি অদ্ভুত
হরে দর্শক-চিত্ত।
হাসে গাহে কভু হুঙ্কারে ভীষণ,
কভু ভাবাবেশে ঝরে দু'নয়ন,
সারাদেহে তাঁর সাত্ত্বিক লক্ষণ
নৃত্যকালে হয় দৃষ্ট।

আছাড়িয়া প্রভু পড়ে ভূমি 'পর
ধূলা লাগে সারা অঙ্গে।
দু'নাসায় কত ঝরে পড়ে জল,
শ্রীমুখেতে লালা বহে অবিরল,
না বুঝিয়া রাজা এ ভাবসকল
মজে সংশয়-পঙ্কে।

নীরবে নৃপতি ফিরি স্ব-ভবনে
স্বপনে হেরিলা রাত্রে,—
গেছে আপনি জগন্নাথ-সমুখে,
জগন্নাথদেব বসে আছে সুখে,
লালা ও অশ্রু বহে মুখে চোখে,
ধূলা লেগে রহে গাত্রে।

রাজা ভাবে,—এ একইরূপ লীলা
দেখেছে সাধুর নৃত্যে।
জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ-পানে
চাহে রাজা তাই অবাক্ নয়নে,
জগন্নাথের পদ-পরশনে
আকাঙ্ক্ষা জাগিল চিত্তে।

জগন্নাথজী কহিলা রাজারে,
'করো নাকো মোরে স্পর্শ।
নৃত্যকালে যরে কৈলা দরশন
ধূলা লালাময় ছিনু সেই ক্ষণ,
ঘৃণা তায় মোরে করিলে তখন,
এবে হের সেই দৃশ্য।'

নিমেষে নৃপতি হেরে সে আসনে
বসে আছে শ্রীগৌরাঙ্গ।
ধূলাময় দেহে কহেন প্রভুজী,
'আমারে অবজ্ঞা করিলে গো আজি,
পরশিবে কেন এবে না বুঝিনু,
এতো নহে তব যোগ্য।'

এত কহি' প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
হাসিলা ললিত হাস্য।
সহসা রাজার নিদ্রা ভাঙ্গিল,
স্বপ্ন স্মরিয়া কাঁদিতে লাগিল,
অনুতাপানলে চিত্ত দহিল,
মেলিল মলিন আস্য।

বুঝিল ভূপতি,—জগন্নাথ স্বয়ং
গোরারূপে অবতীর্ণ।

গোরা-পদে তাই লভিতে শরণ,
ব্যাকুলিত হ'ল রাজা অনুক্ষণ,
তবুও না পায় প্রভু-দরশন,
সাধ নাহি হয় পূর্ণ।
শেষে একদিন প্রভু-দরশন
মিলিল রাজার ভাগ্যে।
লুটাইয়া শির প্রভুর চরণে,
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে সেই ক্ষণে,
জ্ঞান হ'ল ক্রমে প্রভু-দরশনে,
পুলক জাগিল চিত্তে।
কহিল ভূপতি 'কৃপা করি' প্রভু
উদ্ধার' আপনে ব'লে'
প্রেমে রাজ-হিয়া হইল পূরিত,
অনর্থ যত হ'ল বিদূরিত,
কৃপা করি' নৃপে প্রভু শচীসুত
টানি নিল নিজ-কোলে।

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

---

# সন্দর্ভ-সার

## (ভক্তিসন্দর্ভ—৯)

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫৪-৫৫)

সকল দেহধারীর নিকটই নিজ আত্মা প্রিয়তম; যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জীর্ণ ও অবসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবতী থাকে। অতএব দেহ প্রিয় হইলেও উহা নশ্বর বলিয়া দেহের অধিবাসী আত্মাই প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ আত্মার জন্যই প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণকে সেই নিখিল আত্ম-সকলের পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজ স্বরূপশক্তি-বলে প্রকটিত হইয়াছেন। মূর্খ জীব অবিদ্যাবশে তাহাকে মায়িক বিগ্রহবিশিষ্ট মনে করিতে পারে কিন্তু তিনি সকল আত্মার আত্মা।

গীতাতেও ভগবদ্বাক্য—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

মূঢ় লোকেরা আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ

করিয়াছি এবং এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ( ভাঃ ৪।৩১।১৪ )

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি সজীবতা লাভ করে এবং যেরূপ উপকরণাদি-যোগে প্রাণরক্ষা হইলেই ইন্দ্রিয়সকলের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের পূজাদ্বারাই সকল দেবতার পূজা সম্পন্ন হয়। যেমন বৃক্ষের এক একটি শাখায় জলসেচনে সমস্ত বৃক্ষের উপকার হয় না, এক একটি ইন্দ্রিয়ের সেবায় সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় না ; আবার মূলে জল ঢালিলে যেরূপ সমস্ত বৃক্ষটীরই উপকার হয় এবং ভোজনাদি দ্বারা প্রাণ রক্ষিত হইলেই সকল ইন্দ্রিয় বল লাভ করে, তদ্রূপ দেবতাগণের মধ্যে এক দেবতার সেবায় অপর দেবতা বা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা হয় না কিন্তু কেবল বিষ্ণুপাসনাতেই সকল দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে। এ জন্যই স্মৃতিবচন—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

ভরত-রহূগণ-সংবাদেও—

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য, সন্ন্যস্তদণ্ডঃকৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং, জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্॥
( ভাঃ ৫।১৩।২০ )

হে রহূগণ! তুমি সংসার-পথে নিবিষ্ট হইয়াছ, অতএব নিজ রাজ্যদণ্ড সম্যক্‌রূপে অন্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সহিত মিত্রতা কর এবং ভোগ্যবিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া হরিসেবা করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা জড়াভিনিবেশ ছেদনপূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া সংসার-পথের পরপারে উত্তীর্ণ হও।

এখানে জ্ঞান অর্থে ভক্তির আশ্রয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে সেব্য জ্ঞান ও নিজকে সেবক জ্ঞান।

তৎপরে রহূগণের উক্তি—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ॥ (ভাঃ ৫।১৩।২১-২২)

হে মহাত্মন্, অখিল জন্ম অপেক্ষা মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দেবাদি জন্মে কি লাভ? যেহেতু হৃষীকেশের পবিত্র যশোগানে শুদ্ধচিত্ত আপনাদের তুল্য মহাত্মগণের তথায় প্রচুর সমাগম হয় না। আপনার পাদরেণুদ্বারা মানবগণের নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া অধোক্ষজ ভগবানে অমল সেবাপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। আপনার অল্পসময় সঙ্গপ্রভাবেই আমার কুতর্কদ্বারা বদ্ধ অবিবেক সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তি—

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৫৭)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয়ের অতীত আত্মাকে দুর্বিজ্ঞেয় জানিয়া নিজ বিবেকবলে ঐহিক পারত্রিক ভোগপিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট জীব আমার ভজনপরায়ণ হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রহ্লাদও সহপাঠী বালকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥ ( ভাঃ ৭।৬।১-২ )

এই মনুষ্যজন্মেই ভাগবতধর্ম্মের আচরণ করা কর্ত্তব্য। কারণ দেবাদি জন্মে প্রচুর বিষয়ভোগ এবং পশু-পক্ষীজন্মে বিবেকরাহিত্য-হেতু নর-জীবনই পরমার্থপ্রদ। এই জন্মেই হরিভজনে বিলম্ব করা উচিত নহে; কারণ

ইহাও নিত্য নহে। এজন্য কৌমার কাল (শিশুকাল) হইতেই বিবেকী ব্যক্তি ভগবদ্ভজন করিবেন। শাস্ত্র প্রধানতঃ মনুষ্যকেই লক্ষ্য করিয়া বক্তব্য বিষয় বর্ণন করেন। এজন্য মানবোচিত বুদ্ধি-বিষয়ে সমতাহেতু অসুর-বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের এই উক্তি। তন্মধ্যে আবার ভাগবত-ধর্ম্মাচরণই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন। এই জন্মে পরমপুরুষ বিষ্ণুর সেবা করাই উচিত। যেহেতু বিষ্ণুই প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রিয়; কারণ তিনি সকলের আত্মা; সকলের ঈশ্বর—কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে অথবা অন্যথা করিতে সমর্থ এবং তিনি সকলের সুহৃৎ অর্থাৎ মঙ্গলসাধনে ইচ্ছুক।

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গঃ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ (ভাঃ ৭।৬।২৬)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—যাহা শাস্ত্রে ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত এবং আত্ম-বিদ্যা তথা ঋক্, সাম, যজুঃ এই ত্রিবেদের প্রতিপাদ্য যে কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও বিবিধ জীবিকা, সকলই ত্রিগুণবিষয় বেদের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিলেও জীবের নিত্যবান্ধব পরমপুরুষ বিষ্ণুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই সত্য ও নির্গুণ অবস্থা।

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ॥
গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥
এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ॥ (ভাঃ ৭।৭।২৯-৩৩)

পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসকলের মূলবীজ ধ্বংস করিবার সহস্র উপায় থাকিলেও এই উপায়ই শ্রীহরির উপদেশ—গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত-লব্ধ

বস্তুর অর্পণ, সাধু-ভক্তদের সংসর্গ, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণকর্ম্মাদি কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তির দর্শন ও পূজন প্রভৃতি এবং ভগবান সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান জানিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। এই প্রকারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ ছয়টি রিপুকে গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা দমন করিয়া ভগবানে ভক্তি করিতে হয়। তৎফলে ভগবান বাসুদেবে রতি লাভ হয়।

বর্ণাশ্রমাচার-কথনপ্রসঙ্গেও নরমাত্রের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ ( ভাঃ ৭।১১।৭ )

হে রাজন্, যাহার অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ। তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের বিধান-মূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# আত্ম-দর্শন

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ৩০৪ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ( মধ্য ২০।১০৮ ) বলেন—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

জীবের একমাত্র কৃত্য হরিসেবা। স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণদাস। জীবের পরমধর্ম্ম বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত ( ১।২।৬ ) বলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের অহৈতুকী ভক্তি যাজন করাই মানবের একমাত্র শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তদ্দ্বারাই জীবাত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( ১৮।৬৫ ) বলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন ! তুমি আমাতে মন দাও, আমারই ভক্ত হও, আমারই উপাসনা কর এবং আমারই শরণাগত হও, তাহা হইলেই আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য তোমাকেই বলিলাম।

সুতরাং পরমপিতা স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ জীবমাত্রকেই কেবল তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম ভজন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

অসার সংসার-ভোগবাঞ্ছাহেতু অণুচৈতন্য জীব কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া মায়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস কিন্তু তখন বিরূপবশতঃ মায়ার দাসত্ব করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির দাসত্ব-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়। বস্তু মাত্রেরই ধর্ম্ম রহিয়াছে। ধর্ম্ম ব্যতীত বস্তুর সত্তা নাই—যেমন জলের ধর্ম্ম তারল্য, প্রস্তরের ধর্ম্ম কাঠিন্য বাদ দিলে জল এবং প্রস্তরের সত্তা থাকে না। কিন্তু অত্যধিক শৈত্যবশতঃ জল বরফে পরিণত হয়, তখন উহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া কাঠিন্য রূপ ধারণ করে। কিন্তু এই ধর্ম্ম নিত্য নহে, নৈমিত্তিক। কেননা এই পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম একটি কারণের নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্রূপ জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণদাস্যই তাহার নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু ঈশ্বর-বিস্মৃতি রূপ দোষদুষ্ট হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ, স্ত্রী, পুত্রাদির দাসত্বই বর্ত্তমানে তাহার ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরবিস্মৃতিরূপ কারণের নিমিত্ত জীবের এই ধর্ম্ম হওয়ায় ইহাও জলের কাঠিন্য ধর্ম্মের ন্যায় নৈমিত্তিক।

অতঃপর কি উপায়ে উহাদের স্বধর্ম্ম প্রকাশিত হইবে ? ইহার উত্তর এই যে, জল যে কারণে স্বধর্ম্ম হারাইয়াছে সেই কারণের অভাব ঘটাইলেই অর্থাৎ অত্যধিক শৈত্যের অভাব ঘটাইলেই বরফের কারণে যে অনিত্য কাঠিন্যধর্ম্ম তাহা দূরীভূত হইয়া স্বধর্ম্ম তারল্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। সেইরূপ জীবেরও ঈশ্বর-বিস্মৃতিরূপ নিমিত্ত কারণের লোপ হইলে সে কৃষ্ণসেবারূপ স্বধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥ ( শ্রীচৈতন্যভাগবত )

শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্ম নিষেবণ ব্যতীত জীব কখনও ত্রিতাপ জ্বালা এবং জনম-মরণমালা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দের সেবাসুখ অনুভব করিতে পারে না। মুকুং দদাতি ইতি মুকুন্দ। অর্থাৎ যিনি মুক্তি দান করিতে পারেন তিনিই মুকুন্দ। শ্রীগোবিন্দের অপর নাম মুকুন্দ। শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম লাভই জীবের শ্রেষ্ঠ মুক্তি। যেহেতু জগদ্‌গুরু শ্রীল মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন—"মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্"।

কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের দুঃখের একমাত্র কারণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ২০।১) বলেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥

আরও বলিয়াছেন (মঃ ২০।১২০)—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

সুতরাং কৃষ্ণোন্মুখী বৃত্তিই জীবের মায়ামুক্তি ও সকল সুখের নিদান। কৃষ্ণভক্তিই জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৯ এবং ৮।১৬ শ্লোকে বলেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

ভগবৎভজনফলে ভগবত্তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়া তদীয় চরণান্তিকে উপস্থিত হইতে পারিলেই আর জনম-মরণরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে হয় না। ভগবদ্‌ভজনের মধ্যে নবধাভক্তি শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যেও আবার কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণ-প্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)।

শ্রীমদ্ভাগবত ( ৬।৩।২২ ) বলেন—

এতবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥

**সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সঙ্কীর্ত্তনমূলা ভক্তিযোগই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।** শ্রীভগবানে অনন্যশরণাগতি ও তৎপ্রাপ্তিই সকল প্রকারের তাপ দূরীভূত করত পরাশান্তির উদয় করাইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( ১৮।৬২ ) তথা কঠোপনিষদ ( ২।২।১৩ ) যথাক্রমে বলিতেছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় পরাশান্তি ও তদ্ধাম লাভ করিবে।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

যিনি নিত্য বা বাস্তবস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন-জীবসমূহেরও মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ-ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

আর ভগবদ্দর্শন ভক্তি দ্বারাই সম্ভবপর হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—**ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥** (বেদান্তের ৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠরশ্রুতিবচন)

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকটে লইয়া যায়, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান; সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সুতরাং শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনমূলা আত্মধর্ম্মানুশীলনরূপ কৃষ্ণভক্তিই জীবের একমাত্র জীবাতু।

**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ**

# জন্ম-মৃত্যু-রহস্য

এই মনুষ্য-জীবনে তিনটি প্রধান ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা দেখিতে পাই—জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ। একটি স্ত্রীলোকের পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে, বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, এ স্ত্রীলোকটি আমাদের ন্যায় দেহধারী একটী প্রাণী প্রসব করিয়াছে। জন্ম বলিলে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। আবার যখন বলি, অমুক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, ঐ ব্যক্তির পাঞ্চভৌতিক দেহের সমস্তই আছে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে, অথচ যে ঐশ্বরিক চেতন-শক্তির প্রভাবে ঐ ব্যক্তিটী হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিত, তাহা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সকল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। সকল মনুষ্যই নিজের, কি বন্ধু-বান্ধবের কন্যা, কি পুত্রের জন্ম ও বিবাহে আনন্দিত হয় এবং পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলের মৃত্যুতেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি, ইহ জগতে যত প্রকারের ভয় আছে, মৃত্যু ভয়কেই অধিকাংশ লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিজনক বলিয়া মনে করে। কারণ অন্যান্য ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নানা প্রকার উপায় আছে, কিন্তু মৃত্যুভয় হইতে এড়াইবার কোনও লোকের উপায় নাই, যেহেতু জন্মিলেই মরিতে হইবে। ইহাই ভগবানের অপরিহার্য্য নিয়ম।

জগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক তাহারা আপনাদিগকে অজর ও অমর মনে করিয়া যৌবন ও ধনমদে মত্ত থাকিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করে, অপরের মৃত্যু দেখিয়াও নিজেদের মৃত্যু-বিষয়ে একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না। ২য় শ্রেণীর লোকেরা মনে করে যে, তাহারা এখন বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিবে, তাহা হইলেই মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই হরিভজনে রত হয়েন। তবে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া হরিভজন করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোক ফলাদি-কামনায় হরিভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ধামে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন।

কতকগুলি লোক ভাবিতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ; তাঁহার ভজন না করিলে মহাপাপ হয়, তাঁহার ভজন করাই কর্ত্তব্য। আবার কতকগুলি লোক কেবল অনুরাগভাবে শ্রীহরির ভজনা করিতেছেন ; তাঁহারা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক বা ভজন না করিলে মহাপাপ হইবে, এরূপ কর্ত্তব্যবোধে ভজন করেন না। তবে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই কেবল অনুরাগভরেই করিয়া থাকেন, কারণ, তাহাদের আত্ম-জ্ঞান বা নিজস্বরূপ-উপলব্ধি হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের কার্য্য, নশ্বর জগতে মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা নির্ব্বোধের কার্য্য ; অতএব কৃষ্ণসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণের সেবা করাই তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি।

কবে মৃত্যু হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই বলিয়া নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অজর অমর মনে করিয়া ধন ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন, এবং কৃতান্ত যেন ( নিজ সদনে লইয়া যাইবার জন্য ) তাঁহার কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেন ; অর্থাৎ মৃত্যু আমাদের কেশে ধরিয়া রহিয়াছে, কখন মরিব, তাহার কোন স্থিরতা নাই, কি জানি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া না থাকি, অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করা উচিত।

বকরূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এ সংসারে আশ্চর্য্য কি ?' তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, প্রত্যহই শতশত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে ; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়াও আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছে ; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে ? যথা মহাভারতে—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥
প্রাণিগণ অনুক্ষণ যায় যমঘরে।
সবাই দেখিছে তাহা চক্ষের উপরে॥

তথাপি যে ভাবে লোক, মরিতে না হবে।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে বল ভবে?

আমরা অনেক সময়ই অনেক লোককে সাংসারিক কোন কষ্টে পড়িয়া "আমার মৃত্যু হইলে বাঁচিতাম, কেন মৃত্যু হইতেছে না" ইত্যাদি কথা বলিতে শুনিয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা বাস্তবিকই মরিতে প্রস্তুত? কখনই না, কারণ, নিজ প্রাণাপেক্ষা বড় প্রিয় বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি, শুনিলেই এ বিষয়টি বেশ বুঝা যাইবে। কোন স্থানে একটি ভদ্র বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র নাবালিকা কন্যা লইয়া বাস করিতেন। কন্যাটির বয়স যখন ১ বৎসর, তখন স্ত্রীলোকটী স্বামীহীনা হন। স্ত্রীলোকটীর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও বহু নগদ টাকা ছিল। সংসারে কোনও অভাব ছিল না। কন্যাটির যত বয়স হইতে লাগিল, ততই মায়ের অত্যন্ত আদরের পাত্রী হইতে লাগিল। এমন কি কোন ভাল সুখাদ্য পাইলে অগ্রে তাহাকে না দিয়া নিজে কখনও খাইতেন না। কন্যাটির নাম গোপী রাখিয়াছিলেন। কোনও স্থানে একাকী গেলে গোপীর জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। তাহার অদর্শনে নিমেষকালও যুগপৎ প্রতীয়মান হইত। স্ত্রীলোকটি মনে করিয়াছিলেন, গোপীর বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিবেন। দেখিতে দেখিতে গোপীর বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, এবার জামাতার অনুসন্ধান করিবেন, এইটী দুই একদিন মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে, তাহা সকল সময় ঘটিয়া উঠে না; ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়া থাকে। আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, একদিন গোপীর হঠাৎ মাথা ধরিয়া শরীর অসুস্থ হইল; তারপর জ্বর হইল, এইরূপে ৫।৬ দিন গত হইল ও জ্বর ছাড়িল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চিকিৎসা খুব চলিতেছে, তথাপি রোগের উপশম হইল না। এইরূপে ১৭।১৮ দিন গত হইল, রোগ খুব বাড়িয়াছে, প্রাণ পাইবার আর আশা নাই, বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইল কিন্তু কোন ফল হইল না। এইরূপ অবস্থায় একদিন অমাবস্যার ঘোর তামসী নিশায় প্রায় ১টার সময় তিনি একাকী গোপীর পার্শ্বদেশে বসিয়া আকাশ-পাতাল নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, মিটি মিটি একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং মুষলধারে এরূপ বৃষ্টি হইতেছে যে, কোন লোকের গৃহ হইতে বহির্গত

হওয়া অসম্ভব। এমন সময়ে একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নিকটস্থ এক কৃষকের ধান্য সিদ্ধ করিবার কলসীতে তাহার মুখ প্রবেশ করাইয়া মুখে সেই কলসী সহ সেই স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত। স্ত্রীলোকটী হঠাৎ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জন্তুটী অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল, হয় ত স্বয়ং যমরাজই গোপীকে লইতে আসিয়াছেন। তখন তিনি ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি জানি যমরাজ গোপী ভ্রমে তাঁহাকেই ধরিয়া লইয়া যান; এই জন্য তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি গোপী নই; যাহাকে খুজিতেছেন সেই গোপী ওখানে শায়িত রহিয়াছে।" এই কথা বলিয়া দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া গেলেন। এখন পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন যে, মৃত্যুভয় কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং নিজের প্রাণ কিরূপ প্রিয়। যে কন্যাটীকে নিজ প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাণ-রক্ষার জন্য তিনি পলাইয়া গেলেন। মৃত্যুভয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিজনক, তাহার আরও একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিয়াও পাঠকবর্গ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যুভয় জীবের পক্ষে কিরূপ অসহনীয়।

কোন স্থানে এক কৃষক বাস করিত। তাহার কেবল একটীমাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী কুসঙ্গে পড়িয়া জীবহিংসা করিতে বড় ভালবাসিত। মৎস মাংস না পাইলে তাহার খাইতে বড় কষ্ট হইত। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব ব্যাধের ন্যায় হইয়া পড়িল। এই সময়ে কৃষকের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বৃদ্ধ প্রায়ই তাহাকে জীবহিংসা করিতে নিষেধ করিত। কিন্তু সে কখনও তাহা শুনিত না; বরং পিতার সহিত গণ্ডগোল করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে প্রহার করিত। কৃষক তাহার পুত্রকে বুঝাইয়া বলিত, "দেখ বাবা, জীবহিংসা মহাপাপ; অনেকে মনে করে মৎস্য মাংস খাইলেই শরীরে বল হয়, কিন্তু তাহা ভুল; সাত্ত্বিক আহারেও সেইরূপ বল জন্মে। তামসিক কিম্বা রাজসিক খাদ্যের দ্বারা যে বল উৎপন্ন হয়, সেই বলের সঙ্গে জীবকে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর স্বভাবাপন্ন করিয়া তুলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিমুখও করিয়া তুলে। আরও দেখ, দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির ন্যায় সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিলে শরীরে বেশী বল হয়, এবং যাহারা ঐ প্রকার সাত্ত্বিক দ্রব্য খাইয়া থাকে, তাহাদের প্রকৃতি খুব মৃদু ও ধীর হয়; এবং তাহাদের মনও স্বতঃই ভগবানের দিকে ধাবিত

হইয়া থাকে। আরও দেখ, যখন কোনও প্রাণীকে বধ করা হয়, তখন প্রাণীটী ক্রোধান্বিত হয়; আবার কোনও প্রাণী রাগান্বিত হইলে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে, এবং সেই বিষ সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়; তাই অতিশয় ক্রোধে ক্রোধী ব্যক্তি অনেক সময় মারা গিয়া থাকে। দেখ, গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহ-জন্তুসকল বৃক্ষের পাতা, ফল, মূল প্রভৃতি খাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের স্বভাব মৃদু ও ধীর।"

এইরূপ অনেক উপদেশ দেওয়া স্বত্ত্বেও একদিন কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে ঝড়গা হইয়া বৃদ্ধের পুত্র বৃদ্ধকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করে। বৃদ্ধ দুঃখিত-মনে নিকটস্থ এক বিচারপতির নিকট এই বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। বিচারপতি কৃষকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুবককে বিচারালয়ে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার এজাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করত বলিলেন,—"তোমার সাত দিবস পরে ফাঁসী হইবে, তুমি সাত দিবসের মধ্যে যাহা ইচ্ছা খাইতে পার, তবে তোমাকে অদ্য হইতে সাত দিন এখানে কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তুমি যাহা খাইতে চাহিবে, প্রহরীগণ তাহা আনিয়া দিবে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তুমি তোমার পিতাকে অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছ! তোমার পিতা একজন সৎলোক; কৃষক হইলে কি হইবে?—ব্যবহারে সদসৎ বুঝা যায়।" এই বলিয়া বিচারপতি তাহাকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন —"দেখিও, যেন ইহার খাবার বিষয়ে কোনও ক্রটী না হয়; সাত দিন পরে ইহাকে আমার নিকট আনিবে।" যে ব্যক্তি জানিতে পারে যে সাত দিন পরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট স্ত্রী, পুত্র, ধনরত্নাদি ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য কি আর ভাল লাগে? কৃষক-পুত্রেরও তাহাই ঘটিল। সে আর সময়মত কিছু খাইতে চাহে না, তবে যখন বেশী ক্ষুধা লাগে, তখন কিঞ্চিন্মাত্র খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে।

এইরূপে সাত দিন কাটিয়া গেল। পরে আদালতে বিচারপতির নিকট তাহাকে আনা হইল। বিচারপতি তাহাকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া কহিলেন—"তুমি এত দুর্ব্বল হইলে কেন? তোমার কি শারীরিক কোন

পীড়া হইয়াছে কিম্বা প্রহরীগণ কি তোমাকে সময়মত খাইতে দেয় নাই ?” এই কথা শুনিয়া কৃষকপুত্র বলিল—“যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই জানিতে পারে যে, সাত দিবস পরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার কি আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হয়, বা জগতের ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার মন আকৃষ্ট হয় ? কখনই না। আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না, আমার অবস্থা এখন কিরূপ ?” বিচারপতি বলিলেন—“প্রাণ কিরূপ প্রিয়বস্তু এবং মৃত্যু কিরূপ ভীতি-জনক, তাহা ত এখন বেশ বুঝিয়াছ ? এখন বুঝিয়া দেখ, আমাদের ন্যায় কোনও জীবই মরিতে ইচ্ছুক নহে এবং আমাদের ন্যায় প্রত্যেকের প্রাণও তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রিয়। তুমি এখন প্রতিজ্ঞা কর যে, অদ্য হইতে তোমার পিতার আদেশানুসারে চলিবে এবং অদ্য হইতে কোনও প্রাণীকেও বিনষ্ট করিবে না, তাহা হইলে তোমাকে আমি ফাঁসি-দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিব।” কৃষকপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইলে বিচারপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

রাজা পরীক্ষিত একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া একটী মৃগ বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া পলায়নপর হইলে রাজা একাকী তাহার অনুসরণ করিলেন। পরে পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিলে ঋষি ধ্যানমগ্ন থাকায় তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন না। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলদেশে একটী মৃত সর্প ঝুলাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে শুনিলেন, তাহার প্রতি অভিসম্পাত হইয়াছে যে, সর্পরাজ তক্ষক সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাকে দংশনপূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিতে লাগিলেন। বেদব্যাস, নারদ, অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, “আপনারা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ, জ্ঞানামৃতের আধার। আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, আর কতিপয় দিবস মাত্র অবশিষ্ট। এ সময় এ স্থানে এই মুমূর্ষুর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কি কার্য্য অবলম্বনীয় ?” “নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্”। রাজার এই কথা শুনিয়া কেহ কহিলেন—“যাগ-যজ্ঞই এ সময়

উত্তম কর্ম্ম।" কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ বা দান-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা হইতেছে এমন সময়ে ব্যাসপুত্র মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সকলে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলে রাজা প্রণতিপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্য-আসনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"হে ভগবন্! আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আজ আমি পবিত্র হইলাম। ভবাদৃশ মহাপুরুষদিগের স্মরণেও যখন দেহ ও গেহ পবিত্র হইয়া থাকে, তখন দর্শন ও স্পর্শনে যে অধিকতর পবিত্র হইব, তাহাতে সন্দেহ কি?"

সাধু-সমাগমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! তদীয় আবির্ভাবে তথায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। মহারাজ সেই দুর্ঘটনার পর হইতে জীবদ্দেহে অনুতাপের চিতানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষে ঐশ্বর্য্যোদ্ভাসিতা রাজপুরী ও রাজসম্পদ্ এবং প্রাণাধিক পুত্র-কলত্রাদি স্বজনবর্গ সকলই অন্ধকারময় জ্ঞান হইতেছিল। অকস্মাৎ সেই গভীর শোকান্ধকার ভেদ করিয়া এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সে হাহাকার ও শোকোচ্ছ্বাস দূর করিয়া অপূর্ব্ব শান্তিধারা প্রবাহিত হইল। পরিবারবর্গের সহিত মহারাজ যেন এ জ্বালাময় সংসার-পার হইয়া, কল্পনাতীত, অনির্ব্বচনীয় প্রেমরাজ্যে উপনীত হইলেন। সে ভীষণ ব্রহ্মশাপ ঈশ্বর-কৃপায় পরিণত হইল। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন—

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থাণি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্যলাভ হয়।
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
বিলম্বে সফল হয় তীর্থাদি-সেবন।
সদাই সফল হয় সাধু দরশন॥

পরীক্ষিত বলিলেন, "বোধ হয়, পাণ্ডবদের সখা শ্রীকৃষ্ণ আজি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার এই ঘোর বিপদ জানিতে পারিয়া তিনিই আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে আজি আপনার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন? ভগবন্! আপনি যোগিগণের আরাধ্য ও জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ; আমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা

করি, মৃত্যুকালে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ দিন্"। রাজা বিনয়সহকারে এই প্রশ্ন করিলে শুকদেব তাঁহার মুক্তির জন্য হরিভক্তি লাভের পরম উপায় হরিলীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুকমুখ-বিনিঃসৃতা ভাগবতী সুধা পরম ভক্তিযোগে পান করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই করাল কাল ফণীকে পুষ্পমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ভৌতিক দেহপিণ্ডমাত্র কৃতান্ত-হস্তে অর্পণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ-ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

– শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দাসাধিকারী, জ্যোতিষার্ণব

---

# সংগ্রাম

বহিঃপ্রকৃতি জীবের স্থূল শরীরের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনিতেছে। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি সেই ধ্বংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপ্রাণচেষ্টায় সংগ্রাম করিতেছে। যেদিন এই সংগ্রাম বন্ধ হইবে, সেই দিনই জীবের মৃত্যু হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা হউক, মনুষ্যশরীরের সাধারণ উত্তাপ ৯৮° ডিগ্রি। এই উত্তাপ বজায় রাখিতে হইলে শীতকালে গরম জামা-কাপড় ব্যবহার করিতে হয় এবং গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন ঠাণ্ডা জল পান এবং পাখার বাতাস করিতে হয়। ৯৮° ডিগ্রী উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মনুষ্যজাতি প্রতি মুহূর্ত্তে সংগ্রাম করিতেছে। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ অথবা চেতন-আত্মার অবস্থান থাকিবে ততক্ষণ সংগ্রামের বিরাম নাই। সংগ্রামের বিরাম হইলে অথবা মৃত্যু হইলে মনুষ্যশরীরের উত্তাপ বহিঃপ্রকৃতির উত্তাপের সঙ্গে হুবহু মিল হইবে। যদি কোনও কারণবশতঃ মনুষ্যশরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ১০০°, ১০১°, কিংবা আরও বেশী হয়, তখন চিন্তান্বিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থামানসে ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারের ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা পুনরায় ৯৮° ডিগ্রী উত্তাপে কমাইয়া আনিতে চেষ্টা করে। এইরূপ উত্তাপ বৃদ্ধির কারণস্বরূপ নানাপ্রকার রোগের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা ঔষধ ও পথ্যাদি গ্রহণ করিতেছেন তাহারা কেবলমাত্র অন্তঃপ্রকৃতিকে সবল ও শক্তিশালী করিয়া বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছেন। আজকাল

বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার বাড়ী ( Air conditioned ) তৈয়ারী করিতেছেন যেখানে সাধারণ অবস্থায় গেলে শীতকালে শীত লাগিবে না এবং গ্রীষ্মকালেও গরম লাগিবে না। যতই এই প্রকার ( Air conditioned ) বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মানবজাতির তত সংখ্যক লোকই শীতোষ্ণতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে। জ্ঞানী বৈজ্ঞানিকগণ, এই অনিত্য শরীরের জন্য, যাহার পরমায়ু শতবর্ষের অধিক নয়, পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীরের জন্য, যাহা একদিন শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে বা জলজন্তুর মহোৎসব হইবে বা শ্মশানের একমুষ্টি ভস্মে পরিণত হইবে, কতই না পরিশ্রম করিতেছেন ; আর এই জগতের বদ্ধ-জীবগণ তাঁহাদিগকে কতই না ধন্য ধন্য করিতেছেন এবং পুরস্কৃত করিতেছেন। ইহা কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ?

কিন্তু দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কি এই প্রকার সংগ্রাম লইয়া ব্যস্ত থাকা উচিত ? মনুষ্যেতর প্রাণী, যথা— পশু, পক্ষী, কীট ,পতঙ্গ প্রভৃতি জীবগণ, নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধি করিবার মানসে নিয়ত সংগ্রাম করিতেছে। তাহা হইলে ইতর প্রাণী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবে পার্থক্য কোথায় ?

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্ ।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো, ধর্ম্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ ॥

সুভোজন, সুনিদ্রা, সুন্দরী স্ত্রী-সঙ্গ এবং মৃত্যুভয় প্রভৃতির জন্য সংগ্রাম করা পশুদেরও কার্য্য ; সুতরাং এই বিষয়ে মানব ও পশু সমান। কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি যাজনের দ্বারাই মানবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

'জীব কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস, কর্‌লে ত আর দুঃখ নাই।"

অতএব আমাদিগকে সরল প্রাণে, নিষ্কপটভাবে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে কৃষ্ণদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিদ্যারূপিণী মায়া আমাদের পথের কণ্টক ; সুতরাং মায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামই —প্রকৃত সংগ্রাম।

অতএব সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে, ইহা বই আর গতি নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

আমরা বদ্ধ-জীব, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব, কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মায়ার কবলে কবলিত হইয়া 'আমি' 'আমার' এই মিথ্যা অভিমানে চৌরাশী লক্ষ যোনি ক্রমে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু-রূপ যন্ত্রণা ভোগ করত কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্ত্যে কখনও নরকে, কখনও দেব, কখনও মানব, কখনও দৈত্য, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও জলজন্তু, কখনও পশু, কখনও পক্ষীজন্ম লাভ করিতেছি।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের জীবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

এই মায়া আমার শক্তি অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

জীব জাগো, জীব জাগো, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিচাশীর কোলে ॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥

এখন প্রশ্ন—অবিদ্যারূপা মায়া নাশ করিবার জন্য কাহার নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র মাগিয়া লইতে হইবে?

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ভাগ্যবান্ সজ্জন ব্যক্তি বেদ ও বেদানুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ বা ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট। তিনি নিষ্কাম বা শান্ত গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

আজকাল কলিযুগে গুরুর অভাব নাই, শিষ্যের নিকট অর্থ সংগ্রহকারী কুলগুরুগণ বা অসম্প্রদায়ী গুরুব্রুবগণ এই জগতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা শিষ্যের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই আবাহন করেন। সেই জন্য গুরুকরণ বা শিষ্যগ্রহণ ব্যাপারে, শিষ্য ও গুরু উভয়কেই বিশেষভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা আবশ্যক। স্নেহ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুকরণ বা শিষ্যত্বগ্রহণ করিলে শেষে বঞ্চিত হইতে হয়। শাস্ত্রে আরও বলিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ যদি শূদ্রও হন তবুও তিনি গুরুপদ-বাচ্য; কারণ তখন আর সেই শূদ্রকুলোদ্ভুতের শূদ্রত্ব থাকে না, তখন তিনি বৈষ্ণব হন এবং ব্রাহ্মণগণেরও গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। হরিদাস ঠাকুর যবনকুলোদ্ভুত হইলেও নামাচার্য্য বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

সুতরাং আমাদিগকে সৎসম্প্রদায়ি গুরুপ্রাপ্তির জন্যও বিশেষ সংগ্রাম করিতে হইবে। মনে মনে বহু বিষয়ে বিচার করিতে হইবে যে, এই সাধু গুরুর নিকট দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদের পারমার্থিক উন্নতি বিধান বা ভগবানে মতি বর্দ্ধিত হইতেছে কি না। যদি বা দৈবক্রমে আমরা অযোগ্য অসদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া থাকি, তবুও যখন আমাদের জ্ঞানোদয় হইবে তখন পুনরায় শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হইতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র সদ্গুরুর নিকট কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেই যে আমাদের প্রয়োজন রূপ শুদ্ধভক্তি অর্জ্জন করিতে পারিব তাহা নহে, আমাদিগকে আরও অনেক শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যথা—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়॥
'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণ-চরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে 'প্রেমফল'।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা॥

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥

কিন্তু যদি লতা সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি, মুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তা'র লেখা॥

'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটি', 'জীব হিংসন'।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি যত উপশাখাগণ॥

সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥

'প্রেমফল' পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥

তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥

এই ত পরম ফল—'পরমপুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণতুল্য—চারি পুরুষার্থ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪ )

কৃষ্ণপ্রেম-লাভেচ্ছু জীবকে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে, অন্যথায় ভক্তিলতা সমূলে উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা। ভোগ, মোক্ষ, সিদ্ধি, কামনা, পাপাচার, কুটিনাটি অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীব-হিংসা, ক্রুরতা, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা, অর্থ-পুণ্যলাভাগ্রহ ইত্যাদি রূপ উপশাখার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিতে হইবে। তাহা না করিলে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিরূপ জল সেচন করিলেও ভক্তিলতা ক্রমশঃ শুষ্ক ও ক্ষীণকায়া হইবে।

অতএব ভাগ্যবান্ জীবের সাধুসঙ্গ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অনর্থগুলির সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি কোথায়? এজন্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গের বিশেষ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

পরমপূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সঙ্গ' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন— 'দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্য কথার আদান-প্রদান এবং ভোজন করা ও করান—এই প্রকারে সঙ্গ হয়। অসতের নৈকট্যই তাহার সঙ্গ নহে; পরন্তু তাহার সহিত প্রীতিই তাহার সঙ্গ।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

যাঁহারা শুদ্ধভক্তির আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎ সঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় বিশেষভাবে বর্জ্জনীয়।

অতএব সাধু বলিতে একমাত্র যোষিৎ-সংসর্গহীন, কৃষ্ণভক্তকেই বুঝিতে হইবে; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতিকে সাধু বলা হইবে না। সাধু, বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত চিনিবার উপায় সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই সে বৈষ্ণব, কর তাহার সম্মান॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥

অনেক লোক সাধুর অন্বেষণ করিতে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন এবং গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে দীর্ঘশ্মশ্রু-চিমটা-জটাধারী ভস্মলেপিত ভণ্ড সাধুর হস্তে পতিত হইয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছেন। বর্ত্তমানে পরম পূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ কৃপায় ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও পারমার্থিক সঙ্ঘারাম স্থাপিত হওয়ায় আর সাধু খুঁজিবার আবশ্যক নাই। ত্যক্তাশ্রমী সারস্বত গৌড়ীয়গণ কেবল-মাত্র সুবুদ্ধিদিগকেই মঠে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষিগণ মঠে আসিলেও কিছুদিন পরে কাপট্য ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ায় মঠবাস পরিত্যাগ করে। বর্ত্তমানে এই সকল শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রগুলিকে অসৎসঙ্গের বিরুদ্ধে Air-conditioned Room বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ছয় প্রকার বেগ ধারণ করিবার জন্য অসীম ধৈর্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, নচেৎ শুদ্ধভক্তি লাভ জীবের পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং, জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ, সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বেগ ছয় প্রকার:—অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থ বেগ। ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণ, হরিকথা এবং হরিভক্তি বিষয়ের আনুকূল্যরূপে যে বিষয় কথা তাহা ব্যতীত অনাবশ্যক পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরসুখ্যাতি বা পরতোষামোদকারী বাক্য ব্যয় করিলে অপরের সহিত শত্রুতা বা অসৎসঙ্গ লাভের সম্ভাবনা থাকে। সংসারী লোকের মন সর্ব্বদাই আশারূপ বেগ উত্থিত হইয়া নানা প্রকার চিন্তা ভাবনাদ্বারা জর্জ্জরিত হয় এবং অবশেষে হরিনাম বিষয়ে অনবধান হইয়া নামাপরাধী হইয়া পড়ে। বদ্ধজীব মনোবেগ ব্যতীত থাকিতে পারে না। "যেন কেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ" (ভাঃ ৭।১।৩২) উপদেশ পালন করিলে এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত হইলে মন সহজে আর ইতর বিষয়ে ধাবিত হয় না। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধ হয়, ক্রোধ হইতে সর্ব্বনাশ হয়। যাঁহারা ইতর কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তির আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে ক্রোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ক্ষমাশীল হইতে হইবে। জিহ্বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি ষড়্বিধ রস-লালসায় ব্যস্ত। উত্তম উত্তম খাদ্য প্রদানে জিহ্বা-বেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার বেগ দমিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শরীর—অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল, জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি, তাকে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়, স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও, প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥

জিহ্বা-লম্পটীদের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরামার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥

সুতরাং পশু, পক্ষী, ডিম্ব, মৎস্য, কূর্ম্মাদিভোজন, জিহ্বাবেগ দমনকারী ব্যক্তির পক্ষে বিষসদৃশ এবং চা, পান, তামাক, তাড়ি, মদ্য, গাঁজা, সিদ্ধি, অহিফেন, ধুম্রাদি সেবনও তদ্রূপ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, বিদ্যানিধি, বি.এ

## শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর প্রদর্শনী-উন্মোচনে
# শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ

'প্রদর্শনী' শব্দের অর্থ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে আমরা প্রদর্শনী বলতে কোন রং-তামাসা করিনি। প্রকৃষ্টরূপে দর্শনই প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে দার্শনিক গোস্বামিগণ যা বলেছেন, তাই আমাদের বিচার। প্রদর্শনী অর্থে প্রকৃষ্ট বিচার। তাঁর জন্মসম্বন্ধে যা বিচার তাই জানান হবে। এটী দার্শনিক শিক্ষাক্ষেত্র। এটী একটী Theistic Exhibition বা পারমার্থিক প্রদর্শনী।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রাত দুপুরে। অদ্য জন্মাষ্টমী দিবসে সন্ধ্যা ৬টায় জন্মাষ্টমী প্রদর্শনীর উন্মোচন দেখে গোস্বামিদের বিচার ভুল—এটা বুঝবেন না। তাঁরা ভুল করেন নি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সেরূপ ভ্রম বিচার প্রদর্শন করেন না। যারা গতকল্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করেছেন তারা ভুল করেছেন। মূর্খ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ গতকল্য ভুল বিচার দিয়েছেন। তারা যে ভ্রান্ত, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি তাদের নিকট challenge করে বিচার করতে প্রস্তুত আছি। কৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধে যাবতীয় বিচার দেখিয়ে দেব। নবদ্বীপের কোন পণ্ডিত যদি থাকেন তাঁরা আসুন। কতকগুলি আসুরিক পাষণ্ড সমাজ এবং তার পদাবলেহী কারের ছুটীর ব্যবস্থা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন জন্মাষ্টমীর যে বিচার করেছেন—সেটা একটা ভুল বিচার। গতকাল রোহিণী নক্ষত্রের আদৌ যোগ ছিল না। অতএব গতকাল ঐ তিথির পালন হবে না। গতকাল যারা জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থা দিয়েছেন তারা ভ্রান্ত, তাদের বিচার আদৌ শুদ্ধ নহে।

যে অষ্টমী তিথিকে অবলম্বন করে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন তা নবমী-বিদ্ধা। কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন নবমীতিথির যোগ হ'য়েছিল। উমা-মাহেশ্বরী তিথি কাহাকে বলে ?—এটা স্মার্ত্তরা নিশ্চয় জানেন। উমা এবং শিব যে বিচারকে বহুমানন করেছিলেন সেই বিচার অনুসারে অষ্টমী এবং নবমীযুক্ত তিথিই কৃষ্ণের জন্মের ক্ষণ।

আর একটী বিচার আছে। অভিজিৎ মুহূর্ত্তে, রোহিণী নক্ষত্রে কৃষ্ণ জন্মেছেন। এক্ষেত্রে গতকাল তা' হয় নি। সুতরাং যারা গতকাল উপবাস করেছেন তারা কোন ফল পাবেন না। আজ যারা উপবাস করবেন তারা সকলেই নিশ্চয়ই সুফল পাবেন। এরই নাম 'প্রদর্শনী'।

কুপথগামী স্মার্ত্তদের বিচার খণ্ডন করবার জন্য আমি challenge করছি। তাদের ও তদনুগতবৃন্দের শিক্ষার জন্য আমরা এই প্রদর্শনীর উন্মোচন করেছি। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বশক্তিই করজোড়ে তাঁর উপাসনা করছেন। যে তিথিতে তাঁরা তা করেছেন আমরা সেই তিথিরই উপাসনা করব। শুভ তিথি, শুভ সময়ে সকলে কৃষ্ণকে অঞ্জলি প্রদান করতে এসেছেন। অভিজিৎ নক্ষত্র এখন আর নাই। অন্য সকল শুভ তিথি, শুভ লগ্ন, দে-দেবী যেখানে কৃষ্ণের জন্ম হ'য়েছে সেখানে ছুটে এসেছেন। বরুণ, বায়ু সকলেই করজোড়ে তাঁর স্তব করছেন।

আজ বর্ষণ হ'য়েছে, গতকাল হয়নি। দেবরাজ ইন্দ্র আজ কৃষ্ণের সেবার জন্য বৃষ্টি দিয়েছেন। সেই দেবরাজ অসুরগণকে মোহন করবার জন্য কংসের চরগণকে মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন করেছিলেন। বসুদেব সেই সুযোগে কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দালয়ে এসেছেন। অতএব সকলেই অদ্যকার এই অষ্টমী তিথিকে অঞ্জলি প্রদান করুন ( গতকল্যকার নহে )।

## শ্রীরাধাষ্টমী-দিবসে
## শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অভিভাষণ

অদ্য শ্রীরাধাষ্টমী দিবস। এইটী জন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী শ্রীঅষ্টমী তিথি। অদ্য আমরা রাধাষ্টমী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের গুরুপাদ-পদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্ত কথাই অদ্য রাধাষ্টমী দিবসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অত্র দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত আছেন। জগতে অনেক পরমহংস আমরা

দেখতে পাই। বিচার করলে দেখা যায়, তাঁরা কিন্তু এই মহাপুরুষের একটী সামান্যতম অংশের অংশেরও যোগ্য নহেন। তথাপি তাঁরা জগতের মুর্খ লোকের দ্বারা আদৃত হয়ে থাকেন। এই মহাপুরুষের চরণরেণুর একটা কণা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের যোগ্যতাও অনেকের নেই। তাঁকে সেইজন্য অনেকে পরমহংসকুল-চূড়ামণি বলেন। তা'তে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই ; তবে আমি বলি, তিনি পরমহংসকুলের স্বামী, পতি। তাঁদেরও তিনি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেই ক্ষমতা তাঁর আছে। সেইজন্য তাঁকে 'জগদ্‌গুরু' বলা হয়।

নবদ্বীপে অনেক রাসলীলা হয়। এই মহাপুরুষের শিক্ষানুসারে আমরা সেগুলোকে অশ্লীল বলে জানি। সেগুলি কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির বিদ্বেষমূলক অভিব্যক্তি মাত্র। সেজন্য সমগ্রজগতে শাস্ত্র-শিক্ষার জন্য গত জন্মাষ্টমী দিবসে আমরা এখানে কৃষ্ণলীলার প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেছি। নবদ্বীপে যে ন্যাংটা মায়ের রাসলীলা হয়, আমরা তার ঘোরতর বিরোধী।

এই প্রদর্শনী রাধাষ্টমী পর্য্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। পক্ষ এখানে একটাই। কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ যুক্ত হ'য়ে একটাই পক্ষ হ'য়েছে। দুইটী পক্ষ এক হ'য়েছে—এরা দুটীই একবস্তুকে লক্ষ্য করছে। জন্মাষ্টমী তিথি অদ্য শুক্লাষ্টমী অর্থাৎ রাধাষ্টমী তিথিতে আলোকিত হয়েছেন। যারা কৃষ্ণের উপাসনা করেন, রাধারাণীর আনুগত্য ব্যতীত সেই সেবার কোন মূল্য নাই। স্মার্ত্তরা রাধাষ্টমী পালন করেন না। **কৃষ্ণাষ্টমী ও রাধাষ্টমী—দুইটী নিয়ে কাল-বিচারে একটা পক্ষ বলে বিচারিত হয়েছে।**

দার্শনিকগণ বলে থাকেন, "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"। সমস্ত শক্তি রাধারাণীর পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। উমা, রমা, সত্যা প্রভৃতি সমস্তই রাধারাণীর পাদপদ্ম থেকে উত্থিত হ'য়েছেন। আমাদের বাংলা দেশে কালী, দুর্গা প্রভৃতি যত দেবদেবী লক্ষ্য করা যায়, সকলেই রাধারাণী থেকে উদ্ভূত হ'য়েছেন। সকলের মূলই হ'লেন রাধারাণী। নানা দেবদেবী প্রভৃতি অংশশক্তির পূজা অনেকে করতে পারেন, কিন্তু মূল-শক্তিকে বাদ দিলে তাদের কোন মূল্যই থাকে না।

মহাপ্রভু স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ। মহাপ্রভুর মন্ত্রের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের পূজা হ'য়ে থাকে। এতে কোন দোষ হয় না। অনেকে বলতে পারেন, এই মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধারাণী ও গৌর—সকলের বর্ণই শ্বেত। উত্তর এই যে,

আমরা রাধাপক্ষের লোক। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ (শ্রীল প্রভুপাদ) রাধাপক্ষের লোক। লণ্ডন, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকলদেশ এই মহাপুরুষকে 'প্রভুপাদ' বলে জানতেন। তাঁরই আরতি এখানে সর্ব্বাগ্রে হ'য়ে থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে এই মহাপুরুষের আরতি হওয়া প্রয়োজন। তাঁর আরতি বন্ধ হ'য়ে গেলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে যাবে, সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে; পৃথিবী থেকে ভক্তিধর্ম্ম লোপ পেয়ে যাবে। সেইজন্য এই মহা-পুরুষকে সমগ্র জগৎ 'প্রভুপাদ' বলে থাকেন।

যারা ন্যাংটা মায়ের রাস করে থাকেন, আমার প্রার্থনা, তারা যেন আমার এই কথাগুলি না শোনেন। প্রভুপাদ কি ?—এই তত্ত্ববস্তুর বিশ্লেষণ তারা না শুনলেই আমরা খুসী। তারা এত নীচে নেমে গেছেন যে, এই রাধাতত্ত্ব বুঝতে তাদের কয়েক লক্ষ জন্ম কেটে যাবে।

রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের একটা বাম্যভাব। সেটা কৃষ্ণসেবার বৈচিত্র্যই বৃদ্ধি করেছে। রাধারাণী একবার মান করেন। কৃষ্ণ তাতে সেই রাধারাণীর চিন্তায় বিভোর হ'য়ে গিয়ে রাধারাণীর অঙ্গকান্তি প্রাপ্ত হ'য়ে যান।

"রাধাচিন্তানিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
তেষাং বৈ চরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥"

"শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টক"এর প্রথম শ্লোকেই এই বিচারটী আমরা দেখতে পাই। "রাধালিঙ্গিত"-শব্দের দুই প্রকার অর্থ; রাধয়া লিঙ্গিত অথবা রাধয়া আলিঙ্গিত। লিঙ্গিত-শব্দে চিহ্নিত।

পার্থিব জগতে দেখতে পাই, কাঁচপোকা তেলাপোকাকে ধরলে তেলাপোকা কাঁচপোকার রূপের মত হ'য়ে যায়। তবে কেউ যদি বলে থাকে, আমরাও সাধন দ্বারা ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, সেটা অবৈধ ও অসিদ্ধান্তপূর্ণ। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এরূপ কুসিদ্ধান্ত জগৎকে শিক্ষা দেন না। এখানে সারূপ্য মুক্তি হ'তে পারে; তবে দুইটী বস্তু এক হ'য়ে গেছে—কোন বৈদান্তিক তা বলতে পারবে না, দেখাতে পারবে না। দুইটী পোকা মিলিত হ'য়ে একটী পোকা হ'য়ে যায়নি। কেবল রূপের একটা সাদৃশ্য এসেছে মাত্র। ইহা সারূপ্য মুক্তির উদাহরণ, সাযুজ্যের নহে। কৃষ্ণ বিপ্রলম্ভভাবে রাধা-রাণীর চিন্তায় বিভোর বা আত্মহারা হওয়ায় তাঁর নিজ অঙ্গকান্তি হারিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ তাঁর কৃষ্ণ অঙ্গ লুপ্ত হয়ে রাধারাণীর কান্তি প্রাপ্ত হ'য়েছে। ইহাই 'রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ'। সেই বিগ্রহই এখানে প্রকটিত

আছেন। রসরাজ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "স্বপ্নবিলাসামৃতম্"-এ এই তত্ত্বটী বিন্যস্ত আছে। মদীয় গুরুপাদপদ্ম তাঁর অন্তরের নিগূঢ় স্থান থেকে এই তত্ত্ব পৃথিবীকে জানিয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাধাপক্ষের লোক ছিলেন। যাঁরা উন্নততম ভজনমার্গে বিপ্রলম্ভরসে সেবা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে এক প্রকার সকলেই 'কৃষ্ণের সহিত রাধারাণীর বিপ্রলম্ভ' চিন্তা করেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ 'রাধারাণীর সহিত কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ' চিন্তা করতেন। এস্থলে আমি একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটী পরিস্ফুট করতে চাই,—শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর সহিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলে রাধাপক্ষের লোক রাধারাণীর জয় চিন্তা করেন এবং কৃষ্ণ এই ক্রীড়ায় হারিয়া যাউন,—ইহাই তাদের কামনা ও চেষ্টা। রাধারাণী জয়লাভ করলেই তারা প্রচুর আনন্দ করেন এবং হাতে তালি দিয়া বলেন,—"কৃষ্ণ হারিয়া গেলেন, কী আনন্দ !!" সুতরাং এরূপক্ষেত্রে কৃষ্ণপক্ষের লোক দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে যান।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম 'রাধাবিরহ' অপেক্ষা কৃষ্ণের বিরহই অধিক চিন্তা করতেন। রাধারাণী কৃষ্ণের বিরহে দুঃখিতা, মর্ম্মাহতা—এইরূপ বিপ্রলম্ভভাবের সিদ্ধি সাধারণ লোক প্রার্থনা করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ইহার ঠিক বিপরীত। কৃষ্ণই রাধারাণীর চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকায় তাঁর অঙ্গকান্তি বিলুপ্ত হয়ে 'রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ' হয়েছেন অর্থাৎ রাধারাণীর রং ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্রলম্ভ রসেরই সর্ব্বতোভাবে প্রচার করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণই রাধারাণীর চিন্তা করুন–ইহাই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আদর্শ।

অনেকের আবেদন, আমাদের এই কৃষ্ণশিক্ষা-প্রদর্শনী আরও কিছুদিন উন্মুক্ত থাকুক্। অতএব স্থানীয় লোকজনের প্রার্থনায় এই প্রদর্শনী আগামী একাদশী তিথি পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। একাদশী রাধাকৃষ্ণের মিলন তিথি। একদিকে যেমন কৃষ্ণাষ্টমী তিথি স্বয়ং ভগবান, অন্যদিকে একাদশী তিথিও স্বয়ং ভগবান; আর রাধাষ্টমী-তিথি পরাশক্তিমতী, একস্বরূপা, অভিন্ন-তত্ত্ব।

**—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি.ই-কর্তৃক সংগৃহীত**

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

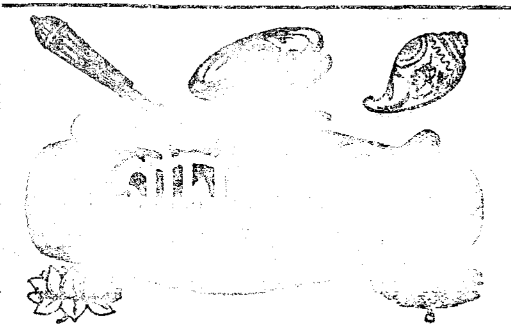

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি নিরবচ্ছিন্ন॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৮ নারায়ণ, ৪৭৯ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ ; ইং ১৬।১২।১৯৬৫ | ১০ম সংখ্যা


# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

পুরাণে বর্ণিতং যদ্‌যন্নবদ্বীপ-প্রমাণকম্।
অধ্যায়েঽস্মিন্ সমাসেন সংগ্রহিষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ট॥

শ্রীমদ্ভাগবতস্যাদৌ প্রমাণং সংগ্রহিষ্যতে ॥ঠ॥

পুরাণসকলে নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত আছে, সম্প্রতি আমি তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সংগ্রহ করিব ॥ট॥

প্রথমতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত প্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে ॥ঠ॥

শ্রীপৃথুচরিতে—

গঙ্গা-যমুনয়োর্নদ্যোরন্তরা ক্ষেত্রমাবসন্।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া ॥১॥

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্ ।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥২॥

শ্রীপৃথুচরিতে বর্ণিত হইয়াছে যে,—

তিনি (মহারাজ পৃথু) গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগে অবস্থিত থাকিয়া বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনাসক্ত অবস্থায় কেবল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলমাত্র ভোগ করিতেছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপা-বসুন্ধরার একমাত্র দণ্ডধারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও ভাগবতগণ ব্যতীত অন্য সমস্তের সম্বন্ধেই তাঁহার আদেশ অপ্রতিহত ছিল ॥১-২॥

ভূগোল-বর্ণনে—

তথৈবালকনন্দায়া দক্ষিণে ব্রহ্মসদনাৎ। বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটাদ্ধৈমকূটান্যতিরভসতররংহসা লুঠন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিমভিপ্রবিশতি ॥৩॥

ভূগোল-বর্ণনে উক্ত হইয়াছে,—

সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অলকনন্দা ( সুরনদী ) দক্ষিণদিকে বহু পর্ব্বত-সমূহ অতিক্রম করত অতিশয় প্রচণ্ডবেগে হেমকূট-পর্ব্বতগাত্র অবলুণ্ঠন-পূর্ব্বক ভারতবর্ষকে দক্ষিণদিকে প্লাবিত করিয়া লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৩॥

শ্রীবিদুরতীর্থযাত্রায়াম্,—

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈ-,র্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং, গতব্যথোঽয়াদুরুমানযানঃ ॥৪*॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিদুরের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

তিনি ( বিদুর ) ভ্রাতার সম্মুখে নিতান্ত কর্ণপীড়াদায়ক কঠোর-বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়াও নিজেই দ্বারদেশে ধনুঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক মায়া-নামক তীর্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥৪॥

পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে-,ষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু, চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ ॥৫॥

অনন্তর যে-সকল পুর, উপবন, পর্ব্বত, কুঞ্জ অতিপবিত্র এবং যে যে-নদী

* মায়াতীর্থকে সর্ব্বপ্রধান জানিয়া তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন।

ও সরোবর পঙ্কশূন্য, নির্ম্মলজলযুক্ত আর যে-সকল তীর্থ ও ক্ষেত্র অনন্ত ভগবানের মূর্ত্তিসকলে অলঙ্কৃত সেই তীর্থস্থানসমূহে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

গাং পর্য্যটন্ মেধ্য বিবিক্তবৃত্তিঃ, সদাপ্লুতোধঃ শয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো, ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥৬॥

তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হরিপরিতোষণ-ব্রতসকল আচরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবিকা অতিপবিত্রা ও অসঙ্কীর্ণা ছিল; তিনি প্রত্যেক তীর্থেই স্নান করিতেন, ভূতলে নিদ্রা যাইতেন, দেহ-সংস্কারে যত্ন ছিল না, বল্কলাদি পরিধান করিয়াই থাকিতেন, এজন্য আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না ॥৬॥

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা
মাস্তে ভবান্ পরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥৭॥ †

আপনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল গৌরবর্ণ। আপনার নিজধাম যে শ্রীনবদ্বীপ—তথায় সমস্ত বুদ্ধ্যবস্থা স্থগিত করিয়া শক্তি ও শক্তিমান্ একস্বরূপে চৈতন্য-মূর্ত্তি তুমি অবস্থিত। মায়া তোমার নিত্যা শক্তি। তাহার অচিৎ-প্রভাবকে প্রতিষেধ করত তাহার চিৎপ্রভাবযুক্ত পুরুষাকারত্ব সাধন-পূর্ব্বক আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্র পরিশুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই চিৎপ্রভাবা মায়া-নির্ম্মিত মায়াপুরে তুমি নিত্য অবস্থান কর ॥৭॥

যুগযোগ্যোপাসনা-সম্বন্ধে—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥৮॥

যুগভেদে বিহিত উপাসনা-ভেদ-বর্ণন-প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে,—

সেই ভগবান্ কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ, কোন্ আকৃতি ও কোন্ নামগ্রহণ

---

† তুমি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল গৌরবর্ণ। আপনার নিজধাম যে শ্রীনবদ্বীপ—তথায় সমস্ত বুদ্ধ্যবস্থা স্থগিদ্-পূর্ব্বক শক্তি ও শক্তিমান্ একস্বরূপে চৈতন্যমূর্ত্তি তুমি অবস্থান কর। মায়া তোমার নিত্যা শক্তি। তাহার অচিৎপ্রভাবকে প্রতিযেধ করত তাহার চিৎপ্রভাবযুক্ত পুরুষাকারত্ব সাধন-পূর্ব্বক আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্র-পরিশুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই চিৎপ্রভাবা মায়া-নির্ম্মিত মায়াপুরে তুমি নিত্য অবস্থান কর।

করিবেন এবং লোকসকলেই বা তাঁহাকে কোন্ বিধান-অনুসারে আরাধনা করিবে, তাহা বর্ণনা করুন ॥৮॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥৯॥

হে রাজন্, নানাশাস্ত্রের বিধান-অনুসারে দ্বাপরে ভগবান্‌কে এইভাবে সুধীগণ উপাসনা করেন। সম্প্রতি কলিযুগের উপাসনার কথা শ্রবণ কর ॥৯॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০॥

কলিযুগে সাধুগণ অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ ভগবান্‌কে সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিবেন ॥১০॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥১১॥

হে সেবকজন-দুঃখবিনাশন, প্রণতপালক, মহাপুরুষ, যাবতীয় ভবযন্ত্রণা দূরীকরণে সমর্থ, সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়ক, ব্রহ্মা-মহেশ্বর-পূজিত, ভব-সমুদ্রের তরণি এবং শরণ্য, আপনার পাদপদ্মরূপ মহাতীর্থকে বন্দনা করিতেছি ॥১১॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥১২*॥

হে ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, দেব-বাঞ্ছিত দুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুজনের আদেশ-পালনের জন্য বনগামী এবং স্ত্রীর প্রার্থনানুসারে মায়ামৃগের অনুসরণশীল আপনার পাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি ॥১৩॥

---

* অদ্বৈত আচার্য্য-স্বরূপ আর্য্যের প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠরাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় অতিপ্রিয় স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতী রাধিকার ঈপ্সিত-ধাম মায়াপুর-গত অরণ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক অচিন্ময়ারূপ মৃগকে তাড়াইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়াছিলেন।

বায়ুপুরাণমধ্যে চ স্বয়ং ভগবতেরিতম্ ॥ড॥—

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে ভবিষ্যামি দ্বিজালয়ে ॥১৩॥

বায়ুপুরাণে শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে ॥ড॥—

আমি কলিকালে গঙ্গাতীরে জনবহুল নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে উত্তমবংজাত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন-কালে শচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব ॥১৩॥

অগ্নিপুরাণে,—

শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ ॥১৪॥

অগ্নিপুরাণে—প্রশান্তাত্মা, লম্বকণ্ঠ, দেবগণে বেষ্টিত, গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইবেন ॥১৪॥

গারুড়ে,—

সাধবঃ কলিকালে তু ত্যক্ত্বান্যতীর্থসেবনং।
বৃন্দারণ্যেঽথবা-ক্ষেত্রে নবখণ্ডে বসন্তি বা ॥১৫॥

গরুড়পুরাণে—সাধুগণ কলিকালে অন্য তীর্থে বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে অথবা নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে বাস করেন ॥১৫॥

স্কান্দে,—

মায়াপুরীং সমাশ্রিত্য কলৌ যে মামুপাসতে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥১৬॥

স্কন্দপুরাণে—যে-সকল ব্যক্তি কলিকালে মায়াপুরীতে অবস্থান-পূর্ব্বক আমার উপাসনা করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে ॥১৬॥

# দীক্ষিত

যজুর্ব্বেদের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ত্রিংশৎ মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণম্।
দক্ষিণাচ্ছ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সেবারূপ ব্রতদ্বারা জীব দীক্ষা লাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণ অর্থাৎ সরলতা বা অকপটতা প্রাপ্তি ঘটে; আবার সরলতা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা দ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্যবস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত বেদবাক্যে এই প্রমাণিত হইল যে, একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র উক্ত বেদবাক্যের অনুগমন করিয়াই বলিয়াছেন--

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

অর্থাৎ যে অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবের দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্ববিধ পাপরাশির সম্যক্ ক্ষয় হয়, তত্ত্ববিৎগণ তাহাকেই দীক্ষা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন।

বেদ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৪ অঃ দেখা যায়:—

"যথৈতদ্ব্রাহ্মণস্য দীক্ষিতস্য ব্রাহ্মণো দীক্ষিষ্টেতি দীক্ষামাবেদয়ন্ত্যেবমেবৈতৎ ক্ষত্রিয়স্য॥"

অর্থাৎ যে-প্রকার ব্রাহ্মণকুলজাত মানবকের দীক্ষার সময় "আমি অমুক ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি" এই বলিয়া গুরু-সন্নিধানে নিবেদন করিতে হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত মানবকও "আমি অমুক ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া আবেদন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে আপস্তম্বসূত্র-বচনে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব আরও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।—

"ব্রাহ্মণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষ্যতে"।

দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হন। পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি বেদেরই পূরণ করিয়া থাকেন এবং অর্থ পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন। তাই তত্ত্বসাগর বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

অর্থাৎ যে প্রকার কোন রস বিধান দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাংস্যের সুবর্ণত্ব লাভ ঘটে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হয়। কেহ যদি 'দ্বিজত্ব' শব্দ দ্বারা দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে মনে করেন, এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিলেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" অর্থাৎ 'নৃণাং' শব্দের দ্বারা "মনুষ্যমাত্রেরই" এবং 'দ্বিজত্ব' শব্দ দ্বারা "বিপ্রতা" এই অর্থ। এই দ্বিজত্ব, বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব চ্যুতগোত্রমূলক নহে, পরন্তু অচ্যুত-গোত্রীয়। চ্যুত গোত্রীয় দ্বিজগণকে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং অচ্যুত গোত্রীয়গণকে নির্গুণ ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অচ্যুত গোত্রীয়গণের নিকটে চ্যুত গোত্রীয় দ্বিজগণ প্রণত হইয়া শিষ্য হইলে তাহাদেরও দীক্ষাপ্রভাবে অচ্যুতগোত্রীয় দ্বিজ হইবার অধিকার আছে, "নৃণাং" শব্দের দ্বারা তাহাও সূচিত হয়। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে জীবমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করে; কারণ "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"—ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডে দেখা যায়—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ ॥

ময়ুরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাপ পুণ্ড্রাদি সংস্কার লাভ করিয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। সম্প্রদায়-বৈভববিদ্গণ সকলেই জানেন যে, রামানুজীয়গণ শূদ্রকুলোদ্ভূত বালককেও দীক্ষান্তে ব্রাহ্মণ সংস্কার দিয়া থাকেন তাই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু-কৃত 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—"শ্রীরামানুজাচার্যাদীনাং মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং যাগাদিস্থানং বিধায় যান্ কান্ শূদ্র্যাদিবালকা-দীনপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং কারয়িত্বা স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বাচার্য্যা-দীন্ বিধিবৎ সংপূজ্য চ তান্ বালকাদিকান্ পঞ্চ সংস্কারান্ ধারয়িত্বা দ্বিজত্বমাসাদ্য পশ্চাৎ যাজ্ঞ্যবল্ক্যাদিকৃতপদ্ধতি-মতানুসারেণ গর্ভাধানাদ্যুপনয়নান্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা বেদমাতরং সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা পশ্চাৎ স্বসম্প্রদায়িমন্ত্রঞ্চ দীক্ষয়িত্বা

শ্রীগুর্ব্বাদীন্ শালগ্রামাদীনপ্যর্চ্চয়িত্বা * * * সন্ন্যাসিনং কুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধং সর্ব্বৈর্দৃষ্টং শ্রুতঞ্চেতি॥" নারদপঞ্চরাত্র সাত্বত তন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উক্ত সাত্বততন্ত্রেও এই উক্তির প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসও স্পষ্টাক্ষরে ২য় বিলাসে ১৫০ সংখ্যায় বলেন—

"গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ" টীকায় "আদি-শব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ।"

অর্থাৎ দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিকে গুরুদেব দশবিধ সংস্কার করাইয়া দিবেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিবেন।

কোনও কোনও অকিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণব ভাগবতী দীক্ষা লাভ করিয়া নির্গুণ ব্রাহ্মণতার চরমপরিণতি বৈষ্ণবতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কেহ বা শাস্ত্রবাক্য মান্য করিয়া দীক্ষাকালে উপবীত গ্রহণ করিয়াও নিজের উত্তম ভক্তি-যোগাশ্রিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী উপবীত প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্ন ধারণে ঔদাসীন্য করিয়াছিলেন। যথা, ব্রহ্মোপনিষদি—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥

অর্থাৎ উত্তম ভক্তিযোগাশ্রিত, তত্ত্ববিৎ পরমহংস পুরুষ বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। এইরূপ অবস্থায় যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। যিনি ব্রহ্মের সহিত সতত যুক্ত হইয়াছেন তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন কি? যাঁহার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয় নাই তাহাকে শ্রীগুরুদেব "ব্রহ্মসূত্র" রূপ স্মারকচিহ্ন দ্বারা পরব্রহ্মে সতত যুক্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন।

কিন্তু বর্ত্তমান "কালঃ কলিঃ।" পরমহংস পুরুষগণের স্বতন্ত্র আচরণ দেখিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া নিতেছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস শাস্ত্রের কোনও স্থানে খুঁজিয়াও বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত শূদ্র—একথাটী পাওয়া যায় না। কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণের গুরু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণ দ্বারা তাহা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

পরমহংস বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শৌক্র কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক শৌক্র ব্রাহ্মণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সদ্‌গোপকুলোদ্ভূত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট করণবংশজ শ্রীরসিকানন্দ প্রভু দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয়গণের নিকট পাণ্ডা পড়িহারী বিপ্রের প্রণম্য শাসন ব্রাহ্মণগণ এ যাবৎ দীক্ষা লাভ করিতেছেন, শ্রীদাস গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। আবার বড়গাছি নিবাসী নবনীহোড় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে উদ্ভূত হইয়াও দীক্ষিতের চিহ্নস্বরূপ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন এবং শৌক্র ব্রাহ্মণাদিবর্ণেরও আচার্য্য হন। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দবংশে দীক্ষিতের উপবীত ধারণ-প্রথা পূর্ব্ব বহু হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ অম্বষ্ঠের সংস্কার নহে। কারণ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ববঙ্গে অম্বষ্ঠদের উপবীত গ্রহণপ্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্ব হইতেই ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশেও দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। রসিকানন্দ প্রভুর চতুর্থ অধস্তন গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শৌক্র খণ্ডাইৎ বা চাষীকুলে উদ্ভূত হইয়াও বিপ্রোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আজ্ঞায়ই তিনি বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকটী উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যদি শূদ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ ও বেদ পাঠে অধিকার নাই মনে করিতেন, তবে কিছুতেই তিনি স্বয়ং বলদেবকে অধ্যাপনা করাইতেন না বা বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিতেন না। কিন্তু আজ কাল গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে দীক্ষিত বলিয়াও শূদ্রাখ্যা প্রয়োগ করেন ও দীক্ষিতের সহিত অস্পৃশ্য শূদ্রের ন্যায় আচরণ করেন। তাহারা তাহাদের তথাকথিত দীক্ষিতের হস্তে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, শালগ্রাম পূজায় অধিকার দেন না, শিষ্যের পূজিত শ্রীমূর্ত্তি শূদ্রের ঠাকুর, শূদ্রের স্পর্শে শূদ্র হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হন, দীক্ষিত (?) শিষ্যকে শ্রীমূর্ত্তি সমীপে পক্কান্ন ভোগ দিবার অধিকার প্রদান করেন না, কেবল

বার্ষিক দক্ষিণা প্রভৃতির সময় শিষ্যগণকে দীক্ষিত জানেন ও সকলের নিকট প্রচার করেন। সুতরাং ঐ সকল গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুবগণের দীক্ষিত ব্যক্তি 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' থাকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিতে চান তাহারা অবশ্য সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বিপ্রত্বলাভ করেন, বেদে অধিকার প্রাপ্ত হন, এবং গুরুচরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্বকে ক্রোড়ীভূত করিয়া যে বৈষ্ণবত্ব-স্বরূপ চরম পদ অবস্থিত সেই পরমপদে অধিরূঢ় হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। তাই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি উচ্চকণ্ঠে বলেন—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ॥"

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

---

# প্রশ্নোত্তর

(জড়জগৎ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩২ পৃষ্ঠার পর)

১। জড়-জগৎ কি বস্তু?

"জড়-জগৎ চিজ্জগতেরই প্রতিফলন। * * আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম; আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়-ভাব বিচার করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

২। জড়-জগতে কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে?

"জড়-জগতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন-মাত্র। আদর্শে যে-সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গলরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। যে-যে ধর্ম্ম সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে-যে-ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেকরূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে এবং পাপরূপে গণিত।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৩। জড়-জগৎ কি মিথ্যা ?

"মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৪। জড়-জগৎ কেন মিথ্যা নহে ?

"যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'মিথ্যা' বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থ-সাধন-ক্রিয়া কিরূপে হইত ? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না, কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থ-সাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না।"

—তঃ মুঃ ১০২

৫। জগৎ মিথ্যা না হইয়াও নশ্বর কিরূপে ?

"এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিত্য সত্য,—এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে **'নিতান্ত মিথ্যা' বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়।** অতএব **'এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর'—এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।** চিন্তামণি যেরূপ সর্গাদি প্রসব করে, তদ্রূপ পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন।"

—'প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১।১৫

৬। সংসারে আসক্তি মঙ্গলদায়ক কি ?

" 'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥"

—'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৪, কঃ কঃ

৭। জড়জগতে ভোগের মূল্য কি ?

"ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই,　　ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।

যে সুখেতে আছে ভয়, তা'কে 'সুখ' বলা নয়,
তা'কে 'দুঃখ' বলে বিজ্ঞ-জন।"

— 'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

৮। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হয়? জীবগণই বা কি?

"চিদৈশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহা-সঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তি-বলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়া-শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ স্বরূপাভাসরূপ দ্রব্যশক্তিময় প্রধানপতি রুদ্ররূপী শম্ভু নিমিত্তাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বলরূপ মহাবিষ্ণু-প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান; এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণ-কণরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদিত।"

—ব্রঃ সং ৬।১০

## চিজ্জগৎ

১। চিজ্জগৎ কি অসম্পূর্ণ?

"বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, নিত্যপ্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জীবদিগকে সততই আহ্বান করিতেছেন।

—কৃঃ সং ৯।৫

২। 'ব্রজ' কি? 'ব্রজ'-শব্দের অর্থ কি?

"মায়িক-জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বের আবির্ভাবের নাম—'ব্রজ'; ব্রজ-শব্দ—গমনার্থ-সূচক।"

—কৃঃ সং ৫।২

৩। বৈকুণ্ঠ কি খণ্ড ও সসীম-তত্ত্ব?

"সদ্ভাবেঽপি বিশেষস্তু সর্ব্বং তন্নিত্যধামনি।

অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥

বিশেষ ধর্ম্মকর্ত্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর-তত্ত্ব; অর্থাৎ দেশ-কাল ও ভাবের দ্বারা প্রাকৃত তত্ত্ব-সকল খণ্ড-খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বের সেরূপ সদোষ-খণ্ড-ভাব নাই।"

—কৃঃ সং ১।৩০

৪। চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ণনা কি জড় হইতে গৃহীত ও কল্পিত?

"চিচ্ছক্তিনির্ম্মিতং সর্ব্বং যদ্বৈকুণ্ঠে সনাতনম্
প্রতিভাতং প্রপঞ্চেঽস্মিন্ জড়রূপমলান্বিতম্ ॥

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা এরূপ বৈকুণ্ঠ-ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাব-সকলে চিৎতত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন এবং পরে ঐসকল সংস্কারকে কূটযুক্তিদ্বারা উক্ত-প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাসের বর্ণন, সমস্তই প্রাকৃত। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাব-বশতঃই হয়। যাঁহারা গাঢ়রূপে চিৎতত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাজে-কাজেই এরূপ তর্ক করিবেন; কেননা, মধ্যমাধিকারীরা তত্ত্বের পার না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংশয়াক্রান্ত হইয়া সংস্থিতি ও পরমার্থের মধ্যে দোদুল্যমান-চিত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে-সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন-মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়-জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়-জগতে সমস্তই ক্ষণিক-সুখ-দুঃখময় ও দেশ-কাল-নির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ণন-সকল জড়ের অনুকৃতি নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ।"

—কৃঃ সং ১।২৯

৫। চিজ্জগতের লীলা-পীঠ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রভৃতি কি কাল্পনিক-জড়,—না চিন্ময়?

"চিদ্ব্যাপারই মূল-পদার্থ; বিশেষ ও বিচিত্রতা তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান; তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ-চিদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আস্বাদনীয়া। চিদ্ধাম, চিচ্ছক্তি-প্রকাশিত চিন্তামণি-গঠিত লীলা-পীঠ এবং কৃষ্ণ-বিগ্রহ,—সমস্তই চিন্ময়। ব্রঃ সং ৫।৩২

৬। চিজ্জগৎ কোন্ বস্তুদ্বারা গঠিত? চিজ্জগতের কল্পবৃক্ষ, কামধেনু প্রভৃতি কি দান করে?

"মায়াশক্তি যেরূপ জড়-পঞ্চভূত দিয়া জড়-জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি অধিকতর দুর্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ সর্ব্বদা শুদ্ধভক্ত-জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেমপ্রস্রবণরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র ক্ষরণ করে।"

ব্রঃ সং ৫।২৯

৭। চিদ্ধামের জড়জগতে অবস্থিতি ও জড়স্পর্শাভাব কি জীব-বুদ্ধির অন্তর্গত?

"চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদ-বিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদ বিভূতিরূপ জড়-জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশ-কালাদি-দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম-বৈকুণ্ঠতত্ত্ব-রূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান।"

—ব্রঃ সং ৫।২

৮। সমস্ত গোকুলোপকরণই কি গোলোকে বর্ত্তমান?

"নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সমস্ত গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়প্রতীতি তাহা গোলোকে নাই।"

৯। চিজ্জগৎ ও জড়-জগতের ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

"ভূত ও ভবিষ্যৎশূন্য শুদ্ধ বর্ত্তমান কালই চিদ্ধামে বিরাজমান। ধর্ম্মধর্ম্মি-ভেদে যে জড়দেশের পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদ, তাহা চিদ্ব্যাপারে নাই। সুতরাং যে-সকল ধর্ম্ম জড়-জগতে মায়িক-দেশ-কালাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরুদ্ধভাবে চিজ্জগতে উপাদেয়রূপে বর্ত্তমান।"

ব্রঃ সং ৫।৩৩

১০। চিজ্জগতে কৃষ্ণের রমণ কিরূপ ?

"কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্ম-শক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন।" ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। গোলোকে কৃষ্ণ কাঁহাদের সহিত কি বুদ্ধিতে রমণ করেন ?

"গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন।"

ব্রঃ সং ৫।৩৭

১২। বিভিন্ন রসের ভক্তগণ চিজ্জগতে কি কি স্থান লাভ করেন ?

"রস-বিচারে ভক্তি-ভাব— পঞ্চ-প্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। সেই সেই ভাবে আরূঢ় ভক্তগণ তদুচিত কৃষ্ণ স্বরূপে নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্য-স্থান লাভ করেন। সেই রসানুরূপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা-পীঠরূপ আসন, তদুচিত গমনাগমনরূপ যান এবং স্বীয় রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ-ভূষণ সকল লাভ করেন। যাঁহারা শান্তরসের অধিকারী, তাঁহারা শান্তিপীঠরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্মধাম; যাঁহারা দাস্যরসের অধিকারী, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগত বৈকুণ্ঠ-ধাম; যাঁহারা শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত গোলোক ধাম লাভ করেন।" ( ক্রমশঃ )

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

# জীবের নিত্যধর্ম্ম

সুন্দর গোদ্রুম-কুঞ্জে তীর্থ নবদ্বীপে।
জপিছেন ন্যাসীবর নাম শুদ্ধচিত্তে॥
মধুর নামের রস করি' আস্বাদন।
ভাবের সাগরে সদা দেন সন্তরণ॥
শাঙ্কর-সন্ন্যাসী এক বহুদেশ ঘুরি'।
আসিল একদা তথা দন্তে তৃণ ধরি'॥
সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়-শাস্ত্র আদি যত।
শাঙ্করী 'যতীশ্বরের' সকলি পঠিত॥

কিছুদিন পরমহংস-পদ লাভ করি'।
ছিল বারাণসী-ধামে মহামৌন ধরি' ॥
বৈষ্ণবের সাত্ত্বিক ভাব নেহারি' একদা।
শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ-আশে ভ্রমে হেথা সেথা ॥
বৃন্দাবনে গিয়া 'যতি' হেরিল সেথায়।
নবদ্বীপ নামে সবে গড়াগড়ি যায় ॥
এল তাই 'যতীশ্বর' নদীয়া-দর্শনে।
মিলিল ন্যাসীজী সনে গোদ্রুম-কাননে ॥
শুদ্ধভক্ত পদ-রজ লৈয়া পূতমনে।
পুছে 'যতি' ধর্ম্মতত্ত্ব বিনম্র বচনে ॥
কহিলেন ন্যাসীজী,—"ওহে ভাগ্যবান্।
শুন তবে ধর্ম্মতত্ত্ব কহি যথাজ্ঞান ॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় বস্তু যে গঠিত।
বস্তুর গঠন হ'তে স্বভাব উদিত ॥
সে-স্বভাব বস্তুর নিত্যধর্ম্ম হয়।
বিকৃত হইলে তারে নিসর্গ কহয় ॥
বসিয়া নিসর্গ কিন্তু স্বভাবের স্থলে।
স্বভাবরূপেতে কার্য্য করে কভু ছলে ॥
তবু সে স্বভাব নহে,—ইহা জেনো মনে।
নিসর্গ কহে যে তারে নিমিত্ত-কারণে ॥
তারল্য স্বভাবে জল দেয় পরিচয়।
কাঠিন্য নিসর্গ কিন্তু শিলারূপে হয় ॥
নিসর্গ যে নৈমিত্তিক, কভু নহে নিত্য।
নিমিত্ত বিগত হ'লে নিসর্গ বিলুপ্ত ॥
বিকৃত হ'লেও স্বভাব রহে অনুস্যূত।
কালক্রমে অবশ্যই হয় সে উদিত ॥
যে বস্তুর যে স্বভাব তাই তার ধর্ম্ম ॥

বলেছেন গৌরাঙ্গ এই সারমর্ম্ম॥
অস্তিত্ব আছে যার তা'রে বস্তু কয়।
বাস্তব, অবাস্তব নামে দুই বস্তু হয়॥
অবাস্তবের অস্তিত্ব হয় যে প্রতীত।
বাস্তব-বস্তুর কিন্তু রহিছে অস্তিত্ব॥
অবাস্তব বস্তু কহে দ্রব্যগুণাদিকে।
পরমার্থে বাস্তব-বস্তু কহে ভাগবতে।
মায়া ঈশ্বরের শক্তি, জীব অংশমাত্র॥
অতএব জীব-স্বভাব কৃষ্ণ-আনুগত্য॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, জীব ঈশিতব্য।
চিদ্ধর্ম্মে কৃষ্ণে জীবে রহে বড় ঐক্য॥
জীবের নিত্যধর্ম্ম তাই হয় কৃষ্ণ-দাস্য।
তাহা ভুলি' জীব হয় মায়া-বশযোগ্য॥
মায়া-সঙ্গে জীবের হয় নিসর্গ উদয়।
ফলে নিত্যধর্ম্ম তা'র বিকৃত যে হয়॥
জড়ধর্ম্মবশ জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
তটস্থা জীব তাই ভুঞ্জে নানাদুঃখ॥
বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম এক ও অখণ্ড।
মায়াবশ্য জীব তা'র কি বুঝে সিদ্ধান্ত??
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা তো নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ-দাস্যই একমাত্র জেনো নিত্য ধর্ম্ম॥"
এত ধর্ম্মতত্ত্ব-কথা কহিলেন ন্যাসী।
শুনি' তাহা 'যতি' মনে হৈল বড় খুশী॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

# সন্দর্ভ-সার

## (ভক্তিসন্দর্ভ—১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম্মের বর্ণন আছে, তাহা নির্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম। তাহাতে ধর্ম্মার্থকামাদি ত্রৈবর্গিক ফলভোগময় কোন ছলনা নাই, বিশেষতঃ মুক্তিবাঞ্ছারূপ ছলধর্ম্মে উৎপাদন হইয়াছে। ইহাতে জীবের একমাত্র জ্ঞাতব্য, পরমমঙ্গলপ্রদ ও ত্রিতাপ ধ্বংসকারী বাস্তব বস্তুর কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সাক্ষাৎ ভক্তিকেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বলা হইয়াছে। তজ্জন্য দেবর্ষি নারদের বাক্য—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ (ভাঃ ১।৫।১৭)

নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে যদি অসিদ্ধ অবস্থায় ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কর্ম্মে অনধিকারহেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না ; যেহেতু যে-কোন অবস্থায় সেই ভক্তি-রসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? সাধারণ ধর্ম্ম ও ভক্তিধর্ম্ম বাহ্য লক্ষণে এক প্রকার দৃষ্ট হইলেও দেহ-মন-সম্বন্ধীয় নশ্বর অনিত্য ধর্ম্ম এবং নিত্য আত্মধর্ম্ম-ভক্তিতে যথেষ্ট ভেদ আছে। নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদেও বর্ণিত হইয়াছে—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্রনিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৩)

অর্থাৎ অচ্যুতের পাদপদ্ম-উপাসনায় জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল উদিত হয়। অপর সকল অনিত্য উপাসনায় ভয় আছে, কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর উপাসনায় কোন বস্তু হইতে ভীত হইতে হয় না। এ সংসারে অচ্যুতের উপাসনা-প্রভাবে অনিত্য দেহে ও মনে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ভবভয়োদ্বিগ্ন জনের ভয় সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈ র্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদযৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ'॥ ( ভাঃ ১১।২।৩৬ )

কায়-মনো-বাক্যে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা যাহা করে সে সমস্তই নারায়ণকে সমর্পণ করিবে ইত্যাদি বাক্যে তৎসমুদয় কর্ম্ম লৌকিক হইলেও ভগবানে অর্পিত হইলে উহা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলেও তাহাতে ভক্তি যে কেবলমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণামরী তাহার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া ভক্তির অব্যভিচারিত্ব ও কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়তা যেরূপে প্রকটিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে কথিত—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্মসংকল্প বিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥
শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মাণি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ। ( ভাঃ ১১।২।৩৮-৩৯ )

যদিও শুদ্ধাত্মায় দ্বৈত প্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও ধ্যানকারীর হৃদয় অবিদ্যাত্মক হওয়ায় তাহার বুদ্ধিতে দ্বৈত প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যেমন স্বপ্ন ও অভিলাষ, তদ্রূপ। তজ্জন্য যে মন কর্ম্ম সকলকে কল্পনা করে, উহা ত্যাগ করে, সেই মনকে সংযম করিবে, তাহা হইতেই অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে অভয় প্রাপ্তি ঘটিবে। মনোনিরোধকার্য্য দুঃসাধ্য ও কষ্টকর আশঙ্কায় সহজ পথ বলিতেছেন—চক্রপাণি শ্রীহরির জন্ম ও বিবিধ লীলা এবং যশোদানন্দন, দেবকীনন্দন প্রভৃতি নামসকল শ্রবণপূর্ব্বক অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া ও লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিবে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কর্ম্মাদি পরিহার পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভক্তিরই বিধান করিতেছেন—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৪-৪৭)

সত্য অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য প্রকারে বলার নাম পরোক্ষবাদ। কর্ম্মময় বেদ পরোক্ষবাদপূর্ণ এবং অজ্ঞ অশান্ত বাল-স্বভাব জীবগণের অনুশাসনস্বরূপ। যেরূপ পিতামাতা আময়গ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য মিষ্টদ্রব্য প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, তদ্রূপ কর্ম্মসকলের বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া পরে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিধানই বেদের তাৎপর্য্য। যে মূর্খ ব্যভিচারী ব্যক্তি বেদ কথিত কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করে না, সে তজ্জন্য অধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে আর অনাসক্ত হইয়া বেদ-কথিত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যিনি স্বয়ং ফলভোগ না করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কর্ম্মভোগ নিবৃত্ত হয়। কর্ম্মে ফলশ্রুতির বর্ণন কেবল কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য। যিনি জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি শীঘ্র মোচন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈদিক বিধানের সহিত পঞ্চরাত্রাগমোক্ত বিধান অনুসারে ভগবান কেশবের পূজা করিবেন। ব্যতিরেক মুখেও বলিতেছেন—

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাঽবিজিতাত্মনাম্॥
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।১-৩)

হে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! যে সকল ব্যক্তি ভগবান হরিকে ভজন করে না, তাহাদের মন প্রায়ই সংযত হয় না এবং কামনাও শান্ত হয় না

তাহাদের পরিণামে গতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—বিরাট্ পুরুষের মুখ-বাহু-উরু ও পাদদেশ হইতে আশ্রমচতুষ্টয়ের সহিত বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ সত্ত্ব-রজোগুণে ক্ষত্রিয় রজস্তমোগুণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্র ও অন্ত্যজ; জঘনদেশ হইতে গার্হস্থ্য হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষ হইতে বানপ্রস্থ ও মস্তক হইতে সন্ন্যাস আশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মকারণ পরমপুরুষের ভজন করে না, কিন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা নিজ নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

দ্রুমিলের উপদেশেও দেখা যায়—

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি॥

দেবগণ কৃত নরনারায়ণের স্তব—হে বিভো! আপনাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি-দেবগণের দ্বারা বহু বিঘ্ন প্রাপ্ত হন। কারণ আপনার ভজনকারী ব্যক্তি যে পরম পদ লাভ করেন, তাহা ইন্দ্রাদি দেবতার আবাসস্থল হইতে বহু উন্নত লোকে অবস্থিত। কৃষকগণের রাজাকে কর প্রদানের ন্যায় যে সকল ভগবদ্ভজনরহিত মানব কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে দেবতাগণকে যজ্ঞ ভাগ প্রদান করে, তাহাদের কোন বিঘ্ন হয় না বটে, কিন্তু আপনি যাঁহাদিগকে রক্ষা করেন তাদৃশ ভক্তগণ নিশ্চয়ই বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর নিমিরাজ প্রশ্ন করিতেছেন—

সেই ভগবান্ কোন্ কালে কিরূপ বর্ণে, কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ নামে, কোন্ বিধিদ্বারা পূজিত হন? তদুত্তরে করভাজন ঋষি বলিয়াছেন—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।২০)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান কেশব নানাবর্ণ, নানা নাম, নানা আকারে, নানা বিধিদ্বারা পূজিত হন।

শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদেও দেখা যায়—

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্বগাম্ ॥ ( ভাঃ ১১।৭।৬ )

হে উদ্ধব! তুমি স্বজনবন্ধুবর্গের সকল স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতে মন সম্যক্ প্রকারে অর্পণপূর্ব্বক সমদর্শন হইয়া বিচরণ কর। বিষয়দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত গোস্বামী উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ অন্যান্য ভজনাভিলাষী জীবকে ভগবদভিনিবিষ্ট চিত্ত সমদর্শন হইয়া বিচরণ করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়ে কেবল জ্ঞানযোগের অসাধ্যতা ও ভক্তিযোগের সুখ-সাধ্যত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব কথিত হইয়াছে—

ন কুর্য্যাৎ ন বদেৎ কিঞ্চিৎ
ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা
বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥ ( ভাঃ ১১।১১।১৭ )

মুনি ব্যক্তি ভাল মন্দ কিছুই করিবেন না, বলিবেন না, চিন্তাও করিবেন না। তিনি আত্মারাম হইয়া নিস্পৃহভাব অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ( ভাঃ ১২।৪।৩৯ )

নানাদুঃখরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি অতিশয় দুষ্পার সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা-কথারস-সেবন ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎ প্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥ ( ভাঃ ১১।১১।১৮-১৯ )

যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে পারদর্শী হইয়া অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যের শ্লাঘা করিয়া পরতত্ত্বানুশীলনরূপ ভগবদ্‌ভজনে নিপুণ হইতে পারেন না, তাঁহার শাস্ত্রপাঠরূপ পরিশ্রম বন্ধ্যা গাভীপালনের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। অতএব ভগবৎ সম্বন্ধিনী লীলারহিত বাক্য যদি বৈদিকও হয়, তথাপি তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য নহে, তাহাই পরবর্ত্তিশ্লোকে বলিতেছেন—যাহার ভাগ্যে দুঃখের পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সেই ব্যক্তিই বন্ধ্যা বা নিঃশেষিত দুগ্ধ-গাভী, অসতী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সুপাত্রে অদত্ত ধন, ও আমার [ ভগবানের ] নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিশূন্য গ্রাম্যকথায় আশ্রয় দান করে।

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্‌
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥ [ ভাঃ ১১।১১।২০]

হে উদ্ধব! যে বাক্যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ জগৎ শোধক ভগবচ্চরিত বিষয় অথবা লীলাবতারগণের লীলাকথা না থাকে, তাদৃশ বাক্যকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বন্ধ্যাবাক্য (নিষ্ফল) বিচারে কদাপি তাহার আদর করেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

---

# জন্মমৃত্যু-রহস্য

জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে একটু বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক্, জন্ম কাহার হয় এবং মৃত্যুই বা কাহার হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি মুখ্যা—চিচ্ছক্তি জীব-শক্তি ও মায়া-শক্তি; তন্মধ্যে চিচ্ছক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বলে; মায়াতীত অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম এই চিচ্ছক্তির বৈভব। বাস্তববস্তুর বাহ্য-প্রসবিনী মায়া শক্তিরই পরিণাম এই জড় জগত, এজন্য তাঁহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে, অতএব অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সমুদায় বা দেবীধাম এই মায়া শক্তির বৈভব। তৃতীয় জীবশক্তি, ইহা অনন্ত, ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবদ্‌রাজ্য অর্থাৎ চিদ্‌রাজ্য, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি অর্থাৎ জড়জগৎ ও জীব জগৎ সত্য। জীবের অবস্থান চিদ্-জগৎ ও জড় জগতের মধ্যস্থলে, এজন্য জীবকে তটস্থা শক্তি বলে। 'তট' বলিলে যেখানে জল ও

ভূমি মিশিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম স্থানকে বুঝায়। উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকায় জীবের দুই দিকেই দৃষ্টি চলে। উভয় শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ স্বভাব। কৃষ্ণস্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরূপে আছে, কারণ চিৎ-সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের সহিত অভেদ, কেবল অণুত্বপ্রযুক্ত ভেদ। সুতরাং কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র কামনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য অটুট থাকে। তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-বৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে যায়। 'অহং জড় ভোক্তা' এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া জীবের শুদ্ধ চিৎকণ-স্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এই জড় জগৎ একটী কারাগৃহ সদৃশ এবং চিদ্‌জগৎই জীবের প্রকৃত বাসস্থল। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, পরম দয়ালু কৃষ্ণচন্দ্রও অপার করুণা প্রকাশ করত জড়জগৎরূপ কারাগার ও জড়মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই জগতে কোনও ব্যক্তি রাজদ্রোহমূলক কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারা-গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ কোনও জীব যখনই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া এই জড় রাজ্যের দিকে অবলোকন করত মায়ার ভোগবাসনা করে, তখনই কারাকর্ত্রী মায়া তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া কারাগৃহ-সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ তখনই জীব মায়া-

বন্ধনে পতিত হয়। "মায়া-প্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন।" সেই কালগণনার অগ্রে বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাহাকে অনাদি বলা যায়, যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্ব্বেই হইয়াছে। এই মায়া-বন্ধনের নামই জীবের সংসার-প্রবেশ। জীব মায়াবদ্ধ হইলেই তাহার নিত্য স্বরূপ অর্থাৎ চিৎ-শরীরের উপর দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করে। একটীর নাম লিঙ্গ শরীর, আর একটীর নাম স্থূল শরীর। বস্তুতঃ জীবের একটী নিজ স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম। যেমন এই স্থূল শরীরের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইয়া স্থূল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে একটী চিৎকণ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গ শরীরের উপাধি হইয়াছে। সেই লিঙ্গ শরীর বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। লিঙ্গ শরীর জড়সম্বন্ধ-প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই তিনটী বিকারদ্বারা গঠিত হয়। দ্বিতীয় আবরণ—এই স্থূল শরীর। জীব লিঙ্গ শরীরে বাসনা লইয়া স্থূলদেহ আশ্রয় করেন। আবার লিঙ্গদেহ একটা স্থূলশরীর-পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কর্ম্মবাসনা সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাক্রমে জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। চিতাগ্নি, বৃষ্ট্যাগ্নি, ভোজনাগ্নি, রেতঃহবনাগ্নি ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিপ্রণালী ছান্দোগ্যে ও ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা-সংস্কারক্রমে নূতন দেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়। সেই স্বভাব-অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কর্ম্ম হয় এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্য স্বরূপে প্রথম আবরণ লিঙ্গ শরীর ও দ্বিতীয় আবরণ স্থূল শরীর। জীব এইরূপে কর্ম্মবশতঃ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যথা, পদ্মপুরাণে,—

জলজা নব-লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

প্রাচীনকবি শ্রীল প্রেমানন্দদাস বলিয়াছেন, যথা, 'মনঃশিক্ষা'তে,—

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন,
এ তোমার কেমন বুঝ॥

স্থাবর-যোনিতে, ক্রমে যে জনম,
হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জলজন্তু মাঝে, নব লক্ষ তায়,
জলেই বসতি ভক্ষ্য ॥
একাদশ লক্ষ, ক্রিমিতে জনম,
দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে ত্রিশ লক্ষ,
মানব চতুর্লক্ষ।
মানুষে আসিয়া, কুৎসিৎ দ্বি-লক্ষ,
শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, পরে একবার,
তা' সম নাহিক আর ॥
কতেক কল্প, ভ্রমিয়া মানুষ,
এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া, পুন না ফেলাবে,
আবার তোমারে বাপ ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল,
অসৎ ভাবনা ছাড় ॥
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর,
এ সব যাতনা এড় ॥

মায়াবদ্ধ জীব বাসনাবশতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের রজঃবীর্য্য আশ্রয় করিয়া দশমাস দশদিন গর্ভে বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেই আমরা বলিয়া থাকি, অমুক স্ত্রীলোকের একটী পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কালক্রমে জীবাত্মা সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া বাসনানুযায়ী অন্য দেহ আশ্রয় করিলে পূর্ব্ব দেহটীতে 'মৃত দেহ' বলি, এবং সেই দেহে জীবাত্মা থাকাকালে জীবাত্মার নাম অনুসারে বলিয়া থাকি যে, অমুক পুরুষ কি অমুক স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। বাস্তবিক জীবাত্মার জন্ম, মৃত্যু বা বিনাশ নাই। যথা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নঃ ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
( গীঃ ২য় অঃ ২০ শ্লোক )

জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না।

আরও,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
( গীঃ ২য়ঃ অঃ ২২ শ্লোক )

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
( গীঃ ২য় অঃ ২৩ শ্লোক )

[ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুর দ্বারাও শুষ্ক হন না। ]

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহার আত্মজ্ঞান বা স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধি হইয়াছে, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, যদিও তিনি কৃষ্ণ ভুলিয়াই এই মায়িক সংসারে আসিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবশতঃ নানা যোনিতে ফিরিতেছেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপের বিনাশ কখনও হয় না; তবে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছেন, পরে সময়মত জীর্ণবস্ত্র পরিহারের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করেন, সুতরাং দেহেরই পরিবর্ত্তন হয়। এইজন্য আত্মতত্ত্ববিৎ ভক্তগণ মৃত্যুকে কখনও গ্রাহ্য করেন না এবং মৃত্যুভয়ে কখনও ভীত হন না। অনেকের মনে হইতে পারে,—'জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? ভগবান্ ত' সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ত' জানিতেন যে, জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই

সে কষ্ট পাইবে এবং সে কষ্টের দায়ী নিজেই (কৃষ্ণই) হইবেন? তবে জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন কেন?'

মনোযোগপূর্ব্বক স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, স্বতন্ত্রতা একটী রত্নবিশেষ। জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, যে-সকল বস্তুতে এ রত্ন দেন নাই। এই জন্যই সেই সকল বস্তু তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ। চিদ্‌বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, জীবও অবশ্য তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতা রূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না। অতএব জীব যে পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মও সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মপ্রযুক্ত জীব জড় জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড় জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয় সেবক।

সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জড় জগতের সকল বস্তুতে ও ভাবে দুঃখ স্থাপন করিয়া তদাশ্রিত বদ্ধ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। জীব কৃষ্ণের অমৃতময়ী লীলা জড় জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য লীলা প্রপঞ্চে উদয় করান। আবার জীব লীলাময়ের লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায়স্বরূপ নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ ভক্ত-চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেন। তাঁহার করুণা অপার, জীবের দুর্দ্দৈব অতি শোচনীয়। কেহ কেহ মনে করেন, "জীব-সকল আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হউক এবং জগতের সৃষ্টিকার্য্যের লোপ হউক"—ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয়ে দুই একটী কথা উল্লেখ করিতেছি। মনোযোগ-পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

মনে করুন, অনন্ত কোটী বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ চিদ্‌রাজ্য ও অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জড় জগৎ এই দুইএর রাজা স্বয়ং ভগবান্। জীবকুল এই দুই জগতের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; এই তটস্থানেরও অধিপতি ভগবান্। চিদ্‌জগতের কার্য্যের ভার চিৎ অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তির উপর এবং জড় জগতের ভার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া ভগবান্ স্বয়ং গোলোকে বিরাজিত আছেন। কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়াই এই মায়িক

জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যখনই কোনও জীব অন্যায় কর্ম্ম করিবে, তখনই তাহার রুচি ও প্রার্থনামত কারাগৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, অপরাধী ( কয়েদী ) বেশী হইলে রাজা বেশী সুখী হইবেন, না অপরাধী ( কয়েদী ) কমিয়া গেলে বেশী সুখী হইবেন ? কমিয়া গেলেই রাজা বেশী সুখী হন, সে-বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। চোর, ডাকাইত প্রভৃতি অসৎ লোকের বৃদ্ধি হউক্, জেলখানা অনেক অসৎ লোকে পরিপূর্ণ হউক—ইহা রাজার উদ্দেশ্য নহে। অতএব অসৎ লোকের দ্বারা জগতের সৃষ্টি বৃদ্ধি পাউক্—ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে।

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কৃষ্ণ পরম করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন—যে দুর্ব্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয় ? উত্তর এই :—কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপ লীলা হইবে, এই ইচ্ছায় জীবকে আদি তটস্থা অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাদিরূপ নিত্য পদের উপযোগী করিয়াছেন ; তাহার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে নশ্বর জড়ের সহিত অভেদাত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত পরমানন্দ-লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক ভোগবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন। ভোগবুদ্ধিযুক্ত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজ-সুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ। এই অবস্থাতে জীব অধোগমন করিতে থাকেন। পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া উচ্চগতি-সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাঁহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য পার্ষদদিগের অবস্থা সাম্য লাভ হয়। জন্ম-মৃত্যু পরীক্ষাস্বরূপে জীবগণকে দিয়া জগদীশ্বর জীবের প্রতি করুণার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যদি মনুষ্যের মৃত্যু না হইত, তবে সকলে অমর হইত ; তাহা হইলে আর ভগবানের জন্য কোনও মনুষ্য, কি অন্য প্রাণী সাধন করিত না। যে জীবাত্মা যে শরীর ধারণ করিয়াছে, সেই জীবাত্মাটী সেই শরীরে মায়িক জগতে 'আমি' 'আমার' করিয়া নিজের কুবাসনানুযায়ী বিচরণ করিত। যে ব্যক্তি অসৎ লোকের গৃহে জন্মিয়াছে, তাহার সৎ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ না হওয়ায় তাহার অসৎ প্রবৃত্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকায় বরং ঐ প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হওয়ায় জীবাত্মা ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন দেহ পাওয়ায় উন্নতির অনেক সুবিধা পান এবং শিশুকালে সৎ ও অসৎ দুইটী প্রবৃত্তিই সুপ্ত থাকায়

যে-সময়ে যেরূপ সঙ্গ পান, সেই সঙ্গপ্রভাবে সৎ অথবা অসৎ প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। যে প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি সুপ্তই থাকিয়া যায়; এইরূপে ক্রমোন্নতি দ্বারা জীব ভগবৎসন্নিধানে যাইতে সমর্থ হন।

তাই বলি, জন্ম-মৃত্যু জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। এই ত জন্ম-মৃত্যু-রহস্য। যিনি নিজস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই এই রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দাসাধিকারী জ্যোতিষার্ণব

---

## শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর (দ্বাদশ তরঙ্গ)

### [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৬ পৃষ্ঠার পর )

জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়। স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তায়॥
অঙ্গভঙ্গি কোটি-কন্দর্পের দর্প নাশে। দেখি' মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে॥
দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি। করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি'॥
মুনি মহানন্দে পড়ি' প্রভু পদ-তলে। করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্রজলে॥
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে। সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে॥
প্রভু আলিঙ্গন করি' কহে বার বার। 'সর্ব্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার॥'
ঐছে কত কহি' প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈল। প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা॥
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে। হৈল মোর তপস্যা সফল এতদিনে॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারিভিতে। কত সাধ নদীয়ার মহিমা দেখিতে॥
নিরন্তর নদীয়াচান্দের গুণ গায়। ধূলায় ধূসর, সিক্ত নেত্রের ধারায়॥
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে। এইহেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে॥
জহ্নুদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার। সে-সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥
এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব্ব কানন। লোকে কহে শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন॥
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়। বাঢ়য়ে নির্ম্মল-ভক্তি শ্রীপ্রভুর পায়॥

### মোদদ্রুম—মাউগাছি

এত কহি' জান্নগর হইতে ঈশান। চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান॥
মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়া। শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥

এই মাউগাছিগ্রাম লোকেতে প্রচার। মোদদ্রুমদ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার ॥
মোদদ্রুমদ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল। তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল ॥
পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যা-তনয়। অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয় ॥
ছাড়ি' রাজবেশ প্রভু মহানন্দ-মনে। জানকী-লক্ষ্মণসহ ভ্রমে বনে বনে ॥
অতি সুকোমল পদে যে-পথে চলয়ে। সে-পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে ॥
বাত, বর্ষা, সূর্য্যাতপ সদা অনুকূল। অদ্ভুত ভ্রমণলীলা ভুবনে অতুল ॥
নানা দেশবাশী স্ত্রী-পুরুষাদি যত। দেখি' রামচন্দ্র-শোভা সবেই উন্মত্ত ॥
যে যে-বন-পর্ব্বতাদি স্থানে কৈল স্থিতি। হৈল মহাতীর্থ সে সে-স্থানে ব্যক্ত কীর্ত্তি
এথা হৈতে উত্তর-দিশায় কথোদূরে। ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বত-গহ্বরে ॥
অদ্যাপিহ লোকযাত্রা সেইখানে হয়। সে-স্থান দর্শনমাত্রে সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় ॥
ওহে শ্রীনিবাস, ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে ॥
অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন। মধ্যে শ্রীজানকী, পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম-জানকী-লক্ষ্মণের শোভা দেখি'। আনের কা কথা, মহামুগ্ধ পশু-পাখী ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন। চতুর্দ্দিকে চাহি' চলে গজেন্দ্রগমন ॥
কথোদূর হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায়। মন্দ মন্দ হাসে অতিকৌতুক হিয়ায় ॥
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি' সহাস্য বদন ॥ জিজ্ঞাসে জানকী, 'কহ হাস্যের কারণ' ॥
শুনি' শ্রীসীতার প্রৌঢ়বাক্য রসাবেশে। কহয়ে জানকী-প্রতি সুমধুর ভাষে ॥
"দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে। হবে মহাকৌতুক এ নবদ্বীপ-গ্রামে ॥
নবদ্বীপে করি' অতি অদ্ভুত বিহার। তদুপরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥
এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ। করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন ॥"
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড়করে। "কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া নগরে ??"
শুনি' প্রভু কহে, "বিপ্রবংশেতে জন্মিব। বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব ॥
ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম। আমা পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন ॥
হব বিদ্যাবন্ত, কীর্ত্তি ব্যাপিব ভুবনে। করিব বিবাহদ্বয় পিতা-অদর্শনে।
এবে যৈছে কৈলু পিণ্ড প্রদান গয়াতে। ঐছে পিণ্ড প্রদান করিব লোক-রীতে ॥
নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাঢ়াইব। ব্রহ্মাদি-দুর্লভ সংকীর্ত্তন প্রচারিব ॥
নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া। হইবাঙ্ দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া ॥"
শুনি' শ্রীজানকী কহে সহাস্য-বদনে। "সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে ??
ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়। পরম দয়ালু হৈয়া হইবা নির্দ্দয় ॥"
শুনি' লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতাপ্রতি। "না জানহ সদা মোর নবদ্বীপে স্থিতি ॥"

কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে। জানকী-লক্ষ্মণসহ আইলা এইখানে॥
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়। তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব্ব ছায়ায়॥
পুন শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে। "সঙ্কীর্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে??"
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন। প্রিয়াপ্রতি কহে, "করো মুদ্রিত নয়ন॥"
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে। নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে॥
গীত-নৃত্য বাদ্যের অবধি নদয়ায়। প্রভু-ভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায়॥
পরিকরমধ্যে গৌর-বিগ্রহ সুন্দর। কৈশোর বয়স মহারসের সাগর॥
ভুবন মোহয়ে সে না অঙ্গ-ভঙ্গিমাতে। সেশোভা দেখিয়া সীতানারে স্থিরহৈতে
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ-পানে। হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈল তানে॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা-নন্দন। হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ॥
এথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়। এইহেতু মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কয়॥
এই মোদদ্রুমদ্বীপ যে করে দর্শন। তারে সুপ্রসন্ন রাম-জানকী-লক্ষ্মণ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই রামবট স্থান। কলি প্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্দ্ধান॥
এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ-চিতে। শ্রীসীতা-লক্ষ্মণসহ চলে উৎকলেতে॥
প্রবেশি' উৎকলে দেখি' স্থান মনোরম। রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন।
সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সে-স্থান। মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান॥
তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে। করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে॥
এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর। করিল অদ্ভুত লীলা অন্য-অগোচর॥
রাম-উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা। ওহে শ্রীনিবাস, কিছু কহি তাঁর কথা॥
যে-দিবস বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা। সে-দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিলা॥
প্রকট সময়ে দেবে জয়ধ্বনি করে। দেখি' বিপ্রগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁপরে॥
পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়। হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয়॥
দশরথ রাজা—এই মিশ্র জগন্নাথ। জগৎজননী শচী—কৌশল্যা সাক্ষাৎ॥
কাহুকে না কহি কিছু দেখি বিশ্বম্ভরে। মিশ্রগৃহ হৈতে আইলেন নিজঘরে॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম রামে করিতে ধিয়ান। দেখি মিশ্রপুত্রে গৌরমূর্ত্তি অনুপম॥
ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল॥
কনক-দর্পণ জিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা। নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর॥
শিরে চারু চিকন চাঁচর কেশভার। তাহে সুবিচিত্রিত বেড়া নানা পুষ্পহার॥
গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নাই জগতে উপমা॥

# সংগ্রাম

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৬ পৃষ্ঠার পর )

যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াসী এবং নিতান্ত উদরপরায়ণ তাহাদের দ্বারা হরিভক্তি লাভ অসম্ভব। অধিক ভোজন করিলে নানাপ্রকার রোগ-গ্রস্ত হইতে হয়, তাহা ভজনের বাধা উপস্থিত করে। সেই জন্য উদর-বেগ দমন করা একান্ত কর্ত্তব্য। একাদশী, জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতোপবাসধারী এবং মহাপ্রসাদ ব্যতীত কোন খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি উদরবেগ দমনে সক্ষম হয়।

জিহ্বার বেগ হইতে উদরের এবং উদরবেগ হইতে উপস্থের বেগ হয়। সাধুসঙ্গ-বলে তাঁহাদের গর্হণমুখে ভজনপ্রভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিলে উপস্থবেগ দমন হয়। যাঁহারা উপস্থবেগ দমন করিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় নাই, তাঁহারাও শাস্ত্রসম্মত উপায়ে আদর্শ গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্‌ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপস্থবেগ দমনে সক্ষম হইবেন। স্থূলশরীর থাকিতে কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কাম—কৃষ্ণ-সেবার্পণে ক্রোধ - ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ—ইষ্ট-লাভ বিনে, মদ—কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

কাম-ক্রোধাদি বেগসমূহকে তত্তদ্‌বিষয় হইতে ফিরাইয়া ধৈর্য্য-সহকারে ভক্তির অনুকূল করাই প্রকৃত সংগ্রাম। কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা কখনও কোন জন্মে কৃপা অবশ্যই করিবেন—তাঁহার চরণ কখনই ছাড়িব না—এইরূপ

ধৈর্য্য-সহকারে আমাদিগকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।

কলিকালে অনেকেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতের অনুশীলনকারীদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া মনে করেন। উপরিউক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধমত শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা এবং মনোধর্ম্মের মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে উদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুরুষাভিমানী ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগকে প্রকৃতি বা ভোগ্যা এবং নিজদিগকে পুরুষ বা ভোক্তা মনে করে এবং ঐরূপ পুরুষের অনুকরণ করিয়া অবৈধ-ভাবে বিলাসরত হওয়াকেই সাধন বলে। ভগবান এইরূপ উদারনৈতিক (?) উচ্ছৃঙ্খলগণের হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষা করুন্।

একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম; তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার অনুকরণ মায়াবাদ ও কৃষ্ণবিরোধ ব্যতীত কিছুই নয়। শ্রীগৌর-সুন্দর স্বয়ংকৃষ্ণ হইলেও তাঁহার এই ঔদার্য্যাবতারে পরস্ত্রী সম্ভাষণাদি কার্য্য নাই। অপ্রাকৃত রসাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গোস্বামিগণ কখনও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডলীলাই ইহার প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম—লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মার অহৈতুকী প্রেম; আর আউল-বাউলাদির ধর্ম্ম—রক্ত-মাংসপিণ্ড শরীরের প্রতি হৈতুক কামবৃত্তি। সুতরাং আমরা এইসকল বিদ্ধ অপসম্প্রদায়গুলিকে অবৈষ্ণব জানিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সমাজে শুদ্ধভক্তিই প্রতিষ্ঠিত করিব। বর্ত্তমানকালে এই সকল অপসম্প্রদায়ীকে শুদ্ধবৈষ্ণব-মনে করিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছেন। সমাজ-দেহের এইসব দুষ্ট ব্রণের বিরুদ্ধে শুদ্ধভক্তি-যাজনকারীদিগকে প্রবলভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইবে, নচেৎ সুস্থ সমাজ-দেহ অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে,—কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে ধর্ম্মবলে নিগ্রহ করেন। কলি তাহার বাসের নিমিত্ত একটী স্থান যাচ্ঞা করিলে তাহাকে চারিটী অধর্ম্ম-স্থান দেওয়া হইল। দ্যূতক্রীড়া, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ - এই চারিটী যথায় ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানাদি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ স্থূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

পুনরায় ঐগুলির একত্রাবস্থান যাচ্ঞা করায় রাজা তাহাকে স্বর্ণ ; পরে অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর—এই কয়েকটীও দান করিলেন।—

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥ ( ভাঃ ১।১৭।৩৯ )

সর্ব্বত্রই সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন। সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ ও বৈর বিরাজমান।

তাস, পাশা, দাবা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী, লুডো, লটারীখেলা প্রভৃতি অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যে স্থলে হয়, তাহাই 'দ্যূত'ক্রীড়াস্থান। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্যপরায়ণ, কলহপ্রিয় ও ধর্ম্মকর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। অনেক ভদ্রলোক অসৎসঙ্গে পড়িয়া ক্রীড়া-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসৎ হইয়া পড়েন। অতএব ভক্তি-সাধকগণকে কলিস্থান-পঞ্চকের অন্যতম দ্যূতক্রীড়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্ব-স্ব-সৎস্বভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

'পান'—কোন স্থলে দ্রব জলীয়, কোনও স্থানে ধূম্রাকার। পান (তাম্বুল), সুপারি, তামাক, গাঁজা, মদ্য ও সুরা প্রভৃতি আসব বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে। পান সেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসেপ্সা বৃদ্ধি হয়, গুবাকে চিত্তচাঞ্চল্য উদিত হয়, তামাকে মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি হয়, গাঁজায় বুদ্ধিনাশ হয়, অহিফেন ও মদ্যে মনুষ্যকে শীঘ্রই পশুতুল্য করিয়া ফেলে। চা পান করাও অত্যন্ত অনিষ্টকর। সুতরাং শুদ্ধভক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে এই সব মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। ঐসব আসব সেবনকারী অসৎ লোকের সঙ্গ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। আসবসেবা দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়—ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। অনেক সরল বিশ্বাসী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি এই প্রকার আসবসেবনকারীদিগকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজেদের নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

যে-স্থলে পুরুষ স্ত্রৈণভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, সেইখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান জানিতে হইবে। অধর্ম্ম-পত্নী, উপপত্নী, বারবনিতা সংস্পর্শও কলিস্থান, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বৈষ্ণব-

ঋষিগণ, অম্বরীষাদি রাজগণ এবং শ্রীবাসাদি গৃহস্থ ভক্তগণের ন্যায় ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ভক্তি-সাধনোপযোগী জীবননির্ব্বাহ করাই শাস্ত্রানুমোদিত—ইহাতে কলির স্থান নাই। কিন্তু আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়গণ পরস্ত্রী লইয়া উপাসনার ভাণে নিরন্তর কলির কবলে পড়িয়া অবশেষে মহারৌরবে পতিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া ইহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

প্রভু কহে—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পাঁরো আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

'স্ত্রীসঙ্গ'—কলির স্থান; এমনকি, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বর্জ্জনের জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে সংসার ছাড়িয়া মঠে আসিয়া সাধুসঙ্গে বাস করিতে হইবে।

'সূনা' অর্থে প্রাণিবধ। প্রাণিবধ অনেক প্রকারের। নিজদেহ পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করার নাম—প্রাণিবধ। এজন্মে একটী জীব যাহাকে হত্যা করে, পরজন্মে আবার সেই হতজীব অন্য দেহপ্রাপ্ত হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। কেবল নিজহস্তে হত্যা করিলেই পশুবধ হয় না, পশুবধ বহুপ্রকারে হইতে পারে, যথা—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ ( মনু ৫।৫১ )

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংস বিভাগকারী, স্বয়ংহন্তা, মাংস-ক্রয়বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক—এই কয়জনই ঘাতক শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং দেহরক্ষার জন্য বা জিহ্বালালসার জন্য যাহারা পশুহননাদি করেন বা প্রশ্রয় দেন, তাহারা কলির কবলে পতিত। নিত্যধর্ম্ম-যাজনশীল ব্যক্তি ঐ সকল সঙ্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবেন।

বহির্ম্মুখ জীব অর্থের দ্বারা যেখানে কলির উৎপাতস্বরূপ ভোগের বস্তুগুলি সংগ্রহে ব্যস্ত, সেখানে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা—এই চারিটী অধর্ম্ম যুগপৎ বর্ত্তমান এবং শত্রুতা নামক আর একটী পঞ্চম অনর্থও তাহাতে রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা—যেখানে শুদ্ধভক্ত হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন, সেখানে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয় ; তাহাতে ঐপ্রকার অনর্থের সম্ভাবনা নাই।—

"তোমার কনক— ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥"

আজকাল বহু কপট গৃহী বৈষ্ণব হরিসেবার নামে অর্থ ভিক্ষা করিয়া হরিসেবার পরিবর্ত্তে নিজেদের উদরভরণ এবং অবৈধ পত্নীগণের ভোগে লাগাইয়া কলির কবলে পাতিত। আবার ত্যাগী বৈষ্ণবগণের অনেকেই বর্ত্তমানে আশ্রমবাস ও হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক খেয়াল-খুসিমত অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া আখেরের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

অতএব কলির কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশক্তি সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, নচেৎ পরাজিত হইয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম হেলায় হারাইয়া ভজনবিহীন অবস্থায় আত্মঘাতী হইয়া পড়িব।

—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, বিদ্যানিধি, বি.এ

---

# শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

## শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী জীউর বিরাট অন্নকূট মহোৎসব এই বৎসরও বিপুল সমারোহের সহিত বিগত ৮ই কার্ত্তিক সমাপ্ত হইয়াছে। এই দিবসের পূর্ব্বরাত্র হইতেই মঠবাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ সারারাত্র ধরিয়া এই উৎসবের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকেন। উৎসবের প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমিতির ভক্তবৃন্দ সেই

সেই দেশের উপাদেয় দ্রব্যাদি শ্রীবিগ্রহগণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতেই মঠে সম্মিলিত হইতে থাকেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকাল হইতেই পূজার্চ্চনার আয়োজনও চলিতে থাকে। নাট্য মন্দিরের একস্থলে বিরাট্ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার শোভা অতীব মনোরম হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও গোপূজা সমাপনান্তে ভক্তবৃন্দ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত পরিক্রমা করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউ এর উদ্দেশ্যে প্রায় ২৬৪ প্রকার ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোগারতি সমাপ্ত হইলে স্বয়ং শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম লিখিল জীবের পরম কল্যাণার্থ তাহাদের মায়িক ভোগ দূরীকরণে এই বিচিত্র ভোগ-দর্শনের অর্গল সকলের নিকট উন্মোচন করেন। এতাদৃশ বিপুল ও বিচিত্র ভোগরাগ দর্শন মানসে সমগ্র নবদ্বীপ শহর মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ ভোগের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে ব্যর্থ হইয়াছি।

ভোগ-দর্শনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়াছিল—চিনির নির্ম্মিত বিরাট রথ ও কদমা। ইহার অপূর্ব্ব দর্শন বহুসংখ্যক লোককে আকর্ষণ করিয়াছে। এই বিরাট অন্নকূটের সংবাদ লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পর দলে দলে সুকৃতিমান জনগণের প্রসাদ গ্রহণ করিতে শ্রীমঠে সমাগম হইতে থাকে। বেলা ২টা হইতে প্রসাদ বিতরণের পর্ব্ব আরম্ভ হয়; আর এই পর্ব্ব সমাপ্ত হয় রাত্রি ১০ ঘটিকায়। সহস্র সহস্র লোক এই দেবদুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ পাইয়াছেন। স্থানীয় B. D. O. অফিস, থানা, মিউনিসিপ্যালিটী, রেলওয়ে, শিক্ষা ও বিবিধ ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে জনগণ এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। বিবিধ পত্র-পত্রিকার সংবাদদাতৃগণও কৌতুহলোদ্দীপক চিত্তে মহোৎসবোদ্দেশ্যে শ্রীমঠে আগমন করেন। সকলের একই কথা,—এরূপ বিপুল ভোগ-সম্ভার প্রস্তুত সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। সকলেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য-পাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের এই অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে তদীয় গুণগানে মুখর হইয়া উঠেন। সকলেই তাঁহার নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হন।

বহু পত্র-পত্রিকায় এই মহোৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকার নবদ্বীপস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা মহাশয়ের সৌজন্যে উক্ত পত্রিকায়

গত ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৭২ এই উৎসবের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।—

### "নবদ্বীপে অন্নকূট-মহোৎসব"

"* * নবদ্বীপের শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবার অন্নকূট মহোৎসব সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়েছে। এই দুর্দ্দিনের বাজারেও বহু সংখ্যক দুঃস্থ ও অনাথ-আতুরের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়েছে।"

অনাদি কর্ম্মফলে ভবার্ণব-জলে পতিত মায়াবদ্ধ জীব-মীনগণের মহাপ্রসাদ সেবনে যাহাতে মায়িক ক্ষুৎ-পিপাসা ভোগ নিবৃত্ত হয় তজ্জন্য যাবতীয় ভোগের জনক শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী জিউর উদ্দেশ্যে এই বিচিত্র ভোগের নিবেদন। কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। যাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্নকূটের মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ পান নাই, তাঁহারা শ্রীপত্রিকা কীর্ত্তনমুখে কর্ণদ্বারা এই অদ্ভুত ভোগ-সংবাদ আস্বাদন করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করুন—ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

### (খ) শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে

সমিতির মথুরা-শাখা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও বিগত বর্ষের স্মৃতি লইয়া বিচিত্র অন্নকূট মহোৎসব প্রকটিত হন। উষাকাল হইতে শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজায় সকল মঠবাসীর মধ্যে ব্যস্ততা পড়িয়া যায়। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০ প্রকার ভোগ শ্রীশ্রীগিরিরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। ভোগারতি সমাপন হইলে দর্শকমাত্রেই অন্নকূটের অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট জনগণ এই উৎসবে যোগদান করেন।

### (গ) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

সমিতির বিশিষ্ট প্রচারকেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অন্নকূট মহোৎসব আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ উৎসাহে শ্রীগুরু কৃপায় আয়োজিত শতাধিক প্রকার ভোগসামগ্রী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দে অর্পিত হয়। উপস্থিত দর্শক ও ভক্তবৃন্দ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

বলা বাহুল্য, সমিতির অপরাপর শাখামঠসমূহেও এই অন্নকূট-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

— নিজস্ব সংবাদ

## শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব

১৯শে কার্ত্তিক দিবসে উত্থান-একাদশী তিথি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব স্মৃতি লইয়া বিগতা হইয়াছেন। যাবতীয় শুদ্ধভক্ত-সিদ্ধান্তের বীজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। কালপ্রভাবে ভক্তিধর্ম্মে বদ্ধ জীবের অনাস্থার সূচনা হইলে তৎপ্রাক্কালে শ্রীল মহারাজ জগতে আবির্ভুত হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য মঙ্গলের পথ সুগম করিয়া দেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-রহিত কুপথগামী জীবের নিকট শ্রীল বাবাজী মহারাজ চিরকালই তিরোহিত। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তনকারী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিকট এই পুণ্যময়ী তিথি এ কারণ অতিশয় সম্মানের বস্তু। সমিতির সর্ব্বত্রই এই দিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশাবলী পুনঃ পুনঃ স্মরণমুখে পালন করিবার সুযোগ লাভ হয়। সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; কারণ এই কোলদ্বীপই ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধি-নিচয়ের স্থান এবং এই স্থলেই শ্রীল বাবাজী মহারাজ তদীয় শুভ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। পরদিবস দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল মহারাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদিত হয় এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে তৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, সমিতির নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী হইতে এই বৎসরেও নিম্ন লিখিত বিদ্যার্থিগণ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

১। **শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী**—বৈষ্ণব দর্শন, মধ্য-২য় বিভাগ

২। **শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী**—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, মধ্য-২য় বিভাগ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৭২ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

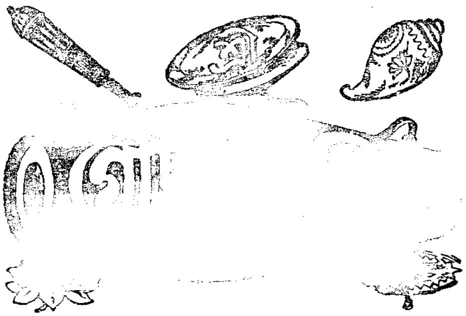

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ

গর্ভোদশায়ী, ৭ মাধব, ৪৭৯ গৌরাব্দ

শুক্রবার, ২৯ পৌষ, ১৩৭২ ; ইং ১৪।১।১৯৬৬

১১শ সংখ্যা


# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠকুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

যত্তীর্থং বর্ত্ততে শ্রীমন্ নবদ্বীপে বিভাগশঃ।
তত্তীর্থমহিমা তত্র শতকোটীগুণং কলৌ॥১৭॥

হে বৎস, নবদ্বীপে বিভক্তরূপে যত তীর্থ আছে, কলিকালে সেখানে তাহার শতকোটীগুণ মহিমা জানিবে॥১৭॥

যথা চিন্তামণেঃ সঙ্গাৎ ধাতুমূল্যং প্রবর্দ্ধতে।
গৌরসঙ্গাত্তথা তীর্থমাহাত্ম্যং পরিবর্দ্ধতে॥১৮॥

চিন্তামণির সঙ্গে যেরূপ ধাতুসকলের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গবশতঃ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়॥১৮॥

মায়া মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিনী।
শ্রীগর্গসংহিতায়াং সা কীর্ত্তিতা পাপনাশিনী ॥১৯॥

মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিনী যোগমায়া। শ্রীগর্গসংহিতায় সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী উক্ত পুরীর কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥১৯॥

মায়া তু বিল্বনীলাদ্বা গঙ্গাদ্বারবিনির্গতা।
কুশাবর্ত্তময়ী ধ্রৌব্যা ধ্রুবমণ্ডলমধ্যগা ॥২০॥

মায়া বিল্বনীল-ক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বার হইতে বিনির্গত হইয়াছে। উহা কুশাবর্ত্তময়ী, নিশ্চলা এবং ধ্রুবমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী ॥২০॥

ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্নুত্তরস্যাং দিশি শ্রুতম্।
ক্রোশার্দ্ধে নৃপশার্দ্দূল মায়াতীর্থং মনোহরম্ ॥২১॥

হে রাজন্, ভগবানের মন্দির হইতে উত্তর দিকে অর্দ্ধক্রোশ দূরে মনোহর মায়াতীর্থ অবস্থিত বলিয়া শুনা যায় ॥২১॥

বিরাজতে যথা নিত্যং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥২২॥

চণ্ডমুণ্ডনাশিনী, ভদ্রকালী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবী সিংহারোহণ করত সর্ব্বদাই সেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥২২॥

মায়াতীর্থে চ যঃ স্নাত্বা মায়াং সংপূজ্য মানবঃ।
সর্ব্বাং মনোরথপ্রাপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥২৩॥

যিনি মায়াতীর্থে স্নান করত মায়াদেবীর আরাধনা করেন, তিনি সকল মনোরথ লাভ করিয়া থাকেন ॥২৩॥

পৃথুকুণ্ডবিষয়ে গর্গসংহিতায়াং—অর্জ্জুন উবাচ।
কাঞ্চনীভির্লতাভিশ্চ সৌবর্ণৈঃ পঙ্কজৈর্বৃতম্।
বদ মাং দেবকীপুত্র কস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্ ॥২৪॥

পৃথুকুণ্ড সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, এই যে কাঞ্চনময়ী লতা ও সুবর্ণময় কমল-পরিবৃত অদ্ভুত কুণ্ড দর্শন করিতেছি, উহা কাহার কুণ্ড তাহা আমাকে বলুন ॥২৪॥

ভগবান্ উবাচ—

পৃথুঃ পূর্ব্বে রাজরাজঃ স্বায়ম্ভুবকুলোদ্ভবঃ।
ততাপ স তপো দিব্যং তস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্ ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাজরাজ পৃথু পুরাকালে অতিশয় উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারই এই অদ্ভুত কুণ্ড ॥২৫॥

অস্য পীত্বা জলং সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
স্নাত্বা তদ্ধাম পরমং যাতি পার্থ নরেতরঃ ॥২৬॥

হে অর্জ্জুন, নরাধমও ইহার জলপান করিলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং ইহাতে স্নান করিলে পরমধামে গমন করিয়া থাকে ॥২৬॥

তদোত্তরং মাথুরং হি তীর্থং সর্ব্বফলপ্রদং।
বারাহে বৈষ্ণবে তদ্ বৈ কীর্ত্তিতং শুভদং নৃণাম্ ॥২৭॥

ইহার উত্তরে সকলফলদায়ক মাথুরমণ্ডল অবস্থিত। বরাহ এবং বিষ্ণু-পুরাণে উক্ত শুভদ তীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে ॥২৭॥

শ্রীসীমন্তদ্বীপস্থ মথুরামাহাত্ম্যকথনে পদ্মে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥২৮॥

পদ্মপুরাণে শ্রীসীমন্ত-দ্বীপস্থ মথুরাতীর্থের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—এই মধুপুরী বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা এবং ধন্যা, এখানে একদিন বাস করিলেই হরিভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৮॥

বিষ্ণুপুরাণে—

যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যেষ্ঠামূলাঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ ॥২৯॥
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥৩০॥

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

হে মুনিবর, যিনি জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতিথিতে মূলানক্ষত্রে যমুনাজলে স্নান ও উপবাস করত একাগ্রচিত্তে মথুরায় ভগবান্ অচ্যুতের উপাসনা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া থাকেন ॥২৯-৩০॥

যো জ্যৈষ্ঠশুক্ল দ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৩১॥

যিনি জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করত মথুরাস্থিত হরিকে দর্শন করেন, তিনি উত্তমগতি প্রাপ্ত হন ॥৩১॥

বরাহপুরাণে—বরাহ উবাচ।

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমত্বং মথুরায়াহি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥৩২॥

বরাহ পুরাণে—শ্রীবরাহ বলিয়াছেন,—

অয়ি বসুন্ধরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালে মথুরার তুল্য আমার প্রিয় অন্য স্থান নাই ॥৩২॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রণম্য শিরসা তদা।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বী বচনমব্রবীৎ ॥৩৩॥

পৃথিবী তাঁহার বাক্য শুনিয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করত পরমপবিত্র বাক্য বলিয়াছিলেন ॥৩৩॥

পৃথ্ব্যুবাচ—

পুষ্করং নিমিষঞ্চৈব পুরীং বারাণসীং তথা।
এতান্ হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি ॥৩৪॥

পৃথিবী বলিলেন,—হে মহাভাগ, আপনি পুষ্কর, নৈমিষক্ষেত্র এবং বারাণসীধামের কথা পরিত্যাগ করত এই মথুরাপুরীকে কেন এত প্রশংসা করিতেছেন? ॥৩৪॥

বরাহ উবাচ—

শৃণু কাৎস্নেন বসুধে কথ্যমানং ময়াঽনঘে।
মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম ॥৩৫॥

বরাহ বলিলেন,—অয়ি পুণ্যবতি বসুন্ধরে, আমি সকল কথা স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার এই মথুরা-নামক ক্ষেত্র হইতে পবিত্র ক্ষেত্র আর নাই, উহা অতিশয় রম্য ও প্রশস্ত এবং আমার জন্মভূমি বলিয়া অত্যন্ত প্রিয় ॥৩৫॥

# মঠের উৎসব

শিক্ষা মন্দিরের নাম মঠ। মধ্যযুগে মঠাদি হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইত। তবে শিক্ষাভেদে মঠ গুলিও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহে অবস্থান করিয়া সুষ্ঠুভাবে দ্বিতীয় আশ্রম পালনকার্য্যই কর্ম্মনিষ্ঠের শিক্ষা-বিস্তারের কেন্দ্র ছিল। সাধারণ কর্ম্মিগণ চারিপ্রকার আশ্রম ব্যবস্থা করিয়া চ্যুত গোত্রীয় গৃহস্থ গুরু দ্বারাই আশ্রম চতুষ্টয়ের কর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা বিস্তার করিতেন। এই কর্ম্মমঠের চেষ্টায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডশিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কর্ম্মমঠের নানাপ্রকার শিক্ষায় মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ শ্রমণগণের জন্য বিভিন্ন বিহার সঙ্ঘাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐগুলিও ন্যূনাধিক কর্ম্মবিস্তারক কেন্দ্র।

জ্ঞানিগণের মধ্যেও কর্ম্মচাঞ্চল্য ও প্রকৃতিবাদ নিরাসের জন্য গৃহধর্ম্মাতীত উদাসীনের মঠ হইয়াছিল। জ্ঞানমঠগুলি ন্যূনাধিক কর্ম্মমঠের আনুগত্যে অক্ষজ-জ্ঞানবিচারের অনুগমনে মঠের কার্য্য প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মমঠ ও জ্ঞানমঠগুলি বাহ্যজ্ঞানে পরিচালিত হওয়ায় ভক্তিমঠের প্রচার প্রণালীর সহিত তাহাদের মিল নাই। কর্ম্মশিক্ষা বা জ্ঞানশিক্ষা উভয়েই অক্ষজজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই দুই সম্প্রদায় অধিরোহবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তিমঠে বৈদিক উপাসনা-কাণ্ড আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তি-মঠের শিক্ষণীয় শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে এই দুইটি শ্লোক পাওয়া যায়—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥"

উপনিষৎসার শ্রীগীতায় ও এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে দুইটি শ্লোক দেখা যায়—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীভগবদ্গীতায় এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য বাক্য আমরা পদে পদেই দেখিতে পাই। এই গ্রন্থদ্বয় ভক্তিপথের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলিবার জন্য কর্ম্মপথের শিক্ষা ও জ্ঞানপথের শিক্ষায়

যেসকল সঙ্কীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান জনগণের এবং যোগ্য বিদ্বন্মণ্ডলীর জন্য সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কর্ম্মানুরাগী ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায়দ্বয় যেসকল শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অবতারবাদের ধারা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেইসকল দোষ এবং অসম্পূর্ণতা ভক্তিশাস্ত্রে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। আত্মবিদ্‌গণ তাহাই আলোচনা করেন এবং কর্ম্মী ও জ্ঞানিদিগকে সাম্প্রাদয়িক কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তির কথা শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগের স্বরূপ উন্মেষিত করেন।

গৃহস্থের গৃহগুলিও শিক্ষা-মন্দির বটে, কিন্তু তাহাতে নানা আবর্জ্জনা আছে। গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুষট্‌কের হস্তে বিনষ্ট হন। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্ম্মপথের অনুশাসন করিতে বা জ্ঞানপথে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারেন না। মুখে ভগবদ্বিদ্বেষ না করিলেও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ভগবদ্বিদ্বেষ, ভক্তিবিদ্বেষ ও ভক্তবিদ্বেষ হইয়া পড়ে। জীবাত্মা স্বরূপ-বিস্মৃতিফলেই আপনাকে কর্ম্মী বা জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সনাক্ত করে।

দেশিকের নিকট অন্তেবাসীর শাস্ত্রশিক্ষাই ত্রিবিধ পথের বৈচিত্র্যের উদাহরণ। দেশিকের গৃহই জীবের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া জীব কর্ম্মপথের পথিক হইয়া যান। কুকর্ম্মরত অন্যাভিলাষীর অত্যাচার হইতে আপনাকে পরিত্রাণ লাভ করান। আশ্রমচতুষ্টয়ে যেসকল অসদাচার প্রবেশ করিয়াছে, আচার্য্য-সেবানিরত ব্রহ্মচারী দেশিকের কার্য্য করিয়া তাহা দূরীকৃত করিয়া কর্ম্মিসমাজের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমে বৃহদ্‌ব্রতী হইয়া জীবদ্দশায় তত্ত্বালোচনায় বিরত হ'ন, তাঁহারাই সমাবর্ত্তন করিয়া দেশিকের গৃহ হইতে দেশিকের অনুমতিমতে সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যে-কালে বৈদিক কর্ম্মানুশাসন শ্লথ হইয়া গেল, সেই কালেই গৃহস্থাশ্রমের নানা প্রকার দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছিল। অনেকে গৃহস্থ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহব্রতধর্ম্মকেই গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া বসিলেন।

গৃহে গিয়া দেশিকের সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া জীব যখন রিপুষট্‌কের বশবর্ত্তী হইল, সেইকালে অন্যাভিলাষিতায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সৎকর্ম্ম পরিহার-পূর্ব্বক অসৎকর্ম্মেও তাঁহার রুচি হইল। এই অসৎকর্ম্মফলে গৃহব্রত-ধর্ম্মবশে যে সকল সন্তান উৎপত্তিলাভ করিল, তাহাদের অনেকের রুচি পিতৃপ্রদর্শিত

পথ হইতে এবং পিতৃদেশিকের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। কর্ম্মকাণ্ডপর জনগণ রিপুর বশবর্ত্তিতাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া ভ্রান্ত হইলেন এবং প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী হইয়া যাওয়াই গৃহস্থব্রাহ্মণের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিলেন; এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া তাঁহাদের ব্রহ্মসূত্র দর্শন অনেকস্থলে কুকর্ম্মে পরিণত হইল। কতগুলি লোক কর্ম্মপথের দোহাই দিয়া পবিত্রব্রহ্মসূত্র কার্পাসসূত্র মনে করিতে লাগিল, কতিপয় ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের মায়াবাদ ব্যাখ্যায় অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া অধোক্ষজসেবা বিস্মৃত হইল।

গুরুসেবারহিত হইয়া এইকর্ম্ম ও জ্ঞানপরিণত সম্প্রদায়দ্বয়ের যেরূপ ঘৃণিত পরিণাম বর্ত্তমানকালে দেখা যায়, তাহাতে ভক্তিমঠের পুনঃ স্থাপন ব্যতীত পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দের আর অন্য কোন প্রকার মঙ্গল নাই। বর্ণবিচারের ব্যভিচারক্রমে কর্ম্মকাণ্ড ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে, জ্ঞানকাণ্ডের ব্যভিচারক্রমে ভক্তবিদ্বেষের অবরোহপথাশ্রিত জ্ঞানী অনেক কংসজরাসন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি বিষ্ণুবিদ্বেষী অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রতারণা করিতে আসিয়াও ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু-ধারণা অক্ষজ-জ্ঞানে একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলার অব্যবহিত পরেই কয়েকটী ভক্তিমঠ ও আচার্য্যগৃহ ভক্তিপথের সংরক্ষণ-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের অত্যাচারে ভক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীরামানুজের** প্রকটকালের অব্যবহিত পরে কতিপয় ত্রিদণ্ডি-মঠ ভক্তিমঠের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আচার্য্যগৃহগুলি তাঁহাদের মঠের গৌরব সংরক্ষণে ব্যাঘাত করায় সেইগুলিও ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিদণ্ডি-**শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ** ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য পরমার্থ-রাজ্যে শ্রীধর-স্বামিপাদকে অধস্তনসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াও শুদ্ধবিষ্ণুভক্তের সমাজ সংরক্ষণ করেন নাই। **শ্রীমন্ মধ্বমুনি** বিষ্ণুভক্তির অনুকূলে কতকগুলি আচার্য্যগৃহ স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, তাহা দেশবিশেষেই আবদ্ধ আছে। শ্রীমধ্ব-মুনির উত্তরাঢ়ি মঠ আজও ভারতবর্ষে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়গণের পরমানন্দ স্মৃতি বিধান করিতেছেন। তদনুগ উদীপীস্থ কৃষপুর, পুত্তগী, স্বাদী, পেজাবর অঘনাড়ু, কণ্বূড়, পলনাড়ু এবং কুদাম্বর, চিক্কু, মনকট্টি প্রভৃতি মঠ-সকল কর্ম্মমঠ ও জ্ঞান-মঠের অকর্ম্মণ্যতার তোরণস্বরূপ দণ্ডায়মান। আচার্য্যের অভাবে কোন কোনস্থলে মঠের গৌরব বাধাপ্রাপ্ত হইলেও সেই পূর্ব্বস্মৃতির তাহা হইতে প্রভূতভাবে উদ্দীপন হইতেছে। **শ্রীনিম্বার্কীয়** আখড়াগুলি

নানাপ্রকারে উপদ্রুত হইলেও বৈষ্ণবাচার্য্যের ভক্তিপ্রচারের চিহ্ন রক্ষা করিতেছে তবে কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভক্তবিদ্বেষিগণ বলিতে পারেন যে, ঐ মঠগুলিও ন্যূনাধিক তাঁহাদের ভোগ ও ত্যাগের সমর্থন করিতেছে—শুদ্ধভক্তি প্রচারের তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন নাই।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারী সমাজেও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আখড়াগুলিও সেরূপ প্রশংসনীয় উপাদানে গঠিত হইতেছে না। সেগুলি নির্গুণ বিষ্ণু-নিকেতন না হওয়ায় মিছাভক্তগণের রাজস ও তামস বাসহেতু পরমার্থিগণের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত মঠগুলির অকর্ম্মণ্যতা ও গুণাশ্রয় এবং নির্গুণ কৃষ্ণবসতির মহিমা সম্যক্‌রূপে পুনরায় জগতে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। মঠের উৎসবে সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিজেরা ব্যাপৃত থাকিয়া এবং আহূত সর্ব্বসাধারণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া মঠবাসিগণ শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভের যত্ন করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় মঠ কিছু ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণের কেন্দ্র নহে। যে বা যাহারা কিছুমাত্র স্ব স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণ বা হরিবিমুখিনী চেষ্টা প্রদর্শন করিবে, সে বা তাহারা কোন দিনই গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় বা প্রশ্রয় পায় না। কারণ যেখানে কৃষ্ণসেবা, তথায় মায়ার সেবা নাই ; যেখানে মায়ার সেবা তথায় কৃষ্ণসেবা নাই, জানিতে হইবে। গৌড়ীয় মঠ যে-কেবল সংসার-বিরক্তগণের স্বায়ত্তীকৃত অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) তাহা নহে ; পরন্তু কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি গৃহস্থ, কি অগৃহস্থ সকল বর্ণ, সকল আশ্রম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই তথায় হরিসেবার অধিকার আছে। তথায় একমাত্র নিষেধ এই যে, মঠে কৃষ্ণভক্তিহীন অন্যাভিলাষী, কৃষ্ণভক্তিহীন ফলভোগকামী কর্ম্মী, কৃষ্ণ-ভক্তিহীন ফলত্যাগকামী মুমুক্ষু জ্ঞানীর আদর নাই। "অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণনিষ্ঠার অনুকূলে বাহ্য সদাচার"—ইহাই মঠের একমাত্র বিশেষত্ব। মহোৎসবরূপ বিরাট্ ভগবৎ ও ভাগবত-সেবাযজ্ঞে দীক্ষিত বহু কীর্ত্তনকারী উদ্গাতা নিজেন্দ্রিয়-কামরূপ পশুকে বলি প্রদান করিয়া কৃষ্ণসেবামৃতরস পান করিয়া আপনারা ধন্য হন এবং অপর বহু সুকৃতিসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষকে সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্য করেন।

যেখানে ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা বর্ত্তমান, তথায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজমান। সেবক সেবার মধ্যেই সেব্যের সান্নিধ্য লাভ করেন ; কারণ সেব্য, সেবা ও সেবক এক বৈচিত্র্যময় অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, তথায় তিনি নিত্যকাল প্রিয় সেবকগণকে কৃষ্ণসেবা-বিরোধী মায়াবাদ-মরুদাবাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভক্ত-বৎসলও আর কেহ নাই, আর কৃষ্ণভক্তের ন্যায় একান্ত কৃষ্ণগতপ্রাণ বিশ্রব্ধ সেবকও আর কোথাও নাই।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# প্রশ্নোত্তর

( পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৫ পৃষ্ঠার পর )

## বৈষ্ণব-তত্ত্ব

১। বৈষ্ণবতার লক্ষণ কি ?

"বর্ণাশ্রম-স্বীকার, বর্ণাশ্রম-ত্যাগ বা ভেকাদি-গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। **একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ**। 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকা চাই।" —'মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, তৃতীয় প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।১২

২। বৈষ্ণবতা কি ?

"তত্ত্ব-বিচার, ভাষার সামাসিক বর্ণন ও সুন্দররূপে সজ্জীকরণদ্বারা বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রকাশ পায় না। যে কথাগুলি অভিধানে আছে, উহা যথাস্থানে সাজাইয়া দিলেই বৈষ্ণবী অপূর্ব্বতা হইতে পারে না। **শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়-পূর্ব্বক ভজনক্রমে যে রসোদয় করিতে পারা যায়, তাহারই নাম—'বৈষ্ণবতা'।"** —সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩। 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতম' কে ?

"যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ অপরাধশূন্য নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় পায়। পাপের ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ হইবার অবসর হয় না। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণব'। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতর' হন। হ্লাদিনী শক্তির উদয় হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতম' হন।" —'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৪। শ্রীচৈতন্যচরণানুগত 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতমের' মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

"শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সান্তর নামানুশীলনই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই 'বৈষ্ণবতর'। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধনাম হয়, তিনি—'বৈষ্ণবতম'। এই সকল সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য।" —শ্রীমঃ শিঃ ২০ম পঃ

৫। কে কতদূর বৈষ্ণব ?

'যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।" —'সাধুনিন্দা, হঃ চিঃ

৬। অন্তর্ম্মুখের মধ্যে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমের ভেদ কি?

"অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখগণ অন্য দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন; কিন্তু স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও ভক্ত-স্বরূপ-অনভিজ্ঞ; মূঢ় হইলেও অপরাধী ন'ন। ইঁহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ-প্রবৃত্তি; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও 'বৈষ্ণবপ্রায়'। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণবও পরিনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্ম্মুখের ত' কথাই নাই; তিনি —নিরপেক্ষ। **নাম-নামীতে অভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না।** অন্তর্ম্মুখ-মাত্রেরই ভগবানে অনন্য-শ্রদ্ধা আছে।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৭। মধ্যম বৈষ্ণবগণের স্বরূপ কি?

"মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক।" —'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।২

৮। নাম-ভজনকারী কোন্ অধিকারী?

"নাম-ভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৯। কোন্ ধর্ম্মের পরিমাণের দ্বারা বৈষ্ণবতা নিরূপিত হয়?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্ম্মে দুইটী মাত্র কথা আছে অর্থাৎ **'নামে রুচি ও জীবে দয়া'**। এই ধর্ম্ম **যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব।** অন্য সদ্গুণ লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্ত-জনের সকল গুণই আপনি উদিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

১০। কোন্ সময় পুরুষ 'বৈষ্ণব'-পদ-বাচ্য হন?

"বৈষ্ণব-কৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়॥" —'জীবে-দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

১১। বৈষ্ণবতার তারতম্য-নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি কি?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে, তাহা কেবল উত্তম বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণব-ভেদে,—ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম, উভয়বিধ বৈষ্ণবই দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ-লালসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনেকপ্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের বিশেষ

মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবাপূর্ব্বক গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ **বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তি সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ।** যাঁহার যতদূর ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান করিতে হয় ; **অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।"** —'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৫।১১

১২। বৈষ্ণবতা কি বর্ণাশ্রম ও জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর উপর নির্ভর করে ?

"যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি—গৃহস্থই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন, বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বলই হউন বা বলবান্‌ই হউন,—বৈষ্ণব।" —'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

১৩। কয়টী বিশেষ-গুণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন ? তন্মধ্যে স্বরূপ-লক্ষণ কি ?

"ছাব্বিশটী গুণ-লক্ষণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণ-মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

১৪। স্বরূপ-লক্ষণোদয়ে কি তটস্থ-লক্ষণের অভাব থাকে ? অনন্য-কৃষ্ণশরণ-জনে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে কি বলিয়া জনিতে হইবে ?

"অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তিই স্বরূপ-লক্ষণ। সে লক্ষণ যাঁহার হয়, তাঁহার **তটস্থ-লক্ষণগুলি অবশ্য হইবে।** কিন্তু কোন **অনন্যকৃষ্ণশরণ ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ-লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু।"** —'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৫। বৈষ্ণবতার তারতম্যের একমাত্র পরিচয় কি ?

"যেখানে যে-পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে পঁচিশ প্রকার তটস্থ-গুণ অবশ্যই উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। **যে-স্থলে** এই সকল **তটস্থ-গুণের অত্যন্ত অভাব, সে-স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয়** বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব-তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

১৬। রুচি-অনুসারে ভক্তের প্রকার-ভেদ ও তারতম্য কি ?

"রুচি-অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ প্রচার-প্রধান-ভক্ত, আচার-

প্রধান-ভক্ত ও আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার-সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেবল আচার-প্রধান-ভক্ত—মধ্যম; কেবল প্রচার-প্রধান-ভক্ত—কনিষ্ঠ।" --'আচার ও প্রচার', সং তোঃ ৪।২

১৭। উত্তম, মধ্যম ও কোমল-শ্রদ্ধের তারতম্য-বিচারটি কি?

শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ। তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ নহেন; অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয় করেন নাই, তিনি কোমল-শ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ হইতে পারেন।" —'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

১৮। প্রাকৃত-ভক্তের স্বরূপ কি?

"পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোক-দৃষ্টে অর্চ্চন-মার্গে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহারা কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত—শুদ্ধ ভক্ত ন'ন।" —জৈঃ ধঃ ৮মঃ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

## শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ( দ্বাদশ তরঙ্গ )

### [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯২ পৃষ্ঠার পর )

বিলসয়ে অপূর্ব্ব রতন সিংহাসনে। স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে॥
দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে। দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে॥
ভুবনমোহন প্রভু কৌশল্যা-তনয়। পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিলসয়॥
সহাস্যবদন ধনুর্ব্বাণ ধরে করে'। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে॥
সম্মুখে পবননন্দন হনুমান। করযোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান॥
ঐছে রামচন্দ্রশোভা দেখি' বিপ্রবর। ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর॥
ভকতবৎসল প্রভু গুণের আলয়। বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয়॥
প্রভু অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রাভঙ্গ। বিপ্র মহাব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ॥

দেখি দশা পুনঃ প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা। এ সকল ব্যক্ত করিতেও নিষেধিলা ॥
স্থির হৈয়া বিপ্র মহা মনের আনন্দে ॥ কাহুকে না কহে কিছু দেখি গৌরচন্দ্রে ॥
অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকট কালে। করি অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে ॥
মোরে অতিশয় অনুগ্রহ হয় তার। কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার ॥
দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়। এস্থান দর্শনমাত্রে ঘুচে ভব-ভয় ॥
এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে। প্রকাশয়ে রাসলীলা দেখিনু সাক্ষাতে ॥

## বৈকুণ্ঠপুর

এত কহি' শ্রীঈশান সে প্রেমাবেশেতে। গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে। দেখ এ বৈকণ্ঠপুর বিদিত সংসারে ॥
বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার। তাহা কিছুকহি লোকে কহে যে-প্রকার ॥
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে। আইসে শিবের পাশে কৈলাসপর্ব্বতে ॥
নিজগণসহ শিব বসি' চর্ম্মাসনে। শ্রীকৃষ্ণচরিত কহে শ্রীপঞ্চবদনে ॥
দূর হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া। হইলা বিহ্বল ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন ॥ জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হৈলা আগমন ॥
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে। "গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ। নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ ॥
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্যস্থান। গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান ॥
দেখি' মহারাজ মুই আইনু ত্বরায়। না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায় ॥"
শুনি' নারদের বাক্য দেব মহেশ্বর। মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥
নারদের পানে চাহি মস্তক ঢুলায়। করয়ে গর্জ্জন কি অদ্ভুত ভক্তি তায় ॥
হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস গিরীশ্বর। নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর ॥
নবদ্বীপ-লীলাগত মহেশে দেখিয়া। চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইয়া ॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীনারদ এইখানে। নবদ্বীপ-শোভা দেখি' বিচারয়ে মনে ॥
এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধামময়। সর্ব্বধামনাথ এথা সদা বিলসয় ॥
দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে। এথা কি বৈকুণ্ঠনাথ দেখিব নয়নে ॥
মুনি মনোরথ মাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে। গণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠের নাথে ॥
হইলা নারদ মুনি প্রেমায় বিহ্বল। নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥
নবদ্বীপধামে কত প্রার্থনা করিয়া। কৃষ্ণ সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া।
নারদের আগমনে রুক্মিণীর নাথ। প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত ॥
নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে। জিজ্ঞাসয়ে আগমন হৈল কোথা হতে ॥

মুনি কহে, নবদ্বীপ হৈতে আগমন। এত কহি' করিলেন মৌনাবলম্বন ॥
মুনি-মনোবৃত্তি জানি' কৃষ্ণ কৃপাময়। হইলেন গৌর মূর্ত্তি ভুবন মোহয় ॥
দেখিয়া নারদ মুনি নদীয়ার চান্দে। নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥
হইলেন যৈছে কিছু না যায় কহনে। শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেই ক্ষণে ॥
গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্যরতন। হৃদয়-সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন ॥
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া। প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া ॥
নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদুভাষে। শিবের নিকট শীঘ্র যাইবে কৈলাসে ॥
নবদ্বীপ গমন জানাবে সব ঠাঁই। হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন। বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন ॥

( ক্রমশঃ )

---

# সন্দর্ভ-সার

## (ভক্তিসন্দর্ভ—১১)

শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছেন—উত্তমঃশ্লোক ভগবানের যে গুণকীর্ত্তন, তাহাই মানুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সুষ্ঠু উচ্চারিত বেদমন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান ও উত্তম দান প্রভৃতি মহৎকার্য্যের নিত্য ফল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও গাহিয়াছেন—

শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥

হরিকথামৃত হইতে শ্রদ্ধাজীব-হৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব-বিকারাদি প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানে না থাকায় উহা দূরে অথবা পরোক্ষে থাকুক অর্থাৎ তাহাতে প্রয়োজন নাই।

এইরূপে ভক্তিপ্রভাবেই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহা বলিয়া জ্ঞানমার্গের উপসংহার করা হইতেছে—

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥ (ভাঃ ১১।১১।২১)

এই ভাবে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার-বলে আত্মায় অনাত্মদেহ ও মনের বহু প্রকার ভ্রমময় অধ্যাস পরিহারপূর্ব্বক মৎকথাশ্রবণাদি দ্বারা শোধিত

মন পরিপূর্ণ-স্বরূপ আমাতে সমর্পণ করিয়া বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হইবে।

আত্মার বন্ধন বা মোক্ষ-বিচার বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার ধর্ম্ম সত্ত্বাদিগুণ হইতে উৎপন্ন, বস্তুতঃ তাদৃশ বিচার নাই—এইপ্রকার বিচার 'জিজ্ঞাসা' শব্দে বুঝিতে হইবে। আত্মায়—শুদ্ধ-জীবে। নানাত্ব অর্থাৎ দেবত্ব-মনুষত্বাদি ভেদ—এই সব পরিত্যাগপূর্ব্বক লীলাকথাদি শ্রবণদ্বারা চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপে ধারণা করিয়া ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে।

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ (ভাঃ ১১।১১।২২)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যখন মন স্থির করিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হইতেছে, তখন ইহলোক বা পরলোকে ফলভোগ-বাঞ্ছারহিত হইয়া যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে ( ভগবানে ) ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ ভক্তি-উদ্দেশক কর্ম্মসকল সম্যক আচরণ করিয়া ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হও।

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্ননুস্মরন্ জন্ম কর্ম্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥ ( ১১।১১।২৩-২৪)

হে উদ্ধব, আমি সনাতন নিত্য পুরুষ। আমার প্রতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার জগৎ পবিত্রকারিণী মঙ্গলময়ী চরিত-কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই সকল গান ও অনুস্মরণ এবং আমার জন্ম-লীলাদি অভিনয় করিয়া আমার একান্ত আশ্রিত হইয়া আমার উদ্দেশে ধর্ম্মার্থ-কামসকল আচরণ করিতে করিতে আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিতে পারিবে।

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥ (ভাঃ ১১।১১।২৫)

কি-প্রকারে ভক্তিপথে প্রবৃত্তি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সাধুসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত ভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করিবেন, অবশেষে সাধুগণের প্রদর্শিত পরম পদ অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন।

ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য পন্থা অর্বাচীন বা নবীন, ব্যক্তিগত রুচি-অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত, সুতরাং নিতান্ত তুচ্ছ, উদ্ধবের প্রশ্নদ্বারা এই বিষয় মীমাংসা করিতেছেন— বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।১)

হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিগণ বহুবিধ পন্থার কথা বলিয়া থাকেন। উহাদের সকলগুলিই কি প্রধান, অথবা একটিমাত্র সর্ব্বপ্রধান?

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২)

হে স্বামিন্, আপনার উপদিষ্ট ভক্তিযোগ কাহারও অপেক্ষা করে না। তাহাদ্বারা সকল জড়সঙ্গ নিরস্ত হইয়া আপনাতেই চিত্ত আবিষ্ট হয়।

শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ (ভাঃ১১।১৪।৩)

ভগবদাত্মক ধর্ম্ম 'বেদ'-নামক ভগবদ্‌বাক্যেই বর্ত্তমান। কালক্রমে উহা প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল। পরে সর্ব্বপ্রথমে আমি উহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।

শ্রীধর টীকা—সেই শ্রেয়ঃ সাধনসমূহের মধ্যে মহাফল প্রদান করে বলিয়া ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আর যে-সকল জীব আকাশ-কুসুমতুল্য স্বর্গাদি-ফলে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি ব্যতীত ইতর পথকে প্রধান বলিয়া গণনা করিলেও ঐগুলি যে নিতান্ত তুচ্ছ ফলবিশিষ্ট তাহাই বর্ণন করিয়াছেন।

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৯)

ভক্তির প্রাধান্যসত্ত্বেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ভক্তিকে অনাদরপূর্ব্বক ভক্তি ব্যতীত যে অপরাপর তথাকথিত মঙ্গলোপায় নির্দ্ধারণ, তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—আমার দৈবী-মায়ায় মোহিতবুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজকর্ম্ম ও রুচি-অনুসারে নানাপ্রকার মঙ্গলোপায়ের কথা বলিয়াছেন।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

হে উদ্ধব, তীব্র সাধন-ভক্তিদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—এইসকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভক্তিতে আমি যেরূপ বশীভূত হই, অন্য সাধন আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥ (ভাঃ ১১।১৪।২২)

আবার, সত্য ও দয়া-বৃত্তিবিশিষ্ট ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য বা তপস্যামূলক বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যক্ শুদ্ধ বা পবিত্র করিতে পারে না।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

কিন্তু ভক্তিলক্ষণ-সমূহ দ্বারা আমাকে লাভ করা যায়। যেমন অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষু সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব চিত্তের ভোগবাসনামল আমার পুণ্যকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-প্রভাবে পরিমার্জিত হইবার পর শুদ্ধ-জীব আমার স্বরূপ দর্শন করিতে পারে।

শ্রীধর-টীকা—যদি বল "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং", "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে লাভ করেন, সেই পুরুষোত্তমকে জানিয়াই জীব মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ইত্যাদি শ্রুতি-বচনে জ্ঞান হইতেই অবিদ্যা নিবৃত্তি ঘটে ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ( শ্বেতাশ্বতর ৩।৮ ও ৬।১৫ ); সুতরাং ভক্তিযোগের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, আমার পবিত্র কথা-সমুহের শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারাই আত্মা বা চিত্ত পরিমার্জিত অর্থাৎ শোধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার, তাহা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে।

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥ (ভাঃ ১১।২০।২৯)

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের বিষয় এবং তত্তদধিকারে বিভিন্ন কারণ-সকল বর্ণন করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনাদরপূর্ব্বক পাঁচটী শ্লোকে ভক্তিরই একমাত্র অভিধেয়ত্ব বলিতেছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বলিতে গিয়া জ্ঞানাধিকারের কারণস্বরূপ বৈরাগ্য-অভ্যাসের অনাদর করিতেছেন—হে উদ্ধব, আমার কথিত ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক যে মুনি নিত্যকাল আমার ভজন করিতে থাকেন, আমি তাঁহার হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিত কামসকল বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ (ভাঃ ১১।২০।৩০)

জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বিধান করিতেছেন—

হে উদ্ধব, আমি নিখিল বস্তুর আত্মা। আমাকে দেখিলে হৃদয়-গ্রন্থি নির্ভিন্ন

হয়, সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধাপ্রারব্ধাদি কর্ম্মফলভোগ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩১)

অতএব ইহলোকে যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত ও সমর্পিতচিত্ত, সেই ভক্তি-যোগীর পক্ষে কর্ম্ম ত' দূরের কথা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না।

শ্রীধর-টীকা—এই ব্যবস্থা দ্বারা তিন প্রকার অধিকার কথিত হইল। তন্মধ্যে ভক্তিই তদিতর কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপেক্ষাশূন্য; আর কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষাযুক্ত বলিয়া ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব।

এখানে 'প্রায়ঃ' শব্দ গ্রহণের তাৎপর্য্য—ভগবদ্ ভজনকারিগণের ভজন-অবস্থায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। সেইস্থলে সদ্যোমুক্তিপথে অবস্থিত হইলেও কাহারও কাহারও যেমন ক্রমমুক্তিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ "তিনি ব্রহ্মভূত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অবশেষে আমার পরা ভক্তিলাভ করেন" এই গীতাবাক্যানুসারে যদি ক্রমভক্তিযোগে প্রবৃত্তি হয় হউক্, ক্ষতি নাই। যাবতীয় ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠফল যে কৃষ্ণ-প্রেম, সেই প্রেমলক্ষণই ভক্তির নিজস্ব ফল; তাহা লাভ করিতে জ্ঞানাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

জ্ঞানাদিফল যদি পৃথক পৃথক সাধ্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই। যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম এবং তীর্থযাত্রা-ব্রতাদি অপরাপর কল্পিত মঙ্গলোপায়সমূহদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, সে-সমস্তই এবং অন্যাভিলাষরহিত হইয়াও যদি কখনও তুচ্ছ স্বর্গাদি ভোগ, ব্রহ্মা-নন্দাদি মোক্ষ-সুখ অথবা আমার বৈকুণ্ঠাদিধাম ইত্যাদি কোন প্রকার বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ-প্রভাবে সে-সকলই অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

ইতর উপায় অর্থাৎ তীর্থযাত্রাদি বা ব্রতাদি দ্বারা ভবিষ্যতে যে ফল লাভ হয়, সে-সমস্তই আমার ভক্তিযোগ-প্রভাবে অনায়াসেই লাভ হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# জন্মমৃত্যু-রহস্য

( পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯০ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যায় হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

এই স্বরূপজ্ঞান-লব্ধ ভক্ত কৃতান্ত-ভয়ে কখনও ভীত হন না; কারণ তিনি জানেন যে, দেহ ক্ষণস্থায়ী,—এই আছে, এই নাই, জন্মিলেই মরিতে হইবে; এইজন্য তিনি নশ্বর দেহের বিশেষভাবে যত্ন করেন না। এমনি কি, যদি কখনও মৃত্যুভয় হৃদয়ে উদয় হয়, অমনি বলিয়া উঠেন—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥

ভগবদ্ভক্তই ও কথা বলিতে পারেন। যিনি প্রাণ-মন-কায় প্রভৃতি কৃষ্ণপদে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, তাঁহার আবার ভয় কিসের? যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথাব্যথা কোথায়? তাই মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

যদি শ্রীহরির চরণ-চিন্তা করা যায় এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে বিষম বা দুর্গম স্থানে এবং মৃত্যু বা সংগ্রাম-স্থলে চিন্তা কি?

কৃষ্ণপদে যেই জন সঁপিয়াছে প্রাণ।
সে পদকমল যার সদা ধ্যান-জ্ঞান॥

কি ভয়, কি ভয় আর দুর্গমে গহনে?
কি ভয়, কি ভয় তার রণে বা মরণে?

তিনি বলিয়া থাকেন, "হে ভগবন্, আমাকে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করিতে হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" যথা শ্রীশ্রীপাণ্ডব-গীতায়—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র যত্র।

জাতস্য মে ভবতু কেশব! তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ॥

নাথ! জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

যাঁহারা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরি-ভজন করিতেছেন, মৃত্যুভয়

কি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে? তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণে সমস্ত সমর্পণ করত বলিয়া থাকেন :—

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তুহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি, জন্ম হোউ মোর॥
কীট-জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥

যাঁহাদের নিজের স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই কোন সাধুর সঙ্গ পাইবেন, তখনই তাঁহাদের কৃষ্ণ ভজনতত্ত্ব-উপদেশে সংসার-ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, ও হরিভজন করিতে করিতে অন্তিমে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবেন।

যথা প্রাচীন-পদে—

জানি শুনি কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ পায় জীব গর্ভের যাতনা॥
একবার জন্মে জীব আর বার মরে॥
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা॥
উর্দ্ধপদে হেঁটমুখে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ্ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥

জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
বিপদ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
শতেক বৎসর মাত্র নরে আয়ু ধরে।
নিদ্রাতে তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসরের পরে পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥
কোনমতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেইক্ষণে হয় তার সর্ব্ববন্ধ নাশ॥
কৃষ্ণের ভজনতত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব-চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

অতএব বলিতেছি, যদি কেহ এই জন্ম-মৃত্যু-রহস্য উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন এবং মৃত্যুভয় এড়াইতে চান, তবে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করুন। যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভজনে রত হইবেন, তখন দেখিবেন, আর কোনও ভয়ই সাধককে ভয় প্রদান করিতে পারিবে না। তখন এই সুদুর্ল্লভ মানব-জন্মের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণভজনে রত হইবেন এবং তখন দুর্ল্লভ মানব-জন্ম সফল হইবে। এই জন্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কৌমার কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥ (ভাঃ ৭।৬।১)

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বয়স্যগণ! দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া, বিচক্ষণ মেধাবী ব্যক্তিগণের পক্ষে কুমার কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। আপাততঃ, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পর প্রাচীন বয়সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে বিধেয় নহে। কারণ, জীবিতকালের কোনও নিরূপণ নাই, কোন্ সময়ে যে এই দুর্ল্লভ দেহ (হরিভজনের দেহ) পরিত্যাগ করিতে

হইবে, অজ্ঞ মানব তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় করিতে পারে না। অতএব প্রাবব্ধ কর্ম্ম অনুসারে যখন একবার মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন পান-ভোজনাদি দ্বারা পশুর ন্যায় বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎকারের যত্ন দ্বারা ইহার সদ্ব্যবহার করাই একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ মানব-জীবনই পরমার্থ-লাভের একমাত্র সোপানস্থানীয়। অর্থাৎ এই ভারত-ভূমিতে জন্ম-পরিগ্রহ করত ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কালের জন্য প্রতীক্ষা করা বিধেয় নহে; কারণ, জীবনের কোনও স্থিরতা নাই। কোন্ দিবস মৃত্যুর গ্রাসে যে পতিত হইতে হইবে, কেহ তাহার নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে: এবং পুনরায় যে এই মনুষ্য-দেহই মরণান্তে পাইবে, তাহারও কোনও স্থিরতা নাই। অতএব এই উৎকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়া যদি পশুর ন্যায় কেবল বিষয়-সম্ভোগেই অতিবাহিত করা হয়, তাহা হইলে মনুষ্য শরীরে জন্মধারণ করা নিরর্থক হইয়া গেল। কিন্তু, যদি কেবল ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াও জীবন যায়, তাহাতেও অপূর্ব্ব ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

আরও, যথা ভাগবতে—

তত়ো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥

আমরা এই জনম-মরণরূপ ভীষণ ভয়বিশিষ্ট সংসারকে আশ্রয় করিয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। অতএব এই মনুষ্য-কলেবর যে কয় দিবস সুস্থ থাকে ও ইন্দ্রিয়াদির বৈগুণ্য এবং রোগ-শোকাদির দ্বারা বিপন্ন এবং বিহ্বল না হয়, তাহার মধ্যে যিনি সেই পরমমঙ্গল লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারিলেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ এবং মেধাবী। সুতরাং সর্ব্বদা সাক্ষাৎ নামী-স্বরূপ হরিনামাশ্রয়ে থাকাই কর্ত্তব্য। যথা,—

যাবদ্দেহে স্থিতা প্রাণা যাবজ্জিহ্বা বশে স্থিতা।
তাবদেব সদা গেয়ং হরের্নামৈব কেবলম্॥
নিশ্বাসে ন হি বিশ্বাসঃ সদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
কীর্ত্তনীয়মতো বাল্যাৎ হরের্নামৈব কেবলম্॥

—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দাসাধিকারী, জ্যোতিষার্ণব

# মনোধর্ম্মী ও সৎসম্প্রদায়

জগতে বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে। কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যদেশেও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। লোকের নানাবিধ রুচি, নানা রুচি হইতে নানা মত; আবার নানা মত হইতে নানা পথের সৃষ্টি। মনোধর্ম্মের চিরকালই এই অবস্থা, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই মনের পরিবর্ত্তন। যে মন একবার বলে—'দুগ্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য', আবার সেই মনই বলিয়া থাকে,—'দুগ্ধ অতি অখাদ্য'। সুতরাং মনোধর্ম্মের স্বভাবই "এই ভাল, এই মন্দ"। মনোধর্ম্মের কথাই এই—'নানা মত', 'নানা পথ', 'যার যেমন মন লয়, সে তেমন' ইত্যাদি।

কিন্তু আত্মার ধর্ম্মে এইরূপ 'এই ভাল' 'এই মন্দ' নাই; যাহা ভাল, তাহা পূর্ব্বেও ভাল, এখনও ভাল, পরেও ভাল,— অনাদি অনন্তকাল ভাল। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য—এ সত্য অখণ্ড-সত্য। এই সত্য এক। সকলেরই পক্ষেই এক। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। হিন্দু বা ভারতবাসীই যে কেবল পরমাত্মার অংশ তাহা নহে, যে-কোনও জাতি বা যে-কোনও দেশের লোক হউক না কেন, সকলেই ভগবানের দাস। কেবল মানুষই যে পরমাত্মার অংশ বা দাস তাহাও নহে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, পর্ব্বত—সকলেই জীব; সুতরাং পরমাত্মার অংশ। কেবল বিশেষ এই, কাহারও আত্মা সুপ্ত, কাহারও আত্মা ঈষৎ-বিকশিত, কাহারও পূর্ণ-বিকশিত।

"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যাঁহার আত্মা জাগ্রত, তিনি নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু যাঁহার আত্মা অত্যন্ত আবৃত, তিনি তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু আত্মায় সকলেই এক। সুতরাং যখন ভগবান্ সকলেরই এক এবং সকলেই সম-জাতীয়, তখন আত্মার ধর্ম্মও সকলেরই এক। সেই ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। "ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ স এব বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। সুতরাং বেদের মন্ত্র এই:—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" অর্থাৎ

জ্ঞানিগণ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। সুতরাং যাঁহারা এই নিত্যধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনো-ধর্ম্মের সহিত সমান মনে করিয়া নিত্যধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণ মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করেন না। যে আত্মার ধর্ম্ম—বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম, সকলকেই আত্মীয় ( আত্মার সম্বন্ধীয়, দেহের সম্বন্ধীয় নহে ) জ্ঞানে বা বৈষ্ণব ( ভগবদ্-অংশ ) জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, তাহা কি সঙ্কীর্ণ? জগতে সৎ-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম এক—আত্মধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য সম্প্রদায়ও এক—সেটীই বিশ্ববাসী সকলের একমাত্র সম্প্রদায়, তাহারই নাম সাত্বত-সম্প্রদায়।

এই সাত্বত-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য—(১) যাঁহারা আত্মধর্ম্ম-যজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনোধর্ম্মের কল্পিত নানা মত, নানা পথ হইতে রক্ষা করা; (২) তাঁহাদিগের বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্মে নিষ্ঠা উৎপাদন করা; (৩) সাধুপদ-আশ্রয়, মহাজনগণের পদাঙ্ক-অনুসরণ ও ক্রম-ভজনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আত্মার বিকাশ সাধন করা।

এই সৎসম্প্রদায়েও সময় সময় সঙ্কীর্ণতা দেখা যায় কেহ কেহ উহাকে এইরূপ ভুল বুঝিয়া উহা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এই সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর আদি-প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। বহু নিঃস্বার্থ, বিশ্বপ্রাণ, ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মগণ এই সৎসম্প্রদায়-প্রণালীতে নিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কোনও অনভিজ্ঞ স্বার্থপর ব্যক্তি যদি এই সৎসম্প্রদায়ের নামে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয়, তবে সেই দোষ ব্যক্তিবিশেষের, ঐ সম্প্রদায়েয় নহে। বাজারে কেহ কেহ ভেজাল ও কৃত্রিম জিনিষ চালাইতেছে বলিয়া বাজারটীকে উৎসাদিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সৎসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য,--আত্মোন্নতি ও বিশ্বে প্রেম-সংস্থাপন। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে নিত্য-প্রেম নাই—আত্মাতেই প্রেম নিত্যাধিষ্ঠিত।

—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী

# বিষ্ণু-নিন্দা

দশনামাপরাধের প্রথম নামাপরাধ "সাধুনিন্দা" আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় নামাপরাধ আলোচ্য বিষয়। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকার্দ্ধের দুই প্রকার ব্যাখ্যা "শ্রীজৈবধর্ম্ম"-গ্রন্থরাজে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় হরিহরভেদের কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই। 'শ্রীবিষ্ণোঃ' পদের বিশেষণ 'শিবস্য' পদে 'শিব' শব্দের অর্থ 'মঙ্গলময়'। প্রাকৃত (প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত) রাজ্যে নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি সকলেই ভিন্নভাবে দৃষ্ট। 'মিয়তেঽনয়া', ইহার দ্বারা পরিমাণ করা যায়, 'মায়া' শব্দের এই বুৎপত্তিগত অর্থ। মায়িকজগতে সকল তত্ত্বই সসীম, এখানে এক ব্যক্তির নাম কিছু তিনি নহেন; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন।

কিন্তু অপ্রাকৃত মায়াধীশ তত্ত্ব শ্রীভগবানে এরূপ মায়িক ব্যবধানের স্থল নাই। তিনিই নাম, তিনিই নামী, তিনিই গুণ, তিনিই গুণময়; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির মধ্যে কোন মায়িক ব্যবধানের অবসর নাই। তিনি মায়িকবস্তুর ন্যায় পরিমেয় তত্ত্ব নহেন। লীলাকে পৃথক দর্শন করিলে তাঁহাকে মায়িক বস্তুর অন্যতম বলিয়া স্বীকার করা হইয়া যায়। ইহাই ভগবদ্বিদ্বেষ। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর ॥"—(চৈঃ চৈঃ)। সুতরাং ইহা যে একটী প্রধান নামাপরাধ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আদেশ করিয়াছেন, "কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে; নতুবা নামাপরাধ হইবে।"

অন্য প্রকার যে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহারও তাৎপর্য্য বিষ্ণুনিন্দাই দ্বিতীয় নামাপরাধ। শিবাদি দেবতাকে এক একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক বুদ্ধিকারী বহ্বীশ্বরবাদিগণ নিরন্তর এই অপরাধ করিতেছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ বিচার করিয়াছেন:—চৈতন্য দ্বিবিধ,—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বব্যাপক 'ঈশ্বর' নামধেয়; দ্বিতীয়টী দেহমাত্রব্যাপি-শক্তিক ঈতিতব্য অর্থাৎ অধীন তত্ত্ব 'জীব' নামধেয়। ঈশ্বর-চৈতন্য দ্বিবিধ,—মায়াস্পর্শরহিত এবং লীলায় মায়াস্পর্শ-স্বীকারময়। প্রথম প্রকারের ঈশ্বর শ্রীনারায়ণাদি নামে অভিহিত —"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।"

দ্বিতীয় প্রকার 'শিবাদি' অভিধানে জ্ঞাত। "শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ও শিব রজস্তমোগুণের সংযোগে পরিদৃষ্ট হয়েন। নির্গুণসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ভগবান। নিষ্কাম ভক্তগণ নির্গুণসত্ত্ব শ্রীহরির উপাসনা করিলেই উপাসনার সিদ্ধি হইল, আর স্বতন্ত্রভাবে ঐ তত্ত্বকে সগুণ-দর্শনে শিবব্রহ্মরূপে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও তাঁহারা তদন্তর্গততত্ত্বই, তত্ত্বতঃ স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। ইঁহাদিগকে স্বতন্ত্র-জ্ঞানে পূজাদি করিলে ভগবান্‌কে অনেকগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র তত্ত্বের অন্যতম মনে করায় ভগবন্নিন্দা হইয়া যায়। এই বিষ্ণুনিন্দাই দ্বিতীয় অপরাধ।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ধ্রুবম্॥" এ স্থলে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা বলিতে সগুণ-ধারণাজাত ভগবদ্দর্শনকে নির্দ্দেশ করিতেছে। নামাশ্রয়ী এরূপ সগুণ উপাসনা করিলে অপরাধী হ'ন। বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়ে ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অদ্বয়তত্ত্ব, এই জ্ঞানে শ্রীনাম করিতে থাকিলে অপরাধ ক্ষয়োন্মুখ হয়; নচেৎ একদিকে হরি একটী দেবতা, শিব একটী স্বতন্ত্র দেবতা; ইঁহাকেও সন্তুষ্ট করা চাই, উঁহারও সন্তোষ-সাধন চাই, 'কি জানি একের পূজায় যদি অন্যে বিরক্ত হইয়া অমঙ্গল ঘটান' এইরূপ প্রকৃতির অন্তর্গত গুণজাতধারণা থাকাকালে এ অপরাধের শান্তি হয় না।

আবার অন্যদিকে 'আমি বৈষ্ণব, শিব মানি না' এরূপ বুদ্ধি করিলে শিবাদিকে স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে তাঁহার বিদ্বেষ করিলেই যে ভগবন্নিষ্ঠা হইল, তাহা নহে; কেন না, তত্ত্ববস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হইলেই ভগবন্নিন্দা হইয়া দাঁড়ায়। অচিৎ ভোগকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে প্রাকৃত স্থূল-দর্শনে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এরূপ বিচারাভাবে বৈষ্ণব-বিদ্বেষাপরাধ হইয়া যায়। সুতরাং শিব-বিদ্বেষ বৈষ্ণবতা নহে। তবে যে বৈষ্ণবকে অন্য দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অবৈষ্ণবগণ দেবদেবীকে তদীয় তত্ত্ব না মানিয়া স্বতন্ত্র-জ্ঞানে পূজা করিলে অপরাধযুক্ততা জন্য পূজা হয় না, অথবা সবই এক বলিলেও স্বতন্ত্রভাবে কৃত কামদুষ্ট উপাসনা ভক্তিযুক্ত নহে। অভক্তের পূজা গৃহীত হয় না, বিশেষতঃ তদীয়-তত্ত্ব তৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করেন না। সুতরাং অভক্ত-পূজিত দেবদেবীর নৈবেদ্য ভগবৎ-প্রসাদ নহে, উহা কামনাবর্দ্ধক দ্রব্যবিশেষ। বৈষ্ণব তাহার আদর করেন না। নচেৎ শিব-বিদ্বেষ বা যোগমায়া-বিদ্বেষ তাঁহার বৃত্তি নহে।

—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী

# পাঠান ধর্ম্ম-গুরু উদ্ধার

বৃন্দাবন ত্যজি' প্রয়াগের পথে চলেছেন প্রভুপাদ,
সাথে আছে তাঁর পঞ্চ সঙ্গী গাহে সবে দিনরাত।'
পথে যেতে যেতে ভক্তগণের এলো দেহে অবসাদ,
জানি' তাই গোরা অন্তর্যামী পশি' মহাবন-মাঝ'—
বসিলেন সেথা তরুতলে এক সাথে লয়ে সবাকারে,
বহু ধেনু সেথা করে বিচরণ তরুর অনতিদূরে।
প্রভুর হৃদয় হ'ল প্রফুল্ল হেরি' সেথা বহু ধেনু,
গোপবালক এক এমন সময় বাজাল সহসা বেণু।
বেণু-স্বর শুনি' প্রেমাবেশে প্রভু পড়িলেন ভূমিতলে,
অচেতনবৎ রহেন পতিত, দেহে শ্বাস নাহি চলে।
হেনকালে সেথা আশোয়ার দশ হ'ল ত্বরা উপনীত,
ভাবিল তাহারা এ যতির পাশ ছিল বুঝি সোনা কত !
ঠক এরা সব ধুতুরা খাওয়ায়ে যতিরে বধিয়া হায়,
যত সোনা তার কাড়ি ল'য়ে এবে সরিয়া পড়িতে চায় !
এত ভাবি' মনে বাঁধিল তাহারা প্রভুর সঙ্গীগণে,
মুক্ত-কৃপাণে হ'ল আগুয়ান বধিতে সর্ব্বজনে।
দেখি' তা' সহসা উঠিল চমকি যতেক ভক্তগণ,
ভাবিল বুঝি বা পাঠানের হাতে দিতে হবে এ জীবন।
কৃষ্ণদাস রাজপুত তবে সাহসে করিয়া ভর,
কহিল তাদেরে,—"তিষ্ঠরে শঠ, জেনো মোর হেথা ঘর।
আছে মোর হেথা শতদুই সৈন্য, শতেক কামান আর,
হুকুম দিলে তো রক্ষা পাবি না, যাইবি যমের দ্বার।
মোরা বাটপাড় নহি রে পাঠান, তোরাই তো শঠ সবে,
তীর্থবাসীর সোনাদানা লুটে জীবন কাটাস্ মিছে।"
কৃষ্ণদাস-কথা শুনি' পাঠানের মনে উপজিল ত্রাস,
সংজ্ঞা পেয়ে প্রভু সহসা উঠিলা ছাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস !
প্রেমাবেশে প্রভু হরি হরি বলি' নাচে দুই বাহু তুলে,
পাঠানেরা তবে ভীত হয়ে যত বন্ধন দিল খুলে।

দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণমি তাহারা গৌরাঙ্গ-প্রভুর পায়,
কহিল,—"প্রভুজী, এই চারিজনে ঠক বলি' বোঝা যায়।
বুঝিনু ইহারা ধুতুরা খাওয়ায়ে তোমারে পাগল করি,'
যত ধন তব নিয়াছে লুটিয়া, বল কি শাস্তি করি !"
কহিলেন প্রভু—"নহে ঠক এরা, সঙ্গী আমার সবে,
ভিক্ষুক আমি, নাহি মোর ধন, চলেছি প্রয়াগ-পথে।
মৃগী-রোগে আমি অচেতন হলে এরা করে মোর সেবা,
এদেরই যত্নে পালিত আমি যে, এরা মোর প্রিয় সদা।"
যত পাঠানের মন ফিরি গেল প্রভুর বচন শুনি',
বৈষ্ণবগণে প্রেমানন্দভরে করে হরি হরি ধ্বনি।
পাঠান-গুরুজী প্রভু-পাশে তবে স্ব-শাস্ত্র উঠায়ে কহে—
"ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ কহিছে কোরাণ, সবিশেষ কভু নহে।"
প্রভু ক'ন হেসে—"হে পণ্ডিত, তব শাস্ত্রে নাহিক জ্ঞান,
তোমারি শাস্ত্রে কহিয়াছে শেষে সবিশেষ ভগবান।
প্রেমানন্দ-সুখ পেতে পার শুধু ভক্তিরসে নিমজ্জিয়া,
শেষে শাস্ত্র যাহা করিছে নির্ণয় দেখ তাহা বিচারিয়া।"
—এত কহি' প্রভু কোরাণের শ্লোক কহিলা ব্যাখ্যা করি'
শুনি তা' পাঠান-হৃদয় তখনি পুলকে উঠিল ভরি।
কহিল পাঠান,—"সত্য কহিলে, ভাঙ্গিলে হে মোর ভুল,
সাকার আল্লা সেব্য সবারই, তুমি তার সমতুল।
কৃপা কর মোরে দীনজন ভেবে, শরণ লইনু তব,
উপদেশ দানি' তার' গো আজিকে ঘুচাও মরণ ভব।
পেলাম আজিকে দিব্য জীবন, গেল মোর অভিমান,
তোমা হেরি' মোর রসনায় সদা স্ফুরিছে কৃষ্ণনাম।
কহিতে কহিতে এত কথা তার নয়নে ঝরিল পানি,
ভুমিতে লুটায়ে ধরিল প্রভুর রাতুল চরণখানি।
তুষ্ট হয়ে প্রভু কহিলা তাহারে নাম-মহামন্ত্র দানি'—
"কৃষ্ণনাম লহ, আজি হ'তে তোমা' রামদাস ব'লে মানি" ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

# চোর বলে,—"ঐ চোর"

এক সময়ে একটী পল্লীতে চোরের বড় উৎপাত হইয়াছিল। পল্লীবাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও চোর ধরিতে পারিলেন না। গৃহস্থ সজাগ হইলেই চোর পলায়ন করে, আর গৃহস্থের চীৎকারে গ্রামের লোকেরা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চোরের কোন নিদর্শন পান না। তখন গ্রামের যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনি কোন বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া যাঁহার যাঁহার বাটীতে চুরি হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ডাকাইয়া সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করিলেন যে, চোর ধরিবার জন্য কে কে উদ্যোগী ছিল? সেই সকল সঙ্কলন করিয়া তিনি জানিলেন, একটী লোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া চোর সন্ধানে ব্যস্ত ছিল।

তখন তাঁহার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রামের চৌকিদারকে সেই লোকটীর বাড়ীর নিকট থাকিয়া রাত্রি দশটার পর হইতে প্রত্যহ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া চৌকিদার নিজ কর্ত্তব্য পালনে অযত্ন করে কিনা, দেখিতে লাগিলেন। একদিন চৌকিদার নিশীথ রাত্রিতে লোকটীকে একটী গাঁথি হাতে করিয়া বাহির হইতেছে দেখিল। সে দূর হইতে তাহার সঙ্গ লইল। পরে দেখিল, একটী গৃহের মাটীর দেওয়ালে সে আস্তে আস্তে গাঁথি মারিয়া ছিদ্র করিল, ক্রমে সেই ছিদ্র বড় করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সে এমন জায়গায় দাঁড়াইল, যেখান হইতে সে ছিদ্র (সিঁদ) ও গৃহের দরজা দুইটীই লক্ষ্য করিতে পারে। খানিক পরে বাড়ীর মধ্য হইতে "চোর চোর" শব্দ হইল। চোরও তাড়াতাড়ি দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া জঙ্গলের ভিতর গেল। ততক্ষণে গৃহস্বামী আলো জ্বালিয়া গ্রাম-বাসিগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন।

চোরটী সেই অবসরে জঙ্গলের চারিদিক ঘুরিয়া অবশেষে অন্য দিকে পথে পড়িয়া দেখিল, অনেক লোক জড় হইয়াছে। সেও 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলিয়া তাহাদের সহিত "চোর, চোর" বলিয়া চারিদিকে ছুটা-ছুটী করিতে লাগিল। পথে চৌকিদারকে দেখিয়া তাহাকেই ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "চোর ধরিয়াছি, চোর ধরিয়াছি।" তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য লোকেরাও আসিলেন ও চৌকিদারকে দেখিয়া নানা

বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন ও তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময় গ্রামের পঞ্চায়েৎ-প্রধান উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন ও চৌকিদারকে নিভৃতে লইয়া গিয়া তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। পরে আরও দুই একজনের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে তদন্তের সময় ঐ লোকটীর (চোরের) মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে উপদেশ দিলেন।

সকলকে লইয়া চৌকিদার-নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের দিকে চলিতে লাগিলেন। সেই লোকটী তখন কেবলই বলিতেছিল, "অন্ধকারে জঙ্গলে কেন যাবেন, ওখানে লতার (সাপের) বড় ভয়—ওখানে চোর লুকিয়ে থাকতে পারে না।" তাহা সত্ত্বেও যখন সকলে অগ্রসর হইতেছেন, তখন সে ক্রমে পশ্চাদ্-গামী হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। পরে গৃহস্থের অপহৃত পেটিকা (বাক্স) ও ঐ লোকটীর গাঁথি চৌকিদার বাহির করিল। আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি যোগে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই লোকটীই চুরি করে; তাহার বাটীতে খানাতল্লাসী করিয়া অনেক অপহৃত দ্রব্য বাহির হইল। তাহার সমুচিত দণ্ডও সে রাজদ্বারে পাইল।

আধুনিক সমাজেও এইরূপ অনেক চোরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা সমাজের সরল লোকগুলিকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অংশ ভৃতক পাঠক-গুরু-ব্যবসায়িরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেরা স্ত্রী-পুত্রের পরি-পালন ও মনোরঞ্জন করিতেছেন, আর যাঁহাদের অর্থ তাঁহাদিগকে পরমার্থে বিরত করিয়া নিজেরাও অধঃপতিত হইতেছেন ও তাঁহাদের আত্মীয় সাজিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাহারা অঘ-বক-বকীপূতনার ন্যায় কৃষ্ণের হিতৈষিসজ্জায় কৃষ্ণবিদ্বেষী। তাহাদের যথার্থ আকার যখন শুদ্ধভক্তগণ প্রতারিত জনগণের মঙ্গলোদ্দেশে লোক-সমক্ষে দেখাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন, তখন তাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া "ঐ চোর ঐ চোর" করিয়া শুদ্ধভক্তকে চোর সাজাইবার বিফল চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাহারাও যেমন পয়সা লইয়া পাঠাদি ও গুরুগিরি করেন, ইঁহারাও (শুদ্ধভক্ত ও) তেমন লোকের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠাদি চালাইতেছেন, তাহা হইলে ইঁহারাও দোষী। কলির ধারাই এই যে, চোর সাধুকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে। তুলসীদাস এই কথা অনেক দিন আগেই বলিয়া গিয়াছেন—"চোরকে ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে,

পথিককো লাগায় ফাঁসি। ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আওর হাসি।"

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনারাই বিচার করুন। পরমার্থ বিক্রয়ের বস্তু নহে; ফুরণ করিয়া বা না করিয়া অর্থ লাভেরই আশাতে পাঠাদি ব্যবহার ও গুরুগিরি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ ভগবৎসেবায় না লাগাইয়া যদি গৃহিনীর মনোরঞ্জন করা হয়, তাহা হইলে যে অর্থ দিয়া আপনি হরিসেবা করিবেন, তাহা গৃহিনী ঠাকুরাণীর অলঙ্কার ও সস্ত্রীক পাঠক মহাশয়ের শয়নের জন্য, পালঙ্কের জন্য লাগিয়া অনর্থ কেনা হইল; ইহাতে পরমার্থ হইল না। শুদ্ধভক্তগণ ভিক্ষালব্ধ অর্থে ভক্তি-প্রচারকেন্দ্র মঠ রক্ষা করিয়া সংসার-বাসনা ছাড়িয়া নিত্য হরিসেবাই করিতেছেন।

—শ্রীভক্তদাস ব্রজবাসী

---

# শ্রীমদ্ভাগবত

একদা মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কালপ্রভাবে মনুষ্যগণের দেহ, শক্তি, ওজঃ, তেজ, বল ও আয়ুর খর্ব্বতা এবং ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে বিশ্বাসহীনতা ও দুর্ভাগ্যদ্যোতক ভাব পরিদর্শন করিয়া, সকল বর্ণ ও আশ্রমের মঙ্গল কি উপায়ে বিধান করা যাইতে পারে, এরূপ চিন্তা করত পরিশেষে দয়া-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদের উপকারার্থে প্রথমতঃ বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপরে স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই বুঝিয়া পঞ্চম বেদ মহাভারত প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু এত করিয়াও ভগবান্ বেদব্যাস হৃদয়ে তুষ্টিলাভে সমর্থ হইলেন না।

একদিন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসদেব অতিক্ষুণ্ণ-মনে সরস্বতীর পুণ্যতটে উপবেশন করত হৃদয়স্থ অপ্রসন্নতার হেতু চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন— "আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদ, অগ্নি ও গুরুজনের যথোচিত সৎকার করিয়াছি এবং মহাভারত-রচনাচ্ছলে স্ত্রী-শূদ্রাদিরও ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছি আমি নিজে প্রাজ্ঞ হইয়াও কেন মনে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না?" এমন সময়ে তাঁহার গুরুদেব দেবর্ষি শ্রীনারদ তাঁহার সারস্বত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া নিজের মানসিক অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবের সর্ব্ববিষয়ে পারঙ্গতির বিষয় উল্লেখ করিয়া

তাহার প্রশংসা করিলে বেদব্যাস বলিলেন—"ভগবন্, আপনি যাহা বর্ণনা করিলেন, সে-সমস্তই আমাতে আছে, সত্য: কিন্তু তথাপি আমার চিত্ত কোনও ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনিই আমার অসন্তোষের কারণ নিরূপণ করুন্।"

তাঁহার বাক্যাবসানে দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন, "হে তপোধন! আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ বিস্তৃতভাবে ভগবানের নির্ম্মল যশোরাশি কীর্ত্তন করেন নাই, এই জন্যই আপনার চিত্তের প্রসন্নতা ঘটিতেছে না। যাহাতে জগৎপাবনী হরি-কথা বর্ণিত না হয়, সে বাক্য যতই কেন মনোহর হউক্ না, পরমহংসগণ তাহাকে বায়স-তীর্থ মনে করেন, অর্থাৎ যেমন বিচিত্র-অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে বায়সগণই আনন্দে ক্রীড়া করে, মানস-সরোবরস্থ পদ্মবনবিলাসী হংসগণ তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে পরমহংসগণ স্বকীয় মানস-সরোবরে অবস্থিত হরিপাদপদ্মের মধুর রস আস্বাদন করেন, তাঁহারা হরিকথা-বিরহিত বিচিত্র বাক্যেও ঘৃণা প্রদর্শনই করিয়া থাকেন; যাহাতে হরিলীলা বর্ণিত হয়, সেই কথায় রচনা-চাতুর্য্য না থাকিলেও তাহা পবিত্র এবং তাহাই প্রকৃত মানবজীবনের দুরিতাপহ বাক্য-প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার্য্য। এই জন্যই সাধুগণ, বক্তা থাকিলে তাঁহার মুখে সেই কথা শ্রবণ করেন; শ্রোতা থাকিলে সেই কথা বর্ণন করেন; এবং বক্তা ও শ্রোতার অভাবে তাহা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অনাদি বিষয়-বাসনার দ্বারা আক্ষিপ্ত-চিত্ত কামী মানব-গণকে ধর্ম্ম-সাধন উদ্দেশ্যে অতীব নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে দিয়া আপনি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ, যাঁহার বাক্যের উপর ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ব্যবস্থা নির্ণয় হইয়াছে, সাধারণ লোকে কখনই তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার অন্যথাচরণে সমর্থ হয় না। যদিও নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির বিষয় আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিপূর্ব্বক তাদৃশ নিষ্কাম ধর্ম্মালোচনার দ্বারা কেবল বিবেকী ব্যক্তিগণই সেই অনন্ত ও অপার বিশ্বব্যাপী ভগবানের নিরুপাধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব পারমার্থিকবুদ্ধিহীন ভোগাভিলাষী প্রবৃত্তি-নিরত অনন্যোপায় জনগণের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বাসুদেবের লীলা বর্ণন করুন্"।

"স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াও যদি শ্রীহরির চরণকমলে চিত্ত অর্পণ করা যায়, এবং এমন কি, ভক্তির অপরিণত অবস্থায় ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ হইতে না হইতেই যদি পদস্খলিত, বিপর্য্যস্ত বা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া যায়, তথাপি কোনও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা নাই। কণামাত্র ভগবৎ-প্রেম হৃদয়ে ধারণা করিয়া, যে কোনও অবস্থায় (যোনিতে) জীব গমন করুক্, কখনই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য হইয়া কেবল স্বধর্ম্ম প্রতিপালন-দ্বারা কে কবে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন ?

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপকোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥

(ভাঃ ১।৫।১৭)

অতএব ঊর্দ্ধ্ব ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং অধঃ স্থাবরলোক পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিলেও যে-ভগবানের ভক্তিসুখ নিতান্ত দুর্লভ, বিবেকী ব্যক্তিগণ যেন তল্লাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করেন। সামান্য বিষয়-সুখের জন্য কোনও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নাই; কারণ, সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগাবসানে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র বিষয়-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি কোনও কারণবশতঃ নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হইলেও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আর সংসারে প্রবেশ করেন না; কারণ, হরিপাদপদ্মের মকরন্দরস একবার আস্বাদন করিয়া তিনি আর ভুলিতে পারেন না—নিরন্তর সেই সুখই স্মরণ করিতে থাকেন। অতএব যাহাতে হরিভক্তির সঞ্চার হয়, সেই হরিকথা আপনি সবিস্তর বর্ণন করুন, তাহা হইলে আপনার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। এই বলিয়া মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেবর্ষি বীণা বাজাইয়া হরি-গুণ গান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাসও সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক নারদের উপদেশানুসারে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ভক্তিপ্রভাবে তাঁহার মন যখন নির্ম্মল ও নিশ্চল হইল, তখন তিনি সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর শ্রীহরিই বিদ্যাশক্তি দ্বারা অবিদ্যাকে পরিচালিত করিতেছেন; জীবাত্মা স্বয়ং প্রাকৃতগুণাতীত হইয়াও সেই অবিদ্যার বশে

বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাশ্রিত কর্ত্তা-ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিলেই অবিদ্যা-জনিত অনর্থ হইতে জীব উপশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে মহর্ষি এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অনভিজ্ঞ জনগণের দুঃখ-প্রশমনের সোপানস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন—যাহা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অবিরলধারে প্রেমের আবির্ভাব হয় এবং জীবের শোক, মোহ ও ভয় নিবারিত হইয়া যায়, সেই সাত্বত-সংহিতা রচনা ও সংশোধন করিয়া মহর্ষি প্রথমে আপন পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতং মুনিম্॥ (ভাঃ ১।৭।৮)

এই শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতা রচনা করিয়া ব্যাসদেব ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। পিতা অতিসুমিষ্ট ও সুস্বাদু সামগ্রী লাভ করিলে কেবল স্বয়ং ভোজনেই তৃপ্তি অনুভব করেন না, প্রিয় পুত্রকে ভোজন করাইয়া অধিকতর প্রসন্ন হন। এস্থানে ব্যাসদেবও অপূর্ব্ব আনন্দ লাভে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তির স্রোত প্রসারিত করিলেন এবং নিস্তরঙ্গ, স্তিমিত ও গম্ভীর জলধির ন্যায় বিষয়বাসনা-রহিত ব্রহ্মানন্দপূর্ণ শুক-হৃদয়ে তাহা প্রবাহিত করিয়া শান্তচিত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইবার পর এবং রাজা পরীক্ষিৎ-কৃত নিগ্রহের পূর্ব্বে, স্বীয় অধিকার আরম্ভকালে কলি এত প্রবল হইয়াছিল যে, ধার্ম্মিক শাস্ত্রদর্শিগণেরও অধর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল; এমন কি, ব্যাসচিত্তেও অপ্রসন্নতার উদয় হয়। নারদ যখন উপদেশচ্ছলে ব্যাসদেবকে তিরস্কার করেন, তখন স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"আপনি ধর্ম্মের উপদেশ দিতে গিয়া, অধর্ম্মকার্য্য পশুহিংসাদির উপদেশ প্রদানে জীবের অসৎ প্রবৃত্তিরই প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে বরং অনিষ্টই করা হইয়াছে; এক্ষণে ইহার সংশোধন করা অতীব দুরূহ।"

—শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, ভাগবতভূষণ

# সমিতি-সমাচার

## শ্রীল প্রভুপাদের অষ্টাবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত মঠসমূহে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অষ্টাবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। এই দিন মঠ-সমূহে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী এবং তদ্‌রচিত বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদির বিশেষ বিশেষ অংশগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ ও স্মরণমুখে **সিদ্ধান্তবাণীর** তাৎপর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত বাণী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জীবন। তজ্জন্য এই তিথি পরম-বরণীয়া। সমিতির মঠসমূহে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশে তৎপ্রিয় ভোগ-দ্রব্যাদি মধ্যাহ্নে নিবেদন করা হয়। সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অন্যান্য শাখা-মঠসমূহেও এই রীতি অনুসৃতা হয়। এই দিবস সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এতদুদ্দেশ্যে আহূত বহু বিদ্বজ্জন-সমাবৃত এক মহতী ধর্ম্ম-সভায় সমিতির সদস্যগণ ভক্তি-ধর্ম্ম সংরক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় কীর্ত্তনগুলিও এই দিন গীত হয়। "দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব"—শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত এই বিশেষ কীর্ত্তনটীও গীত হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় সমস্ত মঠে 'শ্রীল প্রভুপাদের আরতি'গীতিটী কীর্ত্তিতা হন। সমিতির সর্ব্বত্রই প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই আরতি সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করা হয়। সকলেরই এই কীর্ত্তনটী জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিধায় নিম্নে কীর্ত্তনটী মুদ্রিত হইল।

### শ্রীল প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি।
যোগমায়াপুর-নিত্যসেবা-দানকারী ॥

সর্ব্বত্র প্রচার ধূপ সৌরভ মনোহর।
বদ্ধ-মুক্ত অলিকুল মুগ্ধ চরাচর ॥

ভকতি-সিদ্ধান্ত-দীপ জ্বালিলা জগতে।
পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে ॥

পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ।
ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিদ্যা দুর্ম্মতি ॥

ভকতিবিনোদ-ধারা জল-শঙ্খ-ধার।
নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাজে সর্ব্বকাল।
বৃহৎ মৃদঙ্গবাদ্য পরম রসাল ॥
বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
গলদেশে তুলসীমালা করে ঝলমল ॥
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর।
তপ্ত-কাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর ॥
ললিত লাবণ্য মুখে স্নেহভরা হাসি।
অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য পূর্ণশশী ॥
যতিধর্ম্মে পরিধানে অরুণ-বসন।
মুক্ত কৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয় গগন ॥
ভকতি-কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত।
সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার বিশ্ব বিমোহিত।
সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায়।
**কেশব** অতি অভাগা নিরাজন গায় ॥

## বেহালায় মায়াদাসীরোডে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা

কলিকাতার বেহালা অঞ্চলে ২৭ নং মায়াদাসী রোডের শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সাহা মহোদয়ের গৃহেও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি পুজিতা হন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম তাঁহার বাটীতে ঐ দিবস ( অর্থাৎ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭২ ) কিয়ৎ সংখ্যক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এই উৎসব সুসম্পন্ন করিতে প্রেরণ করেন। মধ্যাহ্নে তদালয়ে একটী মহতী সভায় উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকল্পে শ্রীল প্রভুপাদের বিবিধ দিক্ পর্য্যালোচনা করেন। সভা সমাপ্তির পর বহু সজ্জন-মধ্যে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। মহাপ্রসাদ সেবনকারীমাত্রই **সরস্বতী প্রসাদে** মায়াদেবীর হস্ত হইতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করেন।

## কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম বাবুর বাটীতে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভা

উক্ত ২৬শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় কলিকাতায় ৪৪নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম বাবুর উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশে একটী বিরহ-সভা আহূত হয়। যাঁহার বিরহ-পূজা সেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ পার্ষদ অস্মদীয় পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এই গৃহে এই দিবস উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে গৃহস্বামীর প্রচুর সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। সমিতির প্রচারকগণ এই সভায় সিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত-জন উপস্থিত ছিলেন। সকলেই কর্ণদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত রসাস্বাদন করিয়া চরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম বাবুর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

## নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি

বিগত ৩রা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার সমিতির আকর-স্থল নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পালিতা হইয়াছেন। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত কৃষ্ণ-লীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম হইলেও গৌর-লীলার প্রথমে তিনি একজন বৈষ্ণব-অপরাধীর অভিনয় করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষার পুনঃ প্রসার কল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিবৎসরই সমিতিতে এই বরণীয়া তিথির আবাহন পরিদৃষ্ট হন। সমস্ত দিবস অমূল্য সিদ্ধান্ত-খনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনা পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে এতদুদ্দেশে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীকে বিশেষ ভোগরাগ-নিবেদন করা হয় এবং সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে এই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্য-মন্দিরে এতদুপলক্ষ্যে আয়োজিত এক ধর্ম্মসভায় সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক, ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ বৈষ্ণব-তত্ত্ব, বৈষ্ণব-অপরাধ প্রভৃতি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনমুখে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

## চুঁচুড়া মঠে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব

বিগত ৪ঠা পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর, সোমবার চুচুঁড়া শহরে সমিতির শাখা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যথারীতি সাদরে পালিতা হইয়াছেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। চুঁচুড়া শহরের নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রাম ইঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র। তদনুসারে শ্রীমঠের উক্তরূপে নামকরণ হয়। এই দিবস সমস্ত দিন শ্রীল ঠাকুরের পূত জীবনী আলোচনা হয়। মধ্যাহ্নে তদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুকে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদিত হয়। ও তৎপরে সমাগত সজ্জন মণ্ডলীকে এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। ব্যবহারিক বণিক্‌কুলকে উদ্ধার করিবার যে লীলা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই প্রকার পারমার্থিক রাজ্যে আমাদের ক্ষুদ্র-স্বার্থপ্রণোদিত যে বণিক্‌বৃত্তির উদয় হয়, শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হউক্—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদাম্বুজে আমাদের একমাত্র সুদৃঢ় প্রার্থনা হইলে আমাদের মঙ্গল সুনিশ্চিত।

## শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-উৎসব

গত ২৬শে পৌষ, ১১ই জানুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম স্তম্ভ শ্রীল নরহরি ঠাকুর (সেবাবিগ্রহ) মহাশয়ের পূত তিরোভাব উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অজাতশত্রু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিরও প্রাচীন স্তম্ভ। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতাই তাঁহাকে সমিতির পৌরাণিকত্বে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সারস্বত-গগনে আবির্ভূত এই মহাপুরুষের অবদান সারস্বত গৌড়ীয়গণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নবদ্বীপে সমিতির মূলকেন্দ্র মঠেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন, তথায় সমস্ত সেবাকার্য্যের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্যে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয় এবং তদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-জিউকেও ঐ দিবস মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদন করা হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে সমগ্র জীবকুল হরিসেবা-গ্রহণে তৎপর হউন্—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি। —নিজস্ব

# পরলোকে শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী ও তাঁহার সাত্বত শ্রাদ্ধ

বিশেষ দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন প্রাচীন ও বিশিষ্ট গৃহস্থ-শিষ্য-হুগলী জিলার বৈঁচীগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী মহাশয় গত ১৫ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রে করোনারি থ্রম্বসিস রোগাশ্রয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীমাণিকচন্দ্র সিংহ। এই কালে তাহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ রক্তচাপের দরুণ কষ্ট পাইতেছিলেন। সমিতির ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-প্রচারে সস্ত্রীক মদনমোহন প্রভু বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-ও অতীব ভক্তিমতী। শ্রীযুক্ত মদনমোহন প্রভু তাঁহার স্বগ্রামাঞ্চলে সমিতির প্রচারের একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সমিতির শিক্ষা ও আচার-বিচারের প্রবল প্রচারে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। পূর্ব্বে তিনি কোনও রাজনীতি সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মনীতি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া তিনি ঐ জীবন পরিত্যাগ করেন। ইহা তাঁহার পারমার্থিক জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি। সমিতি তাঁহার ন্যায় একজন যোগ্য সেবকের অভাব বোধ করিতেছেন।

দেহরক্ষাকালে তিনি তদীয় পুত্র ও সহধর্ম্মিণীর নিকট বৈষ্ণবমতে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্মার্ত্তধর্ম্মে বিন্দু-মাত্র আস্থাও তাঁহার ছিল না। পিত্রিচ্ছানুসারে তদীয় জ্যেষ্ঠ সন্তান সমিতির আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট আগমন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে পঞ্চদশ মূর্ত্তি মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী বৈঁচীতে তাঁহার বাস-ভবনে গমন করেন এবং দেহরক্ষা হইতে একাদশাহে ২৫শে পৌষ বিশুদ্ধ বৈদিক, শাস্ত্রীয় ও সাত্বত-স্মৃতি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-কৃত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'হরিভক্তি-বিলাসা'নুসারে বিরাটভাবে বৈদিক স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাঁহার সাত্বত পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দেখিতে বহুলোক সমাগম হয়। সকলেই বলিতে থাকেন, "বৈষ্ণবদের এই প্রকার শ্রাদ্ধ-বিধি অতীব প্রশংসনীয়। স্মার্ত্ত-সমাজ এর কোন সন্ধানই রাখে না।" পরলোকগত মদনমোহন প্রভুর সন্তানগণ সকলেই পিতার সু-আদর্শ গ্রহণ করিলে সমিতি সদস্যবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইবেন।

—নিজস্ব সংবাদ

# শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ ; ইং ১২।১২।৬৫

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৭শে মাঘ ১৩৭২, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার **ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) তিথিপূজা**-উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে,** চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে,** মেদিনীপুর জিলার **চক্‌গাড়ুপোতা ও খামটী গ্রামে** এবং ২৪ পরগণা জিলার **গদামথুরা ৫ম খণ্ডে** আগামী ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া) হইতে** ২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

**ধর্ম্মপ্রাণ** সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে। বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

**সভ্যবৃন্দ,**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মঙ্গলবার** পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **বুধবার** পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **বৃহস্পতিবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৭শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৭২ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সেবিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

# গৌড়ীয় পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৭ গোবিন্দ, ৪৭৯ গৌরাব্দ শনিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৭২; ইং ১২।২।১৯৬৬ | ১২শ সংখ্যা


# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ ]

## প্রমাণখণ্ডঃ

### তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

সা রম্যা চ প্রশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম।
শৃণু দেবি যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীম্ ॥৩৬॥

অয়ি দেবি, আমি যে-কারণ মথুরাপুরীর প্রশংসা করি, তাহা শ্রবণ কর; এই পুরী লোকের সকল পাপ হরণ করিয়া থাকে এবং এখানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা নিঃসংশয়রূপে মুক্তিলাভ করেন ॥৩৬॥

তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে ॥৩৭॥

মানবগণ মাঘ-মাসে পূর্ণিমাতিথিতে প্রয়াগতীর্থে যে ফল লাভ করেন, মথুরাবাসী লোকসকল প্রত্যহ সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৭॥

কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎপুণ্যং পুষ্করে চ বসুন্ধরে।

তৎপুণ্যং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে।।৩৮।।

অয়ি বসুন্ধরে, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় পুষ্কর-ক্ষেত্রে যে পুণ্য লাভ হয়, মথুরায় প্রত্যহই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৩৮।।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎফলম্।

তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি।।৩৯।।

পূর্ণ সহস্র বৎসরে বারাণসী-ক্ষেত্রে যে ফল লাভ হয়, মথুরায় ক্ষণকালেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৩৯।।

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।

মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহতো মায়য়া মম।।৪০।।

যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুণ্যলাভের আশায় অন্য তীর্থে বা অন্য কর্ম্মে আসক্ত হয়, ঐ মূঢ় ব্যক্তি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া নিরন্তর সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে।।৪০।।

যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্।

অন্যেনোচ্চারিতং শংসন্ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৪১।।

হে বরারোহে, যে ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত মথুরামণ্ডলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি এবং বক্তা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।।৪১।।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।

মথুরায়াং গমিষ্যন্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে।।৪২।।

পৃথিবীস্থ সমুদ্র-সরোবরাদি যাবতীয় তীর্থসকল জনার্দ্দনের শয়নকালে মথুরায় গমন করিয়া থাকেন।।৪২।।

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।

তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ।।৪৩।।

অয়ি মহাভাগে, যে-সকল নীচ ব্যক্তিও মথুরায় বাস করে, তাহারাও আমার অনুগ্রহে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৪৩।।

বৈবস্বতস্বসা রম্যা যমুনা লোক-পূজিতা।

তত্র স্নানপরো দেবি মম লোকে মহীয়তে।।৪৪।।

যমের ভগিনী যমুনাদেবী সমস্ত লোকের পূজিতা। হে দেবি, তাহাতে স্নান করিলে মানব আমার ধাম লাভ করত সেখানে পূজিত হইয়া থাকে।।৪৪।।

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুর্ভুজঃ ॥৪৫॥

যে ব্যক্তি আমার প্রীতিজনক কর্ম্ম আচরণ করত মথুরায় প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই চতুর্ভুজরূপ লাভ করিয়া থাকে, তাহার আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥৪৫॥

কীর্ত্তনবিশ্রামতীর্থ-সম্বন্ধে তত্রৈব ॥

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥৪৬॥

কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রামতীর্থ সম্বন্ধেও বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

হে দেবি, ত্রিলোক-বিখ্যাত বিশ্রান্তি-নামক তীর্থে স্নান করিলে লোক আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে ॥৪৬॥

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্ ॥৪৭॥

হে দেবি, সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়া যে ফল হয়, বিশ্রামরত মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥৪৭॥

ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্ন চ সংযমৈঃ।
তৎফলং লভতে দেবি স্নাতো বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকে ॥৪৮॥

মানবগণ যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান এবং সংযম দ্বারা যে ফল লাভ করিতে পারেন না, বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৪৮॥

কালত্রয়স্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৪৯॥

যিনি ত্রিকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যায়) বিশ্রামরত মহাপ্রভুকে দর্শন করত দুইবার প্রদক্ষিণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হ'ন ॥৪৯॥

সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে দুর্ল্লভানি হি।
স্নানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫০॥

অয়ি বসুধে, দ্বাদশটী দুর্ল্লভ তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থে স্নান দান, জপ,

হোগ প্রভৃতি আচরণ করিলে সহস্র গুণ ফল দান করে। ঐ সকল স্থানের স্মরণ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥৫০॥

হরিহর-কাশীক্ষেত্রাদিবিষয়ে—

মহাবারাণসীক্ষেত্রং ধূর্জ্জটীস্থানমুত্তমম্।
কাশীক্ষেত্রাৎ পরং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥৫১॥

হরিহর এবং কাশীক্ষেত্রে প্রকৃতি বিষয়ে লিখিত হইয়াছে,—

মহাবারাণীধামই মহাদেবের উত্তম স্থান। উহা কাশীধাম হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পাপবিনাশক বলিয়া কীর্তিত ॥৫১॥

মৎস্যপুরাণে,—

বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষতে ন কদাচন।
মমক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্ ॥৫২॥

মৎস্যপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—আমি বিমুক্ত না করিলে যেহেতু বিমুক্ত হইতে পারে না, সেইজন্য আমার এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত নামে স্মৃত হইয়াছে ॥৫২॥

জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা।
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাৎ ভস্মসাদ্ভবেৎ ॥৫৩॥

স্ত্রীলোক বা পুরুষ জ্ঞানত কিম্বা অজ্ঞানও মানুষবুদ্ধি-অনুসারে যে সকল পাপ আচরণ করিয়া থাকে, অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সকল পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥৫৩॥

প্রায়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহত্তরম্।
অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে ॥৫৪॥

এই ক্ষেত্র তীর্থ-শ্রেষ্ঠ প্রয়াগধাম হইতেও মহৎ, যেহেতু এ স্থানে অল্প আয়াসেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥৫৪॥

লিঙ্গপুরাণে.—

ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু অবিমুক্তং কদাচন।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ।।
অবিমুক্তে বসেদ্ যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ ॥৫৫॥

লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যদি কোন ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও কোন সময়ে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ

করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বশতঃ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি আমার সমতা লাভ করেন ॥৫৫॥

ব্রহ্মপুরাণে,—

অবিমুক্তং সমাসাদ্য লিঙ্গমর্চ্চন্তি যে নরাঃ।
কল্পকোটী-শতৈশ্চাপি নাস্তি তেষাং পুনর্ভবঃ ॥৫৬॥

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যে সকল ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করত লিঙ্গ পূজা করেন, তাঁহাদের শতকোটিকল্পেও আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥৫৬॥

স্কন্দপুরাণে গোদ্রুমমাহাত্ম্যে,—

গোদ্রুমাখ্যে হরে স্থানে বসন্তি যে নরোত্তমাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরং পদম্ ॥৫৭॥

স্কন্দপুরাণে গোদ্রুম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে উক্ত আছে,—

যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব গোদ্রুম নামক শ্রীহরির ধামে বাস করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন ॥৫৭॥

মধ্যদ্বীপস্থনৈমিষমাহাত্ম্যে

গর্গসংহিতায়াম্,—

গোমতীতীরজং পুণ্যং রজো যো ধারয়েন্নরঃ।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৮॥

গর্গসংহিতায় মধ্যদ্বীপস্থিত নৈমিষক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

যে ব্যক্তি গোমতীনদীর তীরজাত পবিত্র রজঃ ধারণ করেন, তিনি শত জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥৫৮॥

মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ।
শতাশ্বমেধজং পুণ্যং সংপ্রাপ্নোতি বিদেহরাট্ ॥৫৯॥
তৎসহস্রগুণং পুণ্যং গোমত্যাং মকরে রবৌ।
গোমত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ॥৬০॥

হে বিদেহরাজ, মাঘমাসে রবি মকর-রাশিস্থ হইলে প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, আর ঐ সময়ে গোমতীতে স্নান

করিলে তাহার সহস্রগুণ পুণ্যলাভ হয়। স্বয়ং ব্রহ্মাও এই গোমতী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন ॥৫৯-৬০॥

চক্রচিহ্নে চক্রতীর্থে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।
চক্রপাণিপদং যাতি পাপানাং ভাজনোঽপি হি ॥৬১॥

যিনি চক্রচিহ্নযুক্ত চক্রতীর্থে দ্বাদশী-তিথিতে স্নান করেন, তিনি নিতান্ত পাপভাগী হইলেও বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥৬১॥

শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং,

পুলস্ত্য উবাচ—

ততো গচ্ছ হি রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষ্টদম্।
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্ব্বজন্তবঃ ॥৬২॥

শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

পুলস্ত্য বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র, অতএব তুমি অভীষ্টপ্রদ কুরুক্ষেত্রে গমন কর। উহার দর্শনে সর্ব্বজীব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥৬২॥

কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬৩॥

যে ব্যক্তি 'আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব'—সর্ব্বদা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥৬৩॥

পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥৬৪॥

কুরুক্ষেত্রের ধূলিরাশিও বায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া পাপিগণের গাত্রে পতিত হইলে পরমগতি প্রদান করিয়া থাকে ॥৬৪॥

শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্করমাহাত্ম্যে—

নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং।
পুষ্করং নাম বিখ্যাতং মহাভাগঃ সমাবিশেৎ ॥৬৫॥

শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্কর-মাহাত্ম্য-বর্ণনে বলা হইয়াছে,—

এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিলোকবিখ্যাত পুষ্করনামক তীর্থ অবস্থিত, মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৬৫॥

দশকোটীসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহামতে।
সান্নিধ্যং পুষ্করে যেষাং ত্রিসন্ধ্যাং কুরুনন্দন ॥৬৬॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতা বিভো ॥৬৭॥

হে মহামতে, বিভো, এই পুষ্করতীর্থে ত্রিসন্ধ্যায় দশকোটীসহস্র তীর্থের সমাগম হয় এবং আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সেস্থলে নিত্যবর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥৬৬-৬৭॥

জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি ॥৬৮॥

জন্মাবধি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জিত যাবতীয় পাপরাশি পুষ্করতীর্থে স্নান করা মাত্রই নষ্ট হইয়া থাকে ॥৬৮॥

যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ।
তথৈব পুষ্করং রাজংস্তীর্থানামাদিরুচ্যতে ॥৬৯॥

হে রাজন্, ভগবান্ মধুসূদন যেরূপ সমস্ত দেবগণের আদিদেবতা, সেইরূপ এই পুষ্করতীর্থও সমস্ত তীর্থের আদিতীর্থ বলিয়া জানিবে ॥৬৯॥

ভালুকা-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—

তথা বৈ দক্ষিণং দ্বারং জাম্বুবানৃক্ষরাট্ বলী।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ ভগবদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥৭০॥

হে রাজন্, সেইরূপ ভল্লুকরাজ মহাবল জাম্বুবান্ ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা দক্ষিণ-দ্বার রক্ষা করিতেছেন ॥৭০॥

মহাভারতে সমুদ্রগড়মাহাত্ম্যে,—

সপ্তকোটীনি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে যানি কানি চ।
সর্ব্বাণি তত্র তিষ্ঠন্তি সপ্তসামুদ্রকে নৃপ ॥৭১॥

মহাভারতে সমুদ্রগড়-মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

হে রাজন্, ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তকোটী- পরিমিত যে-সকল তীর্থ অবস্থান করিতেছে, এই সপ্তসামুদ্রক-তীর্থে সে সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥৭১॥

বিষ্ণুপুরাণে—

অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥৭২॥

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,—

সাগর-বেষ্টিত এই দ্বীপকে তাহাদের মধ্যে নবম বলিয়া জানিবে ॥৭২॥

বিদ্যানগরমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—

জগাম বেদনগরং জম্বুদ্বীপে মনোরমম্।
মূর্ত্তিমান্ যত্র নিগমো দৃশ্যতে সর্ব্বদৈব হি ॥৭৩॥

বিদ্যানগরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গর্গ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

যেখানে সর্ব্বদা নিগমশাস্ত্র মূর্ত্তিমান্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, তিনি জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত সেই মনোরম বেদনগরে গমন করিয়াছিলেন ॥৭৩॥

তৎসভায়াং সদা বাণী বীণাপুস্তকধারিণী।
গায়তি কৃষ্ণচরিতং সুভগং মঙ্গলায়নম্ ॥৭৪॥

তাহার সভায় বীণা-পুস্তক-ধারিণী সরস্বতী দেবী সর্ব্বদা মঙ্গলজনক পুণ্য কৃষ্ণ-চরিত গান করিতেছেন ॥৭৪॥

মূর্ত্তিমন্তো বিরাজন্তে তত্র বেদপুরে নৃপ।
অষ্টৌ তালাঃ স্বরাঃ সপ্ত তথা গ্রামত্রয়ং নৃপ ॥৭৫॥

হে রাজন্, সেই বেদপুরে অষ্টতাল, সপ্তস্বর, এবং তিনগ্রাম মূর্ত্তিমান্‌রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন ॥৭৫॥

মীমাসাশাস্ত্রং হস্তো জ্যোতির্নেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
আয়ুর্ব্বেদঃ পৃষ্ঠদেশো ধনুর্ব্বেদ উরস্থলম্ ॥৭৬॥
গান্ধর্ব্বং রসনং বিদ্ধি মনো বৈশেষিকং স্মৃতম্।
সাংখ্যং বুদ্ধিরহংকারো ন্যায়বাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদান্তং তস্যচিত্তং হি বেদস্যাপি মহাত্মনঃ ॥৭৭॥

মীমাংসা-শাস্ত্র সেই বেদশাস্ত্রের হস্ত, জ্যোতিঃশাস্ত্র—নেত্র, আয়ুর্ব্বেদ—পৃষ্ঠদেশ, ধনুর্ব্বেদ—বক্ষঃস্থল, গীতশাস্ত্র—জিহ্বা, বৈশেষিকশাস্ত্র—মনঃ, সাংখ্য-শাস্ত্র—বুদ্ধি; ন্যায়শাস্ত্র—অহঙ্কার, বেদান্তশাস্ত্র—চিত্তরূপে বর্ত্তমান ॥৭৬-৭৭॥

রুক্মপুর-রামতীর্থ-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—

যত্র রামেণ গঙ্গায়াং কৃতং স্নানং বিদেহরাট্।
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ ॥৭৮॥

রুক্মপুর রামতীর্থমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গর্গ-সংহিতায় বলিতেছেন,—হে বিদেহ-রাজ, যেখানে রামচন্দ্র গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে মহাপুণ্যজনক রামতীর্থ বলিয়া জানেন ॥৭৮॥

কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে স্নাত্বা রামতীর্থে তু জাহ্নবীম্।
হরিদ্বারাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈ লভতে জনঃ ॥৭৯॥

যিনি কার্ত্তিকমাসে পূর্ণিমা-তিথিতে রামতীর্থে গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি হরিদ্বার হইতেও শতগুণ পুণ্য লাভ করেন ॥৭৯॥

বহুলাশ্ব উবাচ—

কৌশম্বাচ্চ * কিয়দ্দূর স্থলে কস্মিন্মহামুনে।
রামতীর্থং মহাপুণ্যং মহ্যং বক্তুং ত্বমর্হসি ॥৮০॥

বহুলাশ্ব বলিয়াছিলেন,—

হে মুনিবর, কৌশম্ব হইতে কতদূরে এবং কোন্ স্থানে পবিত্র রামতীর্থ অবস্থিত, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥৮০॥

নারদ উবাচ—

কৌশম্বাচ্চ তদীশান্যাং চতুর্যোজনমেব চ।
বায়ব্যাং সূকরক্ষেত্রাচ্চতুর্যোজনমেব * চ। ৮১॥
কর্ণক্ষেত্রাচ্চ ষট্ ক্রোশৈর্নলক্ষেত্রাচ্চ পঞ্চভিঃ।
আগ্নেয্যাং দিশি রাজেন্দ্র রামতীর্থং বদন্তি হি ॥৮২॥

নারদ বলিলেন,—হে মহারাজ, কৌশম্ব হইতে ঈশান কোণে চারি যোজন, কোলদ্বীপ হইতে বায়ুকোণে চারি যোজন, কর্ণক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে ছয় ক্রোশ এবং নলক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে পাঁচক্রোশ দূরে রামতীর্থ অবস্থিত, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন ॥৮১-৮২॥

বৃদ্ধকেশী সিদ্ধপীঠাদ্বিল্বকেশবনাৎ পুনঃ।
পূর্ব্বস্যাং চ ত্রিভিঃ ক্রোশৈ রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ ॥৮৩॥

বৃদ্ধকেশী-সিদ্ধপীঠ এবং বিল্বকেশবন হইতে পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ দূরে রামতীর্থ অবস্থিত বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন ॥৮৩॥

দৃঢ়াশ্বো বঙ্গরাজোঽভূৎ † কুরূপং লোমশং মুনিম্।
দৃষ্ট্বা জহাস সততং তং শশাপ মহামুনিঃ ॥৮৪॥

---

* কৌশম্ব, কুসনগর। সূকরক্ষেত্র, কোলদ্বীপ।

† বঙ্গরাজ অর্থে শ্রীনবদ্বীপাধিপতি

বিকরালঃ ক্রোড়মুখোঽসুরো ভব মহাখল।
ইত্থং স মুনিশাপেন কোলঃ ক্রোড়মুখোঽভবৎ ॥৮৫॥

দৃঢ়াশ্ব-নামে বঙ্গের এক রাজা (নবদ্বীপাধিপতি) ছিলেন। তিনি লোমশ মুনিকে কুরূপ দেখিয়া সর্ব্বদা হাসিতেন বলিয়া মুনিবর তাহাকে শাপ প্রদান করেন যে,—হে ক্রূরমতে, তুমি উগ্রাকৃতি শূকর-মুখ অসুররূপে পরিণত হও। অনন্তর তিনি মুনিশাপে শূকর-মুখ অসুররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন॥৮৪-৮৫॥

বলদেব-প্রহারেণ ত্যক্ত্বা স্বামাসুরীং তনুম্।
কোলো নাম মহাদৈত্যঃ পরং মোক্ষং জগামহ ॥৮৬॥

অনন্তর বলদেবের প্রহারে কোল নামক সেই মহাদৈত্য স্বকীয় অসুর শরীর পরিত্যাগ করত পরমমুক্তি লাভ করিয়াছিল॥৮৬॥

ততো রামো মন্ত্রিভিশ্চ উদ্ধবাদিভিরন্বিতঃ।
জহ্নুতীর্থং ‡ জগামাশু যত্র দক্ষঃ শ্রুতেরভূৎ ॥৮৭॥
গঙ্গাব্রাহ্মণমুখ্যস্য জাহ্নবী যেন কথ্যতে।
দত্বা দানং দ্বিজাতিভ্য উষ্‌রাত্রৌ জনৈঃ সহ ॥৮৮।

তাহার পর বলদেব উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সঙ্গে জহ্নুতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রুতি হইতে দক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী সেই ব্রাহ্মণপ্রবর জহ্নুমুনির নামানুসারে জাহ্নবী নামে পরিচিত হইয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে নানা দ্রব্য দান করত নিজজনের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন॥৮৭-৮৮॥

ততস্তং পশ্চিমে ভাগে পাণ্ডবানামতিপ্রিয়ম্।
আহারস্থানকং * প্রাপ্য রাত্রৌ বাসং চকার হ ॥৮৯॥

অনন্তর তাহার পশ্চিমদিকে পাণ্ডবগণের অতিপ্রিয় আহারস্থান প্রাপ্ত হইয়া সেখানে রাত্রিতে বাস করিলেন॥৮৯॥

তত্র দানং দ্বিজাতিভ্যো দত্বা সদগুণ-ভোজনম্।
ততো যোজনমেকং চ দেবং মাণ্ডুক-সংজ্ঞকম্ ॥৯০॥
তপস্তপ্তং মহত্তেন চান্তে দেব কৃপাপ্তয়ে।
তদর্থং স্বসমাজেন বলদেবো জগাম হ ॥৯১॥

‡ জহ্নুদ্বীপ।

* মাতাপুরের পশ্চিমাংশ।

সেখানে ব্রাহ্মণগণকে উত্তম আহার এবং নানাদ্রব্য দান করত তাহার এক যোজন দূরে মাণ্ডুক-নামক এক মহাপুরুষ অন্তিমকালে প্রভুর কৃপা লাভের আশায় তপস্যা করিতেছিলেন বলিয়া বলদেব পরিজনসহ তথায় গমন করিয়াছিলেন ॥৯০-৯১॥

তস্য শীর্ষ্ণি করং দত্ত্বা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
যদি প্রসন্নো ভগবাননুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি ॥৯২॥
সর্ব্বোত্তমাং ভাগবতীং সংহিতাং শুকবক্ত্রতঃ।
নির্গতাং দেহি মে স্বামিন্ কলিদোষহরাং পরাম্ ॥৯৩॥

তিনি তাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মাণ্ডুক বলিলেন,—হে দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন অথবা আমি অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে কলিদোষবিনাশিনী শুকদেবের মুখনির্গত ভাগবতী সংহিতা আমাকে প্রদান করুন ॥৯২-৯৩॥

শ্রীবলদেবউবাচ—

শ্রীমদ্ভাগবতং দিব্যং পুরাণং বাচনং তদা।
গৌরান্বয়স্য সংপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ † ॥৯৪॥

শ্রীবলদেব বলিয়াছিলেন,—

কলিকালে যে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন, তৎকালে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণবাক্য প্রচারিত হইবে ॥৯৪॥

রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্—

তথা বৈ উত্তরে দ্বারে ক্ষেত্রং স্যান্নৈললোহিতম্।
যত্র সাক্ষান্মহাদেবো রাজতে নীললোহিতঃ ॥৯৫॥

গর্গসংহিতায় রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

সেইরূপ উত্তরদ্বারে নৈল-লোহিতক্ষেত্র বর্ত্তমান। সেখানে নীল-লোহিত নামক মহাদেব সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন ॥৯৫॥

দেবতা মুনয়ঃ সর্ব্বে তথা সপ্তর্ষয়ঃ পরে।
বসন্তি যত্র বৈদেহ তথা সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ ॥৯৬॥

হে বিদেহরাজ, সেখানে সমস্ত দেবতা, মুনি, সপ্তর্ষি এবং মরুদ্গণ বাস করেন ॥৯৬॥

---

† শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রচারিত সম্প্রদায়-সিদ্ধি। তদা অর্থাৎ কলিকালে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন।

নীললোহিত লিঙ্গস্তু যত্র সংপূজ্য যত্নতঃ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে রাবণো লোকরাবণঃ ॥৯৭॥

এখানে ত্রিলোকভয়প্রদ রাবণ নীল-লোহিত মহেশ্বরকে আরাধনা করত অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন ॥৯৭॥

কৈলাসস্যাপি যাত্রায়াং যৎফলং লভতে নৃপ।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নীললোহিতদর্শনাৎ ॥৯৮॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

হে রাজন্, কৈলাসধামে যাত্রা করিয়া যে ফল লাভ হয়, নীল লোহিত মহাদেব দর্শনে তাহার শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥৯৮॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণ-খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

# যে দিকে বাতাস

বায়ুর অনুকূলে গমন করিলে আমরা জগতে লোকপ্রিয় হইতে পারি। আবার, লোকপ্রিয় হইবার জন্য আমরা অনেক সময় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি না করিয়া তাহার বিপরীত ফল লাভ করি বা কার্য্যের ক্ষতি করিয়া বসি।

এক রাজা, তাঁহার প্রত্যেক কথায় "আজ্ঞে হাঁ" করিতে পারে,—এরূপ কয়েকটা তোষামুদের সঙ্গে কালযাপন করিতেন। তোষামুদের মধ্যে কুলগুরু, কুলপুরোহিত, চিকিৎসক, প্রিয় বন্ধুবর্গ ও ভৃতক-পাঠকপ্রমুখ অনেকগুলি মুখাপেক্ষী ছিলেন। এই মুখাপেক্ষিশ্রেণীর মধ্যে প্রবলভাবে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকায় যে যত রাজার রুচির অনুকূলে নিজের নিজত্ব নষ্ট করিয়া ক্রিয়া-কলাপ ও বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাঁহাকেই রাজা অন্যের অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভালবাসা পাইবার জন্য রাজার প্রত্যেক চাকরই পরস্পরের তোষামোদের কৌশল ছাপাইয়া অধিকতর প্রিয় হইবার যত্ন করিতেন। একদিন রাজা বলিলেন—বেগুণ খাইলে মুখ লাগে। তখনই একজন তোষামুদে বলিয়া উঠিলেন—বেগুণ নিতান্ত অখাদ্য, বুনো ওল কচু অপেক্ষাও মুখ লাগে। রাজা তাহার বাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, তোষামুদের কথাটা ঠিক নহে। পরক্ষণেই রাজা বলিলেন,—বেগুণ খাইতে ভাল লাগে, খাইবার কালে চিবাইতে হয় না ও সকল তরকারীর মধ্যে বেগুণের ব্যবহার চলে। তাহা শুনিয়া সেই তোষামুদে

বলিলেন,—লাফা, বেগুণের তুল্য কোন বস্তু নাই, উহা অনুপম। রাজা তাহাতেও সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। অপর সময় এক ব্যক্তি রাজার সম্মুখে কতকগুলি ভাল কলা আনিয়া উপহার দিলেন। তদুত্তরে রাজা বলিলেন—কলা খাইলে সর্দ্দি হয়। তাহাতে তোষামুদে বলিলেন—কলা খাইতে কখনও ভাল লাগে না, অধিকন্তু উহা নানা প্রকার ব্যাধির কারণ। পরক্ষণেই রাজা বলিলেন,—তবে কলা খাইতে নেহাৎ মন্দ নহে। তোষামুদে তাহা শুনিয়া বলিলেন,—কলার তুল্য আর উৎকৃষ্ট ফল নাই, বিশেষতঃ সবরী কলা অতি উপাদেয় বস্তু, যেমন খাইতে ভাল লাগে, তেমনই উপকারী। এইবারে রাজা তোষামুদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি দেখিতেছি আমার সকল কথারই অনুমোদন কর, ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক বিচার না করিয়া আমার বাক্যের অনুকূলে কথা বলায় আমি তাৎকালিক সন্তুষ্ট হই বটে কিন্তু কোন উপকার পাই না। তোষামুদে তদুত্তরে বলিলেন—"হুজুর, আমি বেগুণেরও চাকর নই, কলারও চাকর নই, আমি হুজুরের চাকর। চাকর বা ভৃতকের ধর্ম্মমাত্র পালন করি। আপনার প্রিয়বাক্য না বলিলে আপনি ত আমাকে চাকুরীতে রাখিবেন না; সুতরাং উদরের জন্য, আপনার প্রিয় হইবার, আপনার প্রয়োজন না থাকিলেও আমার প্রয়োজন আছে।" এই কথা জানিয়া রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারী সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। কুলগুরু রাজপ্রিয় হইবার জন্য তিনি যাহা চান, সেই দেবতার মন্ত্র দিলেন। কুলপুরোহিত যজমানের প্রিয় হইবার জন্য যাবতীয় অনুষ্ঠান সঙ্কোচ করিয়া দিলেন। ভৃতক পাঠক ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিষয়ক কৃষ্ণলীলা-পাঠ ও গান করিয়া শ্রবণকারীর জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-স্পৃহা দিন দিন বাড়াইয়া দিলেন। সকলেই অন্নদাতার প্রেমভাজন হইলেন, কিন্তু তাদৃশ অনুষ্ঠানের পরিণাম বিষময় হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বর্ণ-পরিচয়ে' মাসীর কান কামড়ানোর গল্প লিখিয়াছেন। মাসী স্বস্বপুত্রের প্রিয় হইবার জন্য তাহার চিত্তবৃত্তির অনুকূলে পবন ব্যজন করায় প্রীতিভাক্ হইয়াছিলেন; কিন্তু পরিণাম বিষময় হইল।

চিকিৎসক যদি রোগীর প্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন। উপদেশক যদি শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তর্পনের জন্য—তাহাদিগের কু-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য রুচির অনুকূলে বায়ু ব্যজন করেন, ভৃতক-পাঠক যদি অর্থের জন্য ধর্ম্মের নামে লম্পটের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে যে বিষময় ফল প্রসব

করে, তাহা অবর্ণনীয়। আজকালকার দিনে ভাড়া লইয়া ভৃতকগণ যে ধর্ম্ম-বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা সত্য বিসর্জ্জন দিয়া ঐহিক কামসংগ্রহোদ্দেশ্যমূলক চেষ্টামাত্রে পরিণত হয়। নিজের দগ্ধ উদরের জন্য, কপর্দ্দক লাভের আশায় লোকরঞ্জন-মূলে যে পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে, তদ্দ্বারা পাঠক ও কীর্ত্তনীয়ার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা বিকৃতভাবাপন্ন শ্রোতৃবর্গের অমঙ্গল উৎপন্ন করে। বালক যেমন অগ্নি ক্রীড়ার বিষময় ফল জানে না, যুবক যেমন ইন্দ্রিয়-তৎপরতার আতিশয্য-জনিত বিষময় ফলের গ্রাহ্য করে না, বৃদ্ধ যেমন স্বীয় জীবিতোত্তর কালে চিত্তোৎকর্ষে উদাসীন হইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণরূপ ভোগপর চিন্তানলে দগ্ধ হয়, মূর্খ যেরূপ নিজ অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করিতে গিয়া বহুজন-প্রিয়তার আবাহন করে এবং তাহার বিষময় ফলে নির্ব্বোধাখ্যা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রতিষ্ঠাশা প্রিয় বক্তা, পাঠক, উপদেশক এবং চিকিৎসকগণও নিজ নিজ চেষ্টাদ্বারা আপনাদিগকে ও তাঁহাদের স্ব স্ব যজমানবর্গকে বিপন্ন করেন।

প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয়তা সকল কল্যাণের বিঘ্নকারক। গণপতির উপাসনা করিলে জীব বহু-স্তাবক বা গণ লাভ করেন। তাহা সত্ত্ব ও তমোগুণের সংমিশ্রণে উৎপত্তি লাভ করে। শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসক এবং জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট হইয়া জীবের গুণময়ী ধারণা হইতে জীবকে উত্তোলন করেন। অসুবিধার অনুকূলে বাতাস দিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। সেজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

যদি আমরা স্বার্থপর হইয়া সমাজের অমঙ্গল সাধন করি, তাহা হইলে সমাজ আমাদিগকে বিশেষ আদর করিবে, আর আমরাও তদ্বিনিময়ে সামাজিকগণকে নরকের পথে পাঠাইতে পারিব—এই বুদ্ধি দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে। উদ্ধত যুবককে ইন্দ্রিয়-তর্পণের সাহায্য করা, রোগীকে কুপথ্য প্রদান করা ও হরিবিমুখ সমাজের ভোগ বৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসপথে প্রেরণ করা কখনই উচিত নহে। আমরা চিকিৎসক, ভৃতক-পাঠক, বক্তা ও উপদেশক-সূত্রে নিজ নিজ অমঙ্গল সাধন করিয়া হিংসাপ্রবৃত্তিমূলে পরদুঃখে সুখী

হইবার প্রথা যেন বাড়াইতে না যাই। আপাতসুখে ব্যস্ত হইয়া ভব-রোগী, ভাগবত-শ্রোতা ও শিষ্যাভিমানিগণ আপনাদিগকে তাঁহাদের চিকিৎসকের, ভৃতক-পাঠকের ও বক্তার দয়ার পাত্র জানিয়া পরিশেষে বঞ্চিত না হন, তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কি উচিত নহে? রোগী চিকিৎসাপ্রণালীর নিন্দাবাদ করিতে পারেন, ভোগের ব্যাঘাত হইলে ভাগবত-শ্রোতা ভৃতক-পাঠককে বরখাস্ত করিতে পারেন জানিয়াও রোগী, শিষ্য বা শ্রোতাকে আপাতমধুর বাক্যে ভুলাইয়া অনিষ্ট সাধন করা উচিত নহে। বাতাস যেদিকে বহিতেছে, তাহার অনুগমন করিলে সকল স্থানে ফল ভাল হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন—নির্ম্মৎসর সাধুর ধর্ম্মই বলিয়াছেন। আমাদের পিত্তোপতপ্ত রসনার পক্ষে তাহা আপাতমধুর না হওয়ায় আমরা যেন ভাগবত-বিরোধীকে ভাল খোশামুদে ভাগবত পাঠকের স্থলে নিযুক্ত না করি। *শিক্ষক শাসনদ্বারা বালকের মঙ্গল বিধান করেন।* শাসন স্বীকার করা ছাত্রের প্রথমে ক্লেশকর হইলেও শিক্ষক হনন করা উচিত নহে। ডাক্তারকে প্রহার করা ঠিক নয় বা প্রকৃত নির্ম্মৎসরকে নিন্দা করা ঠিক নহে। জীব স্বভাবতঃ নিজ বুদ্ধির অপব্যবহার-ক্রমেই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছেন, একথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া গিয়া মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। আবার, বাতাস সত্যের অনুকূল হইলে বাস্তবিক সুফল উৎপন্ন হয়। শ্রীগৌরহরির প্রকটকালের কথা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ যাহা বলিয়াছেন, আমরা সেই বাক্যই পুনরায় বলিতেছি,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

যেহেতু গৌরহরির প্রকটকালে সেদিকে অনুকূল বাতই প্রবাহিত হইয়াছিল—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাস-বিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পর-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# প্রশ্নোত্তর

## (বৈষ্ণব-তত্ত্ব)

( পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১২ পৃষ্ঠার পর )

১৯। মধ্যম-বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবতার উচ্চাবচত্ব বা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন না ?

"'বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম--এরূপ বিচার করা উচিত নয়',—এ কথা কেবল উত্তম-বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম বৈষ্ণব এ কথা বলিলে অপরাধী হইবেন।" —জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২০। কনিষ্ঠাধিকারীর বিপদ কোথায় ?

"কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

২১। কনিষ্ঠাধিকারীর কোন্ সময় শুদ্ধ-নামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার লাভ হয় ?

"কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়॥ নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধনামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার হয়।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২২। কোন্ অধিকারীর বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার ? বৈষ্ণব-সেবায় তারতম্য-বিচার করা কি পক্ষপাতিত্ব-দোষ নহে ?

"বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণব-সেবায় কেবল মধ্যম-বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে—একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে,—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। **বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য-অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য।**" —জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২৩। মৈত্রী কৃপা ও উপেক্ষায় কি তারতম্য-বিচার থাকা উচিত নয় ?

"মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। **ভক্তি-তারতম্য-অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত।** বালিশের **মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ-অনুসারে কৃপার তারতম্য** উপযুক্ত। **দ্বেষি-ব্যক্তির দ্বেষের' তারতম্য-অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য** উপযুক্ত।" —জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২৪। কোন্ সময় জীবের চিন্ময়-অহঙ্কারের উদয় হয় ?

"জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-দাস্যাভিমানরূপ চিন্ময় অহঙ্কারের উদয় হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তিস্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কোন কাম থাকে না।"

—"লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

২৫। বৈষ্ণবের আচরণ ও লক্ষণ কি ?

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের আচরণ এবং কৃষ্ণনামৈকশরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।" —'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

২৬। 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলা যায় ?

"সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে 'বৈষ্ণব' বলি তারে॥
নামাভাস যার হয়, সে 'বৈষ্ণব-প্রায়'।
নাম-কৃপা-বলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায়॥

—'নাম-গ্রহণ-বিচার', হঃ চিঃ

২৭। বৈষ্ণবগণ কি শাক্ত নহেন ?

"বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত, চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২৮। জগতের প্রকৃত মঙ্গল-বিধান কাঁহারা করেন ?

"জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি ভক্ত-জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, **এ-জগতের যে-কিছু মঙ্গল-সাধন হইবে, তাহা কেবল ভক্তকর্ত্তৃকই হইবে।"** —চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

২৯। ভক্তির অনুচররূপে কি কি গুণ উদিত হয় ?

"কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফলদক্ষতা, অসৎকথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদিত হয়।"

— 'সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

৩০। যথার্থ, সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় নর-জীবন কি ?

"ভক্ত-জীবনই যথার্থ নর-জীবন ; ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় ; ইহাই জগতের মধ্যে একমাত্র বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব।" —চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৩১। ভক্ত কি আপনাকে গুপ্ত রাখিতে পারেন ?

"ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি-প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

৩২। বৈষ্ণবের স্বভাব কি ?

"সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন; আর সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।" —'বৈষ্ণব-স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৩৩। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংঘর্ষকালে বৈষ্ণবগণ কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন ?

"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডের যুদ্ধে বৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ-পরিদর্শক।"

—'বুদ্ধগয়া', সঃ তোঃ ৭।১

৩৪। ব্রাহ্মণের কোন্ সময় বৈষ্ণবতায় দীক্ষা ও তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

"ব্রাহ্মণ যে-সময়ে বেদ-মাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব; কাল-দোষ-বশতঃ পুনরায় অবৈদিক-দীক্ষার দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

৩৫। শ্রীগৌর-প্রীতির মাপকাঠি কি ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি আছে, তাঁহার আজ্ঞা-পালনে তাঁহার তত চেষ্টা হইবে।" —'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। প্রকৃত-ভক্তের পরিচয় কি ?

"অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্ত-মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৭। প্রকৃত সাধু কে ?

"তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুর সঙ্গে নিজ-স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন।" —'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩৮। বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম কি কর্ম্মফল-বাধ্য জীবেরই অনুরূপ ?

"শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ—সমস্তই মায়িক কামফল-গ্রস্ত ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।"

—'বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

৩৯। বৈষ্ণবের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ভেদ কি ?

"ভক্তদিগের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের অনেক ভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানী-দিগের সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান ও সিদ্ধিকালে আত্মারামতা অথবা মুক্তি। যে ভক্তদিগের সাধনকালে শুদ্ধা ভক্তি, তাঁহারাই ভক্তি-রসিক। সেই মহৎ ভক্তিতত্ত্ববাদীদিগের সিদ্ধিকালে সেই ভক্তিই কৃষ্ণচরণাব্জ-মকরন্দরূপ-প্রেম-স্বরূপা।" —বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৪০। বৈষ্ণবের কি বিনাশ ও কোনপ্রকার বন্ধন আছে ?

"কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কেহই নাশ করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধি-বন্ধন দূরে থাকুক, ভক্ত-দিগের প্রেম-বন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই।"

—কৃঃ সং ৫।১২

৪১। বৈষ্ণবের আনুগত্যে ব্রজে চলিবার জন্য আর্ত্তি কিরূপ ?

"*O Saragrahi Vaishnab* soul!
Thou art an angel fair;
Lead, lead me on to *Vrindaban*
And spirit's power declare!!
There rests my soul from matter free
Upon my Lover's arms,
Eternal peace and spirit's love
Are all my chanting charms!!"

—'*Saragrahi Vaishnava*'

৪২। সিদ্ধ ও সাধকের স্বরূপ কি ?

"গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহারা সাধক। অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক, —এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন।" —কৃঃ সং ৯।১৩

**—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

# সন্দর্ভ-সার

## (ভক্তিসন্দর্ভ—১২)

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাং।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

এই নশ্বর মনুষ্য-শরীরে থাকিয়াও মনুষ্য যে এই জন্মেই সত্য ও অবিনশ্বরস্বরূপ আমাকে লাভ করিতে পারে, তাহাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি ও মনীষা।

শ্রীধর-টীকা—অতএব আমার ভজনই যে বুদ্ধির অর্থাৎ বিবেকের এবং মনীষা অর্থাৎ চাতুর্যের ফল, তাহাই বলিতেছেন। সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে অসত্য, মর্ত্ত্য ও বিনাশী মনুষ্যদেহ দ্বারা যে এই জন্মেই পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধি ও মনীষা।

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল, শিবি, বলি, কপোত ও ব্যাধ ইত্যাদি বহু জীব এই অনিত্য শরীর ধারণ করিয়াও ধ্রুবলোকে গমন করিয়াছেন। প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়াও অপ্রাকৃত ভগবদ্ভজন-বুদ্ধিবলেই পরিবর্ত্তনশীল স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ শরীরকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধদেহের নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবৎসেবা লাভ করা যায়। যাহারা প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর সেবায় ব্যস্ত তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। কেননা, তাহারা চাতুর্য্যের একমাত্র ফল ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে না।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধের জন্য স্ত্রী-পুত্রাদি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং চণ্ডালের কর্ম্ম করিয়াও দুঃখবোধ না করাতে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

রাজা রন্তিদেব কুটুম্বগণ সহ আটচল্লিশ দিন উপবাসী থাকিয়া পরে যৎকিঞ্চিৎ অন্ন-জল গ্রহণ করিয়া উহা অন্য প্রাণীকে প্রদান করায় ব্রহ্মলোক লাভ করেন। (ভাঃ ৯।২১ ও মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব)।

উঞ্ছবৃত্তি মুদ্গল কুটুম্বগণের সহিত ছয়মাসকাল অন্নাভাবে অবসন্ন থাকিলেও আতিথ্য দান করায় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব ২৫৯-৬০)

উশীনরতনয় শিবি শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজ গাত্রমাংস শ্যেন পক্ষীকে দিয়া স্বর্গ লাভ করেন। (মহাভারত বন তীর্থযাত্রা ১৩০)

বলিরাজ বামনদেবকে সর্ব্বস্ব সহ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করেন। (ভাঃ ৮।২২)

কপোত অতিথি ব্যাধকে সহধর্ম্মিণী কপোতীর সহিত নিজ মাংস প্রদান করিয়া দিব্যরথে স্বর্গে গমন করিয়াছিল। ( মহাভারত শান্তি-পর্ব্ব ১৪৩-৪৯)

ঐ ব্যাধও তাহাদের সত্ত্বগুণ দেখিয়া বিরাগী হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করত দাবাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত করিয়া স্বর্গে গমন করে।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস-নিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ( ভাঃ ১২।৪।৪০ )

শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উপদেশের উপসংহারেও শ্রবণাখ্যা ভক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্তি—বিবিধ দুঃখরূপ দাবানল-পীড়িত, অতি দুস্তর সংসার সাগরের পা র গমনাভিলাষী ব্যক্তির পুরুষোত্তম শ্রীহরির লীলা-রস সেবন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। অতএব অন্যকথা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা শ্রবণই একমাত্র কর্ত্তব্য।

মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিশাপ শ্রবণের পূর্ব্বেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের হেয়ত্ব বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন ও মুনিব্রত ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ভোগ্য অসৎবস্তুমাত্রকেই পরিত্যাগ করত একান্তভাবে মুকুন্দ পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবন্নিষ্ঠাপ্রভাবে তাঁহার মরণভয় ত্যাগের কথা তাহার নিজ বাক্যেই জানা যায়—হে মুনিগণ, আমি শ্রীহরিতে একান্ত সমর্পিতচিত্ত; দ্বিজ-প্রেরিত কুহক বা তক্ষক আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক, আমি তাহাতে ভীত নহি। আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন।

শ্রীশুকদেবের জ্ঞানোপদেশের পরেও পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন—

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ ॥
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥
পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে ॥ (ভাঃ ১২।৬।২-৪)

হে প্রভো, দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অনাদি ও অনন্তদেব শ্রীহরির কথা শ্রবণ করাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ত্রিতাপদগ্ধ অজ্ঞ জীবগণের প্রতি মহৎ ও অচ্যুতাত্মগণের যে অনুগ্রহ, তাহা আশ্চর্য্য মনে করি না। আপনার নিকট সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলাম, যাহাতে ভগবান উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত।

শ্রীসূতের বাক্যেও জানা যায়—

ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্ যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
ন সম্মুমোহোরুভয়াদ্ ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ।।
নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সংভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ।। (১।১৮।২,৪)

ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পিত ছিল বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ কোপোত্থিত প্রাণনাশক মহাসর্প হইতেও মোহ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ যাঁহারা ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক বিষ্ণুর কথায় নিবিষ্ট ও সর্ব্বদা হরিকথামৃত পান ও ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করেন, তাঁহাদের অন্তিমকালেও মোহ আসে না। এক্ষণে জ্ঞানাদির আদর না করিয়া শ্রীহরির কীর্ত্তনাদিতেই আদর করা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ।।
যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্মযো-
র্গুণানুবাদ-শ্রবণাদিভির্হরেঃ ।।
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগ-যুক্তম্ ।।

উপাধিনিবর্ত্তক যে ব্রহ্ম-প্রকাশক জ্ঞান, তাহাও যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিত অর্থাৎ বিষ্ণু-ভক্তি-বিহীন হয়, তাহা হইলে উহা শোভা পায় না অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় না। সুতরাং যে-কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয় না অর্থাৎ ভগবন্নিমিত্ত কৃত হয় না, তাহা অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গলজনক ও অকারণ কৃত হয়।

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম স্বীকার করা হয়, তাহা কেবলমাত্র কীর্ত্তি ও সম্পদেই আবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ হেয়, নশ্বর প্রতিষ্ঠা ও অর্থই তাহার ফল; কিন্তু শ্রীহরির লীলাকথা-শ্রবণাদিতে যে পরিশ্রম, তৎফলে শ্রীহরিপাদপদ্মে নিত্য সুকৃতি লাভ হয়। আর কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি অর্থাৎ নিত্যস্মরণ যাবতীয় অভদ্র নাশ করে, নিত্য কল্যাণ বিস্তার করে, জীব-হৃদয়ে সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি এবং বিজ্ঞান ও বিরাগবিশিষ্ট শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান প্রকট করে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ( ভাঃ ৬।৩।২২ )

ভগবানের শুদ্ধ নাম গ্রহণাদি দ্বারা তাঁহাতে যে ভক্তিযোগ, তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম। পুংসাং—জীবমাত্রেরই পরম বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এতদূর পর্য্যন্ত বিহিত। ইহা অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম হইতে পারে না। এব শব্দে অন্য সাধন নিষিদ্ধ। 'ভগবানে' এই কথা প্রয়োগের তাৎপর্য্য —নাম-গ্রহণাদিও যদি কর্ম্ম-জ্ঞানের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদির জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নাই, কারণ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য তুচ্ছফল লাভের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় তাদৃশ নামগ্রহণ নামাপরাধ মাত্র।

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থা ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ( ভাঃ ৬।১।১৫ )

আবার বলিতেছেন -জগতে এই ভগবদ্ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ ; ইহা পরম মঙ্গলপ্রদ ও অকুতোভয় অর্থাৎ অভয়দানকারী। নারায়ণপরায়ণ কৃপালু নিষ্কাম ভক্তগণ এই পথে বিচরণ করেন।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ ( ভাঃ ৩।১৩।৪ )

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ( পাদ্মে )

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥ (স্কান্দ, প্রভাসখণ্ড)

ইতি বিদ্যা তপো যোনিরযোনির্বিষ্ণুরিড়ীতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞস্তপতে দেবং প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

হে মুনিবর, যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দ-পাদপদ্ম বিরাজিত, তাঁহাদের গুণকথার পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু আয়াসসাধ্য বেদাধ্যয়নের ফল, ইহা পণ্ডিতগণ শ্লাঘা করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুকেই সর্ব্বদা স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি, আর তাঁহাকে কখনও ভুলিবে না—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি-নিষেধ এই মূল বিধি-নিষেধের কিঙ্কর।

সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণই জীবের সর্ব্বদা ধ্যেয়।

এই বিদ্যা ও তপস্যার মূল সর্ব্বকারণকারণ যে বিষ্ণুকে সকলে স্তব করিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞগণ যাঁহার তপস্যা করিয়া থাকেন সেই জনার্দ্দনদেব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

দান-ব্রত-তপো হোম জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥ (১০।৪৭।২৪)

জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্।
তেষাং ভক্তির্ভবেৎ শুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে॥ (বৃহন্নারদীয়ে )

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যপ্যনুষ্ঠিতৈঃ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্‌ ভক্তির্ভবতি মাধবে॥ (অগস্ত্যসংহিতা)

অতএব শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচারের বিধান আছে, তাহারও অতুলনীয় ফলই ভগবদ্ভক্তি, তাহাই বলিতেছেন—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি নানাবিধ মঙ্গলজনক উপায় দ্বারা কৃষ্ণভক্তি সাধিত হয়। দানাদি কর্ম্ম-অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-অর্পিত কর্ম্ম জানিতে হইবে। মানবগণের জন্ম-কর্ম্মাদি যাহা যাহা শ্রীহরির সেবায় নিয়োজিত হয়, সেই জন্ম-কর্ম্মাদিই সার্থক।

যাঁহারা সহস্রকোটি জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি সম্যক্‌রূপে অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই দেবদেব জনার্দ্দনে শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়।

কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়া যে সকল ব্রত, উপবাস ও নিয়ম পালিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান মাধবে সুষ্ঠু ভক্তি হয়।

পুরেহ ভূমন্‌ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুতং তে গতিম্‌ পরাম্‌॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫)

হে ভূমন্‌, এই জগতে পূর্ব্বকালে যোগিগণ যোগ অবলম্বন করিয়াও যোগাদি জ্ঞানদ্বারা আপনাকে লাভ করিতে না পারিয়া, তাহাদের লৌকিকী চেষ্টা এবং নিজ নিজ কর্ম্মসকল আপনাকে অর্পণ করিয়া ভগবৎকথায় রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবার কথোপনীতা অর্থাৎ ভগবৎ-কথা প্রভাবে ভগবৎ সান্নিধ্যকারিণী কীর্ত্তনীয়া রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই উভয় প্রকার ভক্তি দ্বারা তাঁহারা আত্ম-তত্ত্ব হইতে ভগবৎ-তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব অনুভব করিয়া অন্তরঙ্গা গতি লাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্‌।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্‌॥ (ভাঃ ১০।৮১।১৯)

সে-স্থলে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-লাভের জন্য যে-সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাও ভক্তিমূলক, যথা মানবগণের স্বর্গ ও মোক্ষ এবং ভূতলে বা পাতালে যে-সকল সম্পদ আছে, সমস্ত সিদ্ধির মূল তাঁহার পাদপদ্ম-অর্চ্চন।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যা ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশং ফলং তাসাং স্বৈরিণী-ব্যভিচারবৎ॥ ( স্কান্দ )

বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির শ্রৌত-স্মার্ত্তক্রিয়াসকল স্বৈরিণী স্ত্রীর ব্যভিচারবৎ কায়ক্লেশমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

# শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

# শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর (দ্বাদশ তরঙ্গ)

## [ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ ]

গায় বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত। কৈলাস-পর্ব্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত ॥
শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল। শুনি' মহাদেব মহা বিহ্বল হইল ॥
নারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্ত্তন। যে আনন্দ কৈলাসে তা না হয় বর্ণন ॥
ওহে শ্রীনিবাস, মুনি সর্ব্বত্রে জানাই। পুনঃ শ্রীনারদ মুনি আইলা এই ঠাঁই ॥
মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনঃকথা। দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়। দ্বারকা ঐশ্বর্য্য দেখয়ে নদীয়ায় ॥
রত্ন সিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে। রূপের ছটায় কোটী কন্দর্প মোহয়ে ॥
দেখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি। হইলেন যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই ॥
নারদে কহয়ে প্রভু মধুর বচনে। "দেখিবে প্রকট-লীলা এথা অল্পদিনে ॥
তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায়। জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিত হেলায়" ॥
ঐছে কিছু কহি' নারদেরে কৃপা করি'। হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি ॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীপ্রভুর অদর্শনে হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে ॥
এই নারায়ণপীঠ-স্থানে মুনিবর। কিছুদিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর ॥
নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল। এই হেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল ॥
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এইখানে। তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে ॥
এদেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা। শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা ॥
কথোদিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায়। পুনঃ হৈল অতিশয় বসতি এথায়।
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান। লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্ত্রে উপাসনা তান ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণে তাঁর অনন্ত পিরীতি। কহিতে কি জানি যে দেখিনু শুদ্ধরীতি।
মধ্যে মধ্যে বল্লভ মিশ্রের ঘরে গিয়া। লক্ষ্মীনারায়ণে সেবে নিভৃত পাইয়া ॥
বল্লভ মিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয়। বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয় ॥
যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু-সনে। সে-দিবস সেই বিপ্র ছিল সেইখানে ॥
বিবাহ-সময়ে দেখি' লক্ষ্মী বিশ্বম্ভরে। লক্ষ্মী-নারায়ণ বলি' বিপ্র নৃত্য করে ॥
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য্য ধরিবার ॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা। সে রাত্রে তথাই রহি নিজ বাসা আইলা ॥
অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে। কুটিরে প্রবেশি বিপ্র ভাসে নেত্রজলে ॥

মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী-গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া। নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়য়ে হিয়া॥
মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার। 'গৌররূপে নারায়ণ শচীর কুমার॥
বল্লভ মিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লছিমী। লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে প্রকট অবনী॥
লক্ষ্মীপ্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র। করিব কি কৃপা মোরে দেখি' দীন মন্দ॥'
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করয়ে প্রভুরে। হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রের কুটিরে॥
পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিলা প্রকাশ। বিপ্রের কুটিরে হৈল বৈকুণ্ঠ-বিলাস॥
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ। বিলসয়ে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ॥
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানারত্ন বিভূষণে। দুঁহুরূপ-মাধুর্য্যের উপমা কি আনে॥
সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়। হৈলা চতুর্ভুজ দেখি বিপ্রের বিস্ময়॥
প্রভুপদে পড়ি বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি। ভক্তাধীন প্রভু হাসি কহে বিপ্র-প্রতি॥
"জন্মে জন্মে তুমি মোর হও প্রিয় দাস। তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমারবিলাস॥
এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিবে। যবে যে করিবে মনোরথ সিদ্ধি হবে॥"
এত কহি' বিপ্রমাথে ধরিযা চরণ। অচিন্ত্য প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন॥
বিপ্র যৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে। সদা নবদ্বীপলীলা-সমুদ্রে সাঁতারে॥
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে-কথা। এই দেখ বিপ্রের কুটির ছিল এথা॥
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু শচীর কুমার। শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্ত্তি যার। অনায়াসে সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি তার॥

## মহৎপুর—মাতাপুর

এত কহি' শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া। মাতাপুরে চলে চতুর্দ্দিক নিরখিয়া॥
শ্রীনিবাসে কহেন শ্রীঈশান ঠাকুর। এই আগে দেখ গ্রাম নাম 'মাতাপুর'।
পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়। মহৎ প্রসঙ্গপুর কহি যে লোকে কয়॥
শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস। বনবাসে হৈল মহা কৌতুক প্রকাশ॥
নানাদেশ ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই॥
যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন। সে সে-দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত বিজ্ঞে কন॥
পাণ্ডবের কীর্ত্তি যত বিদিত পুরাণে। অসুর-রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল। রাঢ়ে একচক্রানাম গ্রামে স্থিতি কৈল॥
একচক্রা প্রদেশে যে অসুর রাক্ষস। সে সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ॥
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই। লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই॥
একচক্রা নির্জ্জনে রহয়ে মহানন্দে। সদা সোঙরয়ে বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রে॥

দেখি একচক্রা-ভূমি-শোভা মনোহর। মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর॥
'দেখিলু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল। ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথায় নহিল॥
ইথে বুঝি কৃষ্ণ-লীলাস্থলী এই স্থান। কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহাঁন॥'
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল। কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নচ্ছলে রোহিনীনন্দন বলরাম। হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপম॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে। রাজা যুধিষ্টিরে কিছু কহে মৃদুভাষে॥
"এই কথো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। সুরধুনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে। জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহাকুতূহলে॥
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁর। তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার॥
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।" এত কহি' বলদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে। শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা গ্রামে॥
দেখিতেই ভূমি-শোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল। স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল॥
একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এই ঠাঁই॥
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে॥
একচক্রা গ্রামে যৈছে দেখিলু স্বপ্নেতে। এথা কি দেখিব বলি' নারে স্থির হৈতে॥
রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়। হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব ভ্রাতাদ্বয়। হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥
রাজা যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। "মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া॥
কলিযুগে প্রকট হইয়া গণসনে। মাতাইব জগৎ মাতিব সঙ্কীর্ত্তনে॥
তোমা সবা সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব। ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব॥"
এত কহি' রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি। হইলেন পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি॥
কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ। আত্মবিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্ত ভূপ॥
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে। লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে॥
দুই প্রভু রাজারে করিয়া আলিঙ্গন। কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন॥
প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়। জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়॥
এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতাগণে। কথোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে॥
মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়। তাঁর বাসস্থান হেতু মহৎপুর কয়॥
এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত। অতি সুশীতল ছায়া সর্ব্ব মনোহিত॥
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই। দেখি' নবদ্বীপ-শোভা অধৈর্য্য এথাই॥
যুধিষ্ঠির বেদি নামে উচ্চটীলা ছিল। প্রভুর ইচ্ছাতে সে-সকল লুপ্ত হৈল॥

ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে কথা। অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা ॥
পাণ্ডব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে। এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওঢ্রদেশে ॥
উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সন্নিধানে। রহিলেন কিছুদিন অপূর্ব্ব কাননে ॥
তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম। ছিলেন রাক্ষস-স্থানে পাইল সন্ধান ॥
গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা। শ্রীমাধব-সেবা সর্ব্বলোকে প্রচারিলা ॥
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে। পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে কহিতে পারে ॥
এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে। প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর-সঙ্গে ॥
যে বারেক মহৎপুর করয়ে দর্শন। অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন ॥
শ্রীমহৎপুর প্রসঙ্গেতে যাঁর রতি। তাঁর দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্ম্মতি ॥
এত কহি' শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে। সোঙরি গৌরাঙ্গ-লীলা ভাসে নেত্রজলে ॥

## রুদ্রদ্বীপ—রাহুপুর

গঙ্গা-পূর্ব্বধারে রাহুপুর গ্রাম হয়। কেহে কেহো রাহুপুরে রুদ্রপুর কয় ॥
শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাহুপুরে গিয়া। শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
এহ রাহুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম। গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান ॥
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল। তাহা কিছু কহি বিজ্ঞমুখে যে শুনিল ॥
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়। ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায় ॥
নিজগণ-সনে রুদ্রদেব এইখানে। হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র কীর্ত্তনে ॥
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর। অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর ॥
মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে। দেখিতে সে নৃত্যশোভা কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥
রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন। স্বর্গে নানা পুষ্প বরিষয়ে দেবগণ ॥
দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার। সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখ ভার ॥
প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভুজন্ম গায়। এবে অবশ্য জন্মিব নদীয়ায় ॥
দেখি' প্রভু-জন্মলীলা জুড়াব নয়ন। এত কহি' স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ ॥
প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্মবিস্মরিত। হইলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি' রুদ্র-রীত ॥
অন্য-অলক্ষিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া। রুদ্রদেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া ॥
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব। অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব ॥
প্রভুবাক্যে রুদ্র স্থির হইয়া মহানন্দে। বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে ॥
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া। হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
প্রভু-অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়। কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥
নিজগণ-সহ রুদ্র বসি' এইখানে। করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র কথনে ॥

ওহে শ্রীনিবাস, এ পরম পুণ্যস্থান। শ্রীরুদ্রবিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম ॥
এস্থান দর্শন মাত্রে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি। গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি ॥
ঐছে শ্রীঈশান স্থান-মহিমা কহিয়া। চলে বেলপোখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হৈয়া ॥
শ্রীনিবাসে কহে বেলপোখেরা এ গ্রাম। কহয়ে প্রাচীনে বিল্বপক্ষ পূর্ব্ব নাম ॥
বিল্বপক্ষ নাম এস্থানের যৈছে হয়। তাহা কিছু কহিয়ে প্রাচীন লোকেকয়॥
পঞ্চ বক্ত্র শিবমূর্ত্তি ছিলেন এখানে। তাঁর যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে যেবা যে কার্য্য প্রার্থয়। তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময় ॥
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ। মনোরথসিদ্ধি হেতু করে শিবার্চ্চন ॥
এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে। হইলেন শিব মহাপ্রসন্ন অন্তরে ॥
কৃপাদৃষ্টে চাহি' পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর। বিপ্রগণে কহে, 'লহ নিজাভীষ্ট বর ॥'
বিপ্রগণ কহে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা। অনুগ্রহ করি মো সবারে দেহ তাহা ॥'
বিপ্রগণে কহে শিব 'কহিলা আশ্চর্য্য। কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য ॥'
বিপ্রগণ কহে, 'পরিচর্য্যা শ্রেষ্ঠ হয়। কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময় ॥'
পঞ্চবক্ত্র কহে "কিছু চিন্তা না করিবে। অনায়াসে কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা লভ্য হবে ॥
এই কথোদিনে এই নদীয়া নগরে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্রঘরে ॥
তোমারাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা। তাঁর বাল্যাবেশে মহাসুখ জন্মাইবা ॥
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন। জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
তাঁর প্রিয়ভক্ত সহ সদা কুতূহলে। তাঁর পরিচর্য্যারত হইবা সকলে ॥"
শুনি' পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন। ভূমে পড়ি' প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ ॥
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া। কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তে নিভৃতে রহিয়া ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌর-কৃষ্ণের ইচ্ছায়। কথোদিনে পঞ্চবক্ত্র হৈলা গুপ্তপ্রায় ॥
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ। এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন ॥
এস্থান দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে। মিলায়েন পরম দুর্ল্লভ গৌরচন্দ্রে ॥
এথা বিশ্বম্ভর প্রিয়ভক্তের সহিতে। যৈছে বিলসয়ে তাহা কেপারে বর্ণিতে ॥

## ভরদ্বাজটীলা—ভারুইডাঙ্গা

ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান। চলয়ে ভারুইডাঙ্গা মহাপুণ্যস্থান ॥
মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস-প্রতি। এ ভারুইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব্ব বসতি ॥
পূর্ব্বে ভরদ্বাজটীলা নাম ব্যক্ত যৈছে। প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে কহিতৈছে ॥
ভারদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে। আইলেন চক্রদহ গঙ্গা-সমীপেতে ॥
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়। তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয় ॥

ওহে শ্রীনিবাস, মুনি আসি' এইখানে। হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে॥
এই উচ্চ টীলারণ্যে রহি' কথোদিন। আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া দীন হীন॥
ভরদ্বাজ-প্রেমে বশ হৈয়া গৌরহরি। হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী॥
ভারদ্বাজ নতি-স্তুতি করিলা বিস্তর। প্রভু আজ্ঞা কৈল 'নেহ নিজাভীষ্ট বর॥'
মুনি কহে "প্রভু এই প্রার্থনা আমার। নবদ্বীপে দেখি যেন তোমার বিহার॥"
প্রভু কহে 'হ'বে যে তোমার মনে হয়।' এত কহি' অদর্শন হৈলা দয়াময়॥
প্রভু-অদর্শনে মুনি নারে স্থির হৈতে। মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে॥
নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভারদ্বাজ মুনি। চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী॥
এই উচ্চস্থানে ভারদ্বাজ বিলসিল। এই হেতু ভারদ্বাজটীলা নাম হইল॥
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস॥ এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥

## সুবর্ণ-বিহার

এত কহি' ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে। চলিলেন সুবর্ণ-বিহার গ্রাম-পাশে॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে, দেখ এই গ্রাম। পূর্ব্বাপর সুবর্ণ-বিহার হয় নাম॥
সুবর্ণ-বিহার নাম যেরূপে হইল। তাহা কিছু কহি বিজ্ঞগণে যে কহিল॥
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান। কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান॥
নারদের শিষ্য প্রশিষ্যাদি মহাশয়। তার মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয়॥
রাজা তাঁরে অতিশয় সম্মান করিয়া। বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া॥
প্রভু-অবতার-কথা তাঁহারে জিজ্ঞাসে॥ তেঁহ সব জানাইল সুমধুর ভাষে॥
রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয়। পুনঃ রাজা-প্রতি সুমধুর বাক্যে কয়॥
কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার। নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার॥
ব্রহ্মাদির পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া মা'তাবে ভুবন॥
যৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে। তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয়-ভক্তগণে॥
নবদ্বীপ হইবেক সুখের অবধি। এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি॥
নবদ্বীপ-ধামতত্ত্ব অন্য অগোচর। জানিব সে জানাইলে প্রভু-পরিকর॥
ঐছে কত কহি' সে বৈষ্ণব মহাশয়। করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয়॥
এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে। "ধিক্ এ মনুষ্য-জন্ম ধিক্ এ জীবনে॥
রাজ-বিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার। না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দ্দৈব আমার॥
বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য্য-সিদ্ধি নয়। এত দিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময়॥
এবে সে জানিনু প্রভু-ধাম এ নদীয়া।" এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া॥
নবদ্বীপ-পানে চাহি বহে অশ্রুধার। নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময়ে বার বার॥

নবদ্বীপধামে রাজা প্রার্থনা করয়। এই কর সে-সময়ে যেন জন্ম হয়।
এবাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়। অবতীর্ণ কালে জন্ম হবে নদীয়ায়॥
যদ্যপি রাজার হর্ষ একথা শ্রবণে। তথাপি না ধরে ধৈর্য্য কত উঠে মনে॥
ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়। স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায়॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ। বায় নানা বাদ্যগানে মোহয়ে ভুবন॥
সে-সবার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী। শ্যামল সুন্দর রূপ যেন সুধারাশি॥
দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন। সেইক্ষণে দেখে তারে সুবর্ণ বরণ॥
হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে। সুবর্ণ বিগ্রহ কে বিহরে সঙ্কীর্ত্তনে॥
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার। স্থির হৈয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার॥
সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান। এই হেতু সুবর্ণবিহার নাম স্থান॥
ওহে শ্রীনিবাস, আর কহিয়ে তোমারে। প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট বিহারে॥
এইখানে ভক্তগোষ্ঠীসহ গৌরহরি। করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে নেত্র ভরি'॥
হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয়। সুবর্ণ বিহার কি কীর্ত্তনে বিহরয়॥
কেহ কহে, "এমন সুন্দর বর্ণ নাই না দেখি জগতে কভু উপমার ঠাঁই॥
কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন।" এত কহি স্থির হৈতে নারে কোনজন॥
ঐছে এ প্রশস্ত নাম সুবর্ণ বিহার। সংক্ষেপে কহিনু, নারি করিতে বিস্তার॥
সুবর্ণ বিহার গ্রাম যে করে দর্শন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহারে ডুবয়ে তার মন॥
এত কহি' সুবর্ণবিহার গ্রাম হইতে। মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে॥
মায়াপুর পরম অপূর্ব্ব রম্যস্থান। যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন॥
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা অন্ত পায়। মায়াপুর স্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়॥

## শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাগমন

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র-নরোত্তম-সনে। হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রেরভবনে॥
ভবন-ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া। হৈল প্রেমে বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির করি'। এক ভিতে রহি দেখে ভবন-মাধুরী॥
শ্রীনিবাস-প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়। মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয়॥
এ আলয় প্রভু-লীলা-মাধুর্য্য বাঢ়ায়। অন্যের দুর্জ্ঞেয় শ্রীআলয় পদ্মপ্রায়॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ-তরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-
পরিক্রমা সমাপ্ত।

# শ্রীমদ্ভাগবত

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৪ পৃষ্ঠার পর )

ব্যাসদেব আপন পুত্র শুকদেবকে এই ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়া এবং পরে নিজে প্রসন্নচিত্ত ও কৃতার্থম্মন্য হইয়া সমধিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে জগতের লোককে সাদরে বলিয়া গিয়াছেন—

"নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

( ভাঃ ১স্কঃ ১অঃ ৩ শ্লোক )

যাঁহাদের রসবোধ আছে এবং রসের তারতম্য বুঝিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, তোমরা এই ভাগবতরূপ ফল পান কর। ইহা যে-সে বৃক্ষের ফল নহে, বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল। এই ভাগবতও একে বেদরূপ কল্পতরুর ফল, তাহাতে আবার শুকদেব (ঋষির) মুখ হইতে বিগলিত হইয়াছে। কল্পতরুর ফলে যেমন অমৃতময় দ্রব থাকে, এ ফলেও তদ্রূপ অমৃতময় অর্থাৎ পরানন্দরূপ দ্রব আছে, অন্য ফলের ত্বক্, অস্থি (খোসা-আঁটী)— প্রভৃতি অনেক হেয়াংশ থাকে, এ ফলের তাহা নাই; ইহা কেবলই রস। অতএব ইহাকে ফলাকার কেবল রস বলিয়াই জানিবে। ইহা একবার পান করিয়াই, অথবা তৃপ্তিলাভ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াই পরিত্যাগ করিও না—ইহা অবিরতই পান করিবে এবং মোক্ষ লাভের পরও পান করিবে। একথা বলাই বাহুল্য, যেহেতু তাহা না করিয়া তোমরা থাকিতেও পারিবে না; কারণ, হরিকথামৃতের এমনই গুণ যে, তাহা একবার পান করিলে তৃপ্তি হয় না; পুনঃ পুনঃ পান করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে; তাই শৌনকাদি ঋষিগণ সূত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

আমরা উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় তৃপ্তিলাভ করিতেছি না: অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার বিরতি ঘটিতেছে না। যেহেতু সেই হরিকথা রসজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রবণ করিলে পদে পদে স্বাদু বোধ করেন অর্থাৎ প্রতিক্ষণে তাঁহারা নূতন নূতন সুস্বাদ অনুভব করিয়া থাকেন। আবার মুক্তিলাভ করিয়াও নারদাদি মুনিগণ হরিকথা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

হরির গুণই এইরূপ যে, আত্মজ্ঞানরত ও দেহাভিমানশূন্য মুনিগণও তাঁহার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন। (অহো!) পরম আনন্দের বিষয় এই যে, সদৃশ দুর্লভ ফল ( শ্রীভাগবস-রস ) আজি ভূমণ্ডলে তোমাদের সুলভ হইয়াছে !!

# শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**

**শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
( নদীয়া )

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব তিথিপূজা ( ফাল্গুনী পূর্ণিমা )** উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৮ই ফাল্গুন ১৩৭২, ইং ২রা মার্চ্চ ১৯৬৬, বুধবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি ( ৯টি ) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে অপরাহ্ণে সহর-শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

**শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ পরিক্রমাপঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।** ইতি—২৬শে পৌষ ১৩৭২ ; ইং ১১।১।৬৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

**সভ্যবৃন্দ,**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংস-স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

# পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৮ই ফাল্গুন, বুধবার—১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহদেবপল্লী ( মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা )**;

২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** ( স্মরণাখ্য )—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৯শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং

৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ**--(অর্চ্চনাখ্য)--রাতুপুর।

৩। ২০শে ফাল্গুন, শুক্রবার—৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** ( বন্দনাখ্য )—জান্নগর ( জহ্নুমুনিস্থান ), বিদ্যানগর ( শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট ) এবং

৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** ( দাস্যাখ্য )—**মামগাছি** ( শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা** ), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর ( পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস )।

৪। ২১শে ফাল্গুন, শনিবার—৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ( সখ্যাখ্য )—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং

৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** ( শ্রবণাখ্য ) সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ২২শে ফাল্গুন, রবিবার—৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** ( আত্মনিবেদনাখ্য )—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ ( শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন ), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে **মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে** নবদ্বীপ-সহরস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ২৩শে ফাল্গুন, সোমবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।